বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯ সংখ্যা- ০৭ জুলাই - ২০২৬

Operating without protective clothing, gloves, boots, helmets or goggles, workers at a rolling mill in Dhaka's Shyampur face serious risks every day. Surrounded by molten iron and scorching hot boilers, even a moment's lapse in focus can cause a life-altering accident. The photo was taken yesterday. PHOTO: MEHEDI

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৪৭
শ্রম বাজার	৪৮ - ৭৩
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৪ - ১০২
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৩ - ১১৯
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২০ - ১২৯
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৩০ -১৩২

যুগান্তর
বুধবার ১ জুলাই ২০২৬
১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

দাগনভূঞায় শ্রমিকের পরিবর্তে এক্সকেভেটর দিয়ে খাল খনন

মো. আবু তাহের, দাগনভূঞা (ফেনী)

দাগনভূঞার জায়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনিয়ায় গ্রামীণ খাল খনন কর্মসূচিতে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুই কিলোমিটার খাল খননের জন্য প্রতিদিন ১১৯ জন শ্রমিক নিয়োগের কথা থাকলেও পুরো কাজই এক্সকেভেটর (ভেকু) মেশিন দিয়ে করা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতবাড়িসহ জনপদ। সরেজমিন দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ৪০ দিনের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একদিনও শ্রমিক দিয়ে খাল খনন করা হয়নি। এতে সরকারের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য ব্যাহত এবং প্রকৃত শ্রমিকরা কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন ১১৯ জন শ্রমিক কাজ করলে প্রায় ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা মজুরি পাওয়ার কথা ছিল। অথচ সেই কাজ একটি এক্সকেভেটর দিয়ে মাত্র ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকায় সম্পন্ন করা হয়। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার টাকা হারে ৪০ দিনে প্রায় ১৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জাকিয়া খাতুন বলেন, 'মেশিন দিয়ে খাল কাটার ফলে আমার বসতঘরের পাশের মাটি সরে গেছে। রান্নাঘর, বাথরুম ও নলকূপ খালে ভেঙে পড়েছে। এখন পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি।' একই অভিযোগ করে ক্ষতিগ্রস্ত বেলাল হোসেন ও জাকির হোসেন বলেন, 'খাল খননের সময় কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মেশিন দিয়ে অতিরিক্ত গভীর করার কারণে আমাদের বাড়ির পাশের মাটি ধসে পড়েছে। আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং বসতঘরও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।' পথচারী লতিফ মিয়া বলেন, 'এ খাল খননে আমাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হয়েছে। রাস্তার এক

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য ব্যাহত
- ১৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ

পাশ গার্ডওয়ালসহ খালে ভেঙে পড়েছে। এখন যানবাহন চলাচল ও স্কুলগামী শিশুদের চলাফেরা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়েছে।' এ বিষয়ে প্রকল্পের সেক্রেটারি ও স্থানীয় বিএনপি নেতা দিদার হোসেন বলেন, 'প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ এক্সকেভেটর দিয়ে এবং ৪০ শতাংশ কাজ শ্রমিক দিয়ে করা হয়েছে। ইউএনও, পিআইওসহ সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই কাজ হয়েছে।' তবে শ্রমিক দিয়ে কাজ করার কোনো ছবি বা ভিডিও আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে নেই।' জায়লস্কর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সুজন কান্তি শর্মা বলেন, 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ১১৯ জন শ্রমিকের তালিকা চেয়েছিল। আমরা তালিকা সংগ্রহ করে তাদের কাছে পাঠিয়েছি।' উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রবিউল হোসেন বলেন, 'অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় রাজাপুর ও সিলোনিয়া খালের খনন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাড়িঘর ও রাস্তার অংশ খালে ভেঙে পড়াসহ কিছু অভিযোগও পেয়েছি। দীর্ঘদিন খাল খনন না হওয়ায় মাটি ভরাট ছিল। খননের পর এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বরাদ্দ পেলে সহযোগিতা করা হবে।' সম্পূর্ণ কাজ এক্সকেভেটর দিয়ে করার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'এক্সকেভেটর ও শ্রমিক—দুভাবেই কাজ করা হয়েছে।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহিদুল ইসলাম বলেন, 'যেখানে এক্সকেভেটর প্রয়োজন সেখানে মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে, আর যেখানে শ্রমিক প্রয়োজন সেখানে শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শ্রমিকদের কিছু কাজ এখনো বাকি রয়েছে। যতটুকু কাজ হবে ততটুকুর বিল পরিশোধ করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত পাঠানো হবে।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 3 July 2026

গাজীপুরে পাঁচটি পোশাক কারখানা একযোগে বন্ধ ঘোষণা

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরে লিথী গ্রুপের পাঁচটি কারখানা একযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুরে লিথী গ্রুপের পাঁচটি পোশাক কারখানা একসঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। এতে কারখানাগুলোতে কর্মরত প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। গত বুধবার গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় কারখানার প্রধান ফটকে এ বিষয়ে নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়।

বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলো হলো এ্যাপারেল-২১ লিমিটেড, ফমকম ফ্যাশন লিমিটেড, ফমকম ডাইং লিমিটেড, ফমকম প্রিন্টিং লিমিটেড ও ফমকম নিটিং লিমিটেড। এদিকে বন্ধ কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল সকালে মানববন্ধন করেন শ্রমিকেরা।

কারখানা বন্ধের নোটিশে বলা হয়েছে, গ্যাসের সংযোগ বন্ধ, ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশের পূর্বাভাস না থাকা, বিগত বছরে বারবার অযৌক্তিক শ্রম আন্দোলন হওয়া, পণ্যের বিক্রয়মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়া ও সময়মতো ব্যাংকিং সহায়তা না পাওয়ায় কারখানাগুলো বিশাল লোকসানের সম্মুখীন হয়ে আসছে। এখন মালিকের পক্ষে কারখানা পরিচালনা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

ভবিষ্যতে কারখানা চালু ও ব্যবসা পরিচালনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে আগের পুরোনো দক্ষ কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেতন ও পাওনা পরিশোধ করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে গত বুধবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার এলাকায় কারখানার পাশে মানববন্ধন করেন শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা বলেন, আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে গত ৭ জুন থেকে ফমকম ফ্যাশন লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী বন্ধ ঘোষণা করে। তার আগে শ্রমিকদের মে মাসের বেতন পরিশোধের জন্য ২৩ জুন তারিখ নির্ধারণ করেছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। এ জন্য তাঁরা বকেয়া বেতন পরিশোধ, কারখানা চালু ও সব পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।

বন্ধ ঘোষণার পর কারখানায় মালিকপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কথা বলতে কারখানার নোটিশে থাকা মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে গতকাল থেকে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক প্রকৌশলী এম এম মামুন-অর-রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের বিষয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে টঙ্গীতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যালয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা আছে। ওই বৈঠকে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

DHAKA THURSDAY JULY 2, 2026
ASHAR 18, 1433 BS
The Daily Star

GENDER AND LAW

Recognising women's right to a safe workplace

MARIA AFROZE

Workplace sexual harassment is one of the most serious and widespread problems faced by women in Bangladesh. Although harassment is often linked with physical assault, in reality, it goes far beyond physical contact. For instance, unwanted sexual comments, stalking, remarks on appearance, indecent gestures, humiliating jokes and intimidation can amount to sexual harassment

when they create an unsafe and degrading work environment. Reports show that 79.3% of female garment workers have faced some form of sexual violence in their workplaces. Even though women contribute to the workforce and the economy, they still face abuse, humiliation, and discrimination. It hampers women's productivity and discourages them from entering the workplace.

Workplace sexual harassment received its first significant legal recognition in Bangladesh through the landmark judgement of Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) v Government of Bangladesh in 2009. In this judgement, the High Court Division (HCD) held that sexual harassment violates the constitutional guarantee of equality under Articles 27 and 28(2). The court also issued binding guidelines that would apply to all public and private institutions. The court declared that verbal abuse would amount to sexual harassment along with physical abuse and further emphasised the liability of employers to maintain a safe work environment. The next important development was brought by the incorporation of Rule 361Ka into the Bangladesh Labour Rules 2015, through the amendment of the Labour Rules in 2022. The rules laid out the definition of sexual harassment by including unwelcome sexual remarks, threats to establish physical relations with the workers, demands for sexual favours from them, etc. The rules also require every institution to form a committee headed by a woman to facilitate reporting.

Finally, after a long delay, in 2026, the labour law of Bangladesh was amended to address the issue of workplace sexual harassment. For example, the newly added section 332 of the Bangladesh Labour Act 2006 now imposes an obligation on the employers to take steps to ensure that the workplace is free from harassment and violence.

Although a standalone law (draft) on the prevention and protection against sexual harassment at workplaces and educational institutions was apparently finalised during the time of interim government, there has not been any development since. Unless laws are properly enforced, countless women in Bangladesh will continue to suffer in silence, deprived of their constitutional right to a safe workplace.

Additionally, under Section 307A of the same Act, offenders may face a fine not less than 20,000 Taka and not more than 50,000 Taka.

Apart from our labour laws, the Penal Code, 1860 also protects against workplace sexual harassment. Sections 354 and 509 criminalise any assault or criminal force, acts, words, and gestures intended to outrage or insult the modesty of a woman. However, the term 'modesty' in these two sections is vague and subjective, and it creates an unreasonable burden to prove the chastity of the alleged victim during the trial, leading to traumatising character assassinations, unreasonable legal hurdles, and low conviction and reporting rates.

Additionally, despite these legal developments, the enforcement is notably constrained. Women lack confidence in the judicial system, and most institutions fail to comply with the provisions regarding the reporting of violations. Victims often avoid making formal complaints fearing loss of employment, social stigma, and victim-blaming. Even when complaints are made, women are not willing to use explicit language to describe that harassment due to social norms.

The laws are also in some way scattered and thus militates against predictable pathway to justice. In any case, the country requires an overarching legislation that recognises verbal, physical and cyber harassment equally.

Although a standalone law (draft) on the prevention and protection against sexual harassment at workplaces and educational institutions was apparently finalised during the time of interim government, there has not been any development since. Unless laws are properly enforced, countless women in Bangladesh will continue to suffer in silence, deprived of their constitutional right to a safe workplace.

The writer is student of law at the University of Dhaka.

শোভন কাজ

বণিক বার্তা
শনিবার, জুলাই ৪, ২০২৬

- ৮৮টি প্লট ৮০ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে
- ৮০টি কারখানা স্থাপনের কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র ১১টি
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটকে দুষলেন বিসিক কর্মকর্তারা

মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরী

ছয় বছরে উৎপাদনে আট শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান কেবল ৫৫ জনের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মিরসরাই

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসংলগ্ন মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে প্রতিষ্ঠার ছয় বছরে উৎপাদনে গেছে মাত্র আটটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, এতে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৫৫ জনের। তবে সরজমিনে গিয়ে একটি কারখানা বন্ধ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বরাদ্দ দেয়া ৮৮টি প্লটের মধ্যে এখনো খালি পড়ে আছে ৫৯টি। এছাড়া ৮০টি কারখানা স্থাপনের কথা থাকলেও বর্তমানে রয়েছে মাত্র ১১টি। সংশ্লিষ্টদের দাবি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট, নিরাপত্তা ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত কারণে প্লট মালিকরা দেশের ৭৫তম বিসিক শিল্পনগরীতে কারখানা স্থাপনে আগ্রহী নন।

জানা যায়, মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে ২০২০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি কারখানা উৎপাদনে যায়। এরপর ২০২২ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যায় এয়াকুব অটো রাইস মিল নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর এবি কমোডিটিজ নামে একটি কারখানায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। সব মিলিয়ে গত ছয় বছরে মাত্র আটটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদনে গেছে। এসব কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৫৫ জনের।

এদিকে লোকসানের কারণে উৎপাদনে যাওয়া খান অ্যাকসেসরিজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে বিসিক কর্মকর্তাদের দাবি, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা এবং গ্যাস ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় উৎপাদনে যেতে পারছে না অনেক কারখানা। এ বিষয়ে ২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে চিঠি দিয়েছে বিসিক কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, ২০০৯ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মিরসরাই পৌরসভার পূর্ব তালবাড়িয়া রেলস্টেশন এলাকায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫ দশমিক ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এটি বাস্তবায়নের জন্য ২২ কোটি ৯৪ লাখ টাকায় একটি প্রকল্প হাতে নেয় বিসিক। প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে ২ কোটি ১ লাখ টাকা বাড়িয়ে ২৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়। ২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালের ১২ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্প আকারে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০১৭ সালের জুনে। দুই বছর পর বরাদ্দের জন্য ৮৮টি প্লটের বিপরীতে ১১৪টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। যাচাই-বাছাই শেষে ৮৮ শিল্পোদ্যোক্তাকে প্লট বরাদ্দ দেয় বিসিক চট্টগ্রাম জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটি। কিন্তু ১৪ জন শিল্পোদ্যোক্তা সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় প্লটগুলো শূন্য ঘোষণা করা হয়। পরে ১৪টি প্লটের বিপরীতে ৫৬টি আবেদন জমা পড়ে। যাচাই-বাছাই শেষে অবশিষ্ট ১৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। সব মিলিয়ে ৮৮টি প্লট ৮০ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে দেয়া হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে নয়টি কিস্তিতে প্লটের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন তারা। এসব প্লটের প্রতি বর্গফুট জমির মূল্য ধরা হয়েছে ৮০০ টাকা।

মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে এ-টাইপ প্লট ২৭টি, বি-টাইপ প্লট ৩৩টি ও সি-টাইপ প্লট ২৭টি। প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রকৌশল খাতে ১৯টি, তৈরি পোশাক খাতে ১৬টি, খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতে ১৯টি, কেমিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড খাতে ১০টি, বন ও বনজাত খাতে তিনটি, প্যাকেজিং খাতে আটটি, সিরামিকস ও নন-মেটালিক খাতে তিনটি এবং রাবার, লেদার অ্যান্ড অ্যালাইড খাতে চারটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছে।

সম্প্রতি সরজমিনে মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে গিয়ে দেখা যায়, বরাদ্দকৃত ৮৮টি প্লটের মধ্যে ৫৯টি এখনো খালি পড়ে রয়েছে। এছাড়া লোকসানের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে কার্টন উৎপাদনকারী খান অ্যাকসেসরিজ। কারখানাটির সামনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক বৃদ্ধ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'লোকসানের কারণে প্রায় চার বছর আগে কারখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

উৎপাদনে যাওয়া আটটি কারখানা হলো এয়াকুব অটো রাইস মিল, খাজা ভান্ডার, খান অ্যাকসেসরিজ, নাছির কেমিক্যাল, আলিফ ফুড, মেঘনা ডাল মিল, ইনোভা টেক্সটাইল ও এবি কমোডিটিজ। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানে ৫৫ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। তবে ইনোভা টেক্সটাইল পুরোপুরি চালু হলে আরো কয়েকশ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫ জন শ্রমিক কাজ করছেন।

বিসিক চট্টগ্রামের শিল্পনগরী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তানজিলুর রহমান বণিক বার্তাকে জানান, 'মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে ৮০টি শিল্প-কারখানার বিপরীতে বর্তমানে রয়েছে ১১টি, এর মধ্যে উৎপাদনে রয়েছে আটটি। ব্যাংক খাতে অস্থিরতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকটে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যেতে পারছে না।'

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না পেলে ছোট কারখানাগুলো চালানো প্রায় অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর মিরসরাই পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে বিসিকের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

THE FINANCIAL EXPRESS Wednesday • July 1, 2026

Can Bangladesh build a democratic, humane & inclusive economy?

The theme of Bangladesh's national budget for fiscal year 2026–27—*"Towards a Democratic, Humane and Inclusive Economy"*—is among the most ambitious framings attached to an annual fiscal document in recent years. It reflects a growing recognition that the country's development challenge is no longer simply how to generate economic growth, but how to ensure that the benefits of growth are distributed more broadly and equitably. Concerns about inequality, youth unemployment, unequal access to opportunities and the concentration of economic power have, therefore, moved closer to the centre of policy debate.

But how should such an aspiration be evaluated? Ultimately, the budget must be judged not by its rhetoric but by its fiscal priorities and policy choices. Three questions are particularly important. First, who pays and who benefits from the state's fiscal system? This is the test of a democratic economy. Second, does the state merely protect people from economic hardship, or does it also expand their capabilities and opportunities? This is the test of a humane economy. Third, who gains access to economic opportunities, productive employment and the benefits of growth? This is the test of an inclusive economy.

The answers to these questions offer an important window into the kind of development state Bangladesh is seeking to build.

THE DEMOCRATIC ECONOMY: FISCAL STRUCTURE AND DISTRIBUTIONAL POWER: A democratic economy means more than competitive elections or parliamentary representation. It concerns the fairness of economic institutions, the distribution of opportunities, and the ability of citizens to influence how public resources are allocated. At its foundation is a fiscal system that distributes both burdens and benefits equitably.

Bangladesh's revenue structure, however, remains structurally regressive. Approximately 70 per cent of tax revenue continues to derive from indirect sources—VAT, customs duties and excises. Indirect taxes, whatever their administrative convenience, impose a proportionally heavier burden on lower- and middle-income households: a garment worker purchasing essential goods and a wealthy industrialist purchasing the same goods pay identical VAT rates, but that tax consumes a far greater share of the worker's income. The result is a tax system that struggles to reduce inequality.

Direct taxation has expanded at the margins, but not sufficiently to alter this structural reality. As income and wealth inequality widens—a trend visible in urban land markets, banking sector credit concentration and the expanding fortunes of a narrow commercial elite—the failure to build a genuinely progressive tax regime becomes not merely a fiscal problem but a democratic one. It signals that those with the greatest capacity to contribute to public goods bear a proportionally lighter burden than those with the least.

Fiscal decentralisation presents a parallel concern. Despite longstanding commitments to local governance strengthening, most public expenditure decisions remain centralised. Local government institutions operate with limited fiscal autonomy and constrained revenue-raising authority, leaving citizens with little meaningful influence over resources that directly shape their communities. A democratic economy requires not only representative institutions at the centre but devolved fiscal authority at the periphery.

Yet fairness in taxation and resource allocation is only one dimension of a democratic economy. Equally important is whether public spending expands people's capabilities and opportunities. This brings us to the budget's second aspiration: building a humane economy.

THE HUMANE ECONOMY: PROTECTION VERSUS TRANSFORMATION: Viewed through a humanitarian lens, the 2026–27 budget contains genuine strengths. Social protection allocations exceed Tk 144,000 crore, and in the context of persistent inflation, labour market uncertainty and worsening climate-related vulnerabilities, this expenditure provides an essential safety buffer for millions of low-income households. The expansion of social transfers is not trivial; it reflects a policy recognition that growth alone does not protect the vulnerable.

Yet a humane economy requires more than protection—it requires transformation. There is an important analytical distinction between a state's protective capacity and its transformative capacity. Protective policies reduce immediate suffering; transformative policies expand human capabilities and long-run opportunities. Sustainable development depends on the latter.

This distinction becomes stark in education and healthcare sectors. Despite absolute increases in allocations, public spending on education remains around 2 per cent of GDP—well below the UNESCO-recommended benchmark of 4–6 per cent—and public health expenditure hovers near 1 per cent of GDP, the lowest in South Asia. The consequence is that more than 70 per cent of healthcare costs continue to be financed directly by households through out-of-pocket payments. Such chronic underinvestment does not merely constrain access to services; it entrenches intergenerational inequality by limiting the social mobility of families unable to absorb private health or education costs.

The same logic applies to skills and workforce development. Bangladesh's demographic dividend—a large, young, working-age population—is an asset with a limited window of productive utilisation. Automation, digitalisation and restructuring global value chains are transforming labour markets at pace. Yet investments in technical and vocational education, innovation infrastructure and digital capability remain modest relative to the scale and urgency of that transition. A humane economy cannot afford to leave its youth underprepared for a rapidly changing economic environment.

Capability formation ultimately matters because it determines whether people can participate meaningfully in economic life. In practice, that participation is most clearly reflected in access to productive employment.

THE INCLUSIVE ECONOMY: EMPLOYMENT AS THE CENTRAL TEST: If one indicator best captures whether an economy is truly inclusive, it is productive employment. Employment is not merely a source of income; it is the primary vehicle of dignity, social mobility and economic participation. For most households, the most effective form of social protection is not a transfer payment but a decent and secure job.

Yet employment receives insufficient prominence in the budget's narrative. Bangladesh continues to face significant and growing challenges: youth unemployment, graduate underemployment and structural skills mismatches that neither the education system nor the labour market has

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

adequately addressed.
The data are concerning. According to the Bangladesh Bureau of Statistics Labour Force Survey, nearly 1.94 million young people aged 15–29 were unemployed, representing approximately 7.2 per cent of the youth labour force, and youth account for nearly four-fifths of total unemployment. More strikingly, the Labour Force Survey 2024 recorded an unemployment rate of 13.5 per cent among university graduates—the highest of any educational group—with around one-third of graduates remaining unemployed for up to two years after completing their studies. Of the country's 2.62 million unemployed individuals, approximately 885,000 held university degrees.

These figures point to a structural disconnect between educational expansion and productive employment generation. Bangladesh has successfully broadened access to tertiary education; it has not yet built the economic structures capable of absorbing a more educated workforce into productive, well-remunerated employment. When higher education no longer reliably delivers economic mobility, public confidence in both institutions and development can begin to erode—a cost that extends well beyond labour market statistics.

An inclusive economy requires policies that actively support labour-intensive sectors, reduce barriers to entrepreneurship, and forge stronger institutional linkages between education and labour market demand. Employment creation must be treated not as a secondary outcome of growth but as a primary development objective in its own right.

At its core, the challenge is one of capability formation. Countries that successfully moved into upper-middle-income status invested heavily in education, health, technical skills and innovation systems. The long-term success of Bangladesh's development strategy will depend on whether public expenditure increasingly shifts from consumption support towards investments that enhance productivity and human potential.

INCLUSION AND THE CONCENTRATION OF ECONOMIC POWER: A deeper structural concern underlies these sectoral challenges. Bangladesh's development model has, over time, produced significant concentrations of economic power. In banking, large-scale industry, import trade, energy and real estate, economic resources and market influence are increasingly concentrated among a relatively narrow set of actors. Bangladesh Bank data show a high concentration of credit among a relatively small number of large borrowers, while SMEs continue to receive a disproportionately small share of formal financing. Over 70 per cent of loans concentrated among a small number of business groups. The banking sector's non-performing loan crisis is, in part, a symptom of this concentration: large enterprises have historically absorbed a disproportionate share of institutional credit, while small and medium enterprises—the primary engines of employment and local economic dynamism—face persistent financing constraints.

This is a paradox of inclusive development. Those who generate the greatest share of jobs often face the greatest barriers to capital and opportunity. Inclusive growth cannot be achieved through social transfers alone; it requires competitive markets, accessible finance, lower barriers to entrepreneurship, and institutional safeguards against the capture of economic rents by politically connected elites. The budget emphasises redistribution through social protection mechanisms and places comparatively less weight on the structural and institutional reforms necessary to democratise access to economic opportunities.

WHAT KIND OF DEVELOPMENTAL STATE IS EMERGING?: Bangladesh has already demonstrated that it can generate growth. The challenge of the next decade is whether it can broaden access to the opportunities created by that growth. A democratic, humane and inclusive economy will not emerge from social transfers alone. It will require stronger investment in human capabilities, productive employment, competitive markets and a more progressive fiscal system. The success of Budget 2026–27 should therefore be judged not by the size of its allocations, but by whether it expands the economic agency of ordinary citizens and makes growth more broadly shared.

Golam Rasul, Ph.D is a Professor of Economics at the International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT), Dhaka. golam.grasul@gmail.com

শনিবার | দৈনিক ইত্তেফাক
৪ জুলাই ২০২৬

সেপটিক ট্যাংক ও পরিত্যক্ত কূপ যেন মৃত্যুফাঁদ, পাঁচ বছরে মৃত্যু ২২৯

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জরুরি

■ পিনাকি দাসগুপ্ত

বাড়ির সেপটিক ট্যাংক ও পরিত্যক্ত কূপ যেন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কারণে প্রায়ই ঘটছে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। কখনো পরিষ্কার করতে নেমে, আবার কখনো অসতর্কতায় প্রাণ হারাচ্ছেন শিশু, শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যরা। ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে এ ধরনের দুর্ঘটনায় ২২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাস পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত না করে কখনোই বদ্ধ স্থানে নামা উচিত নয়।

সম্প্রতি দেশে সেপটিক ট্যাংক ও পরিত্যক্ত কূপে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। গুগলে 'সেপটিক ট্যাংক দুর্ঘটনা' লিখে খুঁজলেই এমন শত শত ঘটনার খবর পাওয়া যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে আরো এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। সর্বশেষ রাজধানীতে একটি আবাসিক ভবনের সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে তিন জন দগ্ধ হয়েছেন। বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে কাঁঠালবাগানের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে গত ২৬ জুন চট্টগ্রামের পৃথক দুটি স্থানে সেপটিক ও ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে চার জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ দিন চট্টগ্রাম মহানগরীর ডবলমুরিং এবং রাউজান উপজেলায় এই পৃথক দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

যে কারণে মৃত্যু : বিশেষজ্ঞদের মতে, সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে জমে থাকা হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একজন মানুষকে অচেতন করে ফেলতে পারে। এরপরই ঘটে মৃত্যু। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগে থেকে গ্যাস পরীক্ষা করা হয় না। থাকে না অক্সিজেন সাপোর্ট, গ্যাস ডিটেক্টর, সেফটি হার্নেস কিংবা প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জাম। ফলে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারান আরো অনেকে।

সেপটিক ট্যাংক

১৬ পৃষ্ঠার পর

অনেকেই জানেন না যে এটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ : বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. রওশন মমতাজ বলেছেন, অনেকেই জানেন না যে এটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং এর জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন। মিউনিসিপ্যালিটি যখন এ সেবা দেয়, তখন যারা এই কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তদারকির অভাব রয়েছে। এর ফলেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। পাঁচ বছরের নিহত হয়েছেন ২২৯ জন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সেপটিক ট্যাংক, স্যুয়ারেজ ও কূপসংক্রান্ত ১৭৫টি দুর্ঘটনায় ২২৯ জন নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলেই এমন অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। সেপটিক ট্যাংক বা পরিত্যক্ত কূপে নামার আগে কয়েকটি সহজ দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। যেমন একটি জ্বালানো হারিকেন বা কুপি দড়ি দিয়ে বেঁধে ধীরে ধীরে কূপের ভেতরে নামাতে হবে। যদি সেটি দ্রুত নিভে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অক্সিজেনের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া পাতাসহ গাছের ডাল দড়িতে বেঁধে বারবার কূপের ভেতরে উঠানামা করালে কিছু বিষাক্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কিছু অক্সিজেন ভেতরে প্রবেশ করে। পাশাপাশি পরিত্যক্ত বা অরক্ষিত কূপ ও সেপটিক ট্যাংক স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৪ জুলাই ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

জাল যার, জলা তার নীতি বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ▷

দেশের উন্মুক্ত জলাশয় প্রকৃত জেলেদের জন্য সংরক্ষণ, জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার 'জাল যার, জলা তার' নীতি বাস্তবায়নে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তিনি বলেছেন, জলাশয় দখলমুক্ত রেখে প্রকৃত জেলেদের মাছ আহরণের অধিকার নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।
গতকাল নেত্রকোনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের আমন্ত্রণে নেত্রকোনা সফরে এসে জেলা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে টুকু এসব কথা বলেন। এ সময় সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, নদী, খাল, বিল ও উন্মুক্ত জলাশয়ের নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকার ধারাবাহিকভাবে খনন ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে জলাশয়ের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বাড়বে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২০ আষাঢ় ১৪৩৩, ৪ জুলাই ২০২৬

সংকটের আবর্তে তৈরি পোশাকশিল্প!

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি—তৈরি পোশাকশিল্পের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গভীর চিন্তার উদ্রেককারী। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই গৌরবময় অবস্থান হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবৎসরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হ্রাস পাইয়া ৩৮.৭০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের রপ্তানি ৪৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করিয়াছে এবং চলতি বৎসরে তাহা ৪৭-৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাইবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে। শুধু ভিয়েতনামই নহে, ভারত, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলিও বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান ক্রমশ সুদৃঢ় করিতেছে।

আমাদের এই অধোগতির মূল কারণগুলি অভ্যন্তরীণ এবং কাঠামোগত। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন হইতে জানা যায়—বিগত দুই বৎসরে দেশে পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের তীব্র ঘাটতির কারণেই কারখানাগুলির উৎপাদন-সক্ষমতা চরমভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই সকল কারখানা বন্ধ হইবার ফলে কেবল পোশাক খাতেই প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাইয়াছেন। বেকারত্বের এই বৃদ্ধি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এক বিরাট হুমকি। সদ্যসমাপ্ত অর্থবৎসরের ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাসই রপ্তানি আয় নেতিবাচক ধারায় ছিল। সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে এবং নতুন রপ্তানি আদেশ প্রাপ্তিও আশঙ্কাজনকভাবে কমিয়া গিয়াছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী—শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি মাত্র ২.৮৬ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে, যাহা সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে শ্লথ করিয়া দিতেছে।

এই মহাসংকট হইতে দেশের প্রধান রপ্তানি খাতকে রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান সরকারকে কিছু যুগান্তকারী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমত, শিল্পকারখানা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রথম ও প্রধান শর্ত হইল গ্যাস ও বিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ। প্রয়োজনে বিকল্প জ্বালানি আমদানির পথ সুগম করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, কাজহারানো দেড় লক্ষ শ্রমিকের পুনর্বাসন এবং বর্তমান শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ নিশ্চিত করিতে হইবে। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সুষম সংলাপের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলসমূহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তৃতীয়ত, সংকটাপন্ন কারখানাগুলিকে টিকাইয়া রাখিতে ব্যাংক ঋণের সুদ হ্রাস, ঋণ পুনর্গঠন এবং কর রেয়াতির মতো বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা আবশ্যক। চতুর্থত, তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে হিস্যা ধরিয়া রাখিতে এবং নতুন রপ্তানি আদেশ আকর্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইতে হইবে। বিশেষ করিয়া শুল্কমুক্ত সুবিধা (Duty-Free Access) ধরিয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন দেশের সহিত আলোচনা বেগবান করিতে হইবে। পঞ্চমত, চট্টগ্রাম বন্দরসহ সকল স্থল ও বিমান বন্দরের লজিস্টিকস সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে পণ্য খালাস এবং জাহাজিকরণে কোনো বিলম্ব না হয়। আমদানির কাঁচামাল ছাড়করণের প্রক্রিয়া সহজ ও দুর্নীতিমুক্ত করা জরুরি।

ইহা ছাড়া আমাদের আরো কিছু সুপারিশ রহিয়াছে, যাহা বাস্তবায়নের দাবি রাখে। যেমন—প্রচলিত তুলাভিত্তিক পোশাকের (কটন) ওপর নির্ভরতা কমাইয়া কৃত্রিম ফাইবার বা সিনথেটিক কাপড়ের (নন-কটন) উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াইবার কথা চিন্তা করিতে হইবে। শুধু প্রচলিত বাজার বা আমেরিকা-ইউরোপের ওপর নির্ভর না করিয়া এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো নতুন বাজারগুলিতে বাজার ধরিতে হইবে। একই সঙ্গে কারখানায় নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করিয়া আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা ধরিয়া রাখিতে হইবে এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিনির্ভর (অটোমেশন) উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করিয়া অপচয় রোধ ও উৎপাদনশীলতা বাড়াইতে হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, তৈরি পোশাকশিল্প কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হাতিয়ার নহে, ইহা দেশের কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা এবং নারীর ক্ষমতায়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়িলে দেশের সমগ্র অর্থনীতি তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িবে। অতএব, বর্তমান সরকার কালক্ষেপণ না করিয়া দূরদর্শী ও কঠোর নীতিমালার মাধ্যমে এই সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে—ইহাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬
২৪ আষাঢ় ১৪৩৩

শ্রীপুরে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ কারখানা ছুটি ঘোষণা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি এলাকায় অবস্থিত 'কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড' কারখানায় প্রায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কারখানার সব শ্রমিকের জন্য ১ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি এলাকায় অবস্থিত 'কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড' কারখানায় এ ঘটনাটি ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের ধারণা শ্রমিকেরা 'প্যানিক অ্যাটাক'-এ আক্রান্ত হয়েছেন। শ্রমিকদের দাবি, একটি ফ্লোরে হঠাৎই একে একে শ্রমিকরা বমি, মাথা ঘোরা ও শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করতে শুরু করে। অনেকেই মেঝেতে পড়ে যান। ঘটনার পর কারখানাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শাহানাজ বেগম নামে এক শ্রমিক জানান, কিছুদিন আগে একই ফ্লোরে লিজা বেগম নামে এক শ্রমিক মারা যান। এবারও ওই ফ্লোরে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ৮০ থেকে ৯০ জন শ্রমিককে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৭ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অনেকেই বাসায় চলে গেছেন। তবে আরও অসুস্থ শ্রমিক আসছেন।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদ ভূঁঞা বলেন, ঘটনার পরপরই অসুস্থ শ্রমিকদের দেখতে হাসপাতালে যাই। অসুস্থ শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

NEW AGE THURSDAY, JULY 2, 2026,

From exporting labour to exporting human capital

by **Mohiuddin Zaman**

FEW countries have transformed themselves as dramatically as Bangladesh since independence in 1971. Once derided by foreign observers as a 'basket case,' Bangladesh has emerged as South Asia's second-largest economy and one of the developing world's most compelling success stories.

Three pillars have underpinned this transformation: the ready-made garment industry, agriculture and overseas migration. Together they have generated employment, ensured food security, earned foreign exchange and lifted millions out of poverty.

Among these, remittances occupy a uniquely strategic position. They finance imports, strengthen foreign exchange reserves, support domestic consumption, reduce poverty and provide an economic lifeline to millions of households. Equally important, overseas employment absorbs workers whom the domestic economy is often unable to employ productively.

Bangladesh deployed a record 1.1 million workers abroad in 2025. Millions more Bangladeshis live and work overseas, while a large diaspora continues to contribute through remittances and investment. For decades, this migration model has been one of the country's greatest economic strengths.

Yet the global labour market is changing. The question facing Bangladesh today is no longer whether labour migration will continue. The real question is whether Bangladesh can successfully transition from a labour-export economy to a human-capital-export economy.

The end of the old migration model?

BANGLADESH'S overseas employment success was built largely on the export of low-skilled and semi-skilled workers to the Gulf states during a period of unprecedented infrastructure expansion and oil-fuelled economic growth.

That model is now facing growing pressures.

The first challenge comes from structural changes within Gulf economies themselves. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and other regional powers continue to invest heavily in infrastructure and diversification. However, the long-term shift towards renewable energy, economic restructuring and changing global energy consumption patterns means that labour demand may not expand indefinitely as it did during previous decades.

The second challenge is technological change. Automation, robotics and artificial intelligence are beginning to affect sectors that traditionally absorbed large numbers of migrant workers, including logistics, warehousing, retail, transportation, administration and even certain construction activities. The impact will be gradual rather than sudden, but the direction of travel is clear: low-skilled jobs will become increasingly vulnerable.

Third, labour nationalisation programmes such as Saudization, Emiratisation and Omanisation are becoming more sophisticated and politically entrenched. Governments across the Gulf are under pressure to create employment opportunities for their own citizens. While such policies have produced mixed results in the past, improvements in education, digital governance and labour market management are making them more effective than before.

Bangladesh also faces growing geopolitical and economic risks. Regional conflicts, diplomatic tensions, economic slowdowns or fluctuations in energy prices can quickly affect labour demand in destination countries. Given Bangladesh's heavy dependence on a relatively small number of labour markets, any major disruption could have significant consequences.

Finally, international competition is intensifying. Countries such as India, Pakistan, Nepal, Indonesia, Vietnam and the Philippines are competing aggressively for overseas employment opportunities. Several African countries are also entering the market. In such an environment, countries that rely primarily on exporting low-skilled workers will find themselves competing in the most replaceable segment of the global labour force.

The future belongs to skills

DESPITE these challenges, the future of migration remains bright for countries that can adapt.

Many advanced economies are confronting severe demographic pressures. Aging populations and shrinking workforces are creating sustained demand for nurses, caregivers, healthcare technicians, engineers, industrial workers, IT professionals and a wide range of certified technical personnel.

Japan, South Korea, Germany, Italy and several other European countries are already experiencing labour shortages in critical sectors. Their challenge is not a lack of jobs but a lack of workers.

This presents a historic opportunity for Bangladesh.

The countries that will benefit most from the next phase of global labour mobility will not necessarily be those that export the largest number of workers. They will be those that export the most valuable skills.

Bangladesh must therefore shift its focus from the quantity of workers it sends abroad to the quality of workers it prepares and deploys.

Human capital as a strategic export industry

THIS requires a fundamental change in national thinking. Overseas employment can no longer be viewed merely as a social safety valve or an employment programme. It should be treated as a strategic export industry.

Just as Bangladesh spent decades building institutions, policies, infrastructure and incentives to support the garment sector, it must now create an integrated ecosystem for the export of skilled human capital.

The starting point must be education and training.

Technical and vocational education should be aligned directly with the needs of international labour markets. Training programmes must be designed around the requirements of employers in Japan, Germany, South Korea, the Gulf states and other emerging destinations.

Internationally recognised certification should become a national priority. Employers increasingly seek workers whose qualifications can be verified and accepted across borders. Without globally recognised credentials, Bangladeshi workers will struggle to compete against better-prepared candidates from rival countries.

Language training is equally important. Technical skills alone are often insufficient. Workers seeking opportunities in Japan, Germany or South Korea must possess at least basic language proficiency alongside occupational competence.

Bangladesh must also invest in what might be called 'labour branding.' Countries develop reputations in global labour markets. The Philippines, for example, has built a strong international reputation in nursing and caregiving. Bangladesh needs to devel-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

op its own global brand based on reliability, professionalism, certification and productivity.

'Brand Bangladesh Workers' should become a national objective.

Reforming the migration architecture

SKILLS alone will not be enough. Bangladesh's migration governance system was designed for a different era. Today, it is fragmented across multiple ministries, departments, agencies and regulatory bodies. The result is often duplication, inefficiency, bureaucratic delay and weak accountability.

The ministry of expatriates' welfare and overseas employment, together with institutions such as BMET, BOESL, the Wage Earners' Welfare Board, Probashi Kallyan Bank and the Technical Training Centres, performs important functions. Yet there is growing concern that the existing structure is not equipped to respond effectively to rapidly changing global labour market conditions.

What Bangladesh requires is a comprehensive review of its entire migration governance framework.

One proposal worthy of serious consideration is the establishment of an autonomous national authority dedicated exclusively to overseas employment and migration strategy. Operating at the highest levels of government, such a body could coordinate skills development, labour market intelligence, international negotiations, migrant protection, digitalisation and long-term planning.

Most importantly, it could ensure that migration policy is treated not merely as an administrative function but as a strategic economic priority.

The country should also be willing to draw upon international expertise. Successful labour-exporting nations routinely engage specialised consultants, industry experts and international partners to modernise systems and identify emerging opportunities. There is no reason Bangladesh should hesitate to do the same.

The need for labour diplomacy

THE future of migration will increasingly be shaped by diplomacy. Bangladesh cannot afford to remain dependent on a handful of destination countries. Diversification must become a national priority.

East Asia, Europe and selected emerging markets offer significant opportunities for skilled workers. Accessing these markets requires sustained diplomatic engagement, government-to-government agreements and sophisticated labour market negotiations.

Bangladesh's diplomats should be trained not only in traditional diplomacy but also in labour market development and migration management. In the decades ahead, labour diplomacy may become as important as trade diplomacy.

A choice that cannot be delayed

REMITTANCES will remain one of the pillars of Bangladesh's economy for years to come. Indeed, inflows may continue growing in the near term as migration remains robust and formal remittance channels improve. But relying indefinitely on low-skilled labour exports would be a strategic mistake.

The global economy is changing too rapidly. Automation, demographic shifts, labour nationalisation policies and international competition are reshaping migration markets. Countries that fail to adapt risk being left behind.

Bangladesh still possesses a valuable window of opportunity. By modernising vocational education, expanding internationally recognised certification, strengthening language training, improving governance, digitalising migration systems and pursuing an ambitious labour diplomacy agenda, it can reposition itself for the next phase of global labour mobility.

The choice is straightforward. Bangladesh can continue exporting workers and hope that yesterday's model survives tomorrow's challenges. Or it can transform itself into a leading exporter of skilled human capital.

The difference between those two paths may well determine the country's economic trajectory for the next generation.

Mohiuddin Zaman, is a retired Bangladeshi-Canadian banker with interest in regional and international affairs and economic issues.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৫ জুলাই ২০২৬

শ্রমবাজার

অচলাবস্থার অবসান হোক

বেকারত্ব দেশে সামাজিক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। লাখ লাখ কর্মক্ষম জনশক্তি কর্মহীন। তার মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ নানা বয়সের নারী-পুরুষই আছেন। উচ্চশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের একটা কারণ উপযুক্ত কাজ না পাওয়া। এদিকে দেশে যোগ্য জনশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। প্রত্যাশিত পর্যায়ে শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই এ অবস্থা চলছে। সেই প্রেক্ষাপটেই দেশের মানুষকে রুটি-রুজির অন্বেষণে ছুটতে হয় বিভিন্ন দেশে। অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁরা অর্জন করেন বৈদেশিক মুদ্রা। তার সুফল লাভ করে পরিবার থেকে শুরু করে দেশের অর্থনীতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসীরা যে অর্থ পাঠান, তা জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। একেকজন প্রবাসী কর্মীর কষ্টার্জিত আয়ের ওপর দাঁড়িয়ে যায় তাঁদের পরিবার। পাল্টে যেতে থাকে গ্রামীণ জনপদের চেহারা। কিন্তু বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের বড় এবং সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারগুলো দীর্ঘদিন স্থবির হয়ে আছে। মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে নতুন কর্মী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কূটনৈতিক তৎপরতা এবং নানামুখী প্রতিশ্রুতির পরও অচলাবস্থা কাটছে না। স্বভাবতই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে রেমিট্যান্স প্রবাহে। এই ঘনীভূত সংকট সমাধানে রিক্রুটিং এজেন্সির চক্র ভাঙার পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি সুফল বয়ে আনতে পারে। সে ক্ষেত্রেও কূটনৈতিক তৎপরতা হতে হবে চৌকশ ও পেশাদারি। বিদেশ মিশনগুলোর কার্যকর ভূমিকা পালন অপরিহার্য। দেশের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান কর্তৃপক্ষকে হতে হবে দায়িত্বশীল, করিৎকর্মা, শ্রমিকবান্ধব, সৎ এবং অবশ্যই আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত। আশার বিষয়, অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফরের পর সে দেশের শ্রমবাজারে আমাদের জন্য নতুন করে দরজা খোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এ মাসেই টেকনিকাল কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। দ্রুত তা হোক এবং জটিলতার জট খুলুক–সেটাই প্রত্যাশিত। প্রতি বছর প্রায় ৩৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মী বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। এদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মীতে পরিণত করে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা চ্যানেলে নিয়োগ, যৌক্তিক ব্যয়ে বিদেশ গমন ও প্রবাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। বিদেশ মিশনে কর্মরত প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা তাঁদের দেখভাল করবেন। যেকোনো সংকটে দ্রুত পাশে দাঁড়াবেন। তাতে প্রবাসে বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিরাপত্তাবলয়ে থেকে, আস্থা ও সুনাম অর্জনের মাধ্যমে ক্রমে সম্প্রসারণের পথ খুঁজে পাবে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির বেগবান প্রবাহে জাতীয় অর্থনীতি মজবুত ভিত্তি লাভের পথে এগোতে থাকবে।

THE BUSINESS STANDARD
THURSDAY 09.07.2026

Govt warns workers, agencies against payments until Malaysia recruitment officially resumes

MIGRATION – BANGLADESH

TBS REPORT

The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment has urged aspiring migrant workers and recruiting agencies not to make any financial transactions or recruitment arrangements until the government formally announces the reopening of the Malaysian labour market.

No individual or organisation should be contacted for employment-related processing or payments for jobs in Malaysia until an official notification, according to an emergency advisory issued by the ministry yesterday.

The ministry also instructed aspiring workers not to undergo medical examinations or pay any fees related to recruitment before the worker recruitment process is officially launched.

Recruiting agencies have been directed not to sign any agreements with workers intending to go to Malaysia until the government issues a formal announcement. They have also been strictly instructed not to collect passports, arrange medical tests or receive any payments from job seekers before the official recruitment process begins, according to it.

The warning comes amid growing interest among Bangladeshi workers over the possible reopening of the Malaysian labour market following prolonged uncertainty.

The ministry urged anyone seeking information or wishing to lodge complaints regarding Malaysia-bound migration to contact the Probashi Call Centre at 16135 from within Bangladesh or +8809610102030 from abroad.

প্রথম আলো
সোমবার, ৬ জুলাই ২০২৬,

'চার দিন ধইরা কাজ পাই না'

মানুষের কথা

নোমান ছিদ্দিক, *ঢাকা*

'৫০ টেহা হাজিরা থেকে কাজ করতাছি। অহন কাজের দাম তো বাড়তে, বাড়লেও আমরা তো যাইতারি না। আমগোরে তো নে না। আমরা বয়স্ক না, আমরারে বেড়ারা নে না। যারা ইয়ং বয়সের আছে, হেরারে নেয়।' কথাগুলো বলছিলেন ৬৭ বছর বয়সী রাশিদা বেগম।

গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর বাড্ডার নতুন বাজারের শ্রমিক হাটে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। প্রায় ২৮ বছর ধরে এখানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন তিনি। কিন্তু বয়সের ছাপ পড়ার পর থেকে আগের মতো আর কেউ কাজে নিতে চায় না। চার দিন ধরে প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোনো কাজ পাননি রাশিদা।

শুধু তিনি নন, একই অবস্থায় রয়েছেন এই শ্রমিক হাটে আসা আরও অনেক নারী-পুরুষ। সকাল সাতটা থেকে ১০টা পর্যন্ত এই শ্রমিক হাটে কয়েক শ শ্রমিকের উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের সঙ্গে কথা বলে *প্রথম আলো*। পুরুষ শ্রমিক বেশি হলেও নারী শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়।

এই শ্রমিক বিক্রির হাটে এসেছেন রাজিয়া বেগম ও আবদুল আজিজ দম্পতি। গতকাল সকালে রাজধানীর বাড্ডার নতুন বাজারের শ্রমিক হাটে। ছবি : প্রথম আলো

সংসার চালানোই কঠিন

রাশিদা বেগমের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার কলমাকান্দায়। স্বামী আবদুর রহিম (৭৫) ও এক ছেলেকে নিয়ে বাড্ডার নুরে সালাহ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। তাঁর স্বামী আগে প্যাডেলরিকশা চালাতেন। বয়স ও অসুস্থতার কারণে এখন আর নিয়মিত চালাতে পারেন না।

সংসার কীভাবে চলছে, জানতে চাইলে রাশিদা বলেন, 'সংসারডা চালাইতে অনেক কষ্ট অয়। আগে ৫০ টেহার কাম কইরা বাজার কইরা খাইতে পারছি। অহন ৫০০ টেহার কাম করলেও বাজার অয় না। কামে দুই দিন যাইতারলে চার দিন যাওন যায় না। এর মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। কী করমু? না দিয়া তো উপায় নাই। কোনোমতে খাইয়া না খাইয়া দিন যায়।'

সরকারের বয়স্ক ভাতা কিংবা ফ্যামিলি কার্ড কোনোটিরই সুবিধা পান না বলে জানান তিনি। অভিযোগ করেন, বয়স্ক ভাতার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করতে গেলে তাঁকে সহযোগিতা না করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজধানীর বাড্ডার নতুন বাজারের এই শ্রমিকের হাটে আগের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লেও কমেছে কাজের সংখ্যা। এমনটাই বলছেন রাশেদা বেগমের মতো দীর্ঘদিন এই হাটে আসা শ্রমিকেরা।

প্রায় একই রকম অবস্থা সুরাইয়া বেগমের (৬৫)। বাসার রুম পরিষ্কার, পুরোনো ভবনের মেঝে ভাঙার কাজ, ধোয়ার কাজ করেন তিনি। গতকাল সকালেও কাজের খোঁজে এই মানুষ বিক্রির হাটে প্রতিদিনের মতো আসেন তিনি। ১৩ বছর ধরে এই শ্রমিকের বাজারে আসা সুরাইয়া সকাল ১০টা পর্যন্ত তখনো বিক্রি হননি। কখনো কাজ পান, কখনো আবার কাজ না পেয়ে বাসায় ফিরে যান বলে জানান এই নারী।

সুরাইয়ার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর। স্বামী নোয়াব আলী (৭০) শ্বাসকষ্টের কারণে কোনো কাজ করতে পারেন না বলে জানান সুরাইয়া। তাই এই বয়সে প্রতিদিন সকালে কাজের খোঁজে শ্রমিকের হাটে ছুটতে হয় তাঁকে।

কাজ না পাওয়ার কারণ হিসেবে সুরাইয়া বেগম উল্লেখ করেন, বয়স একটু বেশি হওয়ায় তাঁকে অনেকে কাজে নিতে চায় না। নিলেও অন্যরা যেখানে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায় কাজে যান, সেখানে সুরাইয়া বেগমকে যেতে হয় ৫০০ টাকায়।

বেড়েছে শ্রমিকের সংখ্যা, কমেছে কাজ

২০ বছর ধরে রাজধানীর বাড্ডার নতুন বাজারের এই শ্রমিকের হাটে সকালে কাজের খোঁজে আসেন মো. আশাদুল (৭৩)। ইট-বালু তোলার কাজ করেন তিনি। গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজরামপুর, থাকেন রাজধানীর খিলক্ষেতে।

আশাদুল বলেন, 'আগে কাজকাম ছিল। ইদানীং কাজকাম নাই বললেই চলে। এখন আমাদের চলতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। ধারকর্জ কইরা, দোকান বাকি কইরা চলতে সমস্যা হয়। এই যে ঘর ভাড়া দিতে পারি না। এক মাসের ঘর ভাড়া দিয়া সিধা (সোজা) অইতে পারি না, আরেক মাসের ঘর ভাড়া আইয়া পড়ে।'

কাজ কম থাকায় আয় কমে গেছে। ফলে রাজধানীতে পরিবারসহ থাকা অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে গেছে। তাই স্ত্রী জোবেদা খাতুনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানান আশাদুল।

খরচ বাড়ছে, আয় কমছে

একদিকে কাজ কমে গেছে, আর অন্যদিকে বাসাভাড়া, বিদ্যুৎ ও পানির বিল বেড়েছে বলে দাবি করেন শফিকুল ইসলাম (৫০)। রাজধানীর শাহজাদপুর এলাকায় স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন তিনি। প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে হয় তাঁকে। প্রতিদিনের মতো এই শ্রমিকের হাটে অন্যদের মতো কাজের খোঁজে এসেছেন এই রাজমিস্ত্রি। সকাল থেকে কাজের অপেক্ষায় থাকলেও ১০টা পর্যন্ত তিনি কোনো কাজ পাননি। ফলে সড়কের পাশে অন্য শ্রমিকদের মতোও অপেক্ষা করছিলেন।

সাধারণ জনগণ নিয়ে সরকারের কোনো চিন্তা নেই বলে অভিযোগ করে শফিকুল ইসলাম বলেন, 'সরকারের তো এই সাধারণ জনগণের দিগে কোনো চিন্তা নাই। হেগো চিন্তা অইলো বড় যারা, হেগোরে টাইন্না আরও বড় করো। সব সরকারই এ তো এক। আমাগো চলতে কষ্ট অয়। তা চিন্তা কে করে।'

একসঙ্গে এই শ্রমিক বিক্রির হাটে এসেছেন রাজিয়া বেগম (৫৬) ও আবদুল আজিজ (৭২) দম্পতি। আবদুল আজিজ রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। রাজিয়া বেগম ঘর পরিষ্কার, মাটি কাটার কাজ করেন। দুজনেই সকালে খাওয়ার জন্য শুঁটকি ভর্তা আর ভাত এনেছেন। রাজধানীর এই বাজারে দীর্ঘদিন কাজের জন্য বিক্রি হয়ে আসছেন তাঁরা। তবে আবদুল আজিজ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আর তেমন কাজ করতে পারেন না। আগের মতো নিয়মিত কাজ না পাওয়ায় এখন পরিবার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খান তাঁরা।

রাজিয়া বেগম বলেন, 'এই কাইল কাজ ছিল না, বেলা একটা পর্যন্ত ঘুইরা গেছি। আগের মতো তো আর এহন কাম নাই। তবু কী করমু। আইসা ঘুইরা যাই। যদি কাজ পাই।'

প্রথম আলো
সোমবার, ৬ জুলাই ২০২৬,

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ছাঁটাই বাড়ছে

শিল্পকারখানা

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত কিংবা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকার ইউনিক ওয়াশিং অ্যান্ড ডায়িং এবং ইউনিক ডিজাইনার্স কারখানা গত ১৬ জুন স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কারখানা দুটিতে ১ হাজার ৮০০ শ্রমিক কাজ করতেন। আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হওয়া কারখানা দুটির শ্রমিকেরা এখনো বকেয়া বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পায়নি।

ইউনিক ওয়াশিং অ্যান্ড ডায়িং এবং ইউনিক ডিজাইনার্স মতো প্রতি মাসেই কিছু শিল্পকারখানা বন্ধ হচ্ছে। আবার বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করছে কারখানাগুলো। তাতে শত শত শ্রমিক বেকার হচ্ছেন। তাঁদের একটি অংশ বকেয়া বেতন-ভাতা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ বুঝে পাচ্ছেন না।

শিল্প পুলিশ, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ—এই তিন সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত কিংবা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন। যার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকেরা বলছেন, ক্রয়াদেশ কম থাকায় শ্রমিক ছাঁটাই বাড়ছে। নতুন নিয়োগও প্রায় বন্ধ রয়েছে। আবার ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণেও আর্থিক সংকটে পড়ে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। ক্রয়াদেশ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সামনের দিনেও এ পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে শ্রমিকনেতারা বলছেন, ক্রয়াদেশ খুব বেশি কমেছে, সেটি এখনো তাঁরা মনে করছেন না। বিদায়ী অর্থবছরের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে খুবই সামান্য। কারখানা বন্ধ বা ক্রয়াদেশ কম থাকার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন করার উদ্যোগ নেওয়ায় বেশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হচ্ছেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর ৩৯ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। তখন প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ৩৫ দশমিক ৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ কম।

ছাঁটাইয়ের সংখ্যা বাড়ছে

শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে আটটি শিল্পাঞ্চলের ৭৯ কারখানা ৭ হাজার ৭৮৪ শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। তার মধ্যে সাভার-আশুলিয়ায় ৩৫, গাজীপুরে ৩৩, চট্টগ্রামে ৫, নারায়ণগঞ্জে ৩, খুলনায় ২ এবং ময়মনসিংহের একটি কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এসব কারখানার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের।

গত পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার্চে ও মে মাসে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মার্চে ৩০ কারখানায় ও মে মাসে ২৯ কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই দুই মাসে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা পালিত হয়। ঈদুল আজহার পর সাভারের আল মুসলিম গ্রুপ তাদের তিন কারখানার ১ হাজার ৮৬৮ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

অন্যদিকে বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সংগঠনটির সদস্য ৮০ কারখানায় ১৯ হাজার ১৮৮ শ্রমিক চাকরিচ্যুত ও ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ঢাকা মহানগরের ১৮টি, সাভার-আশুলিয়ার ২২টি এবং গাজীপুরের ৪০টি কারখানা রয়েছে। এই ৮০টি কারখানার মধ্যে ২৭টি বন্ধ হয়ে গেছে। বাকিগুলো সচল রয়েছে।

অসদাচরণে বেশি ছাঁটাই

শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, গাজীপুরে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৪৪ কারখানার ২ হাজার ১৫৫ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৭টি কারখানা ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া ও আর্থিক সংকটের কারণে ৫৫৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। কারখানাগুলো হচ্ছে—এপিএস অ্যাপারেলস, ইভিন্স টেক্সটাইল, ন্যাশনাল পলিমার, সেগ ফ্যাশন এবং বেলিসিমা অ্যাপারেলস। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এপিএস অ্যাপারেলস ১৭৯ ও ইভিন্স টেক্সটাইল ১৮০ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

এর বাইরে ৩৭টি কারখানায় ১ হাজার ৫৯৯ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। বিভিন্ন দাবি আদায়ে আন্দোলন, উৎপাদন বন্ধ রাখা, অসদাচরণ, কাগজপত্রে জালিয়াতি ইত্যাদি কারণে এসব ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে মালিকেরা জানান।

জানতে চাইলে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রক্রিয়া সহজ করার কারণে অনেক কারখানার শ্রমিকেরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে সেটি সহজভাবে নিতে পারছেন না মালিকদের একাংশ। সে কারণে যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের নানা অভিযোগে ছাঁটাই করছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনাগুলো যথাযথভাবে তদন্ত করলে এই সত্য বেরিয়ে আসবে।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার। সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ তৈরি হয়। অধ্যাদেশটি ইতিমধ্যে আইনে পরিণত হয়েছে। এই সংশোধনীর আগে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মোট শ্রমিকের ২০ শতাংশের সম্মতির প্রয়োজন হতো।

ছাঁটাইয়ের আরও কারণ

ঈদুল আজহার ছুটির পর জুনের শুরুতে অন্য সব কারখানার মতো সাভারের উলাইল এলাকার আল-মুসলিম গ্রুপের কারখানাও চালু হয়। তবে ছুটির পর প্রথম দিনই গ্রুপের তিনটি কারখানা ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিককে ছাঁটাই করে। ছাঁটাই করা শ্রমিকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট কারখানার ফটক-সংলগ্ন সীমানাপ্রাচীরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার পরপর আল-মুসলিম গ্রুপের উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আবু রায়হান দাবি করেন, ব্যবসায়িক মন্দা ও ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রম আইনের ২০ ধারায় তিনটি কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। সব ধরনের নিয়ম মেনে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে।

একাধিক পোশাকশিল্পমালিক বলছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। এতে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ধাক্কা খায়। শুধু তা-ই নয়, ইউরোপের বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। ইরান যুদ্ধ শুরু হলে সংকট আরও প্রকট হয়। ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে গেছে। তার প্রভাবে শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের ঘটনা বাড়ছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ক্রয়াদেশ কম, ব্যাংকের সমস্যা এবং ব্যবসা থেকে প্রস্থানসহ বিভিন্ন কারণে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তবে নতুন কারখানাও গড়ে উঠছে। সে কারণে রপ্তানি খুব বেশি কমছে না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে শ্রমিক ছাঁটাই ১৯ হাজারের বেশি হবে।'

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক কারখানায় ক্রয়াদেশ কম। তাই প্রতি মাসেই দু-চারটি কারখানা বন্ধ হচ্ছে। কোনো কোনো কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই করছে।

তবে শ্রমিক সংগঠনগুলো অভিযোগ করছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের বেআইনিভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার বন্ধ কারখানা চালু করতে প্রণোদনা তহবিল করেছে। এই সহায়তা নেওয়ার জন্যও কেউ কেউ সচল কারখানা বন্ধ করতে পারে। ফলে কারখানা কেন বন্ধ হচ্ছে ও ছাঁটাইয়ের শিকার শ্রমিকেরা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন কি না, বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা উচিত সরকারের।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন *প্রথম আলোর* **গাজীপুর প্রতিনিধি** মাসুদ রানা]

দেশের শিল্প খাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরিসংখ্যান

বিজিএমইএর হিসাব (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬)

কারখানা	৮০
শ্রমিক ছাঁটাই	১৯,১৮৮

শিল্প পুলিশের হিসাব (জানুয়ারি-মে, ২০২৬)

কারখানা	৭৯
শ্রমিক ছাঁটাই	৭,৭৮৪

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২১ আষাঢ় ১৪৩
Dhaka : Sunday 5 July 2026

টঙ্গীতে পোশাক কারখানায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, কারখানায় ছুটি ঘোষণা

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকার হপলুন অ্যাপারেলস লিমিটেড নামক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

কারখানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে কারখানাটির প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজে যোগ দেন। কয়েক ঘণ্টা পর কারখানাটির বিভিন্ন তলায় কর্মরত শ্রমিকরা বমি ও জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় কারখানার ভেতর অসুস্থ শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। বেলা বাড়লে অসুস্থ শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পরে অসুস্থ শ্রমিকদের গাজীপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। দুপুরে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

কয়েকজন শ্রমিকরা জানিয়েছেন, সকালে কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা। পরে নয়টায় তৃতীয় তলা ও চতুর্থ তলার কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। শ্রমিক অসুস্থ হবার খবর কি পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য শ্রমিকরাও অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। দুপুর পর্যন্ত ৬০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্য শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে কারখানা কর্তৃপক্ষ একদিনের ছুটি ঘোষণা করেন। তবে এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কেউ গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি হননি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী অঞ্চল) লিটন শরিফ বলেন, কারখানাটির অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। অসুস্থ শ্রমিকরা কারখানার কোনো খাবার ও পানি পান করেননি। কারখানার কর্তৃপক্ষ গতকাল ছুটি ঘোষণা করেছেন। কারখানার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সময়ের আলো বুধবার। ৮ জুলাই ২০২৬

বন্ধ কারখানা চালুতে অর্থায়ন পাবে না খেলাপি গ্রহীতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কিংবা আংশিকভাবে চালু থাকা শিল্প ও সেবা খাতকে পুনরায় উৎপাদনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০ হাজার কোটি টাকার প্রি-ফাইন্যান্স স্কিম বাস্তবায়নে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনের বিস্তারিত শর্ত, দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে সার্কুলার জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যান্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট-৩ (বিআরপিডি-৩) এ সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার জারি করে। এর সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ চুক্তির খসড়া, অনুমোদনপত্র, ডেবিট অথরিটি, লেটার অব কন্টিনিউটি এবং প্রমিসরি নোটের নমুনাও সংযুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, গত ৪ জুন বিআরপিডির জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী গঠিত ২০ হাজার কোটি টাকার 'বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়তাবিষয়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম' বাস্তবায়নে এই চুক্তি বাধ্যতামূলক। যেকোনো তফসিলি ব্যাংক এই স্কিম থেকে অর্থ নিতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

এ স্কিমের মূল উদ্দেশ্য হলো– পর্যাপ্ত কার্যকরী মূলধনের অভাবে বন্ধ অথবা আংশিকভাবে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় সচল করা। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্প এবং সেবা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান রক্ষা এবং রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, কেবল বড় শিল্প ও সেবা খাতের এমন প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা পাবে, যেগুলো কার্যকরী মূলধনের অভাবে বন্ধ বা সীমিত সক্ষমতায় পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পেলে পুনরায় উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

আবেদনকারীর নথিপত্র যাচাই শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

তবে খেলাপি ঋণগ্রহীতা কোনো প্রতিষ্ঠান এই স্কিমের আওতায় অর্থায়নের সুযোগ পাবে না। পাশাপাশি অর্থ পাচার, জালিয়াতি, তহবিল অপব্যবহার বা অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলে তাদের এই স্কিমের আওতায় অর্থায়ন দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে যথাযথ যাচাইয়ের মূল দায়িত্ব থাকবে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ওপর।

তবে ঋণ অনুমোদনের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতা, কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, বিপণন সমস্যা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং ইউটিলিটি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যয়নপত্রও সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তহবিলের নির্দিষ্ট ব্যবহার

স্কিমের অর্থ শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে ব্যবহার করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ ইউটিলিটি বিল, কাঁচামাল ক্রয়, রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন ব্যয় মেটানো।

তহবিল থেকে সর্বোচ্চ চার মাসের বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে এবং তা অবশ্যই ব্যাংক হিসাব অথবা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না। এ ছাড়া চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই তহবিল ব্যবহার করে কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরোনো ঋণ সমন্বয় বা পরিশোধ করা যাবে না। এটি শুধু নতুন কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার হবে। প্রয়োজনে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে ব্যাংকের প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে পারবে ব্যাংক।

ঋণের সীমা, মেয়াদ ও সুদের হার

এই স্কিমের আওতায় একজন ঋণগ্রহীতা বা একটি গ্রুপ সর্বোচ্চ ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা পেতে পারবে। ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ এক বছর। তবে ঋণগ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে এবং তহবিলে অর্থ থাকলে তা নবায়ন করার সুযোগ রয়েছে।

গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদ বা মুনাফা নিতে পারবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ওই ব্যাংকের কাছ থেকে ৪ শতাংশ হারে সুদ বা মুনাফা আদায় করবে।

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 7 July 2026
সংবাদ
e-mail : sangba

ছয় মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত

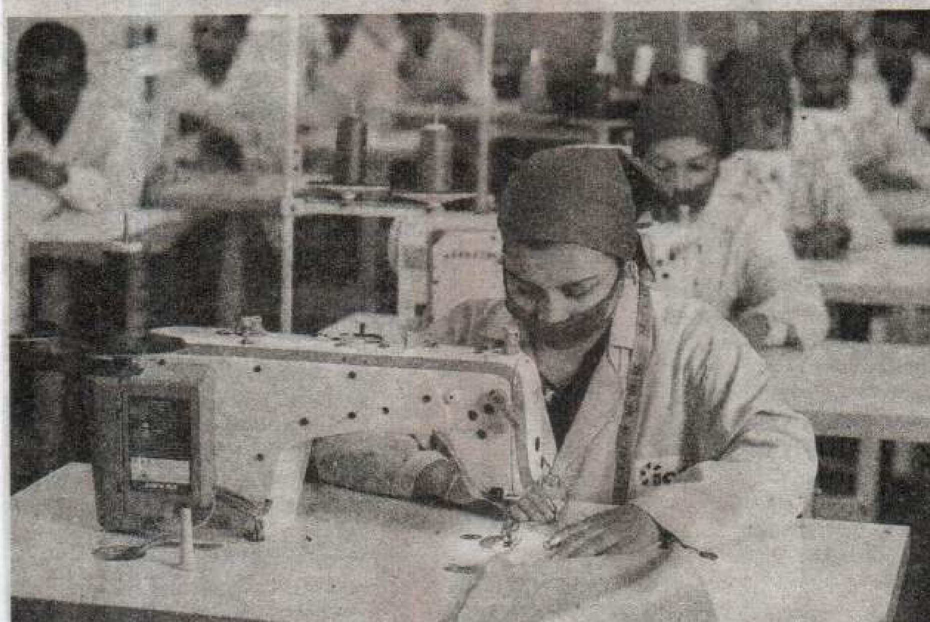

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত কিংবা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন। যার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক। শিল্প পুলিশ, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ, এই তিন সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে এসব তথ্য জানা যায়।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকেরা বলছেন, ক্রয়াদেশ কম থাকায় শ্রমিক ছাঁটাই বাড়ছে। নতুন নিয়োগও প্রায় বন্ধ রয়েছে। আবার ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণেও আর্থিক সংকটে পড়ে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। ক্রয়াদেশ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সামনের দিনেও এ পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে শ্রমিকনেতারা বলছেন, ক্রয়াদেশ খুব বেশি কমেছে, সেটি এখনো তারা মনে করছেন না। বিদায়ী অর্থবছরের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে খুবই সামান্য। কারখানা বন্ধ বা ক্রয়াদেশ কম থাকার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন করার উদ্যোগ নেওয়ায় বেশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হচ্ছেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর ৩৯ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। তখন প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ৩৫ দশমিক ৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ কম।

শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে আটটি শিল্পাঞ্চলের ৭৯ কারখানা ৭ হাজার ৭৮৪ শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। তার মধ্যে সাভার-আশুলিয়ায় ৩৫, গাজীপুরে ৩৩, চট্টগ্রামে ৫, নারায়ণগঞ্জে ৩, খুলনায় ২ এবং ময়মনসিংহের একটি কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এসব কারখানার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের।

গত পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার্চে ও মে মাসে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মার্চে ৩০ কারখানায় ও মে মাসে ২৯ কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই দুই মাসে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা পালিত হয়। ঈদুল আজহার পর সাভারের আল মুসলিম গ্রুপ তাদের তিন কারখানার ১ হাজার ৮৬৮ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

অন্যদিকে বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সংগঠনটির সদস্য ৮০ কারখানায় ১৯ হাজার ১৮৮ শ্রমিক চাকরিচ্যুত ও ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

তার মধ্যে ঢাকা মহানগরের ১৮টি, সাভার-আশুলিয়ার ২২টি এবং গাজীপুরের ৪০টি কারখানা রয়েছে। এই ৮০টি কারখানার মধ্যে ২৭টি বন্ধ হয়ে গেছে। বাকিগুলো সচল রয়েছে।

শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, গাজীপুরে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৪৪ কারখানার ২ হাজার ১৫৫ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৭টি কারখানা ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া ও আর্থিক সংকটের কারণে ৫৫৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। কারখানাগুলো হচ্ছে, এপিএস অ্যাপারেলস, ইভিন্স টেক্সটাইল, ন্যাশনাল পলিমার, সেগ ফ্যাশন এবং বেলিসিমা অ্যাপারেলস। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এপিএস অ্যাপারেলস ১৭৯ ও ইভিন্স টেক্সটাইল ১৮০ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। এর বাইরে ৩৭টি কারখানায় ১ হাজার ৫৯৯ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন দাবি আদায়ে আন্দোলন, উৎপাদন বন্ধ রাখা, অসদাচরণ, কাগজপত্রে জালিয়াতি ইত্যাদি কারণে এসব ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে কারখানার মালিকেরা জানান।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার। সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ তৈরি হয়। অধ্যাদেশটি ইতিমধ্যে আইনে পরিণত হয়েছে। এই সংশোধনীর আগে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মোট শ্রমিকের ২০ শতাংশের সম্মতির প্রয়োজন হতো।

একাধিক পোশাকশিল্পমালিক বলছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। এতে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ধাক্কা খায়। শুধু তা-ই নয়, ইউরোপের বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। ইরান যুদ্ধ শুরু হলে সংকট আরও প্রকট হয়। ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে গেছে। তার প্রভাবে শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের ঘটনা বাড়ছে।

NEW AGE WEDNESDAY, JULY 8, 2026,

Just transition for RMG

by **Munir Uddin Shamim** and **Priyong Sabastini**

BANGLADESH'S garment industry has long stood at the centre of the country's economic transformation. From a modest export sector in the 1980s to one of the world's largest apparel manufacturing hubs, the ready-made garments industry has generated employment for millions, empowered women economically, strengthened foreign exchange reserves and positioned Bangladesh as a vital link in global supply chains. Yet, the very industry that fuelled this success now finds itself at the intersection of two defining challenges of our time: climate change and energy insecurity.

The global fashion industry is undergoing a profound transformation. International brands, consumers and regulators increasingly expect suppliers to reduce carbon emissions, adopt cleaner production methods and meet ambitious sustainability targets. Bangladesh's garment manufacturers are therefore under growing pressure to decarbonise operations while maintaining competitive prices in an intensely competitive global market.

Climate action is both necessary and inevitable. However, the debate must move beyond setting uniform environmental targets to recognising the unequal realities faced by developing economies. Bangladesh contributes less than 0.5 per cent of global greenhouse gas emissions, yet its industries are expected to shoulder significant costs in meeting climate obligations largely created by decades of emissions from industrialised nations. This is precisely why the principle of a just transition deserves far greater attention.

A just transition does not argue against renewable energy or environmental responsibility. Rather, it recognises that climate policies should be implemented in ways that protect workers, preserve industrial competitiveness and acknowledge differing national capacities. For countries such as Bangladesh, the transition must strengthen economic resilience instead of creating new vulnerabilities.

Recent geopolitical events have made this reality impossible to ignore. The Russia-Ukraine war fundamentally altered global energy markets, sending fuel prices soaring and exposing the fragility of countries heavily dependent on imported fossil fuels. Bangladesh was among those hardest affected. Rising import bills placed enormous pressure on foreign exchange reserves, increased electricity generation costs and contributed to widespread energy shortages that disrupted industrial production. The country's $4.7 billion International Monetary Fund support package in 2023 reflected the scale of these macroeconomic pressures.

Unfortunately, the underlying structural vulnerability has only deepened. Within just four years, Bangladesh's dependence on imported fossil fuels has increased from 47.7 per cent to 62.5 per cent, while electricity generation costs have risen by 83 per cent. More recently, tensions in the Middle East have intensified uncertainty in global energy markets, prompting the government to seek more than $2 billion in external financing to manage energy imports and stabilise supply.

These repeated crises highlight a fundamental weakness in Bangladesh's development model. Energy security can no longer be viewed merely as an issue of electricity generation. It has become inseparable from economic stability, export competitiveness and national resilience. Every geopolitical conflict thousands of miles away now has the potential to disrupt factory operations, increase production costs and undermine Bangladesh's manufacturing advantage.

The implications for the garment industry are particularly significant. As the country's largest export earner, accounting for over four-fifths of export earnings, the RMG sector operates on extremely narrow profit margins. Buyers continue to demand lower prices while simultaneously expecting factories to invest in cleaner technologies, improve labour standards and comply with increasingly complex environmental requirements.

European regulations linked to the continent's 2050 net-zero ambitions illustrate this changing landscape. Sustainability reporting, carbon disclosure requirements and due diligence obligations are gradually becoming integral components of international trade. Global brands are also committing themselves to science-based emissions targets, meaning suppliers throughout their value chains are expected to reduce their carbon footprints accordingly.

For Bangladesh's manufacturers, this creates a dual burden. On one hand, compliance with international sustainability standards is becoming essential to maintain market access. On the other, continued dependence on imported fossil fuels keeps energy prices volatile, raising production costs precisely when factories are being asked to make substantial investments in renewable technologies and energy efficiency.

This challenge should not be interpreted solely as a compliance issue. It is fundamentally an economic one. Renewable energy is increasingly becoming a prerequisite for industrial resilience rather than simply an environmental aspiration. Stable, affordable and domestically generated renewable electricity can reduce exposure to volatile international fuel markets, improve long-term cost predictability and strengthen the competitiveness of export-oriented industries.

Bangladesh has already demonstrated remarkable leadership in sustainable manufacturing. The country hosts one of the world's highest numbers of green garment factories certified under internationally recognised environmental standards. These achievements reflect the industry's willingness to innovate despite financial constraints. However, factory-level improvements alone cannot compensate for systemic weaknesses in the national energy system.

Without reliable access to affordable renewable electricity, manufacturers will continue to face higher operational costs than competitors in countries with more diversified energy sources. This risks undermining decades of industrial progress and discouraging future investment at a time when global buyers are increasingly evaluating suppliers based on environmental performance alongside price and quality.

The solution, therefore, extends beyond factory gates. Bangladesh requires a coherent national strategy that accelerates renewable energy deployment while ensuring industries remain competitive during the transition. This demands investment in modern electricity infrastructure, improved grid integration, expanded solar and wind generation, policy certainty for private investors and greater access to affordable climate finance.

Equally important is the international dimension. Developed countries, multinational development banks and global fashion brands all have responsibilities within a genuinely just transition. Sustainability cannot become another cost transferred disproportionately to manufacturers in developing countries while retailers and consumers continue to capture the greatest share of value within global supply chains.

Climate finance must become more accessible, particularly for industrial decarbonisation. Technology transfer

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

should be accelerated rather than restricted by commercial barriers. International buyers should also recognise that demanding lower prices while expecting significant environmental investments creates an unsustainable contradiction. Fair purchasing practices are as essential to a just transition as renewable energy itself.

Bangladesh's experience demonstrates that climate resilience, energy security and industrial competitiveness are no longer separate policy objectives. They have become deeply interconnected. Every disruption in global fuel markets reinforces the urgency of reducing dependence on imported energy. Every new sustainability requirement imposed by export markets underscores the need for cleaner production systems. And every investment delayed today risks higher economic costs tomorrow.

The country's garment industry has repeatedly adapted to changing global expectations, whether through improvements in workplace safety, environmental certification or manufacturing efficiency. It has shown resilience in the face of economic crises, pandemics and shifting market demands. The renewable energy transition represents the next stage of that evolution, but it must be managed fairly.

A transition that protects workers, supports industries and reflects the realities of developing economies is not a concession; it is the only pathway that can deliver both climate goals and sustainable development. Bangladesh should embrace decarbonisation not because international markets demand it, but because a cleaner, more secure energy system will strengthen its economic sovereignty. Yet that ambition must be matched by equitable global partnerships and realistic financing mechanisms. Otherwise, the burden of solving a global climate crisis will continue to fall disproportionately on those who contributed least to creating it.

Munir Uddin Shamim is director of programme (Evidence & Learning) and Priyong Sabastini is senior programme officer at Ethical Trading Initiative (ETI) Bangladesh.

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১০ জুলাই ২০২৬

কারখানায় গণ-অসুস্থতা

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে নজর দিন

পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের গণ-অসুস্থতার ঘটনা নতুন নয়। গত মঙ্গল ও বুধবার গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার টেপিরবাড়ি এলাকার কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানায় ১৪৭ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর আগে গত ২৪ জুন এই কারখানাতেই রাতের পালায় কর্মরত অবস্থায় এক নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। একের পর এক শ্রমিকের এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা কেবল সংশ্লিষ্ট কারখানার উৎপাদনকেই ব্যাহত করছে না, বরং শ্রমিকদের মনে একধরনের গভীর আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হলো, এই গণ-অসুস্থতার কারণ হিসেবে 'শয়তানের আসর' বা অলৌকিক কিছুকে দায়ী করার চেষ্টা চলছে। খোদ কারখানার কর্মকর্তার বরাতে জানা গেছে, শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হয়েছে এবং এর সমাধানে কারখানায় মিলাদ পড়ানো হয়েছে। ধর্মীয় আচার বা প্রার্থনা মানুষের মানসিক শান্তির জন্য ইতিবাচক হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান না করে বিষয়টিকে স্রেফ 'অলৌকিক' তকমা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, এটি হতে পারে 'মাস হিস্টিরিয়া' বা গণমনস্তাত্ত্বিক রোগ। আবার কারখানার ভেতরের বাতাস, প্রচণ্ড গরম, ব্যবহৃত রাসায়নিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিংবা খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো পরিবেশগত বা শারীরিক কারণও এর পেছনে থাকা অসম্ভব নয়।

এর আগেও বিভিন্ন কারখানায় দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং ভীতি থেকে 'মাস হিস্টিরিয়া'র নজির দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রথম কাজ হওয়া উচিত শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি হওয়া ভীতি দূর করতে বিজ্ঞানসম্মত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং কারখানার ভেতরের কাজের পরিবেশ ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা।

আমরা স্বাগত জানাই যে জেলা সিভিল সার্জনের পরামর্শে স্বাস্থ্য বিভাগ এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই তদন্ত যেন কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ না থাকে। কারখানায় কোনো বিষাক্ত গ্যাস বা কেমিক্যালের প্রভাব রয়েছে কি না, তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করানো জরুরি। একই সঙ্গে কারখানার মালিকদের মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষাই কারখানার চাকা সচল রাখার মূল চাবিকাঠি। সে অনুসারে কারখানাগুলোকে স্বাস্থ্যোপযোগী করে তোলা হোক। গুজব বা অন্ধবিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে এই সংকটের কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সমকাল
সোমবার । ১৩ জুলাই ২০২৬

পোশাক কারখানা বন্ধ

কালিয়াকৈর উপজেলার রতনপুর এলাকার করণী ফ্যাশনস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই গত শনিবার দুপুরে কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার কারখানার মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও কমপ্লায়েন্স) আশিক ফেরদৌস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে কারখানা বন্ধের এ আদেশ জারি করা হয়। শনিবার সকালে শ্রমিকরা কর্মস্থলে গিয়ে কারখানার ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। কারখানাটিতে প্রায় আট হাজার শ্রমিক কাজ করেন। যার মধ্যে গার্মেন্টস শাখায় কাজ করেন প্রায় তিন হাজার কর্মী। বক্তব্য জানতে করণী ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজবাউর রহমান খানের ফোনে একাধিকবার কল দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও রিসিভ করেননি। কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, কারখানাটিতে বেশ কিছু দিন ধরেই শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। বন্ধ ঘোষণার পর যেন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে পুলিশের নজরদারি রয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬

চা শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি পুনর্নির্ধারণ হবে

—শ্রমমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

চা শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি আগামী আগস্টে পুনর্নির্ধারণ করা হবে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজার-২ আসনের সংসদ-সদস্য শওকতুল ইসলামের চা শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৫০০ টাকা করার প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় মন্ত্রী এ কথা জানান।

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী বলেন, ওয়েজ বোর্ড আগামী আগস্টে এ বিষয়ে বৈঠক করবে। প্রতি তিন বছর পরপর ৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধির একটি রেওয়াজ রয়েছে। সে অনুযায়ী আগামী আগস্টে তাদের সভা হবে। তিনি বলেন, আমরা বিষয়টির প্রতি নজর রাখব, যাতে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করব শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে।

এর আগে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সরকার চা শিল্পের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। শ্রম আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অন্তর শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয় বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, চা শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে শুধু মজুরি বৃদ্ধি নয়, তাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য উন্নত আবাসন, নিরাপদ সুপেয় পানি, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, শিশুদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা সম্প্রসারণে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, সরকার চা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সংসদ সদস্যের উত্থাপিত প্রস্তাবে প্রতিফলিত জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের বিষয়গুলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

NEW AGE WEDNESDAY, JULY 8, 2026,

Int'l Year of Woman Farmer: Bangladesh perspective

by **Farida Akhter**

THE United Nations declaration of 2026 as the International Year of the Woman Farmer is timely and politically significant. It recognises what rural communities have always known, but official systems continue to overlook: women are central to agriculture and agrifood systems. They remain largely invisible in policy, statistics, land records, credit systems, extension services, subsidy mechanisms and decision-making.

For Bangladesh, the year must not become another ceremonial observance. It must be used by the government, the Food and Agriculture Organisation, UN Women, the International Food Policy Research Institute, the World Food Programme and development partners to correct a structural injustice: women produce food, preserve seeds, care for livestock, process fish, maintain homestead nutrition and sustain agroecological knowledge, but they are rarely recognised as farmers in their own right.

The issue begins with the definition. Who is a woman farmer? In Bangladesh, the answer cannot be limited to women who own agricultural land or cultivate crops. Women farmers include crop producers, seed keepers, homestead gardeners, livestock keepers, poultry rearers, fish workers, shrimp and crab workers, processors, fish net makers, food preservers, traditional knowledge holders, wage labourers, rural entrepreneurs and many other women in indigenous communities. Any policy that defines farmers only through land ownership or household headship will exclude millions of women.

The evidence is clear. The Labour Force Survey 2024 of the Bangladesh Bureau of Statistics recorded 17.25 million women engaged in agriculture, compared with 13.62 million men. Women constitute around 58 per cent of the agricultural labour force, ie, more than men. Yet, this massive contribution is not matched by rights, recognition or access to public support. Women remain indispensable in the field but invisible in the system.

This invisibility is not accidental. It is produced by patriarchy and maintained through male-dominated policy design. Most married women in rural areas are in farming households but are identified as 'farmers' wives' and, therefore, excluded from being recorded as 'farmers.' None of the farming work can be completed without women's contributions. Studies show women actively participate in pre-sowing, post-sowing, harvesting and post-harvest operations as well as growing vegetables and fruit primarily for family consumption, caring for poultry and livestock, supplementing families' nutrition and incomes through raising kitchen gardens and so on.

Without these activities, farming is incomplete. Yet, women's labour remained unpaid, undocumented, and treated as family duty rather than productive work.

Because recognition is tied to male-oriented activities outside the household, land titles, market relations, and other formal registration systems, women are excluded from farmers' cards, fishers' cards, subsidies, agricultural credit, training, insurance, input support and market programmes.

Land is a major barrier. Women's agricultural land ownership remains minimal, often estimated at around 13 per cent. But, limiting recognition to land ownership is unjust and analytically wrong. Women's farming roles extend far beyond titled land. In many rural households, women manage livestock, poultry, homestead gardens, seed selection, food processing and nutrition. For land-poor and landless women, especially widowed, divorced, abandoned, elderly and char-dwelling women, goats, cows, ducks, chickens, fish culture and small-scale processing are their main productive assets and they also own these animals and birds. These women must be recognised as farmers in their own right. If necessary, the policy documents must revise the definition of 'farmers.'

Among the 1.2 million people engaged in inland water fishing, around 10 to 12 per cent are women. The others are unrecorded. In aquaculture, 60 per cent of the three million fishers are women. In the rural and coastal areas, 30 per cent of all women are directly or indirectly engaged in small-scale fisheries, primarily in aquaculture, shrimp culture, fish processing and net, gear and craft making. Women are not involved in active fishing from the sea, but accompany men in fish production from inland water bodies.

Women constitute around 58 per cent of t

In the livestock sector, over 14.5 per cent of the population is engaged; among them, over 60 per cent of small and older cattle farms are run by women. Besides, there are innumerable land-poor farmers and landless women, who are surviving on raising of livestock and poultry. Poor widowed, divorced and other women raise cows or goats in villages and particularly in char areas. Women's contribution to both fisheries and livestock is enormous and make a complete picture of what woman farmers contribute to the agrifood systems.

FAO's inclusive framing of women farmers is, therefore, highly relevant for Bangladesh. It recognises farmers, producers, peasants, family and smallholder farmers, seasonal labourers, fishers, fish workers, beekeepers, pastoralists, foresters, processors, traders, traditional knowledge holders, women in agricultural sciences, formal and informal workers and rural entrepreneurs. Bangladesh should adopt such an inclusive definition immediately for national policy, registration and programming.

From an agroecological perspective, women are not marginal or invisible actors, they are central to the resilience

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

he agricultural labour force. — UBINIG

of farming systems. Women select and preserve seeds, care for livestock, provide materials for composting, manage homestead gardens, maintain crop and food diversity, process foods and preserve uncultivated greens, herbs, fruit and medicinal plants. Their knowledge links biodiversity, nutrition, health and household food security. If Bangladesh is serious about agroecology, climate resilience and food sovereignty, women farmers' role in agriculture must get its due recognition and must be placed at the centre of agricultural transformation.

Climate change makes this recognition urgent. Women farmers, fishers, livestock keepers, and processors face the direct impacts of river erosion, salinity, cyclones, drought, landslides, erratic rainfall and drinking water scarcity. Women in char areas face displacement. Women in coastal areas face soil, water and crop salinity as well as livestock and household health issues. Women in hilly areas face landslides and loss of cultivable land. Climate policy that does not recognise women as farmers will fail.

There is another UN initiative, ie International Day of Rural Women, celebrated every October 15, on the eve of World Food Day, October 16. This has been an important day for women farmers which was resulted from the women's demands globally at the Fourth World Conference on Women held in Beijing, China in 1995. It was suggested that October 15 be celebrated as World Rural Women's Day to highlight rural women's role in food production and food security. World Rural Women's Day was celebrated worldwide for more than a decade, even before becoming an official UN observance in 2007, following the UN General Assembly's adoption of Resolution 62/136. This long journey of rural women vis-à-vis women farmers must be integrated together this year on October 15 as a nationwide celebration of women farmers as part of rural women.

Therefore, the government and the Food and Agriculture Organisation should use the International Year of the Woman Farmer 2026 to launch a concrete national agenda rather than a symbolic campaign. Male-dominated and top-down policies leave women out of many decisions affecting their lives and livelihoods. The International Year of Women Farmers must show demonstrative plans and actions for women to be reflected in the government programmes and actions. There must be a visible political will and commitment from the government to recognize women farmers in their own rights . The the International Year of the Woman Farmer must not become a ceremony only. It should continue more and be reflected in International Day of Rural Women every year. Food production, processing up to the market will not be possible without well organised and strong women farmers with fulfilment of their rights. It is a question of food sovereignty for the 170 million people of the country.

Women's marital status must not make her 'disappear behind male head of households' and also should not make those 'not currently in married category' (ie, divorced, widowed, abandoned) to become special recipients of supports without recognising their contribution with honour.

The agricultural database must be sex-disaggregated on the basis of contribution to crop production, fisheries, livestock and all other works in agrifood systems.

Labour force numbers do not represent all women's work. Many of them are self employed. The state must document women's work in seed keeping, livestock, poultry, fisheries, aquaculture, homestead production, processing, storage, marketing support and wage labour. Without data, women will continue to remain invisible; without visibility, there will be no policy justice.

The the International Year of the Woman Farmer 2026 must connect with the International Day of Rural Women on 15 October and World Food Day on 16 October. These observances should become annual accountability moments where government agencies report what changed for women farmers: how many received farmers' cards, how many accessed credit, how many joined extension programmes, how many gained access to land or water resources, and how many were included in local decision-making.

Women farmers must be recognized as central to food sovereignty. Bangladesh cannot ensure food security for 170 million people while ignoring the women who produce, process, preserve, and sustain food systems. Recognition is not charity. It is justice. It is also sound policy.

The International Year of the Woman Farmer 2026 offers Bangladesh a historic opportunity. The country can either celebrate women farmers in speeches and leave the patriarchal system unchanged or it can use this moment to reform agricultural policy from the ground up. The choice is political.

If Bangladesh wants resilient agriculture, safe food, strong rural livelihoods, biodiversity, nutrition security and climate adaptation, it must recognise women farmers as farmers. Not as helpers. Not as farmers' wives. Not as welfare recipients. As producers, knowledge holders, rights-bearing citizens, and leaders of agrifood transformation.

The International Year of the Woman Farmer 2026 must, therefore, become a year of recognition, rights, resources and representation for women farmers in Bangladesh.

Farida Akhter is executive director of UBINIG (Policy Research for Development Alternative) and former adviser to the fisheries and livestock ministry of the interim government.

ঢাকা : শনিবার ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 11 July 2026

ail.com বাণিজ্য সংবাদ

বন্ধ পাটকলে ১ হাজার ৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে সরকার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

© বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অলস শিল্পসম্পদকে উৎপাদনমুখী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে বন্ধ শিল্পকারখানায় বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ জুট মিলস লিমিটেডের নরসিংদী ইউনিটের অতিরিক্ত ১৪ দশমিক ৮০ একর জমি জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের কাছে লিজ প্রদানসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ দীর্ঘদিন অলস পড়ে থাকলে তা সম্পদ নয়, বরং দায়ে পরিণত হয়। তাই বন্ধ মিলগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করাই বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার। নতুন এই বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। এর ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার উৎপাদন সম্ভব হবে এবং নতুন করে প্রায় ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

সয়াবিন বীজ প্রক্রিয়াজাত করে ভোজ্যতেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা জোরদারেও এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'সরকার নিজে ব্যবসা পরিচালনার পরিবর্তে দক্ষ বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে।'

দীর্ঘমেয়াদি লিজ, রাজস্ব ভাগাভাগি এবং যৌথ মালিকানাভিত্তিক বিভিন্ন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'আগামী দুই বছরের মধ্যে অধিকাংশ বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্যক্রম দৃশ্যমান হবে।'

রপ্তানি আয় প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি, ইউরোপীয় বাজারে চাহিদা হ্রাস এবং নতুন শুল্কনীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তা ব্যয় কমেছে। তবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প ধীরে ধীরে উচ্চমূল্যের ম্যানমেড ফাইবার ও ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের দিকে এগোচ্ছে।' এ রূপান্তর সম্পন্ন হলে একই পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেও অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেন, 'নরসিংদীর বাংলাদেশ জুট মিলস লিমিটেডের ৭৭ দশমিক ০২ একর জমির মধ্যে এর আগে ৩৪ দশমিক ৫০ একর জমি জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের কাছে লিজ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৪০ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং প্রায় ৩ হাজার ২০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। নতুন জমি যুক্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ও বিনিয়োগ সক্ষমতা আরও বাড়বে।'

তিনি আরও জানান, 'উৎপাদন বন্ধ থাকা ২৫টি পাটকলের মধ্যে ২০টি মিল লিজ দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এরই মধ্যে ১৪টি মিলের লিজ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯টি মিলে উৎপাদন শুরু হয়েছে।

এসব মিলে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং দৈনিক প্রায় ১৬০ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালু করা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। পর্যায়ক্রমে বিজেএমসি, বিটিএমসি এবং অন্যান্য বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।' তিনি বিনিয়োগকারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান।

জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের পক্ষে হায়দার বলেন, 'সরকারের উদ্যোগে বন্ধ পাটকল পুনরায় চালুর কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি গত দুই বছরে প্রায় ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। কারখানার দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা ৩৫ টন থেকে বাড়িয়ে ৫০ টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং উৎপাদিত পণ্য শতভাগ রপ্তানি করা হচ্ছে।'

তিনি জানান, 'পরবর্তী ধাপে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে দৈনিক ৩ হাজার টন সক্ষমতার একটি সিড ক্রাশিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, যা আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা আইএফসির সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে।' এ প্রকল্প থেকে সয়াবিন তেল ও সয়া মিল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি আরও প্রায় ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুলাই ১৩, ২০২৬

দেশে কমছে কর্মক্ষম জনসংখ্যা, বয়স্কের চাপ ও পুষ্টিহীনতায় বাড়ছে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি

সুযোগ কাজে লাগাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শ্রমবাজারের সমন্বয় জরুরি

জনসংখ্যাবিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, জনমিতিক লভ্যাংশ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যে সুবর্ণ সময় বাংলাদেশ এখন পার করছে তা ২০৫০ সাল নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) হিসাবে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম বয়সের হলেও ২০৫০ সালের মধ্যে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যার হার দাঁড়াবে ১৩ শতাংশের বেশি। আর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) পূর্বাভাস বলছে, সেই হার ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ লভ্যাংশ পুরোপুরি আদায় করার আগেই বাংলাদেশ বার্ধক্যের চাপে পড়তে যাচ্ছে। এজন্য প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশ কেন এ সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, গত এক দশকে শ্রমবাজারে প্রবেশ করা প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ তরুণের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৮৭ লাখের। বাকি প্রায় ৫৩ লাখ তরুণ কাজের বাইরে থেকে গেছেন। পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক দেখা যায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে যুক্ত নয় এমন তরুণদের (এনইইটি) হারে। ইউএনএফপিএর হিসাবে দেশের ৪১ শতাংশ তরুণ এবং ৬২ শতাংশ তরুণী এ তিনটির কোনোটির সঙ্গেই যুক্ত নন। এত বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী যদি জনশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই উৎপাদনশীলতার বাইরে থেকে যান, তাহলে জনমিতিক কাঠামোর সাময়িক সুবিধা কোনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয় না। এর একটি বড় কারণ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিনের অসংগতি। শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকলেও শিক্ষাক্রম সেই চাহিদা অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি। ফলে একদিকে শিক্ষিত তরুণের মধ্যে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে শিল্প খাতে দক্ষ জনবলের সংকট থেকেই যাচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সামাজিক অনীহা, বেসরকারি খাতের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের দুর্বল যোগসূত্র এবং শিল্পের বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম হালনাগাদ না হওয়া কাঠামোগত দুর্বলতা। এগুলোর সমাধানে কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ দেয়া যায়নি।

জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও দক্ষতার ওপরও জনমিতিক লভ্যাংশ নির্ভর করে। এখানেও বাংলাদেশ পিছিয়ে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ এখনো অপুষ্টির শিকার। সাম্প্রতিক সময়ে হাম ও নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যু বৃদ্ধির পেছনে অপুষ্টিকেই প্রধান কারণ বলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। দারিদ্র্য ও অপুষ্টির দুষ্টচক্র প্রজন্মান্তরে জনমিতিক সম্ভাবনাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ, কিশোরী মাতৃত্ব ও মজুরিবৈষম্য নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ ঠেকিয়ে রাখছে, ফলে বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত 'জেন্ডার ডিভিডেন্ড'ও অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের একাধিক দেশ একই ফাঁদে পড়েছে। চীনের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত দৃষ্টান্ত। এক সন্তান নীতির প্রভাবে চীন উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার আগেই বার্ধক্যের চাপে পড়ে যায়। এ বার্ধক্য এমন এক পর্যায়ে ঘটছে যখন দেশটি এখনো মধ্যম আয়ের কাতারেই রয়ে গেছে। দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের অসংগতির প্রশ্নে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতাও শিক্ষণীয়। রফতানি খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশটির মোট শ্রমশক্তির মাত্র প্রায় ৩০ শতাংশের কোনো স্বীকৃত সনদ বা প্রশিক্ষণ রয়েছে। আর কারিগরি শিক্ষা দীর্ঘদিন শিল্পের বাস্তব চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। ফলে একদিকে যেমন যুব বেকারত্ব বেড়েছে, তেমনি বিনিয়োগকারীরাও দক্ষ জনবলের ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

কারিগরি শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা কম থাকা এবং শিল্পের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্বল সংযোগ—এ একই সমস্যা বাংলাদেশেও স্পষ্ট। দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা খাতগুলো পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। অথচ জনমিতিক রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত কৌশল। ফলে পৃথক একটি কমিশন বা মন্ত্রণালয় গঠন করার সুপারিশটি ভেবে দেখা যেতে পারে। বার্ধক্যের চাপ মোকাবেলায় পেনশন ব্যবস্থা, দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো এখনই প্রস্তুত করতে হবে, কারণ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো গড়ে তুলতে যে সময় প্রয়োজন, তা খুব বেশি নেই।

সরকারি বাণীতে তরুণদের সম্ভাবনাকে জাতীয় অগ্রগতির চালিকাশক্তি বানানোর যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সঠিক দিকনির্দেশনা। তবে নীতি আলোচনা ও বাস্তবতার মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তা দূর করতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শ্রমবাজারের প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো, বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ জরুরি। বাস্তবতা বিবেচনায় বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শুধু সরকারি চাকরির ওপর নির্ভর করে বছরে লাখ লাখ নতুন শ্রমশক্তির সংস্থান সম্ভব নয়; বিনিয়োগবান্ধব নীতি, শিল্পায়ন এবং রফতানিমুখী খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি বাড়াতে হবে। শিশুপুষ্টি ও মাতৃস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, কারণ আজকের অপুষ্ট শিশুই আগামী দিনের অকর্মক্ষম জনশক্তি। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সঙ্গে পুষ্টি কর্মসূচিকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। নারীর শ্রমবাজার অংশগ্রহণ বাড়াতে বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব রোধ, মজুরিবৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত জনসংখ্যা কমিশন বা সমন্বিত মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা—এ খাতগুলোর নীতি সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে বাংলাদেশের সামনে এখন যে সময়টুকু আছে, তা সীমিত এবং অপরিবর্তনযোগ্য। জনমিতিক লভ্যাংশ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসে না। চীন বা ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আমাদের যা শেখায় তা হলো শুধু তরুণ জনসংখ্যা থাকা যথেষ্ট নয়—তাকে সময়মতো দক্ষ, সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করাই আসল চ্যালেঞ্জ।

সমকাল
বুধবার। ১৫ জুলাই ২০২৬

অদক্ষতায় শ্রমবাজারে পিছিয়ে তরুণরা

হাসনাইন ইমতিয়াজ

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় চার কোটি ৭৫ লাখ মানুষ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী। এই বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জনমিতিক সুবিধা বা লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সেই সম্ভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষতার ঘাটতি। ফলে অভ্যন্তরীণ শিল্প খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর সংকট তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক শ্রমবাজারেও অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ কর্মীর আধিক্যের কারণে উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাংলাদেশিরা।

এ পটভূমিতে আজ বুধবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস'। ২০১৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দিবসটি ঘোষণার পর ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর এটি বৈশ্বিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। মূলত প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই আয়োজন।

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে আলাদা বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ উপলক্ষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশজুড়ে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, সেমিনার ও দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী, দেশে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী শ্রমশক্তির সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ৬৮ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ১৯ লাখ ৪০ হাজার তরুণ বেকার, যা শতাংশের হিসাবে ৭ দশমিক ২। উদ্বেগের বিষয় হলো, দেশের মোট বেকার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭৯ শতাংশই এই বয়সসীমার আওতাভুক্ত। অন্যদিকে, সরকারের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) 'হারনেসিং দ্য পটেনশিয়ালস অব ইয়ুথ' শীর্ষক নীতিপত্রের তথ্য আরও আশঙ্কাজনক। সেখানে বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রায় ৫৫ লাখ তরুণ-তরুণী বর্তমানে শিক্ষা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনো প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত নেই। একই নীতিপত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্নকারীর মধ্যে বেকারত্বের হার ২৮ দশমিক ২৪ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব পরিসংখ্যানই দেশের শ্রমবাজারে দক্ষতার ঘাটতি ও কর্মসংস্থানের প্রকৃত সংকটকে ফুটিয়ে তোলে। তাদের মতে, সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ চাহিদা ও দক্ষতার অমিল (স্কিলস মিসম্যাচ)। অর্থাৎ, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তরুণরা যে ধরনের প্রথাগত শিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছেন, শিল্প ও সেবা খাতের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে তার বড় ধরনের অমিল রয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণ চাকরি পাচ্ছেন না, অন্যদিকে উৎপাদন ও শিল্প খাত দক্ষ কর্মী না পেয়ে ধুঁকছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয়করণ (অটোমেশন) ও ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারে বিশ্বজুড়ে কর্মক্ষেত্রের ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বর্তমান বাজারে একাডেমিক সনদের চেয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, ডিজিটাল সক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং ভাষাজ্ঞান নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

পরিবর্তিত এই বাস্তবতায় দক্ষতা উন্নয়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি, তৈরি পোশাক, নির্মাণ, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কৃষি ও পর্যটন খাতে নানামুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সবচেয়ে বড় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইআইপি) আওতায় প্রায় আট লাখ মানুষকে ১৩০টির বেশি ক্যাটেগরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এত বড় উদ্যোগের পরও দেশের দক্ষ জনবলের সংকট কাটেনি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণায় দেখা গেছে, তৈরি পোশাক, তথ্যপ্রযুক্তি, নির্মাণ, হালকা প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে এখনও দক্ষ কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। উদ্যোক্তাদের মতে, প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারী তরুণের নিয়োগের পর নতুন করে প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে, যা শিল্পের উৎপাদন ব্যয় ও সময় দুটিই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দক্ষতার এই ঘাটতির সবচেয়ে বড় খেসারত দিতে হচ্ছে বৈদেশিক শ্রমবাজারে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে যে বিপুলসংখ্যক কর্মী বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের সিংহভাগই অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ। তারা মূলত নির্মাণশ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কম বেতনের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সময়ের আলো বুধবার। ৮ জুলাই ২০২৬।

শুধু দক্ষতা নয়, কর্মসংস্থানও চাই

ড. মতিউর রহমান

একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল একটি উন্নত জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্বাস। পরিবারের সঞ্চয়, অভিভাবকের ত্যাগ আর একজন শিক্ষার্থীর দীর্ঘ পরিশ্রমের শেষ গন্তব্য ছিল একটি সম্মানজনক চাকরি। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, অথচ তাদের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় থাকছেন। কেউ যোগ্যতার তুলনায় কম দক্ষতার কাজে যোগ দিচ্ছেন, কেউ বছরের পর বছর সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আবার কেউ হতাশ হয়ে পেশা পরিবর্তন করছেন

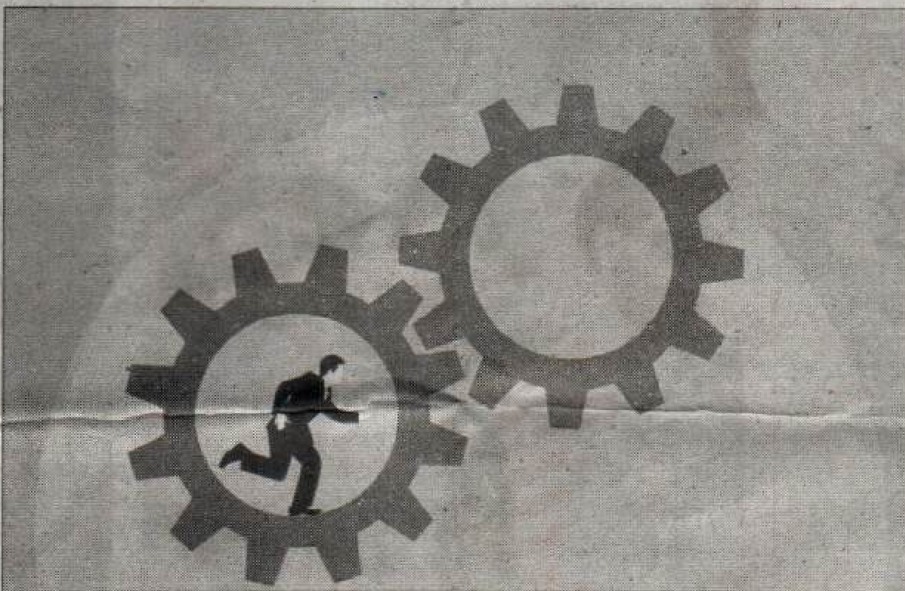

একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল একটি উন্নত জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্বাস। পরিবারের সঞ্চয়, অভিভাবকের ত্যাগ আর একজন শিক্ষার্থীর দীর্ঘ পরিশ্রমের শেষ গন্তব্য ছিল একটি সম্মানজনক চাকরি। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, অথচ তাদের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় থাকছেন। কেউ যোগ্যতার তুলনায় কম দক্ষতার কাজে যোগ দিচ্ছেন, কেউ বছরের পর বছর সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আবার কেউ হতাশ হয়ে পেশা পরিবর্তন করছেন। এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত ব্যাখ্যা হলো– আমাদের স্নাতকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে। তাই দক্ষতা বাড়াতে পারলেই শিক্ষিত বেকারত্ব কমে যাবে। কথাটি পুরোপুরি ভুল নয়, কিন্তু পুরো সত্যও নয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য উদ্বেগজনক একটি বাস্তবতা তুলে ধরে। দেশে সামগ্রিক বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশই কাজ পাচ্ছে না। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে– সমস্যাটি শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতার নয়; শ্রমবাজারের কাঠামো এবং অর্থনীতির কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষতা উন্নয়ন যেন কর্মসংস্থান নীতির মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মুক্ত পেশার কাজ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন– সব ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এসব উদ্যোগ প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী। কারণ আধুনিক অর্থনীতিতে শুধু ডিগ্রি নয়, বাস্তব দক্ষতারও মূল্য রয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না– সব স্নাতক যদি আগামীকাল থেকেই এসব দক্ষতা অর্জন করেন, তা হলে কি তাদের সবার জন্য পর্যাপ্ত চাকরি তৈরি হবে?

উত্তরটি শ্রমবাজারের একটি মৌলিক বাস্তবতায় নিহিত। কর্মসংস্থান নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর– একদিকে কাজ করার উপযুক্ত মানুষের সংখ্যা ও দক্ষতা, অন্যদিকে অর্থনীতিতে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি। আমরা প্রথমটি নিয়ে অনেক কথা বলি, দ্বিতীয়টি নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম আলোচনা করি। অথচ যত দক্ষ জনশক্তিই তৈরি করা হোক না কেন, নতুন বিনিয়োগ, নতুন শিল্প, নতুন ব্যবসা ও নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি না হলে সেই দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তৈরি পোশাক শিল্প, প্রবাসী আয়, কৃষি, নির্মাণ ও সেবা খাত দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির আরেকটি দিকও রয়েছে। এসব খাত লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত তরুণদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক পেশাগত চাকরি তৈরি করতে পারেনি। ফলে উচ্চশিক্ষিত কর্মীর জোগান দ্রুত বাড়লেও তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত থেকে গেছে।

এই পরিস্থিতির আরেকটি প্রতিফলন দেখা যায় সরকারি চাকরির প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণে। কয়েকশ পদে নিয়োগের জন্য লাখ লাখ আবেদন জমা পড়ে। একটি বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়ে যাওয়া এখন আর অস্বাভাবিক নয়। বিষয়টি শুধু সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহের নয়; এটি বেসরকারি খাতের সীমিত আস্থা ও অনিশ্চয়তারও প্রতিফলন। কর্মপরিবেশ, চাকরির নিরাপত্তা, দক্ষতার মূল্যায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ– এসব ক্ষেত্রে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত মান তৈরি হয়নি। ফলে তরুণদের বড় একটি অংশ নিরাপদ কর্মজীবনের আশায় সরকারি চাকরিকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

এর পাশাপাশি শিক্ষিত বেকারত্বের আরেকটি নীরব সংকট হলো শিক্ষাগত যোগ্যতার অপূর্ণ ব্যবহার। অনেক স্নাতক এমন কাজে যুক্ত হচ্ছেন, যেখানে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার খুব সামান্যই প্রয়োগ হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে এতে কোনো অসম্মান নেই; যেকোনো সৎ কাজই সম্মানের। কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মানবসম্পদের অপচয়। একজন দক্ষ প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী যদি এমন কাজে নিয়োজিত হন যেখানে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনই নেই, তা হলে ব্যক্তি যেমন তার সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন না, তেমনি রাষ্ট্রও উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের প্রত্যাশিত সুফল পায় না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এখনও সময়োপযোগী নয়। গবেষণার সুযোগ সীমিত, ব্যবহারিক শিক্ষার পরিসর ছোট, আর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কও দুর্বল। ফলে অনেক শিক্ষার্থী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘাটতিতে ভোগেন। এই দুর্বলতাগুলো অবশ্যই দূর করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে আধুনিক পাঠ্যক্রমও এমন একটি অর্থনীতিতে সবার জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারবে না, যেখানে মানসম্পন্ন চাকরির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

শ্রমবাজারের আরেকটি বাস্তবতা হলো, চাকরি সবসময় শুধু পরীক্ষার ফল বা শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পাওয়া যায় না। কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয়, পেশাগত যোগাযোগ, শিক্ষানবিশের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মার্ক গ্রানোভেটার দেখিয়েছেন, অনেক মানুষ আনুষ্ঠানিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির চেয়ে সামাজিক ও পেশাগত যোগাযোগমাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থী, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিংবা বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা তরুণদের সুযোগ এক নয়। ফলে একই ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হন। তাই দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাস্তব কর্মপরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাও জরুরি।

একই সঙ্গে আমাদের অর্থনীতির কাঠামো নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং রফতানি আয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির গুণগত মানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমন প্রবৃদ্ধি, যা মূলত স্বল্প দক্ষতার শ্রমনির্ভর কয়েকটি খাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, দীর্ঘমেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে না। অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে এমন খাতে নিয়ে যেতে হবে; যেখানে গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের চাহিদা বেশি।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস দেখিয়েছিলেন, একটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশের টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের ওপর। অর্থাৎ কম উৎপাদনশীল খাত থেকে বেশি উৎপাদনশীল শিল্প ও সেবা খাতে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতির শক্ত ভিত্তি, কিন্তু শুধু একটি বা দুটি খাতের ওপর নির্ভর করে শিক্ষিত কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। ওষুধ শিল্প, চিকিৎসাসেবা, কৃষিপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গবেষণা, নকশা, আর্থিক সেবা এবং সৃজনশীল শিল্পে পরিকল্পিত বিনিয়োগ ছাড়া উচ্চশিক্ষিত তরুণদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের শ্রমবাজারে নতুন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে। তাই দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু প্রযুক্তি নিজে কখনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তখনই, যখন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প, নতুন বাজার, নতুন বিনিয়োগ এবং নতুন উদ্যোগ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দক্ষতা ও প্রযুক্তি প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেগুলো তখনই কার্যকর হয়, যখন অর্থনীতি সেগুলো গ্রহণ করার মতো সক্ষমতা অর্জন করে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উন্নয়নকে মানুষের সক্ষমতা ও সুযোগের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখেছেন। এই ধারণা আমাদের একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়। শিক্ষা মানুষের সক্ষমতা তৈরি করে, কিন্তু সেই সক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করা রাষ্ট্র, বাজার এবং নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব। একইভাবে দানি রড্রিক দেখিয়েছেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অপরিহার্য। শুধু প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেই হবে না; সেই প্রবৃদ্ধি কত মানুষের জন্য মানসম্মত কাজ সৃষ্টি করছে, সেটিই উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড।

এ কারণে নীতিগত অগ্রাধিকারও নতুনভাবে নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম, গবেষণা, উদ্ভাবন, বিশ্লেষণী দক্ষতা, যোগাযোগের সক্ষমতা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার সময়ই কর্মজগতের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। অন্যদিকে সরকারকে এমন বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি যেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হয়, শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপজাত নয়। স্নাতক বেকারত্ব আসলে আমাদের উন্নয়নযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। এটি বলে দেয়, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং শ্রমবাজারের মধ্যে কোথাও একটি ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে শুধু শিক্ষার্থীদের আরও দক্ষ হওয়ার পরামর্শ দিলেই চলবে না; অর্থনীতিকেও আরও কর্মসংস্থানমুখী করে তুলতে হবে। দক্ষতা মানুষের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, উদ্ভাবন এবং একটি গতিশীল শ্রমবাজার।

সুতরাং স্নাতক বেকারত্বের সমাধান কেবল শ্রেণিকক্ষে নয়, কারখানায়; শুধু প্রশিক্ষণকেন্দ্রে নয়, বিনিয়োগ নীতিতে; শুধু শিক্ষার্থীর চেষ্টায় নয়, রাষ্ট্রের উন্নয়ন কৌশলেও নিহিত। বাংলাদেশ যদি সত্যিই তার জনমিতিক সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে চায়, তা হলে আরও দক্ষ স্নাতক তৈরির পাশাপাশি তাদের জন্য মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ শিক্ষা মানুষকে কাজ করার যোগ্য করে তোলে, কিন্তু কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে একটি দূরদর্শী রাষ্ট্র, উদ্ভাবনী অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ননীতি।

গবেষক ও উন্নয়ন পেশাজীবী

মতামত লেখকের নিজস্ব

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬

কিউআরএস টিমের সভা
সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্রমবর্ধমান জটিল পরিবেশে বাড়তে থাকা ঝুঁকির কারণে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সারা দেশে গণমাধ্যমকর্মীরা হামলা, ভীতি প্রদর্শন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও হয়রানিমূলক মামলার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যেখানে কার্যকর সুরক্ষা, জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। পাশাপাশি নারী সাংবাদিকরাও ঝুঁকির মুখে থাকেন, যেসব খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় না। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় গতকাল সোমবার ঢাকায় কুইক রেসপন্স সাপোর্ট টিমের সদস্যদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সাপোর্টের (আইএমএস) সহায়তায় বেসরকারি অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান ভয়েস এ কর্মশালার আয়োজন করে।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সোহরাব হাসান বলেন, 'সাংবাদিকদের কণ্ঠস্বর দমন করা মানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ন করা। তাই মানবাধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।'

সভায় উপস্থিত ছিলেন আইএমএস বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাখাওয়াত হোসাইন, সাংবাদিক আজিজুল পারভেজ, ইসমাইল হোসেন, অধিকারকর্মী শারাবান তহুরা, উন্নয়ন পরামর্শক মনজুর রশীদ, ভয়েসের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদ, মুশাররাত মাহেরা , মিডিয়া ব্যক্তিত্ব দীপ্তি চৌধুরী, রয়টার্সের প্রতিনিধি আহমেদ তৌফিকুর রহমান প্রমুখ।

যুগান্তর
রোববার ১২ জুলাই ২০২৬ ● ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

কালিয়াকৈরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর রতনপুরে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে করনী ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্ট কারখানার একটি শাখা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার বন্ধের নোটিশ কারখানার মূল ফটকে টানানো হয়। এতে হাজার শ্রমিক কর্মহীনের আশঙ্কায় রয়েছেন।

পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বুধবার বিকাল থেকে শ্রমিকরা উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। বৃহস্পতিবার সকালেও কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার অনুরোধ করলেও শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। শনিবার কারখানা বন্ধ ঘোষণায় তারা চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। গত কয়েক মাসে কারখানাটিতে নানা দাবিতে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেন শ্রমিকরা। কারখানাটির মানবসম্পদ ও কমপ্লায়েন্সের মহাব্যবস্থাপক আশিক ফেরদৌস শাহ বলেন, শ্রমিকরা বুধ ও বৃহস্পতিবার কাজে যোগ দেননি। বাধ্য হয়ে আইন অনুযায়ী কারখানা বন্ধ করতে হয়েছে। পরিবেশ ভালো হলে খোলার তারিখ জানানো হবে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, কালিয়াকৈরে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সময়ের আলো
শনিবার। ১৮ জুলাই ২০২৬

আইওএমের চিফ অব মিশন লরা টম

নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের অধীনস্থ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) চিফ অব মিশন লরা টম বন্ডের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতে বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করা, নিরাপদ শ্রম অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে মাহদী আমিন বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে জনশক্তি রফতানির নতুন বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ও নতুন আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর সুযোগ বৃদ্ধি, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনশক্তি গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

একই সঙ্গে তিনি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে নারী শ্রমিকের বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এ সময় নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছভাবে ও কম খরচে অভিবাসন প্রক্রিয়া কীভাবে আরও সম্প্রসারণ করা যায়, প্রযুক্তিনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করা যায় এবং বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সহজতর অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আইওএম প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে তাদের চলমান কার্যক্রম তুলে ধরে এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা আরও সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য অত্যাধুনিক সেবা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাসও দেয় সংস্থাটি।

বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারিত্বে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের আসন্ন উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০২৬

পোশাক শিল্পের মূল সংকট না মিটিয়ে কেবল অর্থায়নে সমাধান মিলবে না

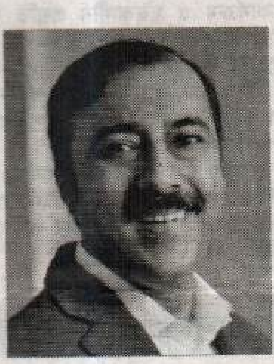

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে দেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ জোগান দেয়া এ খাত এখন রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার তীব্র চাপের কারণে বহুমাত্রিক সংকটে পড়েছে। এ সংকটকে মোকাবেলায় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবভিত্তিক নীতিগত সংস্কার।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবির) তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাত ২০২৬ অর্থবছরে ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার আয় করেছে। এটি আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম। ২০২৫ অর্থবছরে এ খাতের আয় ছিল ৩ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলার। এটি কেবল পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন নয়; বরং এ সংকটের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কারখানা বন্ধ ও কর্মসংস্থান হ্রাসে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে ১১৩টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৯৬ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যান। একই সময়ে ১২৮টি নতুন কারখানা চালু হয়েছে। কিন্তু এসব কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। সে হিসেবে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত আরো ৩০টিরও বেশি কারখানা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু গত ৬ মাসে বন্ধ হয়েছে ২৭টি পোশাক কারখানা। রফতানি আদেশ কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মূল্য নিয়ে চাপ এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি— সব মিলিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে চরম মূল্য দিচ্ছেন উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরা। বেশি চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে অর্থনীতিকে। চাকরি হারিয়ে অনেকেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের সামনে প্রশ্ন— কীভাবে চলবে সংসার, কোথায় মিলবে নতুন কর্মসংস্থান? কারণ শিল্পের এ সংকট কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি গভীর সামাজিক সংকটেও রূপ নিচ্ছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, এ সংকটের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। এটি একাধিক সমস্যার সম্মিলিত ফল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্বালানি সংকট। দেড় দশক ধরে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি দেশের শিল্প খাতের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে। এর প্রভাব শুধু পোশাক শিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়; সুতা, কাপড়, ডায়িং ও অ্যাকসেসরিজসহ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলোও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমানে উৎপাদনের একটি বড় অংশ জ্বালানি সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছে না। নতুন বিনিয়োগ হওয়া বহু শিল্প ইউনিটও গ্যাস সংযোগের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়মিত লোডশেডিং পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এছাড়া কাস্টমস জটিলতা, বন্ড সুবিধা পেতে দীর্ঘসূত্রতা এবং এইচএসকোড-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ব্যবসার ব্যয় ও সময় উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শিল্প পুনরুদ্ধার ও অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে এখন সবচেয়ে জরুরি উৎপাদনমুখী ও ব্যবসাবান্ধব নীতি। এমন একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যা বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ (এফডিআই) দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। এটি একদিকে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে এতে শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

অন্যদিকে শ্রম অসন্তোষ ও অস্থিরতা অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমিকদের অন্যায্য আন্দোলনের ফলে বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যাংক খাতের অস্থিরতা ও তারল্য সংকট পোশাক শিল্পের জন্য যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে একীভূত ব্যাংকগুলোর গ্রাহক কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে। তারল্য সংকটের কারণে সময়মতো এলসি খুলতে না পারায় কাঁচামাল আমদানিতে বিলম্ব, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, ক্রেতার নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা এবং অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ের মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক উদ্যোক্তাকে। ফলে ব্যাংকিং সংকট সরাসরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন, রফতানি সক্ষমতা ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এ অবস্থায় বন্ধ থাকা কারখানা চালু ও বন্ধ হওয়ার উপক্রম প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য সরকারের ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিবাচক উদ্যোগ। সরকারের এ সময়োপযোগী উদ্যোগ দুটি দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, এটি সংকটে থাকা শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এ ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। এ তহবিল যেন প্রকৃত উদ্যোক্তাদের হাতেই পৌঁছে এবং এর কোনো অপচয় বা অপব্যবহারের সুযোগ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে কেবল আর্থিক সহায়তা দিয়ে এ শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সমস্যার মূল কারণগুলোর সমাধান না হলে অর্থায়ন সাময়িক স্বস্তি দিলেও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবে না।

অর্থায়নের পাশাপাশি এখন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান জোরদার করা এবং একটি বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে, যার প্রভাব শিল্প উৎপাদন ও বিনিয়োগে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই এ স্থবিরতা কাটিয়ে দেশীয় জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল নীতিগত পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত প্রণোদনা, সহজ অর্থায়ন এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো গেলে শিল্প খাতের জ্বালানি ব্যয় কমানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে।

একই সঙ্গে বন্দর ও কাস্টমস ব্যবস্থাকে আরো ডিজিটাল, স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত করতে হবে, যাতে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম দ্রুত ও কম ব্যয়ে সম্পন্ন করা যায়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে নীতিগত সহায়তা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করাও সময়ের দাবি। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অস্থিরতা সৃষ্টি করে কারখানা করার মতো পরিস্থিতি শক্তহাতে মোকাবেলা করতে হবে।

আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে শিল্প মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, পরিবহন খাতের প্রতিনিধি এবং নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগই শিল্পটির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। রফতানি হ্রাস, কারখানা বন্ধ, জ্বালানি সংকট এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার চাপ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে সময়োপযোগী নীতি এবং সরকার-শিল্প মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া গেলে এ খাত আবারো ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কারণ পোশাক শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানো শুধু একটি শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করার পূর্বশর্ত।

আশিকুর রহমান তুহিন : ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেড গ্রুপ ও সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Monday 13 July 2026

রংপুরে বন্ধ সুগার মিল চালুর সম্ভাবনা, যাচাই করছে প্রশাসন

বাসস

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রংপুরের একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর সুগার মিল পুনরায় চালুর সম্ভাবনা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা যাচাই করে দেখছে প্রশাসন।

জাতীয় সংসদের ৩১২ নম্বর সংরক্ষিত মহিলা আসনের (রংপুর-৫ ও ৬) সংসদ সদস্য জেবা আমিনা খান এবং রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম গতকাল মিলটি পরিদর্শন করেছেন।

গত শনিবার (১১ জুলাই) দিনব্যাপী তারা শ্যামপুর সুগার মিলের কারখানা, উৎপাদন ইউনিট, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এ সময় মিলের সার্বিক অবস্থা, যন্ত্রপাতির সক্ষমতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় চালুর সম্ভাবনা এবং দেশের চিনি শিল্পের উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে অতিথিরা বলেন, বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্ধ শিল্প-কারখানা পুনরায় চালুর উদ্যোগের অংশ হিসেবে শ্যামপুর সুগার মিলের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সমকাল | সোমবার | ১৩ জুলাই ২০২৬

পরিবর্তিত শ্রমবাজারের সঙ্গে নীতি তাল মেলাতে পারবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য,
তৌফিকুল ইসলাম খান,
মমতাজুল জান্নাত,
মালিহা রহমান

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

বিগত কয়েক দশকে শ্রমনির্ভর উৎপাদন শিল্পের ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটেছে। বিশেষত তৈরি পোশাকশিল্প দেশের রপ্তানি, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি। কিন্তু যে উন্নয়ন মডেল এত দিন সাফল্যের ভিত্তি ছিল; প্রযুক্তির অগ্রগতিতে তা এখন বড় রূপান্তরের মুখে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অটোমেশন এবং বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর কাজের ধরন দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। এর প্রভাব শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সীমাবদ্ধ নয়। উচ্চমূল্য সংযোজনকারী সেবা খাত যেমন– ডিজিটাল অর্থনীতি এবং প্ল্যাটফর্মভিত্তিক খাতেও বিস্তৃত। এ পরিস্থিতিতে বেশি ঝুঁকিতে তরুণ, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। কারণ তাদের বড় অংশ এখনও অনানুষ্ঠানিক, অনিরাপদ এবং প্রযুক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য কাজে নিয়োজিত। একটি হিসাবে, এআই ও অটোমেশনের কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ চাকরিচ্যুত হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হবে। প্রশ্ন হলো, দেশের শ্রমবাজার ও নীতিকাঠামো কি এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রস্তুত?

ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের ঝুঁকি

প্রযুক্তিগত রূপান্তর গোটা বিশ্বের শ্রমবাজারেই প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। কারণ এখানে শ্রমবাজারের ভিত্তি এখনও দুর্বল।

ম্যানুফ্যাকচারিং খাত সম্প্রসারিত হলেও একই হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। অন্যদিকে উচ্চমূল্য সংযোজনকারী ডিজিটাল সেবা খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও এর বেশির ভাগ কর্মসংস্থান অনিরাপদ ও সামাজিক সুরক্ষাবিহীন।

এই সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায়। শিক্ষা এখনও শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সামাজিকভাবে কম আকর্ষণীয়। ফলে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

অটোমেশন ও ডিজিটাল রূপান্তরের প্রভাব ইতোমধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে দৃশ্যমান।

গবেষণা অনুযায়ী ২০৪১ সাল নাগাদ তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত নারীর প্রায় ৬০ শতাংশ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়বে অনানুষ্ঠানিক, কম দক্ষ এবং সহজে প্রতিস্থাপনযোগ্য কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা।

তৈরি পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিক, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে প্রবেশের জন্য সংগ্রামরত তরুণ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই এর বড় শিকার হবে। ২০২৪ সালের হিসাবেই দেশে প্রায় ১৩ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে, যার প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকলে প্রযুক্তিগত রূপান্তর বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও গভীর করবে।

তাল মেলাতে না পারা নীতি

ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, দক্ষতা উন্নয়ন কিংবা ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে গত এক দশকে নানা নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা হলেও বাস্তব পরিবর্তনে রূপ নেওয়ার গতি এখনও ধীর। এই ঘাটতি সবচেয়ে স্পষ্ট বাস্তবায়নে। শিল্পভিত্তিক রূপান্তর কৌশল, শ্রমিকদের পুনঃদক্ষতা কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের প্রস্তুতি এখনও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা, মূলধারার শিক্ষা থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ– কোনো ক্ষেত্রেই এআই, অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ও ডিজিটাল খাত দ্রুত বিস্তৃত হলেও এর জন্য এখনও কার্যকর নীতিগত কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

মূল সংকট নীতির অভাবে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতিতে। অগণিত পরিকল্পনা ও সমন্বয় কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও খুব কম ক্ষেত্রেই নীতির মনিটরিং ও মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির দুর্বলতাই বারবার সংস্কারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবর্তনের সূচনা হোক এখনই

বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পরিবর্তে এখন প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। আমাদের গবেষণার ভিত্তিতে কয়েকটি অগ্রাধিকার বিশেষভাবে সামনে আসে।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সংস্কার

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে শিল্পের চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে হবে। নিয়োগকর্তাদের অংশগ্রহণে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষানবিশ বাড়ানো এবং নতুন শিল্প ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে প্রশিক্ষণের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এমনভাবে হালনাগাদ করতে হবে, যাতে ডিজিটাল ও ভবিষ্যৎমুখী দক্ষতা উন্নয়ন অগ্রাধিকার পায়। পাশাপাশি সম্প্রতি অনুমোদিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্কের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।

পুনঃদক্ষতার সুযোগ নিশ্চিত করা

কর্মজীবনের শুরু থেকে মাঝ পর্যন্ত দক্ষতা হালনাগাদ এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনঃদক্ষতা ও পুনর্বাসনে পৃথক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শ্রমিকদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিতে পুনঃদক্ষতা ও শ্রমিক পুনর্বিন্যাসের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা যুক্ত করা প্রয়োজন।

শিল্প সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সংযোগ

শিল্প প্রণোদনা, ঋণ সুবিধা, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল এবং অন্যান্য রপ্তানি সহায়তাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে সিএসআরকে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করতে হবে। স্কুলশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ ধাপে ধাপে বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যমান সম্পদের পুনর্বিন্যাস করে ভবিষ্যৎ চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। দক্ষতার চাহিদা, কর্মসংস্থানের প্রবণতা, শূন্য পদ ও খাতভিত্তিক পরিবর্তনের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, শিল্পনীতি, রপ্তানি কৌশল ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

শ্রমবাজারের উপযোগী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

প্ল্যাটফর্ম ও গিগ অর্থনীতির জন্য শ্রমিকের আইনি অবস্থান, প্ল্যাটফর্মের দায়িত্ব এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কাঠামো নির্ধারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, দুর্ঘটনা সুরক্ষা, পেনশন ও আয়-নিরাপত্তাকে স্থানান্তরযোগ্য সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হতে হবে। নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক পুনঃদক্ষতা, কর্মসংস্থান সহায়তা, সহজ প্রবেশ্য অবকাঠামো, সহায়ক প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিদ্যমান বৈষম্য আরও না বাড়ায়।

শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়

এআই, অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের বাস্তবতায় শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিকে সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান কাঠামোর অধীনে আনতে হবে। জবাবদিহির জন্য একটি কর্মসংস্থান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে।

শ্রমবাজার এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে প্রযুক্তি, জনমিতি লভ্যাংশ, বৈশ্বিক অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন কাজের ধরন দ্রুত বদলে দিচ্ছে; অন্যদিকে সেই পরিবর্তনের জন্য নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এখনও পিছিয়ে। এই ব্যবধান যত দীর্ঘ হবে, তত বাড়বে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও বৈষম্য।

পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এ জন্য শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পনীতি, সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমবাজারকে সমন্বিত কাঠামোর আওতায় এনে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় পর্যায়ের ন্যূনতম ঐকমত্য।

আশার কথা, বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার এবং পরবর্তী বিভিন্ন বক্তব্যে এআই, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং কারিগরি শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। তবে এই স্বীকৃতি এখনও শিল্প খাতভিত্তিক রূপান্তর কৌশল, শ্রমিকদের পুনঃদক্ষতা কর্মসূচি কিংবা ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের প্রস্তুতির সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত হয়নি। সরকার আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করতে চায়। সেই কর্মসংস্থান কেমন হবে– প্রশ্নটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রযুক্তি অপেক্ষা করবে না। আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন– কত দ্রুত নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব। বর্তমান সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে ট্রিলিয়ন ডলারে নিতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাইছে। কিন্তু এ লক্ষ্য তখনই অর্থবহ হবে, যদি তা সবার জন্য উৎপাদনশীল, মর্যাদাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে।

■ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, তৌফিকুল ইসলাম খান, মমতাজুল জান্নাত, মালিহা রহমান: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) যথাক্রমে সম্মাননীয় ফেলো, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা), জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী, প্রোগ্রাম সহযোগী

> প্রযুক্তি অপেক্ষা করবে না। আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন হলো– কত দ্রুত নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব। বর্তমান সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে ট্রিলিয়ন ডলারে নিতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাইছে। কিন্তু এ লক্ষ্য তখনই অর্থবহ হবে, যদি তা সবার জন্য উৎপাদনশীল, মর্যাদাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে।

DHAKA SUNDAY JULY 12, 2026
ASHAR 28, 1433 BS
The Daily Star

6 years on, Khulna's jute workers still wait for jobs

DIPANKAR ROY, *Khulna*

Nurul Haque left Agailjhara in Barishal for Khulna in 1993, carrying hopes of a better future for his family.

He joined Platinum Jubilee Jute Mills Ltd as a temporary worker and became permanent 13 years later. He married in Khalishpur, sold his family's 3.5 bighas of ancestral land, and brought his parents to Khulna, hoping to build a stable life in the city.

That dream shattered in July 2020 when the government closed all 25 state-owned jute mills under the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) to put an end to the heavy losses they incurred and to modernise the mills. The decision made around 39,000 workers jobless in the Khulna region alone.

"I wanted to make sure all my children could study," Nurul told The Daily Star. "But after the mill closed, my eldest daughter, Sharabanti, had to discontinue her college education due to financial problems. She later got married. My youngest daughter also could not continue her study."

His son, Robiul, who hoped to join the factory after completing secondary education, now drives an easy-bike on the Alamnagar-Joragate route in Khulna.

Nurul, however, has not given up hope of getting his job back.

He said when the government shut down the factories, they were told that these would reopen within three

6 years on, Khulna's jute workers still

FROM PAGE 12

months under government management and skilled workers like them would be called back. "Six years have passed; I'm still waiting."

"The money we received after the factories' closure has almost gone. I spent nearly Tk 3 lakh on my parents' treatment. Whatever little remains, my son is using it to start a business. I thought I would spend the rest of my life in Khulna, but now it seems I may have to return my village. But where would I go? I sold all my land," he lamented.

Nurul's story is one of thousands who lost their livelihoods overnight.

When the mills stopped production, the government said they would resume within three months. However, the promise never materialised.

Instead, the government has gradually leased the factories to private companies.

The latest is Crescent Jute Mills, once the country's largest state-owned factory, which was leased last month to Mahabub Group of Industries for 30 years.

Khondaker Md Kamrul Islam, general manager of the factory, said there is no obligation for the firm to produce jute goods. "The agreement does not require the company to manufacture jute products. It can produce any product."

BJMC data show that the mill employed 2,768 permanent and 5,550 temporary workers when it closed.

Talking to this correspondent, Bilkis Ara, a former temporary worker at Crescent Jute Mills, said she spent 18 years there before it closed.

"We survived for a while on the compensation money, but that has long been exhausted. Now we struggle to meet daily expenses. At my age, it is difficult for me to find regular work."

Bilkis urged the government to revive the mills under state management.

According to BJMC, six of Khulna's seven state-owned mills have been selected for leasing, while one remains tied up in litigation. Leasing processes of four have already been completed.

"It is no longer feasible to operate the mills under government management. They will no longer be run by the state. We are working to ensure that the mills are operated under private management," said ASM Mamun Ur Rahman, general manager and regional coordinator of BJMC.

FALLOUT OF CLOSURE

The shutdown has turned Khalishpur and Daulatpur, once vibrant industrial neighbourhoods, into struggling communities.

Thousands of businesses that depended on mill workers have either shut down or relocated. Houses built for workers now stand empty.

Raju Hawlader, a house owner near People's Gol Chatta in Khalishpur, said he built 13 flats specifically for mill workers.

"They [workers] used to rent Tk 4,500 to Tk 5,500 for a small flat a month. Now five or six flats remain vacant almost all year. You can see the 'To Let' signs everywhere."

"Many workers sent their families back to villages. Others left Khulna altogether. The entire area now feels like a ghost town."

Lawyer Kudrat-E-Khuda, president of Patkal Rokkay Sammilito Nagorik Parishad, criticised the government's policy of privatising the state-owned mills.

He opined that if the government cannot operate the mills, it should not lease them to private companies. Instead, the factories should be reopened through a government-to-government (G2G) arrangement with another country to protect workers' interests. Alternatively, the mills could be turned into limited companies owned and jointly operated by workers and other stakeholders, the lawyer added.

The jute mills in the Khulna region used to produce a wide range of jute goods, including carpet backing cloth, jute yarn, jute twine, and sacks for both domestic use and export markets.

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৭ জুলাই ২০২৬

এআইয়ের প্রভাবে চাকরি হারানোর শঙ্কায় ১২ লাখ পোশাকশ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ওয়েবিনারে সিপিডি

আরএমজি খাতে নারীদের ৬০ শতাংশের চাকরি হারানোর শঙ্কা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অটোমেশন এবং প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। প্রয়োজনীয় নীতিগত প্রস্তুতি ও দক্ষতা উন্নয়ন না হলে ২০৪১ সালের মধ্যে এ খাতের প্রায় ১২ লাখ ২০ হাজার মানুষ চাকরি ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের।

গত ১৫ জুলাই রাতে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) 'পরিবর্তনশীল কর্মপরিবেশ : বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলে কর্মপরিবেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি' শীর্ষক ভার্চুয়াল ওয়েবিনারে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে 'ভবিষ্যতের কর্মজগতের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত? অটোমেশন, এআই ও কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য শ্রমবাজারকে প্রস্তুত করা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

মূল প্রবন্ধে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, অটোমেশনের কারণে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে ১২ লাখ ২০ হাজার কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। একই সঙ্গে ২০৪১ সালের মধ্যে এ খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থান বিলুপ্ত বা স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন খাতে মোট কর্মসংস্থান প্রায় ৮১ লাখে স্থবির হয়ে রয়েছে, যা ২০১৩ সালের স্তরেরও নিচে। এ ছাড়া অটোমেশন বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে যেসব শ্রমিক কর্মহীন বা স্থানচ্যুত হচ্ছেন, তাদের নতুন দক্ষতা অর্জন বা পুনঃদক্ষতা উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ এখনো গড়ে ওঠেনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেই সময় অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোর পরিবর্তন দেশের শ্রমবাজারে নতুন চাপ তৈরি করছে। সিপিডি জানায়, ২০২৪ সালে দেশে প্রায় ১৩ লাখ চাকরি কমেছে, যার প্রায় ৯০ শতাংশই নারী কর্মীদের।

অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে এআই ও অটোমেশন ১ কোটি ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও প্রায় ৯০ লাখ চাকরি বিলুপ্ত হবে। ফলে পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতার ওপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান প্রায় ৮১ লাখে স্থির থাকলেও উৎপাদন বেড়েছে। অন্যদিকে সেবা খাতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ কাজ করলেও এর বড় অংশ অনিরাপদ ও নিম্ন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় অর্জিত দক্ষতার সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার বড় ধরনের অমিল রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষায় (টিভিইটি) ভর্তি ২০ শতাংশেরও কম এবং শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ।

সিপিডি জানায়, ২৭টি জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল উপাদান বিশ্লেষণ করে ২০৩৫ সালের জন্য শ্রমবাজারের চারটি সম্ভাব্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে। তবে সব পরিস্থিতিতেই পাঁচটি বিষয় অভিন্ন থাকবে। এগুলো হলো– ডিজিটালায়ন অপরিবর্তনীয় হবে, কর্মসংস্থান উচ্চমূল্যের সেবা খাতে স্থানান্তরিত হবে, দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা পিছিয়ে থাকবে, বৈশ্বিক ধাক্কার ঝুঁকি অব্যাহত

এআইয়ের প্রভাবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থাকবে এবং সফলতা অনেকাংশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান নীতিমালায় চারটি বড় ঘাটতি রয়েছে। এগুলো হলো– প্ল্যাটফর্ম ও গিগ অর্থনীতির শ্রমিকদের জন্য কোনো সমন্বিত কাঠামো নেই; অটোমেশনের প্রভাব নীতিনির্ধারণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি; দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তব চাহিদার প্রতিফলন কম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ অনুপস্থিত।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিপিডি কয়েকটি সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে– শিল্পের চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা সংস্কার; জীবনব্যাপী পুনঃদক্ষতা (রিস্কিলিং) কর্মসূচি চালু; কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিল্প প্রণোদনা যুক্ত করা; শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; জাতীয় শ্রমবাজার তথ্যব্যবস্থা (এলএমআইএস) গড়ে তোলা; গিগ ও প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং নারী, তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান কৌশল গ্রহণ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে। কর্মসংস্থান কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। নীতি নির্ধারকদের পরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে কষ্ট হচ্ছে। দুই কারণে এটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্র, আর বাজার ও কর্মসংস্থানের ভেতরে মিসম্যাচ আছে। দক্ষতার অভাব, ভৌগোলিক কারণ রয়েছে। অন্যদিকে এআই ও অটোমেশনে বিপ্লব ঘটেছে।'

ওয়েবিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে সিপিডি, জাস্টজবস নেটওয়ার্ক, লার্নএশিয়া, সাউদার্ন ভয়েস এবং সিটিজেনস প্ল্যাটফর্ম ফর এসডিজিস, বাংলাদেশ। এটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের (আইডিআরসি) সহায়তায় পরিচালিত 'ফিউচারওয়ার্কস এশিয়া'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

সময়ের আলো
সোমবার। ২০ জুলাই ২০২৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গতকাল সচিবালয়ে আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট হোংবোরের সঙ্গে বৈঠক করেন ● সময়ের আলো

আইএলও মহাপরিচালকের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রীর বৈঠক

শ্রমিকের কর্মসংস্থানে যৌথ অংশীদারিত্বের অঙ্গীকার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মহাপরিচালক গিলবার্ট হোংবোর এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক রোববার সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বাংলাদেশের শ্রম খাতের আধুনিকায়ন, শ্রম আইন সংস্কার, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকরণে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী আইএলও মহাপরিচালককে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেন, শ্রম খাতের সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মন্ত্রী গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন, এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইএলওর ১০টি মৌলিক কনভেনশনই অনুসমর্থন করেছে, যা বৈশ্বিক শ্রম পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

TUESDAY JULY 14, 2026
ASHAR 30, 1433 BS
The Daily Star

শোভন কাজ

Without timely labour data, how will we know if jobs are being created?

Md Asaduz Zaman
is business reporter at The Daily Star. He can be reached at asaduz.zamanjubd@gmail.com.

MD ASADUZ ZAMAN

In 2026, the latest labour force data available on the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) website is from 2024. This time gap is a result of delays, dilemmas, and bureaucratic red tape. The ongoing Labour Force Survey (LFS) project ended when it ran out of money. Meanwhile, the data collection process has not even started.

Unlike the Consumer Price Index (CPI) or inflation research, which are funded through the revenue budget and published every month, the LFS has always been carried out on temporary financing. When the project ends, so does the survey. The last available quarterly figures are from October-December quarter of 2024 and the final report of 2024, when the number of unemployed people stood at 27.30 lakh, up from 26.6 lakh in the previous quarter. Since then, the trail has been cold.

Due to lack of preparation by both the ousted Awami League-led government and the interim administration, the project has yet to make any meaningful progress. The relevant file is still being shuffled between the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and the Planning Commission. This is despite the current ruling party's election pledge to generate employment for one crore people within its first 18 months in office. Six months on, authorities have yet to prepare the project for submission to the National Economic Council (Ecnec). Worse, it appears that data collection will not begin this year, which would leave Bangladesh without the labour force data of two consecutive years.

This is not merely a bureaucratic hiccup but rather appears to reflect a policy choice by the government to neglect the systematic analysis of the labour market.

With just a year remaining on its own timeline to create one crore jobs, how can the BNP administration assess whether that target has been achieved when it has not provided an updated estimate of how many jobs already exist? A pledge without a baseline is not a measurable target, but merely a pre-election slogan.

The concern is even more pressing because reports of factory closures and job cuts have become increasingly common as many large conglomerates struggle with financial distress. Without timely and credible labour market data, it is impossible to determine whether new jobs are offsetting these losses or if overall employment is continuing to deteriorate. For instance, factory closures have led to significant job losses, with 245 to 353 factories reportedly shutting down between August 2024 and November 2025 and affecting at least 1,00,000 workers, while labour unions suggest losses may have reached 200,000-300,000 workers. In the garment sector alone, according to one recent *Prothom Alo* report, 20,000 workers were laid off during the first six months of 2026.

To understand, why labour data matters so much in the first place, one need only look back at the July 2024 uprising. What set it off was students and jobseekers having to watch as a quota system reserved a large share of coveted government positions based on traits that had nothing to do with merit, while the private sector wasn't creating enough jobs to absorb everyone else. The anger was towards the unfairness in an already insecure job market where opportunity was scarce.

Of the 26.24 lakh unemployed counted in the last Labour Force Survey, nearly nine lakh were graduates—the highest jobless rate of any education group, even as overall joblessness had dipped. The picture worsens upon deeper examination: one in three graduates looking for work last year stayed jobless for up to two years; one in seven was out of work for one to two years; and one in six was unemployed for more than two years.

Graduates who enter the job market a year or two late often carry that setback throughout their careers, facing lower starting salaries, slower promotions, and a persistent earnings gap compared with peers who secured employment on time.

Other countries have gradually moved towards more frequent and timelier labour market data dissemination. India, for example, is in the process of shifting from quarterly to monthly unemployment estimates, and Malaysia is following a similar path. Sri Lanka, Thailand, Vietnam, and Singapore publish labour force statistics on a quarterly basis.

Sri Lanka's transition was gradual. Before 1990, its Labour Force Survey was conducted once every five years. Since 1990, however, it has been carried out the survey regularly, providing both quarterly and annual labour market indicators. This progressive approach has enabled policymakers to access more timely employment data to aid informed decision-making.

Bangladesh has struggled to maintain a regular publication schedule for labour force statistics, creating significant data gaps and making it difficult for policymakers, businesses, and researchers to assess labour market conditions accurately. But it is the high time to rethink the publication frequency of labour market data and conduct surveys at least on a quarterly basis. This should in fact be the standard, not a distant aspiration.

বণিক বার্তা
শনিবার, জুলাই ১৮, ২০২৬

ট্যানারিকে পরিবেশবান্ধব শিল্পে রূপান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার প্রাপ্যতা, প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমশক্তি ও কম উৎপাদন ব্যয়ের পাশাপাশি ভৌগোলিক সুবিধাও কম নয়। কিন্তু এ সুবিধা ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান গড়ার সুযোগ কাজে লাগানো যায়নি। হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তর করে প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়নি। ফলে কমেছে রফতানি। এমনকি উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী শিল্প হিসেবেও ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ট্যানারি শিল্পকে সবুজায়নে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কারণ ট্যানারি স্থানান্তরের পরও অনেক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন সমস্যা রয়েছে। সরকারের স্টিমুলাস ফান্ড ও গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ডের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে এ খাতে অর্থায়ন একটি বড় সুযোগ। সমস্যা হলো, পরিবেশ অধিদপ্তরের লাল তালিকাভুক্ত শিল্প হওয়ায় চামড়া শিল্পে এ ধরনের অর্থায়ন দেয়া হয় না। লাল তালিকাভুক্ত শিল্প খাতকে অর্থায়ন দেয়া যাবে না, এমন কোনো শর্ত নেই, বরং সবুজ অর্থায়নের মাধ্যমে উচ্চ দূষণকারী শিল্পগুলোরই রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়। যেমন চীন তাদের গ্রিন ক্রেডিট পলিসির আওতায় ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক এমনকি ট্যানারির মতো উচ্চ দূষণকারী শিল্প খাতকে কম সুদে ঋণ দেয়। এজন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী উদ্যোগের শর্ত তারা বেঁধে দিয়েছিল। ভারতের ট্যানারি ক্লাস্টারগুলোয় কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার আধুনিকীকরণে সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অর্থায়ন করেছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর ট্যানারি শিল্পে পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পে স্বল্পসুদে ঋণ ও সরকারি সহায়তা দেয়া হয়েছে। ইউরোপে ব্রাউন টু গ্রিন ট্রানজিশন ফাইন্যান্সের আওতায় দূষণকারী শিল্পকে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তরে অর্থায়ন করা হয়। এটিকে ট্রানজিশন ফাইন্যান্স বা স্থানান্তরকামী অর্থায়ন বলা হয়। এজন্য লাল তালিকাভুক্ত শিল্প খাতকে আর্থিক সুবিধা না দেয়ার ভাবনা থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে।

চামড়া শিল্পের সংকট বহুমুখী। সাভারের ট্যানারি শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) এখনো আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কার্যকর নয়। অধিকাংশ ট্যানারি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) সার্টিফিকেশন অর্জন করতে না পারায় বড় ব্রান্ডের সরাসরি অর্ডার পাচ্ছে না। চামড়া খাতের এ অবস্থা কেন হলো? এ খাতে অনেক সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। আবার এ খাতের উন্নয়নে অসংখ্য এনজিও, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

কিছু উদ্যোক্তার মতে নানা উদ্যোগ নেয়ার পরও এ শিল্প খাত কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি, বরং সামান্য অবনতি হয়েছে। তাদের মতে ৩০০-৪০০ মিলিয়ন ডলারের যে চামড়া রফতানি হতো তা কমে ১০০-১৫০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রফতানিকারকদের মতে, সঠিক পরিচালনার অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। এক উদ্যোক্তা জানান, এ খাতে প্রায় ৪৪ দশমিক ২৫ শতাংশ শুধু ডিফল্ট লোন রয়েছে, যা নতুন অর্থায়নের পথে বড় বাধা। একটি অন্যতম কারণ, শিল্পগুলো হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে স্থানান্তরে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। তরল বর্জ্য শোধনের জন্য স্থাপিত সিইটিপিও পরিকল্পনামাফিক নির্মাণ করা যায়নি। বিসিক জানিয়েছিল সব ধরনের অবকাঠামোগত প্রস্তুতি তারা সম্পন্ন করেছে। এ তথ্য সঠিক নয়।

হাজারীবাগেও বিভিন্ন উপজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানান্তর করা হয়নি। ট্যানারি শিল্প এলাকার ক্রোমযুক্ত কঠিন বর্জ্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে এ শিল্পগুলোও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ট্যানারি মালিক অ্যাসোসিয়েশনের মতে মোট ১৬২টি শিল্প স্থানান্তর হয়েছিল। এর মধ্যে ১৪২টি চালু রয়েছে। অনেকেই চুক্তির ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের জায়গা ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। এটির সঠিক পরিসংখ্যান কারো জানা নেই। এ ব্যাপারে একটি সঠিক সার্ভে দরকার। তা না হলে শিল্প মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করলেও তা বাস্তবায়ন দুষ্কর হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে আইএমইডি পরিচালিত একটি সার্ভেতে বলা হয়েছে যে হাজারীবাগ থেকে চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তরের ফলে ঢাকার দূষণ কিছুটা কমলেও সাভারের ধলেশ্বরী নদীর দূষণ বরং বেড়ে গেছে। আইসিডিডিআর,বিও একটি সার্ভে করেছে। সেটিতে দেখা যায়, সাভার ট্যানারি এস্টেটে সিইটিপি যে পরিমাণ লোড গ্রহণ করতে পারে তার থেকে অনেক বেশি লোড তাকে নিতে হচ্ছে, কেমিক্যালের যে পরিমাণ মাত্রা সহনীয় তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রার অবস্থান পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, যার ফলে এটি ঠিকমতো চলছে না এবং যে তরল বর্জ্য নদীতে যাচ্ছে, তা দূষণ বাড়াচ্ছে। এ বছরের মার্চে পরিবেশ অধিদপ্তরের আর একটি সার্ভে পরিচালিত হয়েছে সেখানেও দূষণের মাত্রা অনেক বেশি পাওয়া গেছে। সার্ভেতে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকরাও জানিয়েছে যে চামড়া শিল্পনগরীর স্থানান্তরের যে প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা এ-যাবৎ সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায়নি যা চামড়া শিল্পের রফতানি ও মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির অন্যতম বাধা।

২০০৩ সালে শিল্প স্থানান্তরের এ প্রকল্প গৃহীত হয়। পরে বিভিন্ন সময় পরিবর্তন আনায় প্রকল্পের খরচ বহুগুণে বাড়ে। ২০১৭ সালে স্থানান্তর শেষ হয়। স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে এ কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। সিইটিপি সঠিকভাবে না চলায় ইটিপি স্থাপনের অনুমতি মেলে। ততদিনে শিল্পগুলো ঋণখেলাপি হয়ে গেছে। আর বরাদ্দকৃত স্থানে নতুন স্থাপনা তৈরি সম্ভব ছিল না। যেসব প্রতিষ্ঠান পাঁচ হাজার বর্গফুট থেকে এক লাখ বা তার বেশি প্লট পেয়েছে তারা দরকারি নতুন স্থাপনা তৈরির সুযোগ পায়। কিন্তু স্বল্প জায়গা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

চামড়া শিল্পকে নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এখনো কাঙ্ক্ষিত সমাধান মেলেনি। উল্টো নতুন সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা রফতানির পরিমাণ ৪৭৬ কোটি ডলার। সেখানে ভিয়েতনাম রফতানি করেছে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের বাজার পেলেও বিশ্বে অবস্থান ২৭তম। বাংলাদেশের চামড়ার কাঁচামালের গুণগত মান ফুল-গ্রেইন চামড়া উৎপাদনকারীদের মধ্যে অন্যতম হলেও নেতৃস্থানীয় চামড়া প্রস্তুতকারীদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নেই। এর অনেক কারণের অন্যতম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেটধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সীমিত। ফিনিশড চামড়া উৎপাদনকারীদের মধ্যে মানের ভিন্নতা, পরিবেশ-সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স মেনে চলতে না পাড়া, সীমিত ব্রান্ডিং এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্বল্প উপস্থিতি।

বর্তমানে কমপ্লায়েন্স শব্দটি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। এর জন্য প্রচুর বিনিয়োগের দরকার। ইপিজেডে অনেক বড় শিল্প রয়েছে যারা চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও রফতানি করে। তাদের মানসম্পন্ন ফিনিশড চামড়ার চাহিদা থাকলেও এগুলো তারা আমদানি করে। ফিনিশড চামড়া রফতানির জন্য দরকার হয় কোটিং, পলিশিং, এম্বসিং, গ্লেসিং ইত্যাদি। এতে বিনিয়োগ ও কমপ্লায়েন্স ব্যয় বেশি। তাই অধিক মূল্য সংযোজিত ফিনিশড চামড়া কিছুটা বেশি মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা অর্জন করা যাচ্ছে না।

কোরবানির আগে কাঁচা চামড়া নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। অনেক চামড়া নষ্ট হয়। বিশেষ করে ছাগলের চামড়ার দাম পাওয়া যায় না সংগ্রহ ও পরিবহনে বিলম্ব হওয়ার কারণে। কোরবানির সময় এক বা দুইদিনের মধ্যে লাখ লাখ চামড়া সংগ্রহ হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত সংগ্রহ কেন্দ্র, দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা সীমিত থাকায় ট্যানারিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। এ বিলম্বে চামড়া নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অনেক চামড়া মাঠে বা সংগ্রহ কেন্দ্রে পড়ে থাকে। বিপুল পরিমাণ চামড়া প্রক্রিয়াকরণের অভাবে দীর্ঘদিন গুদামে পড়ে থাকে। এ বছর বিনামূল্যে লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা হলেও ট্যানারির সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা এবং কোল্ড স্টোরেজ বা সংরক্ষণ অবকাঠামো বাড়ানো হয়নি। অনেকের ধারণা, কোরবানির সময় অতিরিক্ত কাঁচা চামড়ার একটি অংশ অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে চলে যায়। অবশ্য এ সম্পর্কে কোনো সঠিক পরিসংখ্যানও নেই।

কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধন প্রকল্প বা সিইটিপিকে সঠিকভাবে কাজ করতে হলে শোধন-পূর্ববর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। সিইটিপির নকশা সঠিক ছিল না। অনেক ট্যানারি নিজস্ব প্রি-ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কার্যকরভাবে পরিচালনা করে না।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৭ জুলাই ২০২৬

সিপিডির আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার

শ্রমবাজারে বৈষম্য আরও বাড়তে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ডিজিটাল অর্থনীতির দ্রুত বিস্তার এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের পরিবর্তনের ফলে কর্মসংস্থানের ধরন অভূতপূর্বভাবে বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও নীতিনির্ধারণে সময়োপযোগী সংস্কার না আনলে ভবিষ্যতের শ্রমবাজারে বৈষম্য আরও বাড়তে পারে।

গতকাল এক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'পরিবর্তনশীল কর্মজগৎ : বৈশ্বিক দক্ষিণে কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দূরদর্শী ভাবনা' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সভাপতিত্ব করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ওয়েবিনারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কর্মসূচিপ্রধান ও এসএমই বিশেষজ্ঞ গুঞ্জন বাহাদুর দাল্লাকোটি, শ্রীলঙ্কার লার্নএশিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হেলানি গালপায়া, আর্জেন্টিনার 'সুর ফুতুরো' উদ্যোগের প্রধান রামিরো আলব্রিয়ু এবং ভারতের জাস্টজবস নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালক সাবিনা দেওয়ান অংশ নেন।

NEWAGE TUESDAY, JULY 21, 2026,

ILO assures aiding labour reforms in Bangladesh

PM, ILO chief discuss labour standards, workplace safety

Staff Correspondent

BANGLADESH and the International Labour Organisation reaffirmed their commitment to strengthen cooperation on labour reforms, social protection, workplace safety, and the implementation of international labour standards.

The fresh commitment came during a courtesy meeting between prime minister Tarique Rahman and ILO director general Gilbert F Houngbo at the Bangladesh Secretariat on Monday.

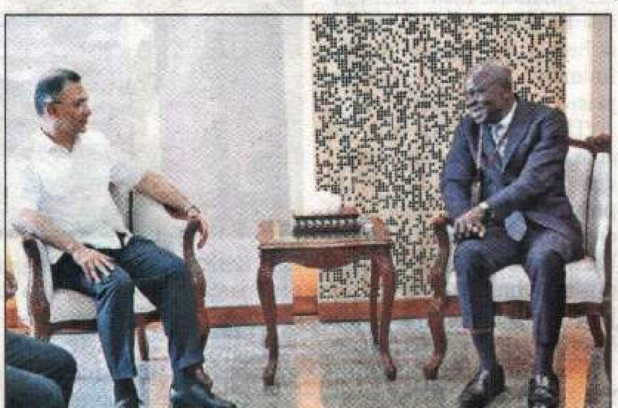

Prime minister Tarique Rahman and International Labour Organisation director general Gilbert F Houngbo attend a courtesy meeting at the Bangladesh Secretariat in the capital on Monday. — Focus Bangla photo

Their discussions centred also on expanding employment opportunities and preparing Bangladesh's workforce for meeting the demands of a rapidly evolving global labour market.

According to a statement issued by the prime minister's press wing, the two sides reviewed the progress in Bangladesh's readymade garment sector, workplace safety initiatives, development of the informal labour market, and the country's efforts to implement international labour standards.

The meeting focused on strengthening social security for workers, enhancing skills development programmes, and building a more competitive workforce capable of adapting to changes in the global employment landscape.

Besides, migration issues featured prominently in the discussion, with both sides exchanging views on safeguarding the rights and welfare of migrant workers, promoting safe and orderly migration and expanding cooperation to improve the skills of overseas-bound workers.

Prime minister reaffirmed his government's commitment to ensuring a worker-friendly and sustainable working environment, saying that the protection of workers' rights, occupational safety, and compliance with international labour standards remained among the government's highest priorities.

Houngbo welcomed the government's ongoing reform efforts, saying that Bangladesh's commitment to improving labour standards and implementing international labour conventions had been positively recognised by the international community.

He also expressed the ILO's willingness to further expand its longstanding partnership with Bangladesh and continue working closely with the government

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ILO assures aiding labour

Continued from B1

to support the country's labour sector development.

At the outset of the meeting, the ILO chief congratulated Tarique Rahman on his assuming office as prime minister.

Houngbo also congratulated the prime minister on Bangladesh foreign minister Khalilur Rahman's election as president of the 81st session of the United Nations General Assembly, describing it as an important recognition of Bangladesh's growing diplomatic standing on the global stage.

Among those present at the meeting were labour minister Ariful Haque Chowdhury, the prime minister's adviser on labour and employment Mahdi Amin, labour secretary Md Abdur Rahman Tarafdar, foreign ministry director general (United Nations) Md Kamruzzaman, ILO country director for Bangladesh Max Tunon, and senior adviser to the ILO director general Hitomi Nakagome.

NEWAGE

MONDAY, JULY 20, 2026,

Dhaka, ILO reaffirm labour reform pledges

ILO DG meets minister Ariful, state minister Shama

Staff Correspondent

BANGLADESH and the International Labour Organisation reaffirmed their commitment to deepening cooperation on labour sector reforms, workers' rights, employment generation and compliance with international labour standards, as the country seeks to accelerate ongoing reforms in the face of evolving global labour market challenges.

The commitment was made during a bilateral meeting between labour and employment minister Ariful Haque Chowdhury and ILO director-general Gilbert F Houngbo at the Bangladesh Secretariat in the capital on Sunday, according to the labour ministry.

The two sides discussed labour law reforms, workplace safety, social protection, overseas employment and future technical cooperation.

ILO DG Gilbert F Houngbo arrived in Dhaka on Sunday morning on a two-day visit.

On the same day, ILO chief also met with state minister for foreign affairs Shama Obaed Islam.

During the meeting with labour minister, the minister said that the government remained committed to protecting workers' rights and ensuring safe workplaces.

'The enactment of the Bangladesh Labour (Amendment) Act, 2026 was a key milestone in aligning the country's labour framework with international standards,' he added, noting that Bangladesh had become the first country in Asia to ratify all 10 of the ILO's fundamental conventions.

Ariful also outlined a series of ongoing reform initiatives, including amendments to the Bangladesh Labour Rules, 2015; the establishment of a tripartite National Social Dialogue Forum; an independent alternative dispute resolution mechanism; a digital case management system; and a national Employment Injury Scheme.

He said that a new Directorate of Employment was being established under the ministry to expand employment opportunities at home and abroad through district- and upazila-level employment exchanges, while promoting self-employment and vocational training.

The minister stressed that the government was committed to ensuring transparency and accountability in all areas, including overseas employment, and said no irregularities or recruitment syndicates would be tolerated.

He said that efforts were under way to send workers to destinations, including Malaysia, through transparent procedures at lower costs.

Seeking greater technical and institutional support from the ILO to address technological and global labour market challenges, the minister said that Bangladesh had made substantial progress in implementing the ILO roadmap, including strengthening the Department of Inspection for Factories and Establishments by recruiting additional labour inspectors.

ইত্তেফাক

মঙ্গলবার

৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২১ জুলাই ২০২৬

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

------------------- প্রধানমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গতকাল সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি সরকারের এই অবস্থান তুলে ধরেন।

সাক্ষাতের শুরুতে আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান। এ সময়ে তিনি বলেন, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এই অবস্থায় আইএলও বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব আরো জোরদার করতে আগ্রহী এবং শ্রম খাতের উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ অব্যাহত রাখবে। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আইএলওর অব্যাহত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান আইএলও মহাপরিচালক। এ অর্জনকে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়া স্বল্পসময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্যান্য কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন গিলবার্ট এফ হোংবো।

বৈঠকে আইএলও মহাপরিচালক আরো বলেন, শ্রম খাতে সরকারের চলমান সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আন্তরিকতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। বৈঠকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়ে উভয়পক্ষ আলোচনা করে। এছাড়া দেশের তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রম খাতে চলমান সংস্কার কার্যক্রম আরো এগিয়ে নিতে সরকার ও আইএলওর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা আরো জোরদারের বিষয়েও মতবিনিময় হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শ্রমিকবান্ধব ও টেকসই কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। আইএলও মহাপরিচালক বাংলাদেশের সঙ্গে সংস্থাটির বিদ্যমান সহযোগিতা আরো সম্প্রসারণ এবং শ্রম খাতের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 18 July 2026

লাইসেন্সহীন ট্রলারে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, ঝুঁকি কমছে না জেলেদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার শত শত মাছ ধরার ট্রলার বছরের পর বছর গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারে গেলেও একটি ট্রলারেরও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বৈধ লাইসেন্স নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নথি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপকূলীয় জলসীমার জন্য নিবন্ধন বা অনুমোদন থাকলেও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই অধিকাংশ ট্রলার নিয়মিত বঙ্গোপসাগরের দূরবর্তী এলাকায় যাচ্ছে। ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে জেলেদের জীবনরক্ষা, ক্ষতিপূরণ কিংবা উদ্ধার কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। প্রতিবছর ট্রলারডুবি, বৈরী আবহাওয়ায় নিখোঁজ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তদারকি ও আইন বাস্তবায়নের দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য সরকারের নির্ধারিত লাইসেন্স, নৌযানের উপযুক্ত নিবন্ধন, আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা এবং বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকার কথা। কিন্তু গলাচিপার অধিকাংশ ট্রলারে এসবের কোনোটিই পূর্ণাঙ্গভাবে নেই। অনেক ট্রলারে পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়া, ভিএইচএফ রেডিও, জিপিএস কিংবা জরুরি সংকেত পাঠানোর যন্ত্র পর্যন্ত নেই। ফলে বৈরী আবহাওয়া কিংবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে জেলেদের নিজেদের ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

স্থানীয় জেলেরা জানান, ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের সন্ধানে উপকূল থেকে অনেক দূরে যেতে বাধ্য হন তারা। উপকূলীয় এলাকায় কাঙ্ক্ষিত মাছ না পাওয়ায় গভীর সমুদ্রে যাওয়া ছাড়া বিকল্প থাকে না। কিন্তু লাইসেন্স সংগ্রহের জটিলতা, উচ্চ ব্যয় এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতার কারণে অধিকাংশ ট্রলার মালিক বৈধ অনুমোদন নেন না। অনেকের দাবি, বছরের পর বছর এভাবেই ট্রলার চলাচল করায় বিষয়টি এক ধরনের অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

জেলেদের অভিযোগ, সমুদ্রে যাওয়ার আগে ট্রলারের নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা লাইসেন্স নিয়ে কার্যকর কোনো তদারকি হয় না। ঘাট থেকে ট্রলার ছাড়ার সময়ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত নজরদারি চোখে পড়ে না। দুর্ঘটনা ঘটার পর শুরু হয় উদ্ধার অভিযান, কিন্তু তখন অনেক ক্ষেত্রেই দেরি হয়ে যায়। গত কয়েক বছরে একাধিক ট্রলারডুবির ঘটনায় বহু জেলে প্রাণ হারিয়েছেন, আবার অনেকে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এসব ঘটনার পর তদন্ত ও সুপারিশ হলেও বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুব একটা দেখা যায়নি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, কোস্ট গার্ড এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

ট্রলার সমুদ্রে যাওয়ার আগে লাইসেন্স, নিবন্ধন ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম বাধ্যতামূলকভাবে যাচাই করা হলে অনেক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। একই সঙ্গে আবহাওয়ার সতর্কবার্তা দ্রুত জেলেদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও আরও আধুনিক করতে হবে।

মৎস্য খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সঙ্গে জড়িত হাজারো জেলের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়; তার কার্যকর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। লাইসেন্সবিহীন ট্রলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ট্রলার মালিকদের বৈধতা অর্জনে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াও জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গভীর সমুদ্রে ট্রলার চলাচল শুধু জেলেদের নয়, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনাকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

কারণ লাইসেন্সবিহীন ট্রলারের প্রকৃত সংখ্যা, মাছ আহরণের পরিমাণ কিংবা তাদের কার্যক্রমের সঠিক তথ্য সরকারের কাছে থাকে না। এতে একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়, অন্যদিকে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনাও বাধাগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছে, প্রতিবছর একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার পরও যদি লাইসেন্সবিহীন ট্রলারের অবাধ চলাচল বন্ধ না হয়, তাহলে প্রাণহানির মিছিল থামবে না। তারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি, আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন এবং আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 17 July 2026

তৈরি পোশাক শিল্পে অটোমেশনের কারণে নারী শ্রমিকরা বেশি চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পের উত্থানের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন নারী শ্রমিকরা। গত তিন দশকে এই খাত শুধু দেশের রফতানি আয় বাড়ায়নি, গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু যে খাত লাখো নারীর জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, সেই খাতেই এখন সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা তৈরি করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অটোমেশন এবং প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সর্বশেষ গবেষণা বলছে, প্রয়োজনীয় নীতিগত প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্দক্ষতা কর্মসূচি না থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ১২ লাখ ২০ হাজার চাকরি অটোমেশনের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থান বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গত বুধবার আয়োজিত 'পরিবর্তনশীল কর্মপরিবেশ: বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলে কর্মপরিবেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি' শীর্ষক ভার্চুয়াল ওয়েবিনারে গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. তৌফিকুল ইসলাম খান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকরা মূলত এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত, যেগুলো একই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক এবং সহজে যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব। সেলাই, কাটিং, ফিনিশিং, প্যাকেজিং কিংবা মান নিয়ন্ত্রণের অনেক ধাপ এখন আধুনিক যন্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত এবং কম খরচে করা যাচ্ছে।

বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ায় উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং দক্ষতা বাড়ানোর চাপও ক্রমেই বাড়ছে। ফলে পোশাক কারখানাগুলো ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ও স্মার্ট উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে। এতে প্রথম ধাক্কাটা লাগছে সেইসব পদে, যেখানে নারী শ্রমিকের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি।

গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রযুক্তির কারণে শুধু চাকরি কমবে না, বরং কাজের ধরনও বদলে যাবে। ভবিষ্যতের কারখানায় যন্ত্র পরিচালনা, ডিজিটাল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর কাজের চাহিদা বাড়বে। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত অধিকাংশ নারী শ্রমিকের সেই দক্ষতা নেই। পুনর্দক্ষতা অর্জনের সুযোগও সীমিত। ফলে তারা নতুন কর্মপরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারলে চাকরি হারানোর ঝুঁকি আরও বাড়বে।

সিপিডির গবেষণায় উঠে এসেছে, ভবিষ্যতের আশঙ্কা ইতোমধ্যে বাস্তবতার রূপ নিতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালেই দেশে প্রায় ১৩ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে, যার প্রায় ৯০ শতাংশেই নারী কর্মীদের চাকরি। অর্থাৎ শ্রমবাজারে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় মূল্য ইতোমধ্যে নারীরাই দিচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে। অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা কমে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ কমানোর চাপ বাড়বে। সেই চাপ মোকাবিলায় অনেক প্রতিষ্ঠান অটোমেশন ও উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে। এর ফলে শ্রমঘন শিল্পে কর্মসংস্থান আরও সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, "বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সবচেয়ে বড় সমস্যা দক্ষতার অমিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে ধরনের দক্ষতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছেন, শিল্প খাতের চাহিদা তার সঙ্গে মিলছে না।"

তিনি জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় (টিভিইটি) ভর্তির হার ২০ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের জন্য এটি মোটেও যথেষ্ট নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা পুনর্দক্ষতা কর্মসূচি, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ এবং কর্মস্থলভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন না হলে তারা নতুন কর্মপরিবেশে পিছিয়ে পড়বেন।

সিপিডির গবেষণায় আরও দেখা গেছে, দেশে উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান প্রায় ৮১ লাখেই স্থির রয়েছে। অপরদিকে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সেবা খাতে কাজ করলেও তাদের বড় অংশ অনিরাপদ ও কম উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন আর আগের মতো নতুন ও মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, "প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা থামানো যাবে না; কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নীতিমালা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রমবাজারকে প্রস্তুত করা না গেলে বৈষম্য আরও বাড়বে।"

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে এআই ও অটোমেশন প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করলেও একই সময়ে ৯০ লাখ চাকরি বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ প্রযুক্তি যেমন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, তেমনি পুরোনো অনেক পেশার অবসানও ঘটাবে। ভবিষ্যতের শ্রমবাজারে টিকে থাকতে হলে নতুন দক্ষতা অর্জনের বিকল্প থাকবে না।

গবেষণায় বলা হয়েছে, এখনই শিল্পের চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা সংস্কার, জীবনব্যাপী পুনর্দক্ষতা কর্মসূচি, কর্মসংস্থানভিত্তিক শিল্প প্রণোদনা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জাতীয় শ্রমবাজার তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ রূপান্তর সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ শুধু প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করবে না; বরং নির্ভর করবে দেশের নীতিনির্ধারকেরা কত দ্রুত শ্রমশক্তিকে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ তৈরি করতে পারেন তার ওপর।

Workers in Bangladesh may lose 24 work days a year in extreme heat, report warns

CLIMATE CHANGE - BANGLADESH

TBS REPORT

Heat impact treatment to raise out-of-pocket health cost further, says adelphi global

Bangladesh is expected to remain among the world's most heat-exposed countries over the coming decades, exposing agriculture and construction workers to loss of 23.75 working days annually by 2030 because of heat stress, says a new global report released yesterday.

Apart from cutting workers' incomes, heat impact could lead to rising healthcare costs amid limited social protection, driving millions of households deeper into financial hardship in Bangladesh, India and Nigeria, according to the report published by adelphi global, a Berlin-based independent think tank for environmental and development policy research and analysis.

The report, "Heat, Health and the Increasing Costs of Living – A Call for Action", analyses link between heat, health and cost of living in eight countries with different contexts: Bangladesh, Brazil, France, India, Indonesia, Italy, Nigeria and South Africa.

Across all sectors, annual working-hour losses are projected to increase from 4.24% to 4.84%, translating into lower earnings for millions of workers, particularly those in the informal economy who lack paid leave, health insurance and income protection, the report projects about Bangladesh.

It also highlights Bangladesh's heavy reliance on out-of-pocket healthcare spending. In 2023, 79.3% of total health expenditure – up from 62% in 2002 – was paid directly by households—one of the highest shares among the countries studied.

Annual per capita out-of-pocket medical spending has surged by more than 830% since 2000, adding to the financial pressure on families already facing climate-related income losses.

"As heat intensifies in the future and related health expenditures are expected to rise, Bangladesh's heavy reliance on private out of pocket spending is likely to increase the financial burden of individual households," reads the adelphi global report.

Already, Bangladesh and Nigeria have high shares of medical out-of-pocket expenditures between 72% and 79%, while Brazil, India, Indonesia and Italy have reduced dependencies on medical out-of-pocket expenditures between 22% and 44%. France and South Africa have low dependency on medical out-of-pocket expenditures of 7- 9%, the report says.

183-239 days above 30°C annually in coming years

Most parts of Bangladesh are projected to face high to very high humidity-based heat risk between 2020 and 2039, with 183 to 239 days each year exceeding 30°C in many areas.

During extreme heatwaves, pro-

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১৬ জুলাই ২০২৬

শ্রমবাজার সম্প্রসারণে জোর দিন

জনশক্তি রপ্তানির গতি নিম্নমুখী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাস আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা সত্ত্বেও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে পরিকল্পিত উদ্যোগ কম। আধুনিক পৃথিবীতে কায়িক শ্রমের চাহিদা দিন দিনই কমছে। বাড়ছে দক্ষ ও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর শ্রমশক্তির চাহিদা। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি খুবই কম। তা ছাড়া নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সেসব বাজারে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রেও আমাদের খুব একটা অগ্রগতি নেই। গতকাল বুধবার কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সৌদি আরব ও কয়েকটি দেশ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অনেক শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য প্রায় বন্ধ। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং সরকারের শ্রম রপ্তানির লক্ষ্য বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব, সেখানেও কর্মী নিয়োগ কমছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির গতি নিম্নমুখী। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে বিভিন্ন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে গেছেন এক লাখ ৬৬ হাজার ৩৪৫ জন বাংলাদেশি। পরবর্তী তিন মাস ১১ দিনে (১ এপ্রিল থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত) বিদেশে গেছেন এক লাখ ২৭ হাজার ২২০ জন। এই সময়ে প্রথম তিন মাসের তুলনায় কর্মী যাওয়া কমেছে ৩৯ হাজার ১২৫ জন। দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রথম তিন মাসে সৌদি আরবে গেছেন এক লাখ ৩৪ হাজার ৬৫৪ জন, কাতারে ১৩ হাজার ৬৮৯ জন, কুয়েতে ছয় হাজার একজন, জর্দানে চার হাজার ৫৮৬ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিন হাজার ৬১৭ জন, ইরাকে দুই হাজার ৮৮৩ জন, লেবাননে ৮৭৫ জন, ওমানে ১৭ জন, তুরস্কে ১৬ জন এবং ইয়েমেনে চারজন। অন্যদিকে ১ এপ্রিল থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত সৌদি আরবে গেছেন ৮৯ হাজার ৬১ জন, কাতারে ১৮ হাজার ৩১৪ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছয় হাজার ৬০৩ জন, কুয়েতে পাঁচ হাজার ৪০৮ জন, জর্দানে চার হাজার ৮৯০ জন, ইরাকে এক হাজার ৭৫২ জন, লেবাননে ৭৫০ জন, ওমানে ২০ জন, তুরস্কে ১৮ জন এবং বাহরাইনে তিনজন। কাতার ও আরব আমিরাতে কর্মী যাওয়া কিছুটা বাড়লেও সৌদি আরবে বড় ধরনের পতন হয়েছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা-পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোতে ইরানের হামলা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে খুবই অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ইসরায়েল লেবাননেও হামলা চালাচ্ছে। এই সংঘাত খুব সহজে থামবে, তা-ও বলা যায় না। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিদেশি শ্রমশক্তির চাহিদা আরো কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে।

অথচ আমাদের শ্রমবাজার প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে সৌদি আরবের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান বলেন, কোনো একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। বন্ধ বা সীমিত শ্রমবাজারগুলো দ্রুত চালু করার পাশাপাশি বিদ্যমান ১০ থেকে ১২টি প্রধান শ্রমবাজার সচল রাখার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা মনে করি, বিদ্যমান শ্রমবাজারগুলোতে আরো বেশি কর্মী প্রেরণের চেষ্টা চালাতে হবে। পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করতে হবে। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Monday 20 July 2026

শ্রমিক অসন্তোষ কাটিয়ে উৎপাদনে ফিরেছে তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের কারখানা শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। এই সংকট কাটিয়ে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় চালু করেছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ।

প্রয়োজনীয় আলোচনা ও সমঝোতার পর গত শনিবার থেকে কোম্পানিটির কারখানায় আবারও উৎপাদন শুরু হয়েছে। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছে বস্ত্র খাতের কোম্পানিটি।

ডিএসই জানায়, গত ১৫ জুলাই একটি ফেসবুক প্রোফাইলে 'পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তমিজ কারখানা বন্ধ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি পোস্টের বিষয়ে ১৬ জুলাই কোম্পানির কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। এর জবাবে তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল জানায়, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ১৩ জুলাই ২০২৬ থেকে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল।

কোম্পানিটি আরও জানায়, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা ও গঠনমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ১৮ জুলাই ২০২৬ থেকে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়েছে। তবে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমে কী পরিমাণ প্রভাব পড়েছে, তা এখনও মূল্যায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলসের বর্তমানে ৩৩ কোটি ৭ লাখ টাকার পরিশোধিত মূলধন রয়েছে। এরমধ্যে শেয়ারবাজারের বিভিন্ন শ্রেণির (উদ্যোক্তা, পরিচালক ব্যতিত) বিনিয়োগকারীদের মালিকানা ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন শেষে কোম্পানিটির শেয়ার দর দাঁড়িয়েছে

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ২০ জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশের শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাশে থাকবে আইএলও

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইপিজেডসহ সব কর্মক্ষেত্রে সংগঠনের স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান বজায় রাখতে, অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আইএলও বাংলাদেশের পাশে থাকবে। এ ছাড়া আগামী অক্টোবর মাসের প্রস্তাবিত যৌথ মিশনসহ সার্বিক ক্ষেত্রে নীতিগত ও কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে আশ্বস্ত করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মহাপরিচালক গিলবার্ট হোংবো।

গতকাল রবিবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে গিলবার্ট এসব কথা বলেন। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আইএলওর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সরকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রম খাতের সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইএলওর ১০টি মৌলিক কনভেনশনই অনুসমর্থন করেছে, যা বৈশ্বিক শ্রম পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। মন্ত্রী বক্তব্যে সরকারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২০ জুলাই ২০২৬

শ্রম সংস্কারে বাংলাদেশের প্রশংসা আইএলও মহাপরিচালকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংবিধানের ধারা ২৬-এর আওতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলমান অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল রবিবার সচিবালয়ে আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট হোংবোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী বলেন, শ্রম খাতের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা সংশোধন, শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ এবং আইএলওর রোডম্যাপ বাস্তবায়নেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এসব ইতিবাচক পরিবর্তন ও মাইলফলক বিবেচনায় নিয়ে ধারা ২৬-এর আওতায় চলমান অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তিনি আইএলও মহাপরিচালকের প্রতি আহ্বান জানান।

আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট হোংবো বাংলাদেশের শ্রম খাতে সাম্প্রতিক সংস্কার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন এবং নতুন শ্রম আইন প্রণয়নকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইত্তেফাক
সোমবার
৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২০ জুলাই ২০২৬

কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক বহুমাত্রিক নির্যাতনের শিকার

হেলপলাইনে পাঁচ মাসে ১০১টি শিশুশ্রম বিষয়ক কল ● ট্রিপল-নাইনে শ্রমে নির্যাতনের শিকার-সম্পর্কিত ৩৩টি কল ● বন্ধকি শ্রমে নিযুক্ত হয় শিশুরা ● শিশুদের শ্রম শোষণও করা হয়

■ রাবেয়া বেবী

উত্তরবঙ্গের একটি এলাকায় বাবা টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দিতে পারেনি। তাই পাওনাদারকে নিজের সন্তান দিয়েছেন যে কোনো শ্রমে ব্যবহার করার জন্য—এই শিশু নির্যাতনের শিকার হলে কল আসে শিশু সহযোগিতায় সরকারের পরিচালিত হেল্প লাইন ১০৯৮-এ। হেলপ লাইন কর্তৃপক্ষ জানান—এই ধরনের শিশুশ্রমকে তারা বন্ধকি শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাদের শিশুশ্রমসংক্রান্ত প্রাপ্ত কলসমূহের মধ্যে এমন বিষয়ে কল বেশি আসে বলে এটি একটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে। তারা 'শ্রমশোষণ' বিষয়ে আরো একটা ক্যাটাগরির কথা জানান, যেখানে শিশুর শ্রম নেওয়া হয় কিন্তু পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

গৃহস্থালি কাজে শিশুশ্রম, বন্ধকি শিশুশ্রম, শ্রমকালীন শারীরিক নির্যাতন, মজুরিবঞ্চনা, যৌন নির্যাতন, শ্রমশোষণ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে কাজে নিয়োজিত করার মতো বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ ও সহায়তার কল আসে। চলতি বছর জানুয়ারি থেকে জুন মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত তাদের এ সম্পর্কিত ১০১টি কল আসে। ৯৯৯-এ মে মাস পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে শিশু নির্যাতনজনিত ৩৩ কল আসে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার : সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে লঞ্চ এসে ভেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মেরাজের হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলে দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নেয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক কুলি। মেরাজের সঙ্গে কথা হলে জানায় সব সময় ছোট কুলিদের (শিশু) চড়-থাপ্পড় ধাক্কা দিয়ে পেছনে রাখতে চায় তারা। ১৪ বছরের মেরাজের দুই বছরের কাজে এই অভিজ্ঞতা বেশ কয়েক বার।

এমনই এক দৃশ্য দেখা যায় কমলাপুর রেল স্টেশনেও। সিলেটগামী জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে এগারোটায় ছাড়ার কথা, এ সময় এক দম্পতি তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠবে, সে সময় একজন শিশু কুলি তাদের টলি ও একটি বড় ব্যাগ নিতে গেলে একজন বড় কুলি তাকে এক থাপ্পড় দিয়ে ঝট করে বোঝা দুটো নিয়ে নেয়। যদিও ঐ ব্যক্তি এর মৃদু প্রতিবাদ করেন, কিন্তু বড় কুলি কটাক্ষ করে বলে—'এই ছেলে বোঝা নিয়ে গেলে আর ট্রেন ধরতে হবে না'—সময় কম বলে এই বিষয়ে আর কোনো কথা হয়নি। তবে কিছু দিন পর কমলাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে জানা যায়, বড় কুলিরা হরহামেশা ছোট কুলিদের চড়থাপ্পড়, ধাক্কা দেয়, বড়দের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়, অনেক সময় তাদের সঙ্গে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ-এর 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' জরিপে দেখা যায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ৩১ শতাংশ কাজ করতে গিয়ে আহত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ৬৭ শতাংশ আহত হয় কাটাছেঁড়া ও আঘাতে। এছাড়া ভারী জিনিস বহন করতে গিয়ে ঘাড়, পিঠ ও কোমরে ব্যথা পাওয়া এবং হাড় ভেঙে যাওয়া, দগ্ধ হওয়া ও মারধরের শিকার হয় শিশুরা। দেশের ৮টি বিভাগের ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি ৭ হাজার ২০০ কর্মজীবী শিশুর ওপর এই জরিপ করা হয়।

গৃহশ্রমে নির্যাতন : গৃহশ্রমিক জাতীয় ফোরাম বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা বলেন, আট বছর বয়সে তিনি গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। নানা রকম নির্যাতনের শিকার হন। আজও দারিদ্র্যের জন্য আট বছরের শিশুরা গৃহশ্রমিকের কাজ করতে এসে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তিনি প্রীতী উড়ান, কল্পনা, তামান্নার উদাহরণ টেনে বলেন, 'এই ঘটনাগুলো গণমাধ্যমে এসেছে, আলোচিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু প্রতিনিয়তই কাজ করতে এসে গৃহশ্রমিক শিশুরা যৌন হয়রানিসহ নানা রকম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা আমরা জানলেও বন্ধ করতে পারি না।'

গবেষণা যা বলে : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে কর্মস্থলে সহিংসতার কারণে শ্রমে নিয়োজিত ২০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) পরিচালিত 'সিচুয়েশন অব চাইল্ড ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইন ঢাকা সিটি' শীর্ষক জরিপে বলা হয়েছে, রাজধানীতে গৃহশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রায় ৫০ শতাংশ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, ৩১ দশমিক ৪৫ শতাংশ অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকে। 'শিশুরাই সব'-এর আহ্বায়ক লায়লা খন্দকার বলেন, ওয়ার্কশপ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন, ইটভাটা ও বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শিশুরা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় শ্রম দেওয়ার পাশাপাশি মারধর, অপমান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং কম মজুরির, মজুরি না দেওয়ার মতো নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শিশুরা দুর্বল, ঠেকানো যাবে, নির্যাতন করলে প্রতিবাদ করতে পারবে না এমন কারণে শিশুদের নিয়োগ দেওয়ার চাহিদাও বেশি। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেই মনিটরিংয়ের তেমন সুযোগ নেই। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শিশুরা বেশির ভাগ কাজ করে। তাই কর্মক্ষেত্রে তারা নির্যাতনের শিকার হয়, তার প্রতিকার হয় না।'

নীতি থাকলেও পারিশ্রমিক ছাড়া শ্রমে : জাতীয় শিশুশ্রম নিরসননীতি ২০১০ অনুসারে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ না করা, ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুরা সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা পর্যন্ত হালকা পরিশ্রম বা ঝুঁকিহীন কাজ করলে তা অনুমোদন দেওয়া, ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশু যদি ঝুঁকিহীন কাজ করলেও শিশুশ্রম বিবেচনা করা। আর ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি কেউ যদি সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি কাজ করে, সেটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বলা আছে। তার পরও কেরানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে আলো-বাতাস প্রবেশহীন কারখানাগুলোতে নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে পারিশ্রমিক ছাড়া কাজ করছে ইয়াসিনরা। এলাকায় ১১ হাজারের অধিক শিশুশ্রমে নিয়োজিত হলেও ৮/১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। শুরুতে এসব শিশু কেবল পেটেভাতে পারিশ্রমিক ছাড়া সাগরেদ হিসেবে কাজ করে। ভুল-ভ্রান্তিতে চড়-থাপ্পড় খায়।

নজরদারি জরুরি : বাসাবাড়ির কাজে তথা গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন করার পাশাপাশি কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। কমিশনের প্রধান ও বিলস-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রথমত—পুলিশ, এলাকাবাসী ও সরকারের পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করে বিষয়টি নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত শিশুকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, নির্যাতন বা কোনো আইন ভঙ্গ হলে তা বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করে পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৯ জুলাই ২০২৬

গৃহকাজের শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ নিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। তাঁরা বলেছেন, 'শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি সামাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। অথচ বিদ্যমান আইনি ও নীতিমালার দুর্বলতা এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিশু গৃহকর্মীরা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই ঝুঁকি মোকাবেলায় শিশুশ্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।'

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষায় আমাদের করণীয়' শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন বিশিষ্টজনরা। অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিম। তিনি বলেন, '২০০৭ সালের পর গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের তালিকা হালনাগাদ করা হয়নি। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি।' শিশু গৃহকর্মীর অধিকার ও সুরক্ষায় যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সংলাপে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার বলেন, 'গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় সরকার এরই মধ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষায় মনিটরিং কমিটি গঠনের কাজ চলছে। এই সেক্টরে কর্মরত সব সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজন সবার সচেতনতা। জনগণ সচেতন হলেই আমাদের উদ্যোগ সফল হবে।' সংলাপের মাধ্যমে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সংলাপে বিশিষ্টজনরা

মূল প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, 'বিদ্যমান শ্রম আইন, শিশু আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পেনাল কোডসহ অন্যান্য আইন ও নীতিমালা গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতির আলোকে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।'

এএসডির প্রকল্প কর্মকর্তা গুল-ই জান্নাত জেনীর সঞ্চালনায় সংলাপে আরো বক্তব্য দেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশের প্রতিনিধি সৈয়দা মুনিরা সুলতানা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক এম রবিউল ইসলাম, এডুকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক আফজাল কবির খান, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম আশরাফ উদ্দিন প্রমুখ।

সমকাল
বুধবার। ২২ জুলাই ২০২৬

সারাদেশে ৯২ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প

কাজ পাচ্ছেন ৪৬ হাজার দুস্থ নারী

■ আবু হেনা মুহিব

- মজুরি দৈনিক ৩০০ টাকা। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২ হাজার কোটি টাকা
- বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, পরিবারের প্রধান ইত্যাদি বিবেচনায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে
- কৃষি-অকৃষি পণ্যে বাজারজাত সহজ হওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে গতি বাড়ার আশা

সারাদেশে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ৪৫ হাজার ৭৮০ নারী কাজ পাচ্ছেন। দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, পরিবারের প্রধান ইত্যাদি বিবেচনায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে। সারা বছর গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার উপযোগী করে রাখতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন তারা। ফলে অসহায় এ নারীদের জীবিকা উন্নয়ন হবে। এ সম্পর্কিত উদ্যোগের আওতায় দুস্থ নারীকে সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি বিভিন্ন পণ্য পরিবহন ও বাজারজাত সহজ হবে। এতে গতি আসবে গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নেও।

এ রকমই একটি প্রকল্প নিতে যাচ্ছে সরকার। শিগগিরই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। চলবে আগামী ২০২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। 'পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে এই প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হচ্ছে দুই হাজার ৮২ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটির সেবাধর্মী হওয়ার ফলে কোনো আর্থিক ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ করা হয়নি।

প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। আজ বুধবার সচিবালয়ে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করবেন একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে পরিকল্পনা কমিশন। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, প্রকল্পটি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, দেশব্যাপী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'লাস্ট-মাইল' যোগাযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তার সঙ্গে মিল রয়েছে প্রকল্পটির। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষায়ও এটি বাস্তবায়নের সুপারিশের কথা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) উল্লেখ করা হয়েছে। আইডিয়াল ডিজাইন অ্যান্ড কনসালট্যান্সি নামে একটি প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধামুক্তি, টেকসই কৃষি ও শিল্প, উদ্ভাবন অবকাঠামোর সংগতিপূর্ণ।

গত মার্চে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় পরিচালনা ব্যয় যৌক্তিকীকরণ, সরকারি ক্রয় বিধিমালা নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি 'এক্সিট প্ল্যান' তৈরি ও অন্যান্য চলমান উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে 'ওভারল্যাপিং' রোধ করার কথা বলা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রকল্পটি যাচাই-বাছাই করেছে। জানতে চাইলে এই বিভাগের সদস্য (সচিব) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান গতকাল সমকালকে বলেন, প্রতিদিন ৩০০ টাকা করে মজুরি পাবেন প্রকল্পের সুবিধাভোগী নারীরা। কিছু সূচকের ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে। যেমন, বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, পরিবারের প্রধান হওয়া ইত্যাদি বেশ কিছু সূচক বিবেচনায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে।

ডিপিপি থেকে জানা গেছে, ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে এবং পরে ২০০৩ থেকে ২০০৭ মেয়াদে ব্যাপকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পের সফলতা দেখে ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ক্যারোলিন ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সিআইডিএ) সহায়তায় কেয়ার বাংলাদেশের মাধ্যমে সাতটি ইউনিয়নে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১৯৮৩ সালে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।

পরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় এটি সারাদেশে সম্প্রসারিত হয় এবং পরে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। এর সর্বশেষ পর্যায়টি ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছিল।

সেই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রামীণ যোগাযোগ বজায় রাখা, কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ করা, নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা এবং গ্রামীণ জীবনের সার্বিক মান উন্নত করতে এই নতুন প্রকল্পটির প্রস্তাব করেছে। নতুন এই প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি দেশের আটটি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলাজুড়ে ৯১ হাজার ৫৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির জন্য ৫২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫১৯ কোটি টাকা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতেও প্রায় সমহারে বরাদ্দ রাখা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৩ জুলাই ২০২৬

স্ত্রীসহ ডেইলি স্টারের সাবেক নির্বাহী সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনানি ২ সেপ্টেম্বর

গৃহকর্মীর মৃত্যু

■ কোর্ট রিপোর্টার

গৃহকর্মী প্রীতি উরাংয়ের 'অবহেলাজনিত মৃত্যু'র মামলায় ডেইলি স্টারের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হক ও তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি পিছিয়ে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছে আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. আলমগীর হোসেনের আদালত আসামিপক্ষের আইনজীবীর সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে এ দিন নির্ধারণ করেন।

এদিন মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ছিল। আসামিপক্ষের আইনজীবী চৈতন্য চন্দ্র হালদার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি পেছাতে আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী এ এস এম শাহাদাৎ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকায় আসামিপক্ষ সময় আবেদন করে। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে ২ সেপ্টেম্বর পরবর্তী দিন ধার্য করে।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার আগ থেকে প্রায় দুই বছর ধরে ঢাকার মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের একটি বহুতল ভবনের অষ্টম তলায় সৈয়দ আশফাকুল হকের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে বাসার ড্রইং স্পেসের জানালায় নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় কাচের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় মেয়েটি। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এ ঘটনায় প্রীতির বাবা লোকেশ উরাং মামলা করেন। মামলার তদন্ত শেষে গত ৩১ মার্চ ডিবি পুলিশের তেজগাঁও জোনাল টিমের এসআই এস এম মাহমুদ রেজা দুই জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। পরে মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় গত ১৬ জুন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত থেকে মহানগর দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়।

ইত্তেফাক
সোমবার
৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২০ জুলাই ২০২৬

প্রবাসী কার্ড

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

রওনক জাহান

জন্মভূমি বাংলাদেশ, কর্মভূমি বিশ্বময়—এই চিরন্তন বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে যেসব প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে পরিবার-পরিজনহীন বিদেশ-বিভূঁইয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় বর্তমান সরকার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অভিবাসী কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সরকার চালু করতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত 'প্রবাসী কার্ড'। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করা, প্রবাসীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের দেশের মূলধারার আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যেই মূলত এই বিশেষ ডুয়াল কারেন্সি কার্ড চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা প্রবাস জীবনের নানাবিধ জটিল সমীকরণ ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার টেকসই সমাধান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেখানে আগে থেকেই জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) প্রদত্ত ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স বা স্মার্ট কার্ড চালু আছে, সেখানে নতুন করে এই কার্ডের প্রয়োজনীয়তা কী? প্রকৃত পক্ষে বিএমইটি কার্ড মূলত একজন কর্মীকে বৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে, নতুন প্রবাসী কার্ডটি কেবল কোনো সাধারণ ছাড়পত্র নয়; এটি একটি অত্যাধুনিক স্মার্ট আর্থিক ডুয়াল কারেন্সি কার্ড। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিক এই কার্ডের আওতায় আসতে পারবেন, তবে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে তাদের অবশ্যই বৈধ কর্মসংস্থান ও পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত হতে হবে এবং নিয়মিত বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে হবে।

প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে দেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধারা মোটা দাগে অন্তত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে দেশ-বিদেশের বিমানবন্দরে কমপ্লিমেন্টারি লাউঞ্জ ব্যবহার, ফাস্ট ট্র্যাক ইমিগ্রেশন, বিশেষ মিট অ্যান্ড গ্রিট সেবা, বিমান টিকিট ও হোটেল বুকিংয়ে ছাড় এবং ন্যায্য মূল্যে গাড়ি বুকিং সুবিধা। সরকারি হাসপাতাল, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কনস্যুলার সেবাসহ সব সরকারি দপ্তরে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভূমিসংক্রান্ত সেবা, ইউটিলিটি সংযোগ, লাইসেন্স ও নিরাপদ বৈদেশিক বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা মিলবে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে রিওয়ার্ড পয়েন্ট ও সহজ ঋণ সুবিধার পাশাপাশি দেশে ফেরা প্রবাসীদের পুনর্বাসন এবং বিদেশে কোনো কর্মীর মৃত্যু হলে সরকারি খরচে দ্রুত মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থাও থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনায় আগামী আগস্ট মাসের মাঝামাঝি শুরু হতে যাচ্ছে প্রবাসী কার্ড বাস্তবায়নের মূল কার্যক্রম। প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী ডেবিট কার্ড ইস্যু করা হলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে এই বিশাল ও বহুমুখী প্রকল্পের মূল দায়িত্ব অর্পিত হবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ওপর। তবে সরকারের এই যুগান্তকারী পরিকল্পনা কতটুকু সফল হবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মাঠপর্যায়ের বেশ কিছু বাস্তবমুখী চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলার ওপর। এই প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা। প্রবাসী কার্ডের সুবিধাগুলোর সঙ্গে বিমানবন্দর, পাসপোর্ট অফিস, এনআইডি অনুবিভাগ, ভূমি অফিস এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতো ভিন্ন ভিন্ন খাত যুক্ত। যদি প্রতিটি সেক্টর এই কার্ডধারীদের অগ্রাধিকার দিতে আলাদা ও ডেডিকেটেড সিস্টেম চালু না করে, তাহলে কার্ড থাকা সত্ত্বেও প্রবাসীদের আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক ভোগান্তিতে পড়তে হবে।

পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও ব্যাংকিং সীমাবদ্ধতাও একটি বড় ভাবনার বিষয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বা বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, অনলাইন কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (CBS) এবং আন্তর্জাতিক ডুয়াল কারেন্সি লেনদেন ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় কিছুটা ধীরগতির। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা বিদেশের বুথগুলোতে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল ট্রানজেকশন নিশ্চিত করা একটি বড় কারিগরি চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনেক শাখা ও বৈদেশিক উইংয়ে এখনো পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল এবং উন্নত প্রযুক্তিগত লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিপুলসংখ্যক কার্ডধারীকে দ্রুত কাস্টমার সাপোর্ট এবং ঋণ সুবিধা দিতে হলে ব্যাংকটির সার্বিক সক্ষমতা রাতারাতি উন্নত করা আবশ্যক। এর বাইরেও রয়েছে অবৈধ হুন্ডি চক্রের আগ্রাসন। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা প্রবাসীদের দোরগোড়ায় গিয়ে টাকা সংগ্রহ করে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে ডলার প্রতি কিছুটা বেশি রেট দেয়। প্রবাসী কার্ডের সুবিধাগুলো যদি হুন্ডির দেওয়া এই বাড়তি আর্থিক মুনাফার চেয়ে বেশি কার্যকর ও টেকসই প্রমাণিত না হয়, তাহলে সাধারণ প্রবাসীরা কার্ডের চেয়ে হুন্ডিকেই বেছে নিতে পারেন। তাছাড়া আমাদের প্রবাসী কর্মীদের একটি বিশাল অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে অদক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত, যাদের স্মার্টফোন অ্যাপ বা ডিজিটাল ব্যাংকিং রিওয়ার্ড পয়েন্ট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেই। তাদের কাছে এই প্রক্রিয়া সহজবোধ্যভাবে পৌঁছানো না গেলে গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো কঠিন হবে।

সরকারের এই বৈপ্লবিক পাইলট প্রজেক্টের মূল চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল সক্ষমতা এবং সেবার নিখাদ নির্ভরযোগ্যতা। যদি বিমানবন্দর, হাসপাতাল বা ভূমি অফিসে গিয়ে একজন প্রবাসী কার্ড দেখিয়ে সত্যিই মর্যাদাপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক সেবা পান, তাহলে এই কার্ডের জনপ্রিয়তা হুন্ডির চেয়েও বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং তখনই প্রবাসী কার্ডের প্রকৃত সফলতা ও সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হবে। সব প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া এই অনন্য উপহার প্রবাসীদের মুখে স্থায়ী হাসি ফিরিয়ে আনবে—এমনটাই আপামর জনগণের প্রত্যাশা।

● লেখক : অফিসার, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৯ জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশ থেকে স্বাস্থ্যকর্মী ও কৃষিশ্রমিক নিতে জাপানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ থেকে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী, কৃষিশ্রমিক ও গাড়িচালক নিয়োগে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জাপানি প্রতিনিধিদলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা উনো ইয়োশিমাসার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আহ্বান জানান। বৈঠকে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারত্ব আরো সুদৃঢ় করা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন খাতে জাপানের আরো সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জাপানি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী, কৃষিশ্রমিক ও গাড়িচালক নিয়োগে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জাপানি প্রতিনিধিদলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ আরো বাড়ানোর আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের মতো আরো একটি শিল্পপার্ক স্থাপনে জাপান আগ্রহী হলে বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে যৌথভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে আগামী ১৬ ডিসেম্বর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন এবং চলমান ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) প্রকল্পের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়। এ সময় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. মো. শাকিরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। জাপানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেশটির ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলবিষয়ক সহকারী ভাইস মিনিস্টার নাকায়ামা রিয়েকো, জাপানের সিভিল এভিয়েশন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি।

দেশীয় চিকিৎসা-প্রযুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব

একই দিন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আয়োজিত এক সভায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভেন্টিলেটর ও হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিন উদ্ভাবনকারী গবেষকদের প্রশংসা করেন। বিশেষজ্ঞ দল দুটি এই যন্ত্রগুলোর কার্যকারিতা তুলে ধরলে প্রধানমন্ত্রী এগুলোকে বাজারজাত ও ব্যবহারের উপযোগী করতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশে সরকার গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ২২ জুলাই ২০২৬

বন্ধ ২১ পোশাক কারখানা চালু করতে অভিনব উদ্যোগ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে তীব্র আর্থিক ও অবকাঠামোগত সংকটে পড়া বিজিএমইএর তালিকাভুক্ত ২১টি রুগ্ণ তৈরি পোশাক কারখানা (গার্মেন্টস) পুনরায় চালু করতে একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি শিল্প-কারখানার অব্যবহৃত বা লিজকৃত জায়গায় মাল্টি-ফ্যাক্টরি হাব গড়ে তুলে এসব প্রতিষ্ঠানকে সেখানে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ২১টি কারখানা বর্তমানে দেনার ভারে প্রায় পিষ্ট। ভাড়া করা ভবনে কারখানা পরিচালনা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ঘাটতি, ব্যাংকিং জটিলতা, সিআইবি রিপোর্টের নেতিবাচক প্রভাব, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই কারখানাগুলোর উৎপাদন বন্ধ বা স্থবির হয়ে পড়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার ৫২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৭৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হলেও এখনো প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে ঝুলে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে এই ঋণের অঙ্ক সর্বনিম্ন এক কোটি ৭০ লাখ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫১৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। এই চরম সংকটময় পরিস্থিতি থেকে শিল্পকে রক্ষা করতে বিজিএমইএ সরকারের কাছে বন্ধ বা বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় থাকা সরকারি শিল্প প্লটগুলো তাদের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছে।

বিজিএমইএ নেতাদের মতে, চট্টগ্রামে ভাড়া ভবনে কারখানা পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক মান বা বায়ারদের কমপ্লায়েন্স বজায় রাখা দিনে দিনে কঠিন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি মিরসরাই বা দূরবর্তী ইকোনমিক জোনে স্থানান্তর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বহুল। এ অবস্থায় বন্ধ সরকারি কারখানা ও মিলের অবকাঠামো ব্যবহারের অনুমতি দিলে কম খরচেই এসব কারখানা আবার উৎপাদনে ফিরতে পারবে।

বিজিএমইএর 'মাল্টি-ফ্যাক্টরি হাব' পরিকল্পনা

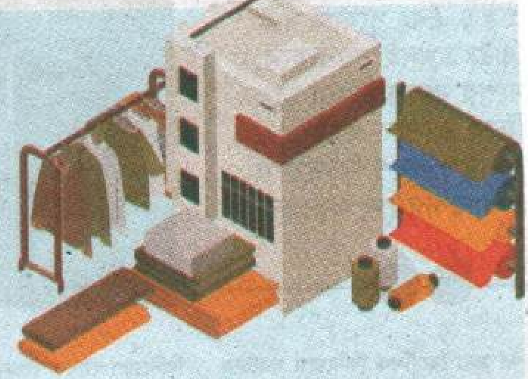

» রুগ্ণ ২১ কারখানার নামে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা

» ৫৫০ কোটি টাকার ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে ঝুলে রয়েছে

» প্রতিষ্ঠানভেদে এই ঋণের অঙ্ক সর্বনিম্ন ১ কোটি ৭০ লাখ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫১৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা পর্যন্ত

বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি এস এম আবু তৈয়ব বলেন, 'যেহেতু দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে অবস্থিত, সেহেতু এখানে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ কম হওয়াই স্বাভাবিক। এ ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে তৈরি পোশাক বিদেশে পাঠাতে বাড়তি 'লিড টাইম' বাঁচানোর চমৎকার সুযোগ রয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে একটি ভুল বার্তা যাচ্ছে। যে চট্টগ্রামে নতুন নতুন পোশাক কারখানা গড়ে ওঠার কথা ছিল, তা না হয়ে অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের সার্বিক ব্যাবসায়িক ও আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য একটি নেতিবাচক বার্তা বহন করছে।'

বিজিএমইএর পরিচালক রাকিবুল আলম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে, সেখানে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় বিনিয়োগের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল শর্ত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, যা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহ করছে। অথচ সহজ ও সহজলভ্য শর্তে জমি ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হলে চট্টগ্রামে একের পর এক তৈরি পোশাক (গার্মেন্টস) কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতো না। স্থানীয় শিল্প বাঁচাতে ও নতুন উদ্যোগ সৃষ্টিতে সরকারের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলের শর্তাবলি সহজ করা হলে চট্টগ্রামেই তৈরি হবে বিশাল বিনিয়োগের পরিবেশ, যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার । ৩০ জুলাই ২০২৬

বহুতল ভবন নির্মাণ, বাড়ছে না শ্রমিকের নিরাপত্তা

জাককানইবি প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি ১০ তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মিত হচ্ছে, যেখানে কোনো রকম নিরাপত্তা ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। বিভিন্ন সময় আহত এবং নিহত হয়েছেন একাধিক নির্মাণ শ্রমিক। অথচ প্রকল্পের সাইটে দেখা যায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কোনো রকম নিরাপত্তা ছাড়াই কয়েক শ ফুট উঁচুতে ঝুলে ঝুলে কাজ করছেন শ্রমিকরা।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ১০ তলা ইউটিলিটি ভবন-৪-এ স্যানিটারি কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন নির্মাণ শ্রমিক রাসেল। তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে গত বছরের ২২ মার্চ নির্মীয়মাণ একটি ১০ তলা ভবন থেকে পড়ে মারা যান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাসিন্দা নির্মাণ শ্রমিক মো. ইব্রাহিম।

এরও আগে ২০১৯ সালের ১৫ মে নির্মীয়মাণ তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (বর্তমান বিদ্রোহী হল) ছাত্র হলের ১০ তলা ভবনের অষ্টম তলায় কাজ করার সময় নিচে পড়ে মারা যান ২০ বছর বয়সী নির্মাণ শ্রমিক হাসান। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ

ময়মনসিংহ

হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায়ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। তবে সেই প্রতিবেদন আর কোনো দিন প্রকাশ্যে আসেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া এসব দুর্ঘটনার পর প্রতিবারই তদন্তের ঘোষণা দেওয়া হলেও নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নিরাপত্তা সরঞ্জামের বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ে না বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সৈয়দ মোফাচ্ছিরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অফিস আছে, ওরা নিয়মিত এসব দেখভাল করে। আমরা প্রকল্প পরিচালক অফিসে সব সময় যেতে পারি না। তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নিরাপত্তা মানতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। এখানে আরেকটি বিষয় আছে, সেটা হলো শ্রমিকরা নিজেরাও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে কাজে যেতে চান না।'

এ নিয়ে প্রকৌশল দপ্তরে যোগাযোগ করলে কোনো উপপরিচালকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

NEWAGE WEDNESDAY, JULY 22, 2026,

RMG future hinges on policy reforms, AI and sustainability: experts

Staff Correspondent

BANGLADESH'S ready-made garment industry must move beyond its low-cost manufacturing model by undertaking structural policy reforms, embracing artificial intelligence, strengthening sustainability and improving energy and logistics infrastructure to remain globally competitive in the post-LDC era, experts and policymakers said on Tuesday.

The observations came at the concluding session of the two-day BAYLA Future Summit 2026, organised by the Bangladesh Apparel Youth Leaders Alliance at the Radisson Blu Dhaka Water Garden under the theme 'Think Beyond Today'.

Speakers said the global apparel business was undergoing a fundamental transformation as buyers increasingly prioritise sustainability, traceability, digital capability and supply chain resilience alongside price and quality, requiring Bangladesh to rethink its longstanding growth model.

Policy Exchange Bangladesh chairman and chief executive officer M Masrur Reaz said the country's apparel industry could no longer depend on cheap labour and preferential market access to sustain its competitive edge.

As Bangladesh prepares for graduation from the least developed country category, he said manufacturers would face tougher competition from regional rivals while losing preferential trade benefits, making structural reforms unavoidable.

According to Reaz, future competitiveness will depend on diversifying into higher-value man-made fibre products, securing bilateral free trade agreements, improving energy security and complying with increasingly stringent environmental, social and governance standards.

He said global buyers were introducing new requirements such as the European Union's Digital Product Passport and circular economy regulations, meaning competitive pricing alone would no longer ensure market access.

Reaz proposed a six-point policy agenda centred on trade facilitation, customs reforms, stronger logistics, export diversification, sustainability, industrial automation and long-term investment in human capital.

He also highlighted the importance of strategic infrastructure, including the Bay Terminal, to reduce logistics costs and improve export efficiency.

Fazlee Shamim Ehsan, president of the Bangladesh Employers Federation, emphasised that artificial intelligence is rapidly transforming manufacturing, creating a need for continuous learning and workforce adaptation.

He noted that AI technologies are automating tasks like fabric inspection, enhancing productivity, and demanding new skills without merely replacing workers.

Ehsan highlighted that learning ability will be crucial for future jobs and that digitalisation should encompass all job sectors.

He called for manufacturers to view data as a strategic asset to meet buyer demands for transparency and sustainability.

Moreover, he stressed the importance of equipping young people and women in the garment industry with skills in analytical thinking, communication, and sustainable practices.

Country managing partner of PwC Bangladesh Shams Zaman said that data would be the key driver of Bangladesh's apparel industry's competitiveness in the coming decade, with global buyers increasingly demanding transparency, traceability and sustainability alongside price and quality.

He urged manufacturers to use data to improve operational efficiency, strengthen supply chain resilience, support AI adoption and meet evolving global regulations, positioning Bangladesh as an intelligent and trusted sourcing destination.

Prime minister's adviser and official spokesperson Mahdi Amin said the government had made energy security its highest priority, acknowledging that gas and electricity shortages continued to undermine industrial competitiveness.

He said Bangladesh's advantages — young workforce, large domestic market and policy continuity — could only translate into greater investment if energy supplies became reliable and the cost of doing business declined.

The government, he said, was working to simplify bonded warehouse facilities, reduce bureaucratic procedures, develop industrial parks and improve port efficiency while investing in education, healthcare and skills development.

Mahdi Amin also underscored the importance of integrating technology into manufacturing, research and development, logistics and supply chains while ensuring that automation enhanced productivity without causing job losses.

He reiterated that sustainable economic growth must remain private sector-led, supported by public-private partnerships, foreign direct investment and an enabling policy environment.

Dhaka Stock Exchange managing director Nuzhat Anwar said Bangladesh's capital market remained an underutilised source of industrial finance, with only about one per cent of the country's financing needs currently met through equity markets.

She encouraged textile and apparel entrepreneurs to look beyond bank borrowing and raise long-term capital through stock market listings, arguing that listed companies benefited from stronger governance, improved transparency and more sustainable financing.

Nuzhat Anwar said reforms had reduced initial public offering approval times from around 18 months to just 50 days and disclosed that the DSE was preparing to launch an environmental, social and governance index, where textile companies were expected to feature prominently because of their sustainability performance.

She said strengthening the capital market would diversify financing sources and further support industrial expansion as Bangladesh enters a more competitive global trading environment.

THE FINANCIAL EXPRESS July 22, 2026

Mitigating heat stress on informal workers

Exposure to sweltering summer heat is not a new experience for the working people, especially those employed in agriculture, construction, rickshaw driving and pushcart-pulling, street vending, and so on, in Bangladesh. These people are not regular employees protected by service rules entitled to various benefits including paid leaves; they are daily wage-earning manual labourers. They dominate the country's labour market. But, of late, even these informal workers are finding it very hard to cope with the extreme heatwaves, a fallout from climate change. No wonder the extreme heat is sapping their energy and as such productivity. However, the impact of intense and prolonged heatwaves on the work and productivity of informal workers have been studied by 'adelphi global', a German think tank, which has recently published a report titled, 'Heat, Health and Increasing Cost of Living -- A Call for Action'. The report identified Bangladesh as one of the countries most vulnerable to the combined economic impacts of climate change-induced extreme heat. According to the analysis, workers in Bangladesh's agriculture and construction sectors are projected to lose around 24 working days annually because of heat stress by 2030. Needless to say, the climate-induced heatwaves have been affecting informal employment in terms of increased health costs. The said study has also found that prolonged heatwaves trigger a financial double bind for Bangladesh's millions of informal workers as extreme temperature forces them to shorten shifts or miss work entirely. In that case, informal workers often resort to adjusting work hours to early mornings and late evenings, but widespread poverty severely limits their ability to adapt. Because almost all women in agriculture and a vast majority of labourers in construction sector operate informally without paid leave or income protection, every lost hour translates into lost food and wages.

As part of its social safety net, the government would do well to cover the medical expenses of the informal workers or make the medical service entirely free for them

Unsurprisingly, as the estimates go, in 2024, Bangladesh lost an estimated $24 billion in labour income and productivity due to extreme heat, which is equivalent to about 5.0 per cent of the country's GDP. These are natural factors causing such a colossal amount of income and productivity loss to the nation. Under the circumstances, the challenge before the policymakers and the public would be to adopt smart strategies, if not entirely ride out the vagaries of nature. Since it concerns working people living from day to day and unprotected by the government or society at large, there is need for extending governmental as well as social support to them so they can make up for the lost incomes due to extreme heat. Also, heat-related illnesses (dehydration, heat stroke) and exhausting chronic conditions drive poor workers and their households into deep financial hardship. Now with one of the heaviest personal healthcare burdens globally, that is, over 79 per cent of total health expenditures being paid directly out of pocket (OOP), its impact on the daily labourers and their households is not hard to understand. In fact, for the poorest households, these medical costs may come up to 35 per cent of their average income. As part of its social safety net, the government would do well to cover the medical expenses of the informal workers or make the medical service entirely free for them. Piling on their woes, urban slum dwellers who have power connections, face higher electricity bills while simultaneously enduring dangerous indoor temperatures. But they have limited or no access to cooling. Against this backdrop, the country can no longer treat climate adaptation, public health and labour protection as separate issues. The government, on its part, needs to take a coordinated approach to place people at the centre of climate adaptation.

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৯ জুলাই ২০২৬

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার সম্ভাবনা

কাল বা পরশু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত : মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী

আবদুল্লাহ আল মিরাজ ▷

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কার্যত বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবারও বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য খোলার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক তৎপরতা, মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং আগামী দুই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঘোষণায় নতুন আশায় বুক বাঁধছেন বিদেশগামী কর্মীরা। গত সোমবার রাতে দুই দিনের সফরে কুয়ালালামপুর গিয়েছিলেন। সফরসঙ্গী ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। গতকাল মঙ্গলবার তাঁরা মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী ভি শিবকুমার রামানানের সঙ্গে শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠক শেষে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী ভি শিবকুমার রামানান জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে আগামীকাল অথবা তার পরের দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিষয়ে উভয় পক্ষই একমত।

তিনি বলেন, 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর যৌথভাবে অথবা পৃথকভাবে এক ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে বিষয়টি।'

রামানান জানান, বৈঠকে শ্রমিক নিয়োগের সময়সীমা, কত দ্রুত নিয়োগ শুরু করা সম্ভব, বর্তমানে কার্যকর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), ডিজিটাল নিয়োগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকলেও দুই দেশ শুধু এমওইউর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বর্তমান শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন নতুন খাতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান রামানান। তিনি জানান, বিশেষ করে মালয়েশিয়ার রেস্তোরাঁ খাতে বর্তমানে শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে উভয় দেশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আপাতত শ্রমিক নিয়োগ ফের চালু করাটাই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার তৎপরতায় খুশি দেশটিতে কাজ করতে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশিরা। দেশটিতে যেতে আগ্রহী শ্রমজীবী তুষার দুই বছর আগে থেকেই চেষ্টা করছিলেন মালয়েশিয়ায় যেতে। হঠাৎ করেই ভিসা বন্ধ হওয়ায় তাঁর আর সে দেশে যাওয়া হয়নি। দেশটিতে ভিসা আবার চালু হচ্ছে জানার পর উৎফুল্ল তিনি। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়ায় ভাইয়ের দোকান আছে। দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় এত দিন বেকারই ছিলাম। এখন ভিসা খুললে সে দেশে কাজ করার সুযোগ পাব।'

২০২৪ সালের মে মাস থেকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয় এবং নানা অভিযোগের পর দেশটি নতুন নিয়োগব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

NEWAGE SATURDAY, JULY 25, 2026,

LABOUR MIGRATION

Costs needs to come down first

by **Md Bakhtiar Uddin**

GENERATING employment remains one of the biggest challenges for Bangladesh. The labour market has remained sluggish for years, while political uncertainty during the interim government's tenure and volatility in global energy markets following the Iran-US-Israel conflict have further dampened investor confidence. The economy has experienced years of largely jobless growth, leaving an expanding labour force increasingly frustrated.

The burden falls most heavily on educated young people. According to the latest Labour Force Survey, unemployment stands at 1.96 per cent among those with primary education and 2.91 per cent among those with secondary education, but rises sharply to 13.54 per cent among tertiary graduates, reflecting the shortage of quality jobs in the formal sector.

Against this backdrop, the government's plan to send 10 million workers abroad over the next five years could become an important strategy for easing unemployment and making better use of the country's demographic dividend. Yet ambitious targets alone will not deliver results. Bangladesh's overseas employment system continues to suffer from weak governance, inefficient recruitment practices and persistent bottlenecks, both at home and in major destination countries. Unless these structural problems are addressed, increasing the number of migrant workers will remain an aspiration rather than an achievement.

The greatest obstacle is the extraordinarily high cost of migration. Although Vietnamese workers pay the highest recruitment fees in absolute terms, Bangladeshi migrants bear the highest burden relative to their earnings. A Bangladeshi worker typically spends around TK 678,000 to secure overseas employment, equivalent to about 15 months' salary, and nearly 20 months in the Bangladesh-Saudi Arabia corridor. By comparison, migration costs in Bangladesh are four to five times higher than in India, Indonesia, the Philippines and Sri Lanka, making overseas employment far less affordable.

The irony is that Bangladesh has long recognised labour migration and remittances as vital instruments for poverty reduction. International organisations, including the International Labour Organisation and the International Organisation for Migration, have repeatedly raised concerns over excessive recruitment costs. The government has also imposed ceilings for several destinations. In 2017, migration costs were capped at Tk 165,000 for Saudi Arabia, Tk 160,000 for Malaysia and Tk 262,270 for Singapore. In practice, however, workers routinely pay several times these official limits, exposing the gap between policy and enforcement.

A major reason is the country's deeply layered recruitment system. Most Bangladeshi recruiting agencies do not obtain demand letters directly from overseas employers. Instead, they purchase them through multiple intermediaries abroad before passing them through another network of brokers inside Bangladesh. At every stage, commissions and mark-ups are added, with the final bill borne entirely by migrant workers. What should be a regulated recruitment process has become a chain of rent-seeking that inflates costs without improving services.

The Overseas Employment and Migrants Act 2013 requires employers to bear the cost of workers' return travel. Yet, this provision is frequently ignored, with migrants often paying for airfares themselves. In some cases, intermediaries even negotiate lower wages than those specified in employment contracts while paying inflated prices for demand letters, further eroding workers' earnings before they have even begun their jobs.

Market dynamics have also changed. Demand for low-skilled workers in Gulf countries has weakened, while Bangladesh continues to supply large numbers of workers with limited skills. This imbalance reduces workers' bargaining power and drives recruitment costs higher. By contrast, skilled workers and professionals often migrate at much lower cost because their expertise is in demand. The experience of female domestic workers illustrates this point. As demand for domestic workers remains strong, their recruitment costs have fallen significantly despite the same recruitment system. This demonstrates that stronger demand and better skills can substantially reduce migration costs.

Beyond recruitment fees, migrants also face inflated expenses for passports, police clearance, medical examinations and air travel. Corruption and inefficiency in these services further increase the financial burden, forcing many workers to borrow heavily before departure and leaving them trapped in debt for months after reaching their destinations.

Political influence within the recruitment industry has compounded these problems. Several recruiting agency owners have entered politics, creating conflicts of interest that weaken oversight. The arrest of former lawmaker Mohammad Shahid Alam in Kuwait on charges including visa trading and bribery highlighted how politically connected actors could manipulate recruitment for enormous financial gain. Such cases illustrate how governance failures inflate migration costs while undermining Bangladesh's international reputation.

High migration costs also create risks for destination countries. Workers burdened by debt may resort to unauthorised employment or other unlawful activities simply to recover their investment. Malaysia's government-to-government recruitment scheme, introduced in 2012, initially reduced migration costs to around one-seventh of market rates. Although the initiative ultimately faltered because of malpractice and rent-seeking, it demonstrated that transparent recruitment systems can dramatically lower costs when properly managed.

The current system also makes overseas employment accessible mainly to relatively wealthier households that can afford the upfront costs. Poorer families are often excluded despite needing migration opportunities the most. As a result, remittance income increasingly benefits those already better off, reinforcing rather than reducing rural inequality. If overseas employment is to contribute meaningfully to inclusive development and unemployment reduction, access must become fairer and more affordable.

Sending 10 million workers abroad is an ambitious objective, but it cannot succeed without fundamental reforms. The government must enforce existing cost ceilings, dismantle exploitative brokerage networks, strengthen oversight of recruiting agencies and expand direct recruitment arrangements with destination countries. Greater investment in skills development, transparent digital recruitment and corruption-free public services would further reduce costs while improving workers' bargaining power. Bangladesh's overseas employment strategy should not be judged by the number of workers it sends abroad, but by whether migration becomes safe, affordable and genuinely beneficial for those who seek a better future.

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ২৮, ২০২৬

চট্টগ্রামে চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের নির্মাণকাজ শুরু

এক লাখ কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের (সিইআইজেড) নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন উপস্থিত থেকে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সরকার ও চীনা প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক শিল্প ও লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিইআইজেড একটি মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশকে ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে বিনিয়োগই বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। বর্তমান সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিনিয়োগ—প্রথমত বিনিয়োগ, দ্বিতীয়ত বিনিয়োগ এবং তৃতীয়তও বিনিয়োগ। কারণ বিনিয়োগই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধান চালিকাশক্তি হবে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এবং ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এবং চট্টগ্রাম-১৩ আসনের সংসদ সদস্য সারওয়ার জামাল নিজাম, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আমিরুল হক। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সিইআইজেড কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ওয়াং বেনকিয়ান। এ সময় চট্টগ্রামের স্থানীয় সংসদ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল প্রকল্পের ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট লি চ্যাংগুই, বাংলাদেশ সিইআইজেড কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ওয়াং বেনকিয়ান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীসহ প্রায় ৭০ জন চীনা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কয়েকটি সাব-লিজ চুক্তি স্বাক্ষর হয়, সিইআইজেডের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার উদ্বোধন ছাড়াও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সিইআইজেডের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শুধু একটি শিল্পাঞ্চলের নির্মাণকাজের সূচনা নয়, বরং বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ দূর করছে এবং নিয়ন্ত্রণ ডিরেগুলেশনের মাধ্যমে ব্যবসা সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু করেছে বর্তমান সরকার।' বাংলাদেশ এখন ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাতদিন—সব সময় ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি আমাদের বার্তা স্পষ্ট, বাংলাদেশ

> **সরকার ও চীনা প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক শিল্প ও লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিইআইজেড একটি মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে**

ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত। গ্রাউন্ডব্রেকিং শুধু নির্মাণকাজের সূচনা নয়; এটি বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সেতুবন্ধের ভিত্তি। আমরা একসঙ্গে এমন একটি জোন গড়ে তুলতে চাই, যা নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে, টেকসই প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।'

আশিক চৌধুরী বলেন, 'জুনে প্রধানমন্ত্রীর বেইজিং ও দালিয়ান সফরের পর ৩০টির বেশি চীনা কোম্পানি এই জোনে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশে একটি কারখানা স্থাপন বা প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যায়। আমরা এরই মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আগামী তিন মাসের মধ্যে এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করা হবে, যার মাধ্যমে ব্যবসা শুরুর কাজ ১৪ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশে বহু দশকের অভিজ্ঞতার তুলনায় এটি একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'চট্টগ্রামে চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের গ্রাউন্ডব্রেকিং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের ফলাফল বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ নতুন ঐতিহাসিক সূচনালগ্নে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে আরো এগিয়ে নিতে, কৌশলগত সমন্বয় গভীর করতে এবং বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে প্রস্তুত। দুই দেশের নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যকে উন্নয়নের বাস্তব সুফলে রূপ দিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই।'

গত ১৭ জুন অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সিইআইজেড বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কোম্পানির সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং ল্যান্ড লিজ এগ্রিমেন্ট অনুমোদন করে। এ কোম্পানিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ৩০ শতাংশ এবং জেস চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশন (সিআরবিসি) ৭০ শতাংশ শেয়ার ধারণ করবে। বেজার অংশ হিসেবে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ৫০ বছরের লিজমূল্য ইকুইটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডেভেলপার তাদের অংশ নগদ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করবে, যা জোনের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে।

প্রায় ৪ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হবে ১ হাজার ২৩৫ মিটার দীর্ঘ জেটি লিংক রোড, ১ হাজার ১৮১ মিটার দীর্ঘ চার লেন সড়ক, ২০ হাজার ডেডওয়েট টন ধারণক্ষমতার বহুমুখী জেটি, ২৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ৪ দশমিক ২৪ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন ও ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেটিং স্টেশন, ২০ হাজার ৩০৪ ঘনমিটার ধারণক্ষমতার পানি সংরক্ষণাগার, দিনে ৬০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন সলিড ওয়েস্ট কালেকশন স্টেশন, প্রায় ১২ কিলোমিটার সীমানা প্রাচীর এবং দুটি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৪ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ সহায়তা এবং প্রায় ১ হাজার ৭২২ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন থেকে ব্যয় করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২৭ থেকে ডিসেম্বর ২০৩১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

শোভন কাজ

DHAKA SUNDAY JULY 26, 2026
SRABAN 11, 1433 BS
The Daily Star

Sluggish RMG exports unlikely to rebound in coming months

Dragging war, oil shock and mounting inventories overshadow the relative clarity brought by new US tariffs

REFAYET ULLAH MIRDHA

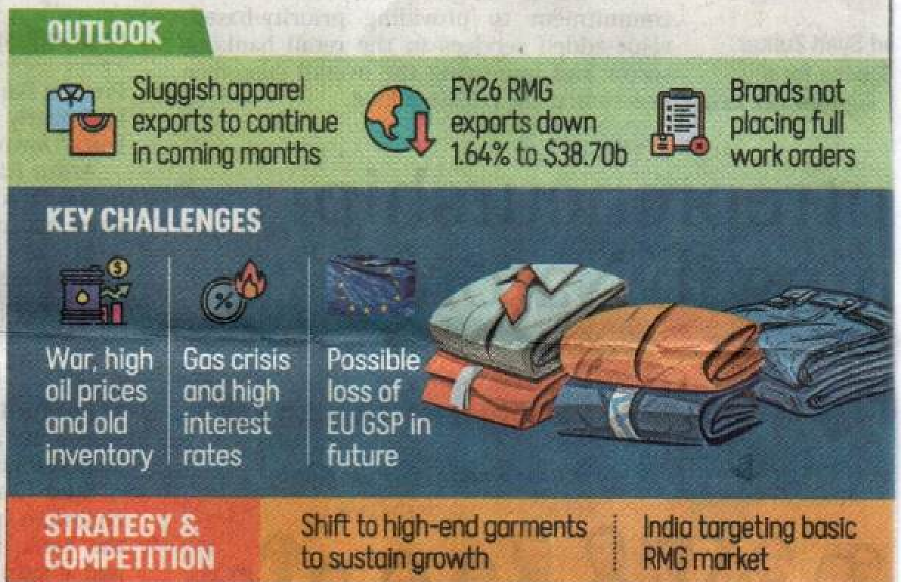

The country's sluggish garment exports are unlikely to recover in the coming months as the war in the Gulf drives up energy costs, feeds inflation in key Western markets and leaves retailers with more unsold stock, according to exporters and major international buyers.

Apparel makers say buyers remain cautious and are avoiding large orders, even though uncertainty over US tariffs has eased.

Fresh apparel orders largely depend on retail sales in the United States and Europe. But the dragging US-Israel's war on Iran has triggered an energy shock that is rippling through the global economy.

Higher energy prices have pushed up inflation in Bangladesh's main export markets, weakening demand for clothing in Europe, Asia and the US. At home, rising energy costs have also increased production costs for manufacturers.

"We are facing a perfect storm now," said Abrar H Sayem, director of Sayem Group, which supplies clothing to brands including US Polo Assn, British Ben Sherman and European fast-fashion retailer NewYorker.

The country's readymade garment (RMG) sector earned $38.70 billion in the recently concluded fiscal year 2025-26 (July-June), down 1.64 percent from $39.35 billion in FY25, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

The FY26 decline was largely blamed on months of uncertainty over US tariffs. Although the Trump administration kept the newly announced tariff unchanged at 10 percent on Friday, easing one source of uncertainty, exporters say the broader market remains weak.

"The order placement is still slow as the global volatility is lingering," said AK Azad, managing director of Ha-Meem Group, a leading garment exporter to the US.

The war, oil prices and old inventories have been affecting buyers' decisions, Azad added.

"Western buyers are also going through a difficult period, which has affected their purchasing decisions," said Tapan Chowdhury, managing director of Square Apparels, which also exports garments to the US and Europe.

"We have the challenges of continued energy supply, but still we are hopeful that the market will recover in the near future," he also said.

Meanwhile, exporters also say the country's heavy reliance on five basic garment items has left the industry vulnerable in an oversupplied market marked by intense price competition.

Western buyers say the country's export performance is unlikely to improve over the long term unless it shifts towards higher-value products.

Bangladesh mainly exports trousers, T-shirts, formal woven shirts, underwear and sweaters. Together, these account for 78 percent of total garment exports, while about 95 percent of factories produce these five categories.

"Our old model of selling basic garments is no more relevant as India has been showing resilience in this segment recently because of incentives paid to

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ জুলাই ২০২৬ ॥

ঘরে কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে নারীর প্রতি সহিংসতা, সমাজ নীরব কেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হয়েছে। এসব ভিডিও রিলে উঠে এসেছে নারী নির্যাতনের বীভৎস কিছু দৃশ্য। কোনো সুস্থ মানুষ এসব ভিডিও দেখে স্বাভাবিক থাকতে পারে না। সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো, নারীর প্রতি এসব সহিংসতার ঘটনা ঘটছে ঘরেই। পোশাক শিল্পের একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি ম্যানেজারের ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, এ ধনাঢ্য ব্যক্তি তার শিশু কন্যার সামনেই তার স্ত্রীকে মধ্যযুগীয় কায়দায় পেটাচ্ছে। একটি সভ্য সমাজে এ ধরনের পৈশাচিকতা কল্পনাতীত। কিন্তু তিন সন্তানের জনক এ মানুষরূপী পশু তেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে প্রতিনিয়ত এরকম অমানবিক আচরণ করছে তার স্ত্রীর সঙ্গে। নির্যাতনের শিকার হয়ে নারী ডিভোর্সের নোটিস দেওয়ার পরও তাকে হয়রানি করা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে হুমকি।

বহুজাতিক পোশাক প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি ম্যানেজারের পারিবারিক নৃশংসতার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার এক দিন আগে নির্যাতনের শিকার এক মডেল গণমাধ্যমে তার ওপর এক ব্যবসায়ীর বিভৎসতার চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিজ্ঞাপনের চুক্তির কথা বলে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন মডেল ও অভিনেত্রী স্নিগ্ধা চৌধুরী। এ ঘটনায় তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খিলক্ষেত থানায় মামলা করেছেন। জানা গেছে, বিজ্ঞাপনের চুক্তি স্বাক্ষরের প্রলোভন দেখিয়ে স্নিগ্ধা চৌধুরীকে হাসপাতালে ডাকা হয়। সেখানে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, নির্যাতনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাকে ভয়ভীতি দেখান। অভিনেত্রীর দাবি, প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি প্রভাবশালী শিল্পগোষ্ঠীর হওয়ার কারণে ঘটনার পরপরই তিনি মামলা করতে সাহস পাননি। এতে তার ব্যক্তিজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে– এমন আশঙ্কা থেকেই তিনি প্রথমে আইনি পদক্ষেপ নেননি। পরে তিনি খিলক্ষেত থানায় গিয়ে মামলা করার উদ্যোগ নেন।

দুটি ঘটনা পাশাপাশি রাখলে একটি সহজ সমীকরণ পাওয়া যায়। এদেশে নারীরা এখন ঘরে-কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিরাপদ নয়। নারীদের জন্য আমাদের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, পাবলিক প্লেস নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। অর্থাৎ, এ সমাজে আজ কোথাও নারীরা নিরাপদ নয়।

উদ্বেগের বিষয় হলো, আগে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো বেশির ভাগই ঘটত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারে। কিন্তু এখন উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত এবং এলিট শ্রেণির মধ্যে নারী নির্যাতনের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে ভুক্তভোগী নারী অভিযোগ করেছেন, তার স্বামী তাকে অন্যের সঙ্গে অনৈতিক শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন। এ ভুক্তভোগী নারী সাহসী। তিনি সাহস করে সত্যি কথা বলেছেন। কিন্তু এখন সমাজে উঁচু মহলে এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। লোকলজ্জার ভয়ে, সামাজিক মানমর্যাদার কারণে অনেক নারী এসব নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করেন না। নীরবে সহ্য করে নিজেকে নিঃশেষ করেন। অতিরিক্ত অর্থ লোভ, মাদকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং পারিবারিক অনুশাসনের অভাবের কারণে সমাজে উচ্চবিত্তের মধ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে।

পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র ইউনিট। রাষ্ট্র এবং সমাজের যে আবহ থাকে সেটার রিফ্লেকশন হয় পরিবারে। আমরা দেখছি যে, সমাজে নানা ধরনের হিংসা-বিদ্বেষমূলক ঘটনার প্রসার ঘটছে। এগুলোর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কাজেই এসব কিছুর প্রভাব প্রতিটি পর্যায়ে পড়ছে। যার ফলে সহিংসতার মাত্রাটা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে। মাদকের প্রভাব, সমাজে একটা অস্থিরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র্য, অপসংস্কৃতির প্রসার, নারীবিদ্বেষের প্রসার, সহিংসতা প্রসার, বিচারহীনতা-যার সবকিছুর প্রভাব পড়ছে সমাজে ও রাষ্ট্রে। যার ধাক্কাটা এসে পড়েছে পরিবারে। তাই পরিবার আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে পারিবারিক সহিংসতা সমাজ ও রাষ্ট্রের চেহারাটাকে উন্মুক্ত করছে। যারা সমাজপতি যারা রাষ্ট্রের নায়ক তারা এদিকটায় দৃষ্টি না দিলে এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। আমাদের সমাজে বিচারহীনতার ফলে যে একটা সহিংসতার পরিবেশ গড়ে উঠেছে, সে অপরাধ প্রবণতার রিফ্লেকশন আমরা পারিবারিক সহিংসতায় দেখতে পাচ্ছি। নানা কারণে মানবিক গুণাবলি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যতই আধুনিক সমাজের দিকে আমরা এগোচ্ছি, ততই সেটা প্রকট আকার ধারণ করছে। সাইকোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার বা মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে। ড্রাগ, গ্যাং কালচার আধুনিকায়নেরই বাই প্রডাক্ট। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে পরকীয়া, স্বামী স্ত্রীর অবিশ্বাস, সাইবার বুলিং বাড়ছে। পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে সবার অজান্তে। ফলে নারী হয়ে যাচ্ছে আরও অসহায়, নিরাপত্তাহীন। যেকোনো নারীকে যে কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নোংরা, অশালীন এবং আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করছে। এআই দিয়ে তার অশালীন ছবি পোস্ট করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।

সব মিলিয়ে, নারীর আর্তনাদ, হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস। গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশে স্বামীর দ্বারা কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন ৮৭.০৭ শতাংশ নারী। এর মধ্যে ৮১.০৬ শতাংশ মানসিক, ৫৩.০২ শতাংশ অর্থনৈতিক, ৩৬.০৫ শতাংশ যৌন, আর ৬৪.০৬ শতাংশ নারী শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেন। ঘটনাগুলো চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকে। এ কারণেই অনেক সংসারে অশান্তি দেখা দিচ্ছে। এ অশান্তি সমাজেও ছড়িয়ে পড়ছে। নারীদের আত্মহত্যা বা বিবাহবিচ্ছেদের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে।

এসব পরিসংখ্যান বলে দেয়, নারীরা ভালো নেই, শান্তিতে নেই, স্বস্তিতে নেই। শুধু নারী হওয়ার অপরাধে প্রতিমুহূর্তে নিরাপত্তার ঝুঁকিতে বসবাস করা কোনো সভ্য দেশের দৃষ্টান্ত হতে পারে না। এ কি আদৌ সভ্য সমাজ, যেখানে দুধের শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত নারীরা ধর্ষণের শিকার হতে পারেন যেকোনো মুহূর্তে? যে কেউ যেকোনো সময়ে নারীর পথ আগলে দাঁড়াতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র ধরে টানাহেঁচড়া করতে পারে। অশ্রাব্য গালি দিতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে। অথচ এ কাজগুলো যারা করে, সেই পুরুষগুলোই আমাদের সমাজে নারীদের বিচারের মানদণ্ড নিয়ে বসে থাকে।

সহিংসতা প্রতিরোধে 'পারিবারিক-সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০' থাকলেও এর যথাযথ প্রয়োগ নেই। আইনটির মূল লক্ষ্য তাৎক্ষণিক শাস্তির চেয়ে সুরক্ষা প্রদান। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে বাজেট ও লোকবলের অভাবে এটি সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা পরিচিত হতে পারেনি। ফলে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। তবে সরকার সম্প্রতি আইনটির কিছু সংশোধনী আনার উদ্যোগ নিয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তায় ১০৯ হেল্পলাইন সক্রিয় রয়েছে।

মাঠপর্যায়ে কাজ করা সংস্থাগুলো মনে করে, আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগ খুব জরুরি। 'নাগরিক উদ্যোগ'-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব তৈরি এবং স্থানীয় 'সালিশ' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কাজ করছে। কারণ বেশির ভাগ নারী আইনি জটিলতায় না গিয়ে সংসার টিকিয়ে রেখে কেবল নির্যাতন বন্ধ করতে চান।

পারিবারিক সহিংসতা রোধে কেবল আইন দিয়ে শতভাগ সফলতা সম্ভব নয়; প্রয়োজন সমাজের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছাড়া এ নির্মমতা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

তবে আশার কথা, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আন্তরিক। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বিএনপি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়। গত বছর দেশব্যাপী নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ, নিপীড়িত নারী ও শিশুর আইনি ও স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়ার জন্য সেল গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। সরকার গঠনের পর, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, নির্বাচনি ইশতেহারে নারী ও শিশু সুরক্ষার সুপারিশ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নারী শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাদক প্রতিরোধে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কেবলমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্বশীল আচরণ এবং আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন। সেটা করতে হবে আমাদের সবাইকে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬
১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

গ্যাস সংকটে স্থবির শিল্পাঞ্চল

নরসিংদীর বেশির ভাগ কারখানা বন্ধ

বিশ্বজিৎ সাহা, *নরসিংদী*

ভয়াবহ গ্যাস সংকটে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান নরসিংদীর শিল্পাঞ্চল। জ্বালানির তীব্র অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে জেলার অধিকাংশ ছোট-বড় কারখানা। আর যেসব কারখানা কোনোমতে চালু আছে, সেগুলোয়ও গ্যাসের অতি নিম্নচাপের (লো-প্রেশার) কারণে উৎপাদন নেমে এসেছে তলানিতে। এতে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। আর বেকার হওয়া ও চাকরি হারানোর শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাসের অব্যাহত সংকট চলতে থাকলে এর প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতে পড়বে। তবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ সংকট সমাধা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে তিতাস কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সূত্র ও সরেজমিন জানা যায়, দেশের বস্ত্র চাহিদার একটি বড় অংশের জোগান দেয় নরসিংদীর মাধবদী, চৌয়ালা, ঘোড়াদিয়া, মেহেরপাড়া ও শেখেরচরের শিল্পকারখানাগুলো। তবে দীর্ঘদিন চলমান গ্যাস সংকটের কারণে এ এলাকার টেক্সটাইল, ডাইং, নিটিং, উইভিং, স্পিনিং মিলসহ গ্যাসনির্ভর গার্মেন্ট শিল্পে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কারখানা মালিকরা জানান, গ্যাসের পর্যাপ্ত চাপ না থাকায় সার্বক্ষণিক দামি যন্ত্রপাতি বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসায় বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করছেন মালিকরা। যথাসময়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় চাহিদার জোগান ও রপ্তানি আদেশ (এক্সপোর্ট অর্ডার) সরবরাহ করতে না পেরে প্রতিদিন মোটা অঙ্কের লোকসান গুনছেন উদ্যোক্তারা।

সংকট দীর্ঘায়িত হলে জাতীয় অর্থনীতি ও রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটবে বলে সতর্ক করেছেন শিল্পমালিকরা। তারা জানান, কারখানা সচল না থাকলে একদিকে যেমন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

চাকরি হারানোর শঙ্কায় হাজারো শ্রমিক

উৎপাদন স্থবিরতার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ওপর। নিয়মিত কাজ না থাকায় অনেক কারখানা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাই করছে। আবার অনেক জায়গায় কাজের সময় (শিফট) ও মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক।

শুধু শিল্পকারখানা নয়, গ্যাস সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জেলার পরিবহণ খাতেও। নরসিংদীর ১৭টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে অধিকাংশ পাম্পই পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে বন্ধ রাখতে হচ্ছে। যে দু-একটি খোলা রয়েছে, সেগুলোয় গ্যাস নেওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ির দীর্ঘ লাইন লেগে থাকছে। এতে মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও রোগীবাহী যানবাহনের চালকরা।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে নরসিংদী আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মামুনুর রহমান আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যেই গ্যাস সংকটের সমাধা করা সম্ভব হবে। তবে শিল্পোদ্যোক্তা ও সাধারণ মানুষের দাবি, শুধু আশ্বাস নয়—শিল্প খাত বাঁচিয়ে রাখতে এবং কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে অবিলম্বে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে নরসিংদীর শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি বড় ধরনের পতনের মুখে পড়বে।

বন্ধ ৪৪ কারখানায় বিনিয়োগ আনতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) ১৩টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি) ১২টি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) ১০টি, বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) পাঁচটি এবং বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) চারটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের বড় অংশ বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কোথাও উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ, কোথাও সীমিত আকারে কার্যক্রম চলছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের জমি, ভবন, গুদাম, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ এবং অন্যান্য অবকাঠামো বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় ১০ হাজার একর শিল্প জমি ও বিদ্যমান অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ এটি।

৭৭ কার্যদিবসের অনুমোদন কাঠামো : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ধাপে বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক যাচাই সম্পন্ন করবে। এরপর প্রস্তাব গ্রহণ, সংশোধনের জন্য ফেরত দেওয়া অথবা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দ্বিতীয় ধাপে সম্পদের ধরন অনুযায়ী মূল্যায়ন, দরকষাকষি, বিনিয়োগ কাঠামো নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হবে। এ পর্যায়ে ইন্টার-এজেন্সি পাবলিক অ্যাসেট কমিটি (আইপিএসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধাপের জন্য প্রায় ৫০ কার্যদিবস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি (সিসিইএ) বা উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন নেওয়া হবে। এরপর চুক্তি স্বাক্ষর ও বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে। এ ধাপের জন্য ধরা হয়েছে আরো ২০ কার্যদিবস। সব মিলিয়ে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে সর্বোচ্চ ৭৭ কার্যদিবস সময় লাগবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অলস সম্পদকে অর্থনীতির মূলধারায় ফেরানোর সুযোগ : বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বর্তমানে জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং ইউটিলিটি সংযোগ পেতে দীর্ঘ সময় ও বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে এসব সুবিধার বড় অংশ আগেই বিদ্যমান। ফলে নতুন বিনিয়োগকারীরা দ্রুত উৎপাদনে যেতে পারবেন। একই সঙ্গে সরকারের অলস সম্পদও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে।'

তিনি বলেন, 'এসব কারখানা ও শিল্প ইউনিটের আওতায় কয়েক হাজার একর শিল্প জমি রয়েছে। অনেক এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সড়ক যোগাযোগ এবং শিল্প অবকাঠামো আগে থেকেই প্রস্তুত। ফলে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের সুযোগ রয়েছে।'

কর্মসংস্থান ও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব : সংশ্লিষ্টদের মতে, শিল্প খাতে বিনিয়োগ মন্থর হয়ে পড়ার সময়ে এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ধারণা, বন্ধ কারখানাগুলো পুনরায় চালু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে।

বিশেষ করে পাট, টেক্সটাইল, রাসায়নিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রকৌশল খাতে নতুন বিনিয়োগ এলে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন বাড়বে। একই সঙ্গে রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলারও সুযোগ তৈরি হবে।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, শুধু বিনিয়োগ আহ্বান করলেই কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতা, সহজ ঋণপ্রাপ্তি, গ্যাস-বিদ্যুতের নিশ্চয়তা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইনের সুবিধা : বৈঠকে উপস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৭ জুলাই ২০২৬

চীনা শিল্পনগরে বড় বিনিয়োগ লাখো কর্মসংস্থানের হাতছানি

গ্রাউন্ডব্রেকিং অনুষ্ঠান আজ

- লক্ষ্য ৫০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ
- উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পে চীনা বিনিয়োগের আগ্রহ
- বেপজায় নতুন বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশই চীনের

এম আর মাসফি, ঢাকা ও
সুমন শাহ্, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) ▷

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। দীর্ঘ এক দশকের অপেক্ষা, প্রশাসনিক জটিলতা ও অর্থায়নসংক্রান্ত নানা বাধা পেরিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল (চায়নিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন)। প্রায় ৮০০ একর জমির এই শিল্পাঞ্চলের গ্রাউন্ডব্রেকিং অনুষ্ঠান আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। সরকারের প্রত্যাশা, এই প্রকল্প ঘিরে অন্তত ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আসবে এবং সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশে উচ্চমূল্য সংযোজনকারী শিল্পে চীনা বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ সিইআইজেড কম্পানি লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে আনোয়ারায় অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, বাংলাদেশ সিইআইজেড কম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ওয়াং বেনচিয়ানসহ দুই দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এই গ্রাউন্ডব্রেকিং শুধু একটি শিল্পাঞ্চলের নির্মাণকাজ শুরুর আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার হওয়ার পর এই প্রকল্প ঘিরে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ ও চীনের সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) উদ্যোগের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে দুই দেশের মধ্যে এ বিষয়ে সমঝোতা হলেও ডেভেলপার নির্বাচন, অর্থায়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অগ্রসর হয়নি। শুরুতে চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পানির সঙ্গে আলোচনা হলেও পরে ২০২২ সালে চীনা সরকার চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশনকে (সিআরবিসি) প্রকল্পের ডেভেলপার হিসেবে মনোনীত করে। গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের সময় বেজা ও সিআরবিসির মধ্যে ডেভেলপার চুক্তি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি নতুন গতি পায়।

একই সফরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ মোংলা বন্দরের পাশে নতুন চীন-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) চীনের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রচার সংস্থা চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের (সিসিপিআইটি) সঙ্গে বিনিয়োগ সহযোগিতা বাড়ানোর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। কেরানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে হান্ডা ইন্ডাস্ট্রিজের ২২ কোটি ডলারের বিনিয়োগও এই সফরের অন্যতম সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বেজার তথ্য মতে, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সরকার চার হাজার ১৮৯ কোটি ৪৬ লাখ টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে এক হাজার ৭২২ কোটি টাকা সরকারি অর্থায়ন এবং দুই হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা চীনের প্রেফারেনশিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট থেকে আসবে। প্রকল্পের আওতায় ২০ হাজার ডেডওয়েট টন ধারণক্ষমতার বহুমুখী জেটি, জেটি সংযোগ সড়ক ও সেতু, চার লেনের সড়ক, ২৫ মিলিয়ন লিটার ধারণক্ষমতার কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

সরকারের প্রত্যাশা, এই অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হলে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নে নতুন গতি আসবে। বস্ত্র, প্রযুক্তিনির্ভর তৈরি পোশাক, ইলেকট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, তথ্য-প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেডিক্যাল ডিভাইস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংসহ উচ্চমূল্য সংযোজনকারী বিভিন্ন শিল্প এখানে গড়ে উঠবে।

বেজার নির্বাহী সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মেজর জেনারেল (অব.) মো. নজরুল ইসলাম জানান, প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও প্রথম তিন বছরের মধ্যেই অন্তত ৬০ শতাংশ শিল্প প্লট কারখানা স্থাপনের জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি ২০৩১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

চীনা বিনিয়োগের প্রবণতাও এখন বাংলাদেশের পক্ষে ইতিবাচক। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংস্থাটি ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভূমি ইজারা চুক্তি করেছে, যার সম্ভাব্য বিনিয়োগ ৭১ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠানই চীনা মালিকানাধীন বা চীনা যৌথ উদ্যোগের, যাদের সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ৪৯ কোটি ৮৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই এসেছে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। পোশাক খাতের বাইরে ড্রোন, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, কপার পণ্য, মেডিক্যাল ডিভাইস, লজিস্টিকস ও হাইড্রোপনিক প্রযুক্তিতেও চীনা বিনিয়োগ বাড়ছে।

বিডা জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক চীন সফরের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় ৯২১ কোটি ডলারের সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগে নতুন গতি আসবে বলে আশা করছে সরকার।

আনোয়ারাজুড়ে উৎসবের আমেজ

চায়নিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনকে ঘিরে আনোয়ারাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। স্থানীয়দের মতে, দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের শিল্পায়নের নতুন দ্বার খুলছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি এর ভৌগোলিক অবস্থান। কর্ণফুলী টানেলের মাধ্যমে আনোয়ারা সরাসরি চট্টগ্রাম নগরী ও জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফলে কাঁচামাল আমদানি, প্রস্তুত পণ্য রপ্তানি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিশেষজ্ঞদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। এই কৌশলগত অবস্থানই চীনা বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রকল্পটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, শিল্পাঞ্চলটি চালু হলে শুধু আনোয়ারা নয়, পুরো দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং কর্ণফুলী টানেল, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আসবে। স্থানীয় তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অঞ্চলটি শিল্পায়নের নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিন উদ্দীন বলেন, এটি আনোয়ারাবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এটি শুধু একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা করবে।

কালের কণ্ঠ
। শুক্রবার । ৩১ জুলাই ২০২৬

লক্ষাধিক শ্রমিক-ব্যবসায়ী বিপাকে

১০ মাস কাঁচা পাট রপ্তানি প্রায় বন্ধ

কৌশিক দে, খুলনা ▷

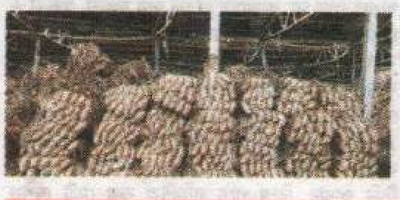

- ৪০ জুট প্রেসে কাজ নেই
- গুদামে নষ্ট হচ্ছে পাট
- বায়ার হারাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা
- ব্যাংকঋণের বোঝা বাড়ছে

১০ মাস পরও কাঁচা পাট রপ্তানি পুরোপুরি চালু না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন লক্ষাধিক জুট প্রেস শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা। বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা না থাকায় কর্মহীন শ্রমিক পরিবারগুলো মানবেতর জীবন যাপন করছে। একইভাবে ব্যবসায়ীদের ব্যাংকঋণ বাড়ছে এবং গোডাউনে জমে থাকা পাট নষ্ট হচ্ছে। আবার রপ্তানি বন্ধ থাকলে চলতি মৌসুমে কৃষকদেরও পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার কাঁচা পাট রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। সেই থেকে গত ১০ মাসে খুলনার দৌলতপুর এলাকার বিভিন্ন গুদামে বিদেশে রপ্তানির অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে হাজার হাজার মণ কাঁচা পাট। দীর্ঘদিন সংরক্ষণে থাকায় অনেক পাটের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। অনেক পাটে এরই মধ্যে পচন ধরেছে, কমেছে বাজারমূল্যও। যে পাটের এক বেল পাঁচ হাজার ৫০০ টাকায় কেনা হয়েছিল, বর্তমানে তার দাম নেমে এসেছে চার হাজার টাকার নিচে। রপ্তানি বন্ধ থাকায় বিদেশি ক্রেতাও হারাচ্ছেন রপ্তানিকারকরা। অন্যদিকে ব্যাংকঋণের সুদ, গুদামভাড়া ও সংরক্ষণ ব্যয় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আট লাখ ৬২ হাজার ৯৬৫ বেল পাট রপ্তানি করে এক হাজার ২৪১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল। অথচ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৮৩ হাজার ৯৩১ বেল, আর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে মাত্র ১৪২ কোটি টাকা।

গাজী জুট ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী গাজী শরীফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আলোচনা ছাড়াই সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার পাটকে শর্তযুক্ত রপ্তানি পণ্যের তালিকাভুক্ত করে। এর ফলে কাঁচা পাট রপ্তানি কার্যত বন্ধ রয়েছে। ৪০ থেকে ৪৫টি দেশে পাট রপ্তানি করা হতো। সেই সংখ্যা কমে এখন মাত্র ১০ থেকে ১২টিতে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে পাট থেকে বিদেশি আমদানিকারকরা মুখ ফিরিয়ে নেবেন। ব্যাংকঋণ, গোডাউনভাড়া এবং অব্যাহত লোকসানে আমাদের পথে বসতে হবে।'

জেএইচ জুট ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. জামাল হোসেন বলেন, 'একটি সিদ্ধান্তে লাখ লাখ মানুষ পথে বসতে চলেছে। দেশের বেসরকারি মিলগুলোও বন্ধ। তাই কাঁচা পাট রপ্তানিতে

লক্ষাধিক শ্রমিক

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকলে কৃষক পাটের দাম পাবেন না। শ্রমিকরা কাজ পাবেন না। এতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় সেক্টরটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা দ্রুত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি করছি।'

এই পরিস্থিতির বড় ধাক্কা লেগেছে শ্রমিকদের জীবনেও। কাঁচাপাট রপ্তানি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনা অঞ্চলের ১০ হাজারের বেশি শ্রমিকসহ সারা দেশে লক্ষাধিক শ্রমিক বর্তমানে কর্মহীন।

দৌলতপুর জুট প্রেস অ্যান্ড বেইলিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিঠু বলেন, 'বিগত অন্তর্বর্তী সরকার পাট রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এখন খুলনা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০টি জুট প্রেসে লক্ষাধিক শ্রমিকের কাজ নেই। জন্মের পর থেকে এই কাজ করে আসছি। চলতি বছর ১৮ মে মন্ত্রণালয়ও পাট রপ্তানি বন্ধ অব্যাহত রেখে প্রজ্ঞাপন জারি করে। আমরা সিটি প্রশাসকের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত রেখেছি। কিন্তু এখনো নতুন সিদ্ধান্ত আসেনি। শুধু শ্রমিকরাই নয়, পাট মৌসুমে কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পাটের দাম কমে দেড় হাজার টাকায় নেমে এসেছে। রপ্তানি বন্ধ হলে পাট খাত ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মো. আলমগীর খান বলেন, 'পাট অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে বছরে পাট উৎপাদন গড়ে ৮০ লাখ বেল। এর মধ্যে দেশীয় কলকারখানার চাহিদা প্রায় ৬৫ লাখ বেল। ফলে অন্তত ১৫ লাখ বেল পাট উদ্বৃত্ত থাকে। তাহলে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা কোথায়? আমরা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে স্থানীয় সংসদ সদস্য, হুইপ ও পাটমন্ত্রীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও কোনো সমাধান পাইনি।'

তিনি বলেন, 'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কৃষক ও শ্রমিকবান্ধব। আশা করছি, তিনি তিন লাখ শ্রমিক, কৃষক ও ব্যবসায়ীকে রক্ষায় দ্রুত কাঁচা পাট রপ্তানির বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দেবেন।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৯ জুলাই ২০২৬

বন্ধ ৪৪ কারখানায় বিনিয়োগ আনতে নতুন রোডম্যাপ

এম সায়েম টিপু ▷

- ৭৭ কার্যদিবসে অনুমোদনের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা
- প্রায় ১০ হাজার একর শিল্পজমি ও বিদ্যমান অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ

দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনহীন পড়ে থাকা ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নতুন রোডম্যাপ চূড়ান্তের পথে সরকার। বিনিয়োগ প্রস্তাব গ্রহণ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ ৭৭ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার একটি কাঠামো নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বছরের পর বছর বন্ধ থাকা এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা, অলস সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদে বেসরকারি বিনিয়োগ বা অংশীদারি গ্রহণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ফ্লোচার্ট ও সময়সীমাভিত্তিক প্রক্রিয়াগত কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

নীতিনির্ধারকদের মতে, নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং গ্যাস-বিদ্যুৎসহ ইউটিলিটি সংযোগ পেতে দীর্ঘ সময় ও বিপুল ব্যয় প্রয়োজন হয়। কিন্তু বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে এসব সুবিধার বড় অংশ আগে থেকেই বিদ্যমান। ফলে বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে দ্রুত শিল্পায়নের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

পাঁচ করপোরেশনের ৪৪ প্রতিষ্ঠান : সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বিনিয়োগের জন্য চিহ্নিত ৪৪টি প্রতিষ্ঠান পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশনের অধীন।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ৩, ২০২৬ ■ আষাঢ় ১৯, ১৪৩৩

বৈশ্বিক পোশাক রফতানিতে দ্বিতীয় স্থান হারাতে পারে বাংলাদেশ

বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক রফতানি কমেছে প্রায় ২ শতাংশ

বিশেষ প্রতিনিধি ■

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। দেশের মোট রফতানি অর্থমূল্যের প্রায় ৮০ শতাংশই তৈরি পোশাক। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিকস ২০২৫ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ওই বছর বাংলাদেশের পোশাক রফতানি ছিল প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের রফতানি ছিল ৩৮ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এরপর থেকে রফতানির এ চিত্র বদলাতে শুরু করেছে।

সদ্যসমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি কমে দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল অ্যাসোসিয়েশনের (ভিআইটিএএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশটির পোশাক ও টেক্সটাইল রফতানি এরই মধ্যে ৪৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে এবং চলতি বছরে ৪৭ থেকে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য রয়েছে দেশটির। একই সময়ে ভারত, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানও বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে। ফলে বৈশ্বিক পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

শুধু বৈশ্বিক রফতানি নয়, বাংলাদেশের প্রধান দুই বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পোশাক আমদানি পরিসংখ্যানও উদ্বেগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের রফতানিও কমেছে। তবে ভিয়েতনামের পতন হয়েছে মাত্র দশমিক ৭ শতাংশ।

ওটিইএক্সএর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রফতানি কমেছে ১১ দশমিক ২৪ শতাংশ। কিন্তু একই সময়ে ভিয়েতনামের রফতানি বেড়েছে ১ দশমিক ৩১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ২ দশমিক ২৭ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ১৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। অর্থাৎ বৈশ্বিক চাহিদা কমলেও প্রতিযোগী কয়েকটি দেশ বাজার ধরে রাখতে বা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

দেশের ভেতরেও একই সময়ে তৈরি পোশাক শিল্প খাতের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে। ঈদুল আজহার ছুটি শেষে সাভার-আশুলিয়াসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের ঘটনা বেড়েছে। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান থাকা আল-মুসলিম গ্রুপের তিনটি কারখানা থেকে ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ছয়টি শিল্পাঞ্চলের ৭৯টি কারখানায় ছাঁটাই হয়েছেন ৭ হাজার ৭৮৪ শ্রমিক। শিল্পসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তথ্য

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বৈশ্বিক পোশাক রফতানিতে দ্বিতীয় স্থান

১ম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সাতটি শিল্পাঞ্চলে ৪৫৭টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। সর্বশেষ বন্ধ হয়েছে ইসলাম গার্মেন্টস (ইউনিট-২)। এসব ঘটনার প্রভাব পড়েছে উৎপাদন ও রফতানিতেও।

গতকাল প্রকাশিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছর শেষ হয়েছে রফতানি কমে যাওয়ার ধারাতে। ১২ মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে নেতিবাচক বা ঋণাত্মক দশমিক ৫৮ শতাংশ। মোট পণ্য রফতানি হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রফতানিতে ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১২ মাসের মধ্যে ৯ মাসই ছিল নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির। অর্থাৎ অর্থবছরের মোট নয় মাসে রফতানি কমার চিত্র দেখা গেছে। জুনে ২৫ দশমিক ৯১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও রফতানিকারকরা বলছেন, সেটি মূলত আগের বছরের নিম্ন ভিত্তির প্রভাব।

রফতানির এ নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির ধারায় সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে দেশের প্রধান রফতানি খাত তৈরি পোশাকে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পোশাক রফতানি কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম। এর মধ্যে নিট পোশাক রফতানি কমেছে ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ওভেন পোশাক কমেছে দশমিক ৬১ শতাংশ। যদিও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং পাট ও পাটজাত পণ্যে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তবে পোশাক খাতের পতন দেশের সামগ্রিক রফতানিকে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে ঠেলে দিয়েছে।

সামগ্রিক পণ্য রফতানি বাজারের চিত্রও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার জার্মানিতে রফতানি কমেছে ১০ দশমিক ৮১ শতাংশ। যুক্তরাজ্যে প্রবৃদ্ধি মাত্র ১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। ইউরোপের অন্যতম বড় বাজার স্পেনে প্রবৃদ্ধি থাকলেও সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় বাজারে চাপ স্পষ্ট।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, দেশের শীর্ষ রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে ইয়াংওয়ান করপোরেশন, হা-মীম গ্রুপ, মন্ডল গ্রুপ, ডিবিএল গ্রুপ, অনন্ত গ্রুপ, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, পলমল গ্রুপ, প্যাসিফিক জিনস গ্রুপ এবং মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ। দেশের মোট রফতানির বড় অংশই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে তাদের উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ক্রয়াদেশের পরিস্থিতি পুরো রফতানি খাতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।

হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'গত অর্থবছর রফতানির গতি ছিল শ্লথ। ভবিষ্যতে অবস্থা কী হবে, তা নির্ভর করছে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।'

দেশের শীর্ষ রফতানিকারক উদ্যোক্তাদের মতে, গত অর্থবছর টিকে থাকাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের হিসাবে পোশাক খাতে প্রকৃতপক্ষে ১০ থেকে ১২ শতাংশের মতো নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির চাপ ছিল। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পুরনো ক্রেতাদের ধরে রাখতে পারলেও নতুন ক্রয়াদেশ প্রত্যাশামতো বাড়েনি। আগামী বছর বড় ব্র্যান্ডগুলোর অর্ডার নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এমএ রহিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন অর্থবছর কেমন যাবে, তা এখনই বলা কঠিন। ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, ইউরোপের দুর্বল অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। জার্মানি ও ইউরোপের বাজার ভালো না থাকলে পোশাকের চাহিদাও বাড়বে না। ডিবিএল ভালো করলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'বর্তমানে বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখাটা বেশ সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামের রফতানি আয় আমাদের চেয়ে বেশি এবং সেখানে আমাদের মতো এত বেশি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি নেই। চীন থেকে সরে আসা অর্ডারের বড় অংশ বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম ভাগ করে নিলেও দ্বিতীয় অবস্থানে টিকে থাকাটা এখন আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।'

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আরিফ অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, 'আমরা বৈশ্বিক ও জাতীয় দুই দিক থেকেই একটি কঠিন সময় সফলভাবে মোকাবেলা করেছি। গত দুই-তিন মাসে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জুনে আমরা ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি। আগামী বছর রফতানিকারকদের জন্য আরো ভালো হবে।'

এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইএবি) ও বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের মতে, জুনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, 'গত বছরের জুনে কোরবানির ঈদের কারণে কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। তাই এবার প্রবৃদ্ধি বেশি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে রফতানি আদেশ বাড়েনি। অমাদের পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আগামী কয়েক মাসে রফতানি খুব বেশি বাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখার চেয়ে এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্য সংযোজন। আমরা যদি দ্বিতীয় অবস্থানে থেকেও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে না পারি কিংবা মূল্য সংযোজন বাড়াতে না পারি, তাহলে সেই অবস্থানের তেমন অর্থ থাকে না।'

মাহমুদ হাসান খান আরো বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন শুল্কনীতি, ইউরোপীয় ইউনিয়নে চীনের রফতানি বৃদ্ধি, ভিয়েতনামের মুক্তবাণিজ্য চুক্তির সুবিধা, ভারত-ইইউ সম্ভাব্য এফটিএ, পণ্যের দরপতন এবং দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস সংকট, উচ্চ সুদহার, বিনিয়োগে স্থবিরতা ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে দুর্বল করছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জ্বালানি, অর্থায়ন, লজিস্টিকস ও নীতিগত সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার বিকল্প নেই।'

বিশ্লেষকরা বলছেন, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বৈশ্বিক পোশাক রফতানিতে দ্বিতীয় অবস্থান শক্তভাবে ধরে রাখলেও এখন আর সেই অবস্থান নিশ্চিত নয়। উৎপাদন সক্ষমতা, বাজার বৈচিত্র্য, মূল্য সংযোজন এবং বিনিয়োগ পরিবেশে দ্রুত উন্নতি না হলে বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান আরো কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে পারে।

বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই ২০২৬,

দেশ রূপান্তর

বিদায়ী অর্থবছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৭.৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বছরজুড়েই রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে ছিল ইতিবাচক ধারা। এই ধারবাহিকতায় বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩ হাজার ৫৫৬ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৩ হাজার ৩২ কোটি ১০ লাখ ডলার। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে প্রবাসীদের পাঠানো আয় বেড়েছে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। গতকাল বুধবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

চলতি বছরের হিসেবে রেমিট্যান্সের প্রবাহে প্রবৃদ্ধি দেখা গেলে গত জুন মাসে সামান্য নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। গত জুনে রেমিট্যান্স এসেছে ২৮০ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে আসা ২৮২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের তুলনায় শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ কম।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন জানান, ৩০ জুন এক দিনেই দেশে ১২ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। তবে এটি প্রাথমিক হিসাব। ব্যাংক হলিডে থাকায় ১১টি ব্যাংকের তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে চূড়ান্ত হিসাবে এ দিনের রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

এদিকে সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে মাসভিত্তিক রেমিট্যান্সের চিত্রে দেখা যায়, গত জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলার, অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ২৪ লাখ ডলার, নভেম্বরে ২৮৮ কোটি ৯৭ লাখ ডলার, ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ১৬ লাখ ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ৩০২ কোটি ডলার, মার্চে ৩৭৫ কোটি ২২ লাখ ডলার, এপ্রিলে ৩১২ কোটি ৭৩ লাখ ডলার, মে মাসে ৩৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং জুনে ২৮০ কোটি ৬ লাখ ডলার।

জানা গেছে, রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ইতিবাচক ধারার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট (গ্রস) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে নিট ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ রয়েছে ৩২ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার।

প্রবাসী আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচটি দেশ। এই তালিকায় রয়েছে সৌদি আরব, ইউএই, ওমান, কুয়েত ও কাতার। পাশাপাশি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রবাসীদের পাঠানো এই অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাজ্য থেকে গত জুনে ৬৪৩ দশমিক ৫৭ মিলিয়ন ডলার দেশে এসেছে, যা একক দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারভিত্তিক দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব থেকে ৫৪৬ দশমিক ৫৭ মিলিয়ন ডলার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৪৬৮ দশমিক ১৬ মিলিয়ন ডলার এসেছে। এ ছাড়া মালয়েশিয়া থেকে ৩০০ দশমিক ১৬ মিলিয়ন ডলার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৬১ দশমিক ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং ওমান থেকে ২০৯ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। ইউরোপের দেশ ইতালি থেকে ১৬৭ দশমিক ২৩ মিলিয়ন ডলার, মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত থেকে ১৬৬ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার, সিঙ্গাপুর থেকে ১৪১ দশমিক ০৬ মিলিয়ন ডলার এবং কাতার থেকে ১২৬ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

অর্থনীতিবিদ ড. মাসরুর রিয়াজ দেশ রূপান্তরকে বলেন, রেমিট্যান্সের এই প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। তবে শুধু রেমিট্যান্স বাড়লেই হবে না, এই অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে হুন্ডির পথ পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে, যাতে এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকে।

সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন দেশ রূপান্তরকে বলেন, ডলারের বিনিময় হার তুলনামূলক বাস্তবসম্মত হওয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। তবে এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর ওপর আরও জোর দিতে হবে। দক্ষ কর্মীরা বেশি আয় করেন, ফলে তারা বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেন।

বিশ্লেষকদের মতে, রেমিট্যান্স প্রবাহের এই ইতিবাচক ধারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে, ডলারের বাজারে চাপ কমাতে এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমকাল শুক্রবার । ৩ জুলাই ২০২৬

গাজীপুরে একের পর এক নিভছে শিল্পের বাতি

ইজাজ আহ্‌মেদ মিলন, গাজীপুর

এক সপ্তাহে বন্ধ ১৩ পোশাক কারখানা

- হাজার হাজার পরিবারের জীবিকার পথ রুদ্ধ হচ্ছে
- বাড়ছে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা

রাজধানীলাগোয়া গাজীপুরকে বলা হয় শিল্পনগরী। ভোর হলেই যেখানে লাখ লাখ শ্রমিকের পদভারে মুখর হয়ে ওঠে সড়ক; সেই গাজীপুরের অনেক কারখানার ফটকে এখন ঝুলছে বন্ধের নোটিশ। কোথাও কারখানার চাকা থেমে গেছে আর্থিক সংকটে, কোথাও শ্রমিক অসন্তোষের জেরে মালিকপক্ষ ঝুলিয়েছে তালা। গত এক সপ্তাহে গাজীপুরে ১৩ পোশাক কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি বন্ধ কারখানার সঙ্গে নিভে যাচ্ছে হাজারো পরিবারের জীবিকার প্রদীপ; বাড়ছে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদ, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরেই ধুঁকছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নানা দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন। সব মিলিয়ে বহু কারখানার মালিক শেষ পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধের পথ বেছে নিয়েছেন।

সবশেষে মহানগরের জরুণ এলাকায় অবস্থিত ইসলাম গার্মেন্টস লিমিটেডে (ইউনিট-২) এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়। রুবিনা বেগম নামে ওই শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। এরপর শ্রমিক আন্দোলনের মুখে কারখানায় ভাঙচুরের শঙ্কা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী ১ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করে। এক সিদ্ধান্তেই প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ হারান।

এরও আগে গাজীপুর সদরের বাঘের বাজার এলাকায় লিথী গ্রুপের পাঁচটি শিল্প ইউনিট একযোগে বন্ধ করা হয়। গত বুধবার রাতে জারি করা নোটিশে গ্যাস-সংযোগ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা, ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, ভবিষ্যৎ অর্ডারের অনিশ্চয়তা, কয়েক বছরের শ্রমিক অসন্তোষ, পণ্যের বিক্রিমূল্য কমে যাওয়া এবং সময়মতো ব্যাংকিং সহায়তা না পাওয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– অ্যাপারেল-২১ লিমিটেড, ফমকম ফ্যাশন লিমিটেড, ফমকম ডাইং লিমিটেড, ফমকম প্রিন্টিং লিমিটেড এবং ফমকম নিটিং লিমিটেড।

বোর্ডবাজার এলাকার ইউনিক ডিজাইনার্স ও ইউনিক ওয়াশিং লিমিটেড স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়ার ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় আসে। এক সিদ্ধান্তে একসঙ্গে ১ হাজার ৮০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। পরিবার চালানো, সন্তানের পড়াশোনা এবং বকেয়া পাওনা আদায়–সবকিছু নিয়েই এখন অনিশ্চয়তায় রয়েছেন তারা। শিল্প পুলিশ, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধির ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও হারিয়ে যাওয়া কর্মসংস্থান ফিরবে কিনা–এর উত্তর নেই। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসাইন জানান, আর্থিক সংকটসহ নানা সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষ কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। কারখানা বন্ধের ফলে শ্রমিকদের সার্ভিস বেনিফিট, বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধের বিষয়ে উভয়পক্ষের সম্মতিতে ১১টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রায় এক দিনেই তালা পড়ে চার কারখানায়। সেগুলো হলো–এপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলস লিমিটেড, এপেক্স টেক্সটাইল প্রিন্টিং মিলস লিমিটেড, এপেক্স লন্ড্রি মিলস লিমিটেড ও এপেক্স ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড। শ্রমিকের সার্ভিস বেনিফিট-সংক্রান্ত দাবি ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশে বলা হয়, ২২ জুন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানাগুলোর সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বলা হয়, শ্রমিকের একটি অংশ আইনবহির্ভূত দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে কারখানায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী, চারটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

গাজীপুর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে আরও ২টি কারখানা বন্ধের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এগুলো হলো মহানগরের কড্ডা-নাওজোড় এলাকার ফ্যাশন লিংকার্স লিমিটেড ও কাশিমপুর এলাকার কোরটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড।

গাজীপুর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক প্রকৌশলী এম. এম. মামুন-অর-রশিদ বলেন, বন্ধ কারখানাগুলো আবার উৎপাদনে যাবে–এমনটাই আমরা আশা করছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন বুধবার ॥ ৮ জুলাই ২০২৬

বিসিক শিল্পে রপ্তানি নেমেছে অর্ধেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাড়ছে খালি প্লটের সংখ্যা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) শিল্পনগরীগুলোতে গত চার বছরে রপ্তানি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। একই সময়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ বাড়লেও রপ্তানি আয় কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। পাশাপাশি শিল্পনগরীগুলোতে খালি প্লটের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে, যা নতুন বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিসিকের তথ্যানুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে বিসিকের আওতাধীন ৮৮৭টি রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৪৬ হাজার ২৯৩ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। তখন এসব প্রতিষ্ঠানে মোট বিনিয়োগ ছিল ৪৩ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা এবং দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ১০ শতাংশ আসে বিসিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বেড়ে গেলেও রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ৯৪৭ কোটি টাকায়। ফলে জাতীয় রপ্তানি আয়ে বিসিক শিল্পের অবদান ১০ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা হালকা প্রকৌশল, খাদ্য ও খাদ্য

বিসিক শিল্পে রপ্তানি

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] প্রক্রিয়াজাতকরণ, বস্ত্র, পাট ও পাটজাত পণ্য, কাচ ও সিরামিক, কাগজ, চামড়া, ওষুধসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি মির্জা নূরুল গণি শোভনের মতে রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছেন, যা তাঁদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। এদিকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত বিসিকের ১৩ হাজার ৩৬৪টি শিল্প প্লটের মধ্যে ১ হাজার ৬৬৭টি খালি রয়েছে। এক বছর আগে, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে খালি প্লট ছিল ১ হাজার ৭৭৬টি। এ সময়ে মাত্র ৩৭৩টি প্লট নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের জুনে খালি প্লটের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১৩৯টি, আর ২০২৩ সালের এপ্রিলে ছিল ১ হাজার ৩টি।

সবচেয়ে বেশি ২৩৭টি খালি প্লট রয়েছে সিরাজগঞ্জ শিল্পনগরীতে। এ ছাড়া রাজশাহী শিল্পনগরী-২-এ ১৯, চুয়াডাঙ্গায় ১৮ ও বরগুনা শিল্পনগরীতে ১৫টি প্লট খালি রয়েছে।

বিসিক চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'প্রকৃত উদ্যোক্তার অভাব এবং নতুন শিল্প প্লট যুক্ত হওয়ায় খালি প্লটের সংখ্যা বাড়ছে। তবে যেসব প্লট খালি রয়েছে, সেগুলো দ্রুত বরাদ্দের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।' এদিকে রবিবার শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বিসিক কর্মকর্তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে খালি প্লটের তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২১ আষাঢ় ১৪৩৩, ৫ জুলাই ২০২৬

সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিল দুই বছর ধরে বন্ধ

রক্ষণাবেক্ষণে মাসে ব্যয় ৭০ লাখ টাকা

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

উৎপাদন নেই, তবু থেমে নেই ব্যয়। দুই বছর ধরে বন্ধ থাকা সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে সরকারের প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ লাখ টাকা। বছরে এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৮ কোটিরও বেশি। অথচ সেখান থেকে সরকারের আয় শূন্য। এদিকে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরছে আর কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন হাজারো শ্রমিক। শ্রমিক, কৃষক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মিলটি দ্রুত চালুর দাবি দিন দিন জোরালো হচ্ছে।

জানা যায়, ১৯৬০ সালে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার রায়পুর এলাকায় প্রায় ৭৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নর্দান পিপলস জুট মিল। স্বাধীনতার পর জাতীয়করণের মাধ্যমে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কওমি জুট মিল, পরে যা জাতীয় জুট মিল নামে পরিচিতি পায়। একসময় প্রতি মাসে ৫০ থেকে ৬০ টন পাট সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা হতো। দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এসব পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

দীর্ঘদিন লাভজনকভাবে চললেও নানা কারণে ২০০৭ সালে প্রথম বার মিলটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে ২০১১ সালে পুনরায় চালু হলেও সংকট কাটেনি। পরে ২০২০ সালের ১ জুন লোকসান, ঋণের বোঝা ও কাঁচামাল সংকটের অজুহাতে আবারও উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২০২২ সালে একটি প্রতিষ্ঠান ২০ বছরের জন্য মিলটি লিজ নিয়ে উৎপাদন শুরু করলেও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস বকেয়া রেখেই ২০২৪ সালে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

জাতীয় জুট মিল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও মিলটির নিরাপত্তা, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় মিলিয়ে প্রতি মাসে সরকারের খরচ হচ্ছে প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ লাখ টাকা।

সিরাজগঞ্জ জেলা শ্রমিক দলের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি বিশা শেখ বলেন, জাতীয় জুট মিল শুধু একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি জেলার অর্থনীতি, পাটচাষি ও হাজারো শ্রমিকের জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মিলটি চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে, কৃষক ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় জুট মিলের মজদুর ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, সরকারের উচিত দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে মিলটি পুনরায় চালু করা। এতে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় অর্থনীতি সবাই উপকৃত হবে।

সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মিলটি বন্ধ থাকায় শুধু হাজারো শ্রমিকই কর্মহীন হননি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পাটচাষি, ব্যবসায়ী, পরিবহন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য মানুষ। বর্তমান সময়ে পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের বিশ্ববাজারে চাহিদা বাড়ছে। তাই সরকারের উচিত দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে জাতীয় জুট মিল পুনরায় চালু করা।

জাতীয় জুট মিলের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন জানান, মিলটি বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনে রয়েছে। বর্তমানে ১৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের বেতন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খাতে প্রতি মাসে প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। তবে নতুন করে লিজ দেওয়ার উদ্যোগ চলছে। উপযুক্ত বিনিয়োগকারী পাওয়া গেলে পুনরায় উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে। এছাড়া দেশের কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল পুনরায় চালুর বিষয়েও সরকারের উদ্যোগ রয়েছে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

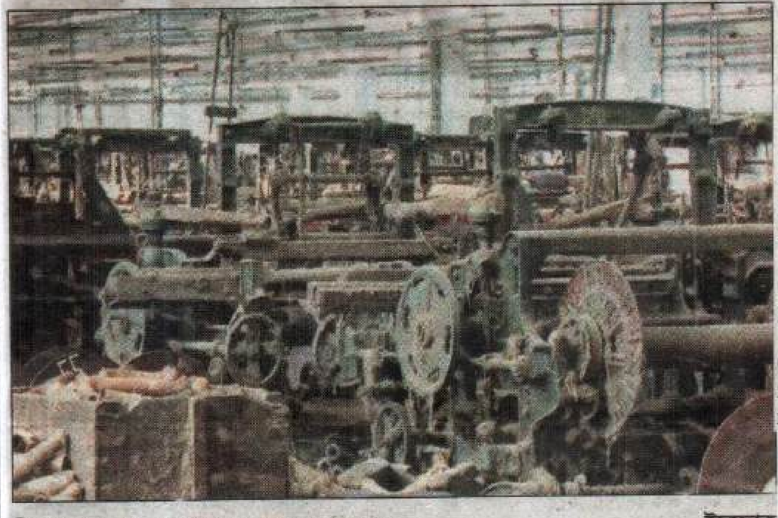

সিরাজগঞ্জ : বন্ধ থাকা মিলের যন্ত্রাংশে মরিচা ধরছে —ইত্তেফাক

THE BUSINESS STANDARD
WEDNESDAY 08.07.2026

Malaysia reopens labour market for Bangladeshis, others to follow soon: Minister

MIGRATION - SYLHET

TBS REPORT

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Chowdhury has said Malaysia has reopened its labour market for Bangladeshi workers and several other overseas destinations, including key Middle Eastern countries, are expected to follow soon.

"Malaysia reopened its labour market yesterday. The Middle Eastern markets will also reopen very soon," the minister told reporters after meeting US Ambassador to Bangladesh Brent T Christensen at the Sylhet Circuit House yesterday.

He said Bangladesh also expects labour markets in Japan, South Korea, Oman, Mauritius and Saudi Arabia to reopen in the near future.

Ariful Haque said his meeting with the US ambassador focused on Bangladesh-US relations, economic cooperation and the development of the Sylhet region.

The two sides discussed Sylhet's development, bilateral trade and investment, and the contribution of Bangladeshi expatriates living in the United States, he said.

Malaysia reopens

CONTINUED FROM PAGE 3

The meeting was attended by Labour and Employment Secretary Md Abdur Rahman Tarafder, Acting Deputy Commissioner of Sylhet Pinki Saha and other senior officials.

Earlier in the day, Ambassador Christensen met Commerce, Industries, Textiles and Jute Minister Khandaker Abdul Muktadir in Sylhet. They discussed prospects for increasing US investment in the Sylhet region, expanding bilateral trade and strengthening economic cooperation, alongside the contribution of the Bangladeshi diaspora in the US. Speaking after the meeting, the commerce minister said the discussions also covered Sylhet's cultural heritage, tourism potential and opportunities to accelerate the region's development by leveraging US technological expertise.

He expressed hope that such engagements would further deepen Bangladesh-US friendship, strengthen people-to-people ties and promote greater economic cooperation.

The ambassador later held a separate meeting with Sylhet City Corporation Administrator Abdul Qayyum Chowdhury before visiting several of the city's landmarks, including the historic Keane Bridge, Ali Amjad's Clock and the Chandnighat area.

সমকাল ■ শুক্রবার | ৩ জুলাই ২০২৬

দুই বছরে পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানা বন্ধ

রপ্তানি আয়ের সঙ্গে নতুন আদেশ কমছে

- কাজ হারিয়েছেন দেড় লাখ পোশাক শ্রমিক, কাজ হারানোর ঝুঁকিতে অনেকে
- বন্ধের প্রধান কারণ গ্যাস-বিদ্যুতের অভাব এবং উৎপাদন সক্ষমতা কমে আসা

শিল্পকারখানা বন্ধের অভিঘাত পড়তে পারে অর্থনীতিতে

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

গ্যাস-বিদ্যুৎ পাওয়া না গেলে ঋণ সহায়তা দিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না

মাহমুদ হাসান খান বাবু
সভাপতি, বিজিএমইএ

আবু হেনা মুহিব

গত দুই বছরে পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এই হিসাব শিল্প পুলিশ ও উদ্যোক্তা সংগঠনগুলোর। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্যাস-বিদ্যুতের অভাব এবং সে কারণে উৎপাদন সক্ষমতা কমে আসা। এমন পরিস্থিতিতে আরও অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

উদ্যোক্তা ও শ্রমিক নেতারা বলছেন, কারখানা বন্ধের কারণে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। শুধু পোশাক খাতেই কাজ হারিয়েছেন দেড় লাখ শ্রমিক। অন্যান্য খাত হিসাবে নিলে এ সংখ্যা অনেক বড় হবে।

শিল্পকারখানা বন্ধ হওয়ার প্রভাবে রপ্তানি আয়ও কমছে। সদ্যসমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আগের অর্থছরের চেয়ে ১ শতাংশের মতো কমেছে। আর রপ্তানি আয় কমেছে আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। পাশাপাশি এই সময়ে নতুন রপ্তানি আদেশ কমেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ উপাত্ত বলছে, গত অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি মাত্র ২ দশমিক ৮৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

শিল্পকারখানা বন্ধ হওয়া দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের অভিঘাত বলছেন অর্থনীতিবিদরা। গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, এত শিল্পকারখানা বন্ধ থাকা এবং আরও বড় সংখ্যক কারখানা বন্ধের ঝুঁকিতে থাকা দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্য অনেক বড় অভিঘাত। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তাঁর মতে, সরকার প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করলেও অনেক শিল্পকারখানাই এখন আর উৎপাদনে ফেরার মতো অবস্থায় নেই। কিছু কারখানার জন্য টাকাই যথেষ্ট নয়। তাদের জন্য 'এক্সিট পলিসি' নেওয়া যেতে পারে। আর প্রণোদনায় প্রাণ ফিরবে এমন কারখানায় পরিচালন পুজি জোগান ও গ্যাস-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকের একটু ভালো রাখার জন্য শিল্প এলাকায় ওএমএস কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা দরকার।

কাজ হারিয়েছেন দেড় লাখ শ্রমিক

ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম। ১৩০টি দেশে তাদের কার্যক্রম রয়েছে। প্ল্যাটফর্মটির বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সম্পাদক বাবুল আখতার মনে করেন, দুই বছরে বন্ধ কারখানার প্রকৃত সংখ্যা ৫০০ নয়, এর দ্বিগুণ হবে। বড় কারখানার বাইরে ছোট কারখানা বন্ধ হলে সরকারি সংস্থা বা বাহিনী তা নথিভুক্ত করে না। তাঁর দাবি, গত দুই বছরে শুধু পোশাক খাতেই দেড় লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।

উদ্যোক্তা ও শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, কারখানা বন্ধের প্রধান কারণ গ্যাস-বিদ্যুতের অভাব এবং উৎপাদন সক্ষমতা কমে আসা। কিছু কারখানার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা ও সময়মতো শিপমেন্ট করতে না পারা বন্ধ হওয়ার কারণ। আন্তর্জাতিক কারণের মধ্যে রয়েছে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলাকে কেন্দ্র করে জ্বালানিসহ বিশ্ববাজারে অস্থিরতা; রাশিয়া, ইউক্রেনের যুদ্ধের অভিঘাত, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপ এবং এর জেরে বিশ্ববাণিজ্যের ওলট-পালট পরিস্থিতি ও বিশ্ববাজারে নিম্নমুখী চাহিদা।

পরিসংখ্যান কী বলে

শিল্প পুলিশের হিসাবে ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত দুই বছরে ৪৫৭টি শিল্পকারখানা বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে ১৭০টি। বাকি ২৮৭টি পোশাকবহির্ভূত। বন্ধ হওয়ার তালিকায় তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানা ১০৮টি, নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর কারখানা ৩৫টি, বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর কারখানা আটটি। বাকি ১৯টি বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ বা বেপজার অধিভুক্ত কারখানা।

তবে শিল্প পুলিশের তথ্যের সঙ্গে পোশাক ও বস্ত্র খাতের তিন সংগঠনের তথ্যের ফারাক রয়েছে। বিজিএমইএর উপাত্ত বলছে, দুই বছরে সংগঠনের ২২১টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর সর্বাধিক ১৪১টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। আগের বছর ২০২৪ সালে বন্ধ হয় ৭৭টি কারখানা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম জোন মিলে বিজিএমইএর সদস্য কারখানা এখন ২ হাজার ১২৭টি।

শিল্পাঞ্চলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট

গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া ও চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। চাহিদার তুলনায় সাভার ও আশুলিয়ার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর সরবরাহ প্রায় ৪০ শতাংশ কম। ফলে লোডশেডিংয়ের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ না থাকলে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে জেনারেটর চালাতে হয়। সে ক্ষেত্রেও গ্যাস ও ডিজেল চাহিদামতো না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি দাম বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

এ ছাড়া নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় অনেক কারখানা উৎপাদনে যেতে পারছে না। চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের ডজন খানেক স্টিল রি-রোলিং মিল এবং সিরামিক কারখানা গ্যাসের চাপ সংকটের কারণে তাদের চুল্লি ঠিকমতো চালু রাখতে পারছে না।

আরও কারখানা ঝুঁকিতে

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, বন্ধ হওয়া দুই শতাধিক কারখানার বাইরে আরও দুই শতাধিক কারখানা বন্ধের ঝুঁকিতে রয়েছে। কারখানাগুলো এখন আংশিক সচল। যে কোনো সময় এগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকারের প্রণোদনা তহবিল থেকে ঋণ পাওয়ার আগ্রহ দেখানো এই ৪০০ কারখানার সক্ষমতা যাচাইয়ে দুটি অডিট ফার্মকে এরই মধ্যে কাজ দেওয়া হয়েছে। কারখানাগুলো পরিদর্শন করে বিজিএমইএর কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে তারা। অডিট ফার্মগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে বিজিএমইএ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তালিকা দিয়ে ঋণ সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ জানাবে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'যদি আমাকে ৫০০ বার প্রশ্ন করেন, শিল্পের জন্য কী চান? প্রতিবারই আমি বলব নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ।' গ্যাস-বিদ্যুৎ পাওয়া না গেলে ঋণ সহায়তা দিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।'

বিটিএমএ সূত্রে জানা গেছে, সংগঠনের সদস্য ২৩৪টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। অবশ্য এই হিসাব ২০১৯ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত। বন্ধ কারখানার মধ্যে ১১৪টি স্পিনিং অর্থাৎ সুতা উৎপাদনের কারখানা। বন্ধ থাকা বাকি কারখানাগুলো কাপড় তৈরি, ডায়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিংয়ের। বন্ধ হওয়ার পর বিটিএমএর কারখানার সংখ্যা এখন ১ হাজার ৮৬৯টি। বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল সম্প্রতি জানিয়েছেন, তাঁরই পাঁচটি স্পিনিং মিল বন্ধ রয়েছে।

বিটিএমএ সূত্র জানিয়েছে, কারখানা বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি ১ হাজার ১২১ কারখানায় আংশিক উৎপাদনে রয়েছে। সক্ষমতার প্রায় অর্ধেক উৎপাদন হচ্ছে কারখানাগুলোতে। বিজিএমইএর এ মুহূর্তে আংশিক সচল কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৩২১টি। আংশিক চালু কারখানাগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

আশুলিয়ার লিটিল স্টার স্পিনিং মিল দীর্ঘদিন ধরে সক্ষমতার ৫০ শতাংশ কম উৎপাদন করছে। মিলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আলম সমকালকে বলেন, তাঁর কারখানায় গ্যাসের চাপ থাকার কথা ১০ পিএসআইজি। অথচ বেশির ভাগ দিনই ১ বা ২ পিএসআইজির বেশি থাকে না। এ কারণে মেশিন চালু করা যায় না। কোনো রকমে সক্ষমতার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন চালু রাখার চেষ্টা করছেন তিনি।

রপ্তানি আদেশ কমছে

রপ্তানি আদেশের পরিস্থিতি বোঝা যায় ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন- ইউডির উপাত্তে। রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর পোশাক উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি করে থাকে কারখানাগুলো। আদেশে উল্লিখিত পোশাকের পরিমাণ অনুযায়ী কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তার সনদ হচ্ছে ইউডি। এ সনদ সরকারের পক্ষে পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ দিয়ে থাকে।

উপাত্তে দেখা যায়, আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে রপ্তানি ইউডি সংখ্যা ও অর্থমূল্যে ব্যাপক হারে কমেছে। গত বছরের মার্চ মাসে ইউডির সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৬৯৭টি। অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৫ কোটি ডলার। এ বছরের মার্চে ইউডি কমে হয়েছে ২১ হাজার ৪৪১টি। অর্থমূল্য ২০০ কোটি ডলারের কিছু কম।

গত বছরের এপ্রিলে ইউডির সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৪৮৮টি। এর বিপরীতে পণ্যের অর্থমূল্য ছিল ২৩৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার। এ বছরের এপ্রিলে ইউডি ছিল ২৭ হাজার ৫১৫টি। অর্থমূল্য ২৮৫ কোটি ডলারের কম। গত বছরের মে মাসে ইউডি ছিল ২৬ হাজার ৫৪১টি। অর্থের পরিমাণ ২২৭ কোটি ডলার। এ বছরের একই মাসে ইউডি কমে হয় ২৬ হাজার ৬৮টি। অর্থমূল্য কমে দাঁড়ায় ২৫৪ কোটি ডলার। গত বছরের জুনে ছিল ১৮ হাজার ৩৭২টি। অর্থের পরিমাণ ছিল ২২৭ কোটি ডলারের বেশি, যা গেল জুনে হয়েছে ১৭৯ কোটি ডলার।

NEW AGE বণিক বাজার WEDNESDAY, JULY 8, 2026,

Apparel exports to major markets drop in FY26

Saddam Hossain

BANGLADESH'S ready-made garment export earnings registered a mixed performance across major destinations in the financial year 2025–26, with gains in some markets unable to offset an overall decline in total earnings.

According to the Export Promotion Bureau's country-wise detailed export data, the country's RMG manufacturers earned $38.70 billion in FY26, a 1.64 per cent decline from $39.35 billion in FY25.

In FY26, Bangladesh's merchandise exports reached $48 billion, with the RMG sector contributing about 81 per cent of total export earnings.

Both major product categories contributed to the overall fall, with knitwear exports declining 2.53 per cent to $20.62 billion from $21.16 billion, and woven garment exports slipping 0.61 per cent to $18.08 billion from $18.19 billion.

According to the EPB data, Bangladesh exported RMG items worth $19.06 billion to European Union countries in FY26, down 3.31 per cent from $19.71 billion in FY25.

The EU's share of the country's total RMG earnings also slipped below the halfway mark for the first time in recent years, falling to 49.25 per cent from 50.10 per cent a year earlier.

In contrast, earnings from the United States, the single largest individual destination for the country's exporters, rose 2.63 per cent to $7.74 billion in FY26 from $7.55 billion in FY25, lifting the US share of total revenue to 20.01 per cent from 19.18 per cent.

Bangladesh also secured growth from the UK and Canada. Exports to the UK rose very slightly by 0.91 per cent to $4.39 billion from $4.35 billion, with its share edging up to 11.34 per cent from 11.05 per cent, while shipments to Canada grew by 3.20 per cent to

Country / Region	FY26	FY25	Change (%)
US	7745	7545	+2.63
Germany	4381	4950	-11.50
UK	4389	4349	+0.91
Spain	3602	3389	+6.00
France	1968	2156	-8.74
Netherlands	2170	2088	+3.91
Italy	1420	1539	-7.78
Overall EU	19060	19712	-3.31
Canada	1344	1302	+3.20
Nontraditional markets	6164	6437	-4.25

In million dollar

Source: EPB

Continued from B1

$1.34 billion from $1.30 billion, taking its share to 3.47 per cent from 3.31 per cent.

Among the EU countries, Germany remained Bangladesh's largest export destination despite a steep 11.50 per cent decline to $4.38 billion in FY26 from $4.95 billion in FY25, according to the EPB data.

Performance across the bloc's other major buyers was similarly uneven.

Spain posted growth of 6 per cent to $3.60 billion, and the Netherlands rose 3.91 per cent to $2.17 billion, while France fell 8.74 per cent to $1.97 billion and Italy declined 7.78 per cent to $1.42 billion.

Poland, meanwhile, grew 9.80 per cent to $1.87 billion, underlining the divergence in demand from one EU market to the next.

Regarding apparel exports, countries such as the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the UAE, Malaysia, Brazil, and Mexico are among the major non-traditional export destinations.

In FY26, overall export earnings from non-traditional markets fell 4.25 per cent to $6.16 billion from $6.44 billion in FY25, with the segment's share of total RMG exports easing to 15.93 per cent from 16.36 per cent — though the picture again varied sharply by country.

Japan remained the leading non-traditional destination despite a 4.28 per cent decline to $1.13 billion, while Australia fell 9.14 per cent to $739.23 million and India dropped 11.40 per cent to $570.77 million.

Turkey and South Korea also posted declines, down 10.90 per cent to $400.87 million and 10.81 per cent to $367.08 million, respectively, while Russia recorded the steepest fall among major markets, plunging 29.88 per cent to $228.78 million from $326.28 million.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Mahmud Hasan Khan said the overall annual decline underscored persistent struggles, including uncertainty over the US tariff and intensifying competition in the EU market.

He also added that India and Vietnam continued to benefit from their respective free trade agreements with the EU, eroding Bangladesh's competitiveness in key markets.

On the domestic front, he said, the energy crisis — particularly the acute gas shortage — had forced factories to operate well below capacity, reducing efficiency and adding to financial pressure on manufacturers.

Capital machinery imports for the garment and textile sectors had also declined in recent months, he noted, signalling a slowdown in capacity expansion.

'The cost of doing business has also escalated alarmingly, with bank interest rates hovering above fourteen to fifteen per cent, recurrent electricity tariff hikes, and the compounding burden of annual wage increments,' he added.

These combined pressures had left many manufacturers in a precarious position, with a significant number already shutting down operations, he added.

Echoing similar concerns, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association executive president Fazlee Shamim Ehsan said overall exports had declined due to weak global demand and inadequate prices offered by buyers despite sharp increases in the costs of wages, yarn, dyes, chemicals, energy and other production inputs.

He also said that many factories had incurred losses or shut down altogether, contributing to the country's overall negative export performance.

Mahmud Hasan Khan said the overall trend highlighted the urgent need for structural reforms in energy, finance, logistics and trade policy to safeguard Bangladesh's competitiveness in an increasingly challenging global market.

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই ২০২৬
২৫ আষাঢ় ১৪৩৩

আরও ভয়াবহ হচ্ছে গ্যাস সংকট

কয়েকশ কারখানা বন্ধের আশঙ্কা

উৎপাদন নেমে আসতে পারে অর্ধেকে, কাজ হারাতে পারেন অসংখ্য শ্রমিক

বর্তমানে ৪০০ কোটি ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ মাত্র ২৬৫ কোটি

শাহেদ সিদ্দিকী

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমছে। এতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভয়াবহ গ্যাস সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশ। সরবরাহ বাড়াতে সরকারের দৃশ্যমান বড় কোনো উদ্যোগ না থাকায় আগামী বছর থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে কয়েকশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার চরম আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অথবা এসব কারখানার উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। এতে কাজ হারাতে পারেন অসংখ্য শ্রমিক ও কর্মচারী। ইতোমধ্যে গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন আবাসিক গ্রাহকরাও। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশের অর্থনীতিতে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে বলে সতর্ক করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

তিতাস গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ রোববার যুগান্তরকে বলেছেন, গ্যাসের চাপ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশের সব শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য গ্রাহক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের সরবরাহ দৈনিক ৭ কোটি ঘনফুট বাড়ানো হয়েছিল। এতে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, আশুলিয়া, চন্দ্রা, ধনুয়া, রাজেন্দ্রপুর ও কোনাবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশ শিল্পকারখানায় চরম গ্যাস সংকট দেখা দেয়। একই কারণে রাজধানীর কিছু বাসাবাড়িতেও জ্বলে না গ্যাসের চুলা।

দেশে এখন গ্যাসের চাহিদা দৈনিক প্রায় ৪০০ কোটি ঘনফুট। শনিবার সারা দেশে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হয়েছে মাত্র ২৬৫ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুট। এর মধ্যে আবার আমদানি করা এলএনজি ১০৩ কোটি ২৩ লাখ ঘনফুট। সরকারি হিসাবে, শুধু তিতাস এলাকায় শিল্পকারখানা ও ক্যাপটিভ সংযোগ আছে ৪ হাজার ৫০০টির বেশি। এর মধ্যে এখনই কয়েকশ কারখানা গ্যাসের অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তারা যুগান্তরকে জানান, ২০২৯ সালের মধ্যে আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বসাতে সরকার চেষ্টা করছে। যাতে ওই সময়ে আরও ৬০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা যায়। তবে কোন কোম্পানিকে ওই টার্মিনাল বসানোর কাজ দেওয়া হবে তার কোনো সিদ্ধান্ত গত ৫ মাসেও নিতে পারেনি সরকার।

সরকার এখনই নতুন শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগ দিতে চাপে আছে। সম্প্রতি জ্বালানি বিভাগ এক রিপোর্টে জানিয়েছে, ডিমান্ড নোটের টাকা জমা দিয়ে বছরের পর বছর গ্যাস সংযোগের জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অপেক্ষা করছে ৫৫০টি শিল্পকারখানা। এছাড়া আরও এক হাজার ৩০০টির মতো নতুন শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগের আবেদন বছরের পর বছর পড়ে আছে। এই ১৮০০ শিল্পগ্রাহককে সংযোগ দিতে হলে অতিরিক্ত গ্যাসের দরকার হবে ৪০ কোটি ঘনফুটের বেশি।

পেট্রোবাংলা সূত্র জানিয়েছে, সারা দেশে ধীরে ধীরে গ্যাসের সরবরাহ দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। ভয়াবহ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। প্রতিবছর দেড় কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস উৎপাদন কমছে বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে। কিন্তু চাহিদা বাড়ছে তার কয়েকগুণ হারে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এখন দেশে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে (আমদানি করা গ্যাসসহ) ২৬৫ কোটি ঘনফুট। আগামী বছরের জুনে এই সরবরাহ ২৬০ কোটি ৭০ লাখে নামবে। ২০২৮ সালে এই সরবরাহ আরও কমে ২৫৭ কোটি ঘনফুটে পৌঁছবে। অথচ তখন চাহিদা থাকবে ৫০০ কোটি ঘনফুটের বেশি। সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো, ওই বছরের শেষে দেশের ২২ ক্ষেত্রের উৎপাদন নেমে আসবে দৈনিক ৮৫ কোটি ঘনফুটে। যা এখন আছে ১৬৫ কোটি ঘনফুট।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২৯ সালে ভোলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দৈনিক ২১ কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কতটুকু হবে তার কোনো ঠিক নেই। এর মধ্যে ভোলা ক্ষেত্রের গ্যাস বরিশাল হয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আনার জন্য গ্যাস লাইন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সেই পাইপলাইন কবে বসবে তা এখনো ঠিক হয়নি।

ভোলা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কূপ খনন করে গ্যাসের উৎপাদন ২০২৯ সালের মধ্যে বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে পেট্রোবাংলা। কিন্তু গত ৪ বছরে ২০টির বেশি কূপ খনন করে ৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসও সরবরাহ বাড়াতে পারেনি সংস্থাটি। জানা গেছে, গ্যাস সরবরাহ বা উৎপাদন বাড়ানোর মতো বড় কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের। মে মাসে সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই দরপত্র জমা হবে নভেম্বরে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো বঙ্গোপসাগরে কূপ খননে আগ্রহী হলে তাদের সঙ্গে সমঝোতা এবং অন্যান্য সব প্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ সময় লাগবে।

দেশীয় ক্ষেত্রগুলোর উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ : পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী, দেশে এখন ২২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপাদন হয় মার্কিন কোম্পানি শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে। ওই ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে গ্যাস উৎপাদন হতো দৈনিক ১২০ কোটি ঘনফুট। এখন সেই উৎপাদন নেমে এসেছে ৭৪ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুটে। আগামী বছর তা আরও কমে যাবে। তবে সবচেয়ে বেশি কমবে ২০৩০ সালের পর। এ ছাড়া 'তিতাস ক্ষেত্রে' উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ৫৪ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট। এখন কমে ৩২ কোটি ৭০ লাখ ঘনফুট হয়েছে। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে ২২ কোটি ৫০ লাখ ঘনফুটের উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও এখন তা ১০ কোটি ২০ লাখ ঘনফুটে নেমেছে। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ৪ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুটের স্থলে ১ কোটি ৯৪ লাখ ঘনফুট, ফেঞ্চুগঞ্জ ২ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুটের স্থলে উৎপাদন করছে ২৬ কোটি ঘনফুট। মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র এক সময় ৪ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট উৎপাদন করলেও এখন করছে ১ কোটি ৫৯ লাখ ঘনফুট। বাংগুরা ক্ষেত্রে ১০ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুট উৎপাদনের রেকর্ড থাকলেও এখন করছে ৩ কোটি ১০ লাখ ঘনফুট এবং সিলেট গ্যাসক্ষেত্র ১ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুটের স্থলে উৎপাদন করছে ৬৭ লাখ ঘনফুট। এভাবে আস্তে আস্তে সব ক্ষেত্রে গ্যাসের প্রদীপ নিভে আসছে।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন ১৭৪ বাংলাদেশি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

লিবিয়ার বেনগাজীর গানফুদা ডিটেনশন সেন্টার এবং ত্রিপোলির তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি থাকা ১৭৪ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে বুরাক এয়ারের ফ্লাইটে তারা বাংলাদেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনে। তাদের বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশে লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে মানব পাচারকারীদের দ্বারা অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা ফিরে আসা বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময়ের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলেছে

—প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

সিলেট ব্যুরো

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলেছে। সোমবার খুলে গেছে এ শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যেও আমাদের শ্রমবাজার দ্রুতই খুলে যাবে। বাকিগুলোও দ্রুত খুলবে। মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট সার্কিট হাউজে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন মন্ত্রী।

?সাংবাদিকদের কাছে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক উন্নয়নকে এই ধরনের আলোচনা আরও গতিশীল করবে। বৈঠকে সিলেটের সার্বিক উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানান তিনি।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই ২০২৬
২৫ আষাঢ় ১৪৩৩

আরও ভয়াবহ হচ্ছে গ্যাস সংকট

কয়েকশ কারখানা বন্ধের আশঙ্কা

উৎপাদন নেমে আসতে পারে অর্ধেকে, কাজ হারাতে পারেন অসংখ্য শ্রমিক

বর্তমানে ৪০০ কোটি ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ মাত্র ২৬৫ কোটি

শাহেদ সিদ্দিকী

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমছে। এতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভয়াবহ গ্যাস সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশ। সরবরাহ বাড়াতে সরকারের দৃশ্যমান বড় কোনো উদ্যোগ না থাকায় আগামী বছর থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে কয়েকশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার চরম আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অথবা এসব কারখানার উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। এতে কাজ হারাতে পারেন অসংখ্য শ্রমিক ও কর্মচারী। ইতোমধ্যে গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন আবাসিক গ্রাহকরাও। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশের অর্থনীতিতে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে বলে সতর্ক করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

তিতাস গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ রোববার যুগান্তরকে বলেছেন, গ্যাসের চাপ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশের সব শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য গ্রাহক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের সরবরাহ দৈনিক ৭ কোটি ঘনফুট বাড়ানো হয়েছিল। এতে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, আশুলিয়া, চন্দ্রা, ধনুয়া, রাজেন্দ্রপুর ও কোনাবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশ শিল্পকারখানায় চরম গ্যাস সংকট দেখা দেয়। একই কারণে রাজধানীর কিছু বাসাবাড়িতেও জ্বলে না গ্যাসের চুলা।

দেশে এখন গ্যাসের চাহিদা দৈনিক প্রায় ৪০০ কোটি ঘনফুট। শনিবার সারা দেশে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হয়েছে মাত্র ২৬৫ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুট। এর মধ্যে আবার আমদানি করা এলএনজি ১০৩ কোটি ২৩ লাখ ঘনফুট। সরকারি হিসাবে, শুধু তিতাস এলাকায় শিল্পকারখানা ও ক্যাপটিভ সংযোগ আছে ৪ হাজার ৫০০টির বেশি। এর মধ্যে এখনই কয়েকশ কারখানা গ্যাসের অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তারা যুগান্তরকে জানান, ২০২৯ সালের মধ্যে আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বসাতে সরকার চেষ্টা করছে। যাতে ওই সময়ে আরও ৬০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা যায়। তবে কোন কোম্পানিকে ওই টার্মিনাল বসানোর কাজ দেওয়া হবে তার কোনো সিদ্ধান্ত গত ৫ মাসেও নিতে পারেনি সরকার।

সরকার এখনই নতুন শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগ দিতে চাপে আছে। সম্প্রতি জ্বালানি বিভাগ এক রিপোর্টে জানিয়েছে, ডিমান্ড নোটের টাকা জমা দিয়ে বছরের পর বছর গ্যাস সংযোগের জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অপেক্ষা করছে ৫৫০টি শিল্পকারখানা। এছাড়া আরও এক হাজার ৩০০টির মতো নতুন শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগের আবেদন বছরের পর বছর পড়ে আছে। এই ১৮০০ শিল্পগ্রাহককে সংযোগ দিতে হলে অতিরিক্ত গ্যাসের দরকার হবে ৪০ কোটি ঘনফুটের বেশি।

পেট্রোবাংলা সূত্র জানিয়েছে, সারা দেশে ধীরে ধীরে গ্যাসের সরবরাহ দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। ভয়াবহ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। প্রতিবছর দেড় কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস উৎপাদন কমছে বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে। কিন্তু চাহিদা বাড়ছে তার কয়েকগুণ হারে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এখন দেশে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে (আমদানি করা গ্যাসসহ) ২৬৫ কোটি ঘনফুট। আগামী বছরের জুনে এই সরবরাহ ২৬০ কোটি ৭০ লাখে নামবে। ২০২৮ সালে এই সরবরাহ আরও কমে ২৫৭ কোটি ঘনফুটে পৌঁছবে। অথচ তখন চাহিদা থাকবে ৫০০ কোটি ঘনফুটের বেশি। সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো, ওই বছরের শেষে দেশের ২২ ক্ষেত্রের উৎপাদন নেমে আসবে দৈনিক ৮৫ কোটি ঘনফুটে। যা এখন আছে ১৬৫ কোটি ঘনফুট।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২৯ সালে ভোলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দৈনিক ২১ কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কতটুকু হবে তার কোনো ঠিক নেই। এর মধ্যে ভোলা ক্ষেত্রের গ্যাস বরিশাল হয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আনার জন্য গ্যাস লাইন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সেই পাইপলাইন কবে বসবে তা এখনো ঠিক হয়নি।

ভোলা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কূপ খনন করে গ্যাসের উৎপাদন ২০২৯ সালের মধ্যে বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে পেট্রোবাংলা। কিন্তু গত ৪ বছরে ২০টির বেশি কূপ খনন করে ৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসও সরবরাহ বাড়াতে পারেনি সংস্থাটি। জানা গেছে, গ্যাস সরবরাহ বা উৎপাদন বাড়ানোর মতো বড় কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের। মে মাসে সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই দরপত্র জমা হবে নভেম্বরে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো বঙ্গোপসাগরে কূপ খননে আগ্রহী হলে তাদের সঙ্গে সমঝোতা এবং অন্যান্য সব প্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ সময় লাগবে।

দেশীয় ক্ষেত্রগুলোর উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ : পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী, দেশে এখন ২২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপাদন হয় মার্কিন কোম্পানি শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে। ওই ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে গ্যাস উৎপাদন হতো দৈনিক ১২০ কোটি ঘনফুট। এখন সেই উৎপাদন নেমে এসেছে ৭৪ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুটে। আগামী বছর তা আরও কমে যাবে। তবে সবচেয়ে বেশি কমবে ২০৩০ সালের পর। এ ছাড়া 'তিতাস ক্ষেত্রে' উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ৫৪ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট। এখন কমে ৩২ কোটি ৭০ লাখ ঘনফুট হয়েছে। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে ২২ কোটি ৫০ লাখ ঘনফুটের উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও এখন তা ১০ কোটি ২০ লাখ ঘনফুটে নেমেছে। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ৪ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুটের স্থলে ১ কোটি ৯৪ লাখ ঘনফুট, ফেঞ্চুগঞ্জ ২ কোটি ৬০ লাখ ঘনফুটের স্থলে উৎপাদন করছে ২৬ কোটি ঘনফুট। মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র এক সময় ৪ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট উৎপাদন করলেও এখন করছে ১ কোটি ৫৯ লাখ ঘনফুট। বাংগুরা ক্ষেত্রে ১০ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুট উৎপাদনের রেকর্ড থাকলেও এখন করছে ৩ কোটি ১০ লাখ ঘনফুট এবং সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে ১ কোটি ৩০ লাখ ঘনফুটের স্থলে উৎপাদন করছে ৬৭ লাখ ঘনফুট। এভাবে আস্তে আস্তে সব ক্ষেত্রে গ্যাসের প্রদীপ নিভে আসছে।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন ১৭৪ বাংলাদেশি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

লিবিয়ার বেনগাজীর গানফুদা ডিটেনশন সেন্টার এবং ত্রিপোলির তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি থাকা ১৭৪ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে বুরাক এয়ারের ফ্লাইটে তারা বাংলাদেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনে। তাদের বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশে লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে মানব পাচারকারীদের দ্বারা অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা ফিরে আসা বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময়ের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

যুগান্তর
বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলেছে

—প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

সিলেট ব্যুরো

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলেছে। সোমবার খুলে গেছে এ শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যেও আমাদের শ্রমবাজার দ্রুতই খুলে যাবে। বাকিগুলোও দ্রুত খুলবে। মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট সার্কিট হাউজে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন মন্ত্রী।

?সাংবাদিকদের কাছে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক উন্নয়নকে এই ধরনের আলোচনা আরও গতিশীল করবে। বৈঠকে সিলেটের সার্বিক উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানান তিনি।

DHAKA MONDAY JULY 13, 2026
ASHAR 29, 1433 BS
The Daily Star

BGMEA eyes Chinese investment, tech partnership

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment manufacturers and Chinese business leaders have agreed to explore joint ventures, technology transfer and sustainable manufacturing initiatives to attract more Chinese investment and strengthen the country's ready-made garment (RMG) sector.

The understanding came at a high-level meeting between the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Overseas Chinese Association in Bangladesh (OCAIB) at the BGMEA Complex in Uttara, Dhaka, on Saturday.

Inamul Haq Khan, senior vice president of BGMEA, chaired the meeting, which was attended by BGMEA Vice Presidents Md Rezwan Selim, Vidiya Amrit Khan and Shehab Udduza Chowdhury.

The 13-member Chinese delegation was headed by OCAIB President Felix Chang WYC, along with Vice Presidents Andy Chan, Cliff Ren, Lisa Lu and Joel Wong.

According to a BGMEA press release, the discussions focused on four key areas: joint ventures and factory acquisitions, streamlined customs and regulatory procedures, sustainability and green initiatives, and automation and technological modernisation.

The two sides discussed encouraging direct Chinese investment and joint ventures in Bangladesh's RMG and backward linkage industries. They also explored reviving struggling or closed factories through full ownership acquisitions or joint equity partnerships to bring in fresh investment.

PHOTO: STAR/FILE

They stressed the need for an effective one-stop service to reduce bureaucratic delays in customs and bond procedures, speed up machinery clearance and shorten lead times, helping lower the cost of doing business.

The meeting also explored using China's advanced green technologies and expertise to promote circular fashion, renewable energy and reduce carbon emissions in Bangladeshi factories.

Both sides discussed expanding technical cooperation to integrate artificial intelligence (AI) technologies and automated machinery to help prepare the RMG sector for the Fourth Industrial Revolution (4IR).

The OCAIB delegation also expressed interest in developing a carbon trading market in Bangladesh and proposed an exchange scheme for the sweater industry, offering to supply modern machinery in return for older jacquard machines.

However, the delegation said these initiatives could face delays due to complex customs procedures and administrative bottlenecks, and sought BGMEA's support in addressing the issues.

In response, BGMEA leaders said they would raise the regulatory concerns with the National Board of Revenue (NBR) and the relevant ministries. They also said that local entrepreneurs were keen to partner with Chinese investors in both running and closed factories and pledged to create an effective matchmaking platform.

BGMEA leaders said Bangladesh is focusing on producing higher-value products and expanding sustainable apparel manufacturing. They added that closer cooperation with OCAIB would help the industry benefit from China's expertise in backward linkage industries and advanced technologies, strengthening the global competitiveness of Bangladesh's RMG sector.

OCAIB President Felix Chang praised the resilience and growth of Bangladesh's garment industry and reaffirmed the association's commitment to bringing new investment and technical support to the sector.

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬
২৬ আষাঢ় ১৪৩৩

পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা আছে

—প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

সংসদ প্রতিবেদক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, আগামী ৫ বছরে ১ কোটি দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১০৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসহ ১১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমবাজার সুসংহত করা, সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণের জন্য দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা ও তাদের ভাষাগত সমস্যা দূর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে জাহিদুল ইসলাম ধলুর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। জয়নুল আবেদীনের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিরাপদ, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন এবং দালালচক্রের প্রতারণা নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে। এর ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পেয়েছে।

ইরান যুদ্ধে ১২ এবং রাশিয়ায় ৪ বাংলাদেশি মারা গেছে

নতুন শ্রমবাজারে জোর : মন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার মধ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহ ধরে রাখতে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়াতে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে জোর দিয়েছে সরকার। এজন্য থাইল্যান্ডের সঙ্গে কর্মী নিয়োগ চুক্তির খসড়া পাঠানো, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালুর কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে দক্ষ কর্মী পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্য হলেও ইরান, লেবানন ও সিরিয়াসহ ওই অঞ্চলের অস্থিরতার কারণে কর্মী পাঠাতে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। ফলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু এবং জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে নতুন চুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি নর্থ মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া, মরিশাস ও পর্তুগালসহ ইউরোপের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মী পাঠানো সহজ করতে ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ভিসা সেন্টার স্থাপনের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইরান যুদ্ধে ১২ জনের মৃত্যু : নিলোফার চৌধুরী মনির প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ইরান যুদ্ধে ১২ জন মারা গেছে। ১ জনের লাশ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়েছে। ৯ জনের লাশ দেশে আনা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের অনুকূলে লাশ দাফন বাবদ বিমানবন্দরে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং বিশেষ অনুদান হিসাবে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া লেবাননে ৫ জন, সৌদি আরবে ৩ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২ জন, ইরাকে ১ জন এবং বাহরাইন ১ জন মারা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ইরান থেকে ১২ জন নারী ও ৮ জন শিশুসহ মোট ১৮৬ জনকে ফেরত আনা হয়েছে।

চাকরির আশ্বাসে ৩০ বাংলাদেশি রাশিয়ায় : চলতি বছরের এপ্রিলে চাকরির আশ্বাসে ৩০ বাংলাদেশি যুবক রাশিয়ায় যান। পরিবারের অভিযোগ চাকরিতে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে সরকার তদন্ত শুরু করেছে এবং কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে। গত ২৪ এপ্রিল তিনটি রিক্রুটিং এজেন্সি ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স

পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে ৩০ জনকে রাশিয়ায় পাঠায়। এর মধ্যে ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বাকিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার।

রপ্তানির তালিকা থেকে চা আমদানির দেশে : বাংলাদেশ একসময় বিশ্বে চা রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পঞ্চম স্থান দখল করলেও এখন আমদানিকারক দেশের তালিকায় উঠে গেছে। গত কয়েক বছর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে চা আমদানি করা হচ্ছে। মো. মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এ তথ্য জানান। ২০২৫ সালে ৯৪.৯৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। দেশের চাহিদা পূরণের পর ১.৬৪ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করা হয়। ২০২৫ সালে শূন্য দশমিক শূন্য ৫ মিলিয়ন কেজি চা আমদানি করা হয়। মন্ত্রী বলেন, চা শিল্প সুরক্ষায় চা আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার দেশের ১৭২টি চা বাগানে ভর্তুকি মূল্যে রাসায়নিক সার প্রদান করছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | সোমবার ॥ ১৩ জুলাই ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

রাশেদ হোসাইন

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের বাজারে সম্প্রতি ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার পাল্টা শুল্কের লড়াইয়ের বড় প্রভাব পড়েছে মার্কিন বাজারে। বাড়তি শুল্কের চাপে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের পোশাক রপ্তানি এখন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। চীনের এ বিশাল পতনের সুযোগে পোশাক সরবরাহে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানটি নিজের দখলে নিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও এটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের জন্য অন্যতম বড় অর্জন। ইউএস অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটেক্সার)-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে।

যদিও চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে ২০২৬) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের চেয়ে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের ক্ষেত্রে এই পতনের হার প্রায় ৪৩ শতাংশ। এতে বাংলাদেশ খুব সহজেই চীনকে টপকে দ্বিতীয় স্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং শুল্কের প্রভাবে মার্কিন ক্রেতারা এখন ব্যাপকভাবে চীন থেকে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এর ফলে নতুন উৎস খোঁজার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা। চীনের এ বাজার হারানোর সরাসরি সুফল পাচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ওটেক্সার অফিসিয়াল তথ্যানুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে) যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের একই সময়ে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৮ দশমিক ০৮ শতাংশ। রপ্তানি হওয়া পোশাকের পরিমাণের দিক থেকেও বাংলাদেশের রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ৬ দশমিক ২১ শতাংশ কমেছে। তবে মে মাসের একক পারফরম্যান্স বাংলাদেশের জন্য বেশ আশাব্যঞ্জক ছিল। একক মাস হিসেবে ২০২৬ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ৫৮২ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এটি ২০২৫ সালের মে মাসের ৫৪৮ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলার তুলনায় ৬ দশমিক ০৪ শতাংশ বেশি। ওটেক্সার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মেয়াদে মার্কিন বাজারে চীনের পোশাক রপ্তানি বিপুল পরিমাণে কমেছে। এই পাঁচ মাসে চীনের রপ্তানি আয় ৪২ দশমিক ৭৫ শতাংশ বা প্রায় ৪৩ শতাংশ কমে মাত্র ২ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। গত বছরের একই সময়ে চীনের এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলার। পোশাকের পরিমাণের দিক থেকেও চীন ২৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ বড় পতনের মুখোমুখি হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কিন বাজারে চীনা পোশাকের প্রতি ইউনিটের দাম কমেছে ১৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ। চীনের এ ঐতিহাসিক ধসের কারণেই মূলত বাংলাদেশ ২ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারের বিপরীতে ৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানটি নিজের দখলে রাখতে পেরেছে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বৈশ্বিক পোশাক আমদানি ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ কমে ২৮ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ মন্দা বাজারের মধ্যেও ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া তাদের অবস্থান বেশ শক্তিশালী করেছে। ভিয়েতনাম ৬ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে। তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। অন্যদিকে কম্বোডিয়া ১৪ দশমিক ৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে ১ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিপিএএমইএ পরিচালক এবং কাজী প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ফাহাদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ৮ শতাংশ কমেছে, চীনের রপ্তানি কমেছে প্রায় ৪৩ শতাংশ। এ বাস্তবতা আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন সময় উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবন এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করে বৈশ্বিক ক্রেতাদের আরও বেশি আস্থা অর্জনের।' তিনি বলেন, 'এ সাফল্যের পেছনে গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপিএএমইএ-এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বমানের অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১৩ জুলাই ২০২৬

উন্নত বিশ্বের কৃষি শ্রমিকের আয় দ. এশিয়ার শ্রমিকের ২২ গুণ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে আয়বৈষম্য, যা কৃষি খাতেও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারা আফ্রিকার মতো অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বছরে যা আয় করেন তার ২২ গুণ বেশি আয় করেন উন্নত দেশের শ্রমিকরা। একই পরিশ্রমে আয়ের এই পার্থক্যের বড় কারণ কৃষি অর্থায়ন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাজার সুবিধার ঘাটতি। সম্প্রতি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

'ওইসিডি-এফএও কৃষি পূর্বাভাস ২০২৬-৩৫' শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে ২০২৩-২৫ সময়কালে কৃষি শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনশীলতা বা আয় ছিল ২১ হাজার ১০০ মার্কিন ডলারের কিছু বেশি, যা ২০৩৫ সালে বেড়ে ২২ হাজার ১৫৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। এর বিপরীতে, সাব-সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন আয়ের অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকরা গড়ে বছরে প্রায় ৯৩০ মার্কিন ডলার আয় করেন। ২০৩৫ সাল নাগাদ তাঁদের বার্ষিক আয় তখন হবে মাত্র প্রায় এক হাজার ১০০ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ উন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর কৃষকদের মধ্যে যে আয়বৈষম্য তা আগামী এক দশকেও কমবে না, বরং একই অবস্থায় থাকবে।

এতে দেখা যায়, বর্তমানে উন্নত দেশের কৃষি শ্রমিকরা দরিদ্র দেশের শ্রমিকদের চেয়ে ২২ গুণ বেশি আয় করেন। এক দশক পর ২০৩৫ সালেও উচ্চ আয়ের দেশগুলোর কৃষি শ্রমিকরা দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারা আফ্রিকার কৃষি শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি আয় করবেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী এক দশকে বৈশ্বিক কৃষি উৎপাদন ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। তবে এই প্রবৃদ্ধির সুফল সমানভাবে বণ্টিত হবে না; উৎপাদনশীলতা, যান্ত্রিকীকরণ, জমিতে প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গভীর বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটবে এতে।

উৎপাদনশীলতার উন্নতি, অসম ফলাফল : আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী কৃষি খাতে প্রতি শ্রমিকের গড় মোট আয় ৯ শতাংশ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে উৎপাদনশীলতার উন্নতি, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নয়। উৎপাদন উপকরণের ব্যয় বাড়লেও কৃষিপণ্যের প্রকৃত মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৩৫ সালে বিশ্বে কৃষি খাতে প্রতি শ্রমিকের প্রকৃত মোট আয়ের ভিত্তিতে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা দাঁড়াবে তিন হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার। তবে এই গড়ের আড়ালে বৈষম্য আরো বিস্তৃত হবে।

প্রতিবেদন বলছে, উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও ওশেনিয়া অঞ্চলে শ্রমিকপ্রতি কৃষি উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে। এসব অঞ্চলে বৃহৎ আকারের কৃষিজমি, কম শ্রমনির্ভরতা এবং অত্যন্ত যান্ত্রিকীকৃত উৎপাদনব্যবস্থা বিদ্যমান। অন্যদিকে সাব-সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন আয়ের অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকরা বর্তমানে গড়ে বছরে প্রায় ৯৩০ মার্কিন ডলার আয় করেন। এ আয় এক দশকে বৃদ্ধি হবে মাত্র প্রায় ১৭০ মার্কিন ডলার।

আয়ের এই বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য ভোগের ধরনেও প্রতিফলিত হবে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রচারে বিভিন্ন উদ্যোগ চললেও উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের দেশগুলো, বিশেষ করে সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশগুলো কম পারিবারিক আয় এবং সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে।

পরিবেশগত মূল্য দিতে হবে : প্রতিবেদনে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে আগামী ১০ বছরে কৃষিপণ্য ও জলজ খাদ্যের বাজারের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এতে সতর্ক করা হয়েছে যে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও এর পরিবেশগত মূল্য দিতে হতে পারে। যদিও কৃষি উৎপাদনের বেশির ভাগ প্রবৃদ্ধি উৎপাদনশীলতার উন্নতির মাধ্যমে আসবে, তবু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এবং গবাদি পশুর সংখ্যা কিছুটা বাড়াতে হবে। ফলে আগামী এক দশকে কৃষি খাত থেকে সরাসরি গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

ওইসিডি-এফএও'র প্রতিবেদন

OECD

- উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে শ্রমিকদের গড় বার্ষিক আয় **২১,১০০** ডলার
- ২০৩৫ সালে বেড়ে হবে **২২,১৫৫** ডলার
- সাব-সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি শ্রমিকরা গড়ে বছরে আয় করেন **৯৩০** ডলার
- ২০৩৫ সাল নাগাদ বার্ষিক আয় বেড়ে হবে **১,১০০** ডলার

সমকাল
মঙ্গলবার। ২৮ জুলাই ২০২৬

চলতি মাসেও রেমিট্যান্সে ঊর্ধ্বমুখী ধারা

সমকাল প্রতিবেদক

ব্যাংকিং চ্যানেলে টানা দুই অর্থবছর প্রবাসী আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতেও ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে। চলতি মাসের ২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রবাসীরা মোট ২৪৪ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। আগের বছরের জুলাইয়ের একই সময়ের তুলনায় যা ৫০ কোটি ডলার বা ২৬ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ বেশি।

২০২৫-২৬ অর্থবছর প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ৩৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠান। আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ৫২৬ কোটি ডলার বা ১৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছর রেমিট্যান্স বেড়েছিল ৬৪২ কোটি ডলার বা ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ বেশি। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্য উৎসে ভালো অবস্থান না থাকলেও রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে কিছুটা স্বস্তি রয়েছে। অবশ্য গত এক মাসে ডলারের দর এক টাকার মতো বেড়ে গতকাল সোমবার আন্তঃব্যাংকে ১২৩ টাকা ৮০ পয়সা বেচাকেনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের মে পর্যন্ত ১১ মাসে আমদানিতে ৬ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। একই সময়ে রপ্তানি আয় কমেছে ২ শতাংশের বেশি। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) ১৪৮ কোটি ডলার পরিশোধ হয়। এর মধ্যেও গতকাল গ্রস রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩৬ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। আর আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী ৩১ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় যা ২০ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। সেখান থেকে বেড়ে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ৩১ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার হয়। আর জুনের শেষে উঠেছিল ৩৩ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের আগস্টে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে প্রথমবারের মতো ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে। তবে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে রিজার্ভ থেকে প্রচুর ডলার বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে করে ধারাবাহিকভাবে কমে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়। তবে অর্থ পাচারে কড়াকড়ি নীতির ফলে হুন্ডি কমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসার গতি বেড়েছে। এ কারণে রিজার্ভ বাড়ছে। রেমিট্যান্সের এ ধারা ধরে রাখতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখাসহ নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ২১, ২০২৬

বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের বেশির ভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে — ছবি : ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

নতুন খাত ও দেশের বাইরের গন্তব্যে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে গড়া পুঁজি ও সম্পদ

যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য প্লাটিনাম ক্যাপিটালের প্রতিবেদন

THE PLATINUM CAPITAL
EMPOWERING GLOBAL EXCELLENCE

খালিদ আল-রাশিদি, মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক প্রতিনিধি, দ্য প্লাটিনাম ক্যাপিটাল

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে ৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের রফতানি খাতে পরিণত করা উদ্যোক্তারা কারখানার উৎপাদন ও সম্প্রসারণেই মনোযোগী ছিলেন। তারা লভ্যাংশ পুনরায় বিনিয়োগ করেছেন উৎপাদন বাড়াতে, কারখানার সক্ষমতা বাড়িয়েছেন। প্রতি ইউনিটে সেন্টের ভগ্নাংশ মেপে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন সেই যুগের অবসান ঘটছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাশাপাশি পোশাক শিল্পে গড়ে ওঠা পুঁজি ও সম্পদ এখন ক্রমেই দুবাই, সিঙ্গাপুর ও লন্ডনের আবাসন, আর্থিক সেবা, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি খাতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের শিল্পোদ্যোক্তারা নীরবে এমন বহুমুখী বিনিয়োগ পোর্টফোলিও গড়ে তুলছেন, যার ধরন গাজীপুরের কারখানাকেন্দ্রিক ব্যবসার চেয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

গড়ে ওঠা শিল্পের ব্যাপ্তি

বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের ৮৪ শতাংশেরও বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ শিল্পে কর্মরত ৪০ লাখের বেশি শ্রমিকের অধিকাংশই নারী। আনাম গ্রুপ, ডিবিএল গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ ও বেক্সিমকোর মতো বড় শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোক্তা পরিবারগুলো কঠোর ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার এবং কয়েক দশকের ধারাবাহিক পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছে।

বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমান বস্ত্র, ওষুধ, গণমাধ্যম ও আবাসন খাত মিলিয়ে একটি কনগ্লোমারেট গড়ে তুলেছেন। তার ব্যবসায়িক যাত্রা দেখায়, শিল্পটির উচ্চাভিলাষী উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিষয় বুঝেছেন—উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপকে একই ছাতার নিচে আনা এবং ব্যবসাকে একাধিক খাতে ছড়িয়ে দেয়া কোনো বিলাসিতা নয়, বরং টিকে থাকার কৌশল। তবে ২০২৫-২৬ সালে এসে বদলে গেছে এ বহুমুখীকরণের গতি ও ভৌগোলিক পরিধি।

আবাসন খাত ও উপসাগরমুখী মোড়

সবচেয়ে দৃশ্যমান পুঁজি স্থানান্তর ঘটছে আবাসন খাতে, বিশেষ করে জিসিসি-ভুক্ত দেশগুলোয়। নিজেদের সম্পদের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে চাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর কাছে দুবাই এখনো দেশের বাইরের সবচেয়ে পছন্দের কেন্দ্র। বাংলাদেশের পুঁজিও এর ব্যতিক্রম নয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নতুন খাত ও দেশের বাইরের

১ম পৃষ্ঠার পর

বড় কয়েকটি বস্ত্র শিল্পগোষ্ঠীর দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্তরসূরিরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে হোল্ডিং কোম্পানি গড়ে তুলেছেন। মূলধনি মুনাফায় কর না থাকা, সুসংগঠিত মুক্তাঞ্চল ব্যবস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিনিয়োগ সুযোগের কাছাকাছি অবস্থান তাদের সেখানে আকৃষ্ট করছে।

এক্ষেত্রে সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ফোর্বস মিডলইস্টের ২০২৬ সালের সবচেয়ে ধনী আরবদের তালিকায় ৩৭ জন বিলিয়নেয়ার রয়েছেন, যাদের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার। এক বছরের ব্যবধানে তা ৮ শতাংশ বেড়েছে। এ উত্থান বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এএইচএস প্রপার্টিজের মাধ্যমে মাত্র ২৬ বছর বয়সে আব্বাস সাজওয়ানির বিলিয়নেয়ার হয়ে ওঠা উপসাগরীয় অঞ্চলের আবাসন বাজার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা দেয়—এ বাজার আগেভাগে বিনিয়োগ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি, বহু প্রজন্মের পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করে। বাজারটির ওপর নজর রাখা বাংলাদেশের পারিবারিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোও সেই শিক্ষাই নিচ্ছে।

কৌশলগত সম্পদ খাত হিসেবে কৃষি ব্যবসা

আবাসনের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ব্যবসাও বাংলাদেশের শিল্পগোষ্ঠীগুলোর নতুন বিনিয়োগ গন্তব্য হয়ে উঠছে। এর কারণ স্পষ্ট—এসব পরিবার সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনা এবং বড় পরিসরে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনায় আগে থেকেই দক্ষ।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের উইলমার ইন্টারন্যাশনাল ও নাইজেরিয়ার ট্রপিক্যাল জেনারেল ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ সমান অংশীদারত্বে একটি যৌথ উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকায় ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের সম্ভাব্য বাজারকে লক্ষ্য করে গড়ে ওঠা এ উদ্যোগ এশিয়ার বিভিন্ন পারিবারিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের নজর কেড়েছে। তাদের ধারণা, একাধিক মহাদেশে বিস্তৃত এ কৃষিভিত্তিক ব্যবসার মডেল নিজেদের কাছাকাছি বাজারেও অনুসরণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য একই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অ্যাকুয়াকালচার বা মৎস্য চাষ ও হিমায়িত সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিতে। পোশাক শিল্পে গড়ে ওঠা কয়েকটি পারিবারিক শিল্পগোষ্ঠী এরই মধ্যে এসব খাতে বিনিয়োগ শুরু করেছে।

এক্ষেত্রে যুক্তিটা পরিষ্কার। যে বিতরণ নেটওয়ার্ক, ব্যাংকিং সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভিজ্ঞতা তৈরি পোশাক খাতকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে, একই সক্ষমতা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেও কাজে লাগানো সম্ভব। কম শ্রম ব্যয় ও কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশকে এ খাতে সাময়িক নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সুবিধা দিয়েছে।

প্রযুক্তি, ফিনটেক ও নতুন প্রজন্ম

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পভিত্তিক ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর তরুণ সদস্যরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রযুক্তি উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগ করছেন। তাদের বিনিয়োগের ধরন দেখে বোঝা যায়, এটি কেবল চলতি প্রবণতার পেছনে ছোটা নয়; বরং বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকৃত আস্থা থেকেই তারা এগোচ্ছেন। বাংলাদেশের আর্থিক প্রযুক্তি বা ফিনটেক খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশের মাধ্যমে প্রতি মাসে শত শত কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়। এটি উদীয়মান বিশ্বে মোবাইল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

পোশাক শিল্পে গড়ে ওঠা কয়েকটি পারিবারিক বিনিয়োগপ্রতিষ্ঠান দেশের পাশাপাশি ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনীয় বাজারে ফিনটেক প্লাটফর্ম, লজিস্টিকস প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ও ই-কমার্স সহায়ক কোম্পানিতে সংখ্যালঘু শেয়ার নিয়েছে।

আফ্রিকার আলিকো ডাঙ্গোটের ব্যবসায়িক উত্থান যারা অনুসরণ করেছেন, তাদের কাছে এ কৌশল নতুন নয়। ২০২৬ সালে ডাঙ্গোটে সিমেন্টের শেয়ারদর ৬৯ শতাংশ বাড়ে এবং কোম্পানিটি রেকর্ড ১ ট্রিলিয়ন নাইরা মুনাফা করে। এর ফলে ডাঙ্গোটের নিট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৮৫০ কোটি ডলারে।

এরপর তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে যান। শোধনাগারের সক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে একটি চীনা যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৪০ কোটি ডলারের চুক্তি করেন। একটি খাতে প্রভাবশালী বাজার অবস্থান অন্য খাতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পভিত্তিক পরিবারগুলোও ঠিক এ কৌশলই অনুসরণ করছে।

পারিবারিক বিনিয়োগপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বহুমুখীকরণের এবারের ধাপকে আগের প্রবণতাগুলো থেকে আলাদা করেছে এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিপক্বতা। একসময় দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একক পরিবারের সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা 'সিঙ্গেল ফ্যামিলি অফিস' ছিল বিরল। এখন এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সুস্পষ্ট বিনিয়োগ নীতিমালা, স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ও পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপক নিয়ে।

দুবাই, সিঙ্গাপুর ও লন্ডনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞ সম্পদ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। অঞ্চলের বাইরের খুব কম মানুষই এখনো এ পরিবর্তন লক্ষ করেছে, যদিও বিষয়টি তাদের নজরে পড়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকাভিত্তিক কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার উপসাগরীয় অঞ্চলের পারিবারিক বিনিয়োগপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার মডেলে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে। ওই মডেলে গোপনীয়তা, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং বহু প্রজন্মব্যাপী শাসন ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মূল শৃঙ্খলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দাতব্য তহবিলও এখন আরো পরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি মোকাবেলায় যেসব ফাউন্ডেশন গড়ে উঠছে, সেগুলোর লক্ষ্য শুধু সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি নয়; একই সঙ্গে এমন একটি সুশাসন ও সুনামভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি তৈরি করা, যা জিসিসি, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকায় বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের সুযোগ বাড়ায়।

কারণ শুধু বিপুল সম্পদ থাকলেই এসব পরিসরে প্রবেশাধিকার মেলে না; প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়।

এরপর কী?

এটি শিল্প খাত থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা নয়। কারখানাগুলো এখনো এসব পরিবারের ব্যবসার কেন্দ্রেই রয়েছে। তবে কোথায় এবং কীভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত তারা আবেগের বশে নেয় না, বরং যা ঘটছে, তা হলো সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পিত পরিণতি। সম্পদ কীভাবে সংগঠিত হবে, কোথায় বিনিয়োগ করা হবে এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরের সময় কীভাবে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখা হবে, সেটিই এখন মূল বিবেচনা।

আগামী দশকে এগিয়ে থাকবে সেই পরিবারগুলো, যারা ২০২৫-২৮ সময়কে কাজে লাগিয়ে কার্যকর আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগ প্লাটফর্ম গড়ে তুলবে, উপসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থায়ী উপস্থিতি তৈরি করবে এবং বহু প্রজন্ম ধরে বহুমুখী বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে।

এ বাজারের দিকে নজর রাখা ব্যক্তি বিনিয়োগকারী, ফ্যামিলি অফিস ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের জন্য বার্তাটি স্পষ্ট—বাংলাদেশের শিল্প পুঁজি এখন বৈশ্বিক ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করছে।

আবাসনে যৌথ বিনিয়োগ, কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় অংশীদারত্ব ও প্রযুক্তি উদ্যোগে প্রবেশের জন্য এখনই সবচেয়ে অনুকূল সময়। কারণ এসব খাতে বিনিয়োগের মূল্য ও প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে গেলে প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসবে।

(দ্য প্লাটিনাম ক্যাপিটালে প্রকাশিত খালিদ আল-রাশিদির প্রতিবেদনের ভাষান্তর)

NEWAGE

www.newagebd.net ■ Dhaka, Wednesday, July 22, 2026, Shraban 7, 1433 BS

Fewer US buyers take RMG from Bangladesh

Moinul Haque

BANGLADESH'S utilisation rate among US fashion companies has sharply fallen in 2026, while slow speed-to-market, limited supply chain flexibility, and compliance concerns remain major challenges though the country stays one of the world's leading apparel sourcing destinations.

According to the 2026 USFIA Benchmarking Study that covered until May, which was released on Monday, Bangladesh's utilisation rate dropped to 78.9 per cent in 2026 from 88.2 per cent a year earlier.

Utilisation rate refers to the frequency with which a sourcing destination was used divided by the total number of survey respondents.

The report said that Bangladesh had tied with Vietnam, Cambodia, and Indonesia as the most-utilised apparel sourcing destination in 2026 based on the utilisation rate.

However, it said, utilisation rates among the major Asian sourcing destinations

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Fewer US buyers take RMG

Continued from page 1

had declined compared to the 2025 survey.

China's utilisation rate fell from 100 per cent to 73 per cent, while Vietnam's dropped from 100 per cent to about 78 per cent.

The report, however, emphasised that the decline in Bangladesh's utilisation rate should not be interpreted as a loss of competitiveness.

Instead, it said, the decline reflected a broader transformation in global sourcing strategies.

According to the report, US brands identified president Trump's protectionist trade policies as their biggest business challenge in 2026, prompting companies to reduce their sourcing exposure to countries considered most vulnerable to future trade restrictions, particularly China and Vietnam.

Meanwhile, three non-Asian countries – Guatemala, Egypt, and Jordan – climbed to the top 10 sourcing destinations in 2026, with all of them recording higher utilisation rates than a year earlier.

According to the report, protectionist US trade policies and tariff-related uncertainties remained the fashion industry's biggest business challenge in 2026, with 92 per cent of the surveyed companies identifying them as their primary concern.

It said that the average applied US tariff on apparel imports had increased to 21.6 per cent in May 2026 from 15.2 per cent before the start of President Donald Trump's second term.

The report also found that China and Vietnam were perceived to face the highest risk from future US import trade barriers, while Bangladesh, India, and Cambodia were considered to face moderate risk.

In contrast, suppliers in seven CAFTA-DR member countries – USA, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua – and US domestic manufacturers were viewed as the least exposed to potential new trade restrictions.

The survey for the 2026 Fashion Industry Benchmarking Study was carried out between April and June 2026 and covered 30 leading US fashion companies.

Bangladesh, the report also said, achieved a historic milestone by surpassing China in the US apparel market for the first time in decades.

During the first five months of 2026, Bangladesh accounted for 11.3 per cent of US apparel imports by value, placing it second only to Vietnam, which held a 22.2 per cent share, while China's share declined to 9.7 per cent.

Nearly 47 per cent of the surveyed companies reported that Bangladesh represented more than 10 per cent of their total sourcing value or volume, highlighting the country's continued strategic importance to global buyers.

Despite these achievements, the report identified the speed to market as one of Bangladesh's weakest competitive areas.

Bangladesh received a score of only 2.3 on 5 for speed to market, reflecting persistent logistical constraints and the country's geographical distance from major consumer markets, it said.

While Bangladesh continued to excel in cost-efficient, large-scale production, its longer lead times became a competitive disadvantage as international retailers increasingly demanded faster inventory replenishment and shorter fashion cycles, findings suggested.

Despite the lower utilisation rate, the report presented an optimistic outlook for Bangladesh.

It ranked Bangladesh as the second most popular 'rising star' for future sourcing expansion, with 46.7 per cent of the respondents planning to increase sourcing from the country over the next two years, second only to Indonesia.

The report said that Bangladesh was expected to remain a dominant force in global apparel sourcing through 2028.

However, it said, sustaining that position would depend on the country's ability to improve logistics, reduce lead times, strengthen domestic textile production, enhance labour and environmental compliance, and increase manufacturing flexibility while preserving its long-standing cost advantage.

The report also highlighted Bangladesh's limited flexibility in accommodating smaller and specialised orders.

It said that Bangladesh had received a minimum order quantity score of 2.6, significantly below China's leading score of 4.0.

According to the study, this indicated that Bangladesh remained primarily geared towards high-volume production of basic garments rather than smaller, more diverse production runs increasingly sought by international brands.

Vertical integration remained an area requiring improvement, the report also said.

Although Bangladesh scored 3.4 for vertical manufacturing capability, outperforming several competing countries, it continued to trail China, which scored 4.8, and India, which scored 4.0.

Most US fashion companies, the report said, still depended heavily on China for textile raw materials, including fabrics and accessories, increasing Bangladesh's dependence on imported inputs and limiting its ability to shorten production lead times.

Bangladesh received a labour and social compliance score of 2.2 and an environmental compliance score of 2.4, placing it among the lower-performing sourcing destinations in these areas, it also said.

According to the report, improving traceability, labour standards, and environmental performance would be essential as international brands faced increasingly stringent regulatory requirements, including the Uyghur Forced Labor Prevention Act and emerging Extended Producer Responsibility laws.

The study found that Bangladesh was perceived as carrying a relatively high risk from future US import trade barriers, receiving a score of 2.2.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Unlike suppliers in the Western Hemisphere that benefited from preferential trade agreements, the survey noted, Bangladesh remained subject to standard tariff arrangements, increasing cost pressures at a time when protectionist trade policies were becoming a growing concern for apparel companies.

Respondents awarded Bangladesh a sourcing cost score of 4.3 on 5, tying it with China as the highest-rated sourcing destination for cost competitiveness.

The report said that Bangladesh's established low-cost manufacturing base continued to provide international fashion brands with an effective hedge against rising global inflation and shipping costs.

According to the report, US fashion companies were moving away from the traditional concentration of orders in the three largest sourcing countries – China, Vietnam, and Bangladesh – and were increasingly distributing production across a wider range of markets to reduce geopolitical, regulatory, and supply chain risks.

During 2026, companies reported sourcing from 49 countries, up from 46 a year ago.

Emerging destinations such as Indonesia, Cambodia, Egypt, Jordan and Guatemala, the report said, were attracting increasing attention as buyers sought a more geographically balanced sourcing portfolio.

It said that imports from non-Asian countries had reached 15.8 per cent of the total US apparel imports, the highest level in more than a decade.

The report also said that buyers were consolidating rather than expanding their supplier networks.

Nearly half of the surveyed companies said that they planned to work with fewer suppliers over the next two years, preferring stronger strategic partnerships with vendors capable of providing greater traceability, compliance, and operational resilience.

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৬, ২০২৬

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মানব পাচার দমনে নতুন আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে এবং মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনে নতুন আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।'

তিনি জানান, অপরাধী চক্রের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকেও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত 'মানব পাচার এবং অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬' বিষয়ক জাতীয় অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান মোকাবেলায় আধুনিক আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার আরো জোরদার করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার বাংলাদেশ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. আলী হোসেন ফকির, বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হক, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), বিচার বিভাগ, প্রসিকিউশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তর, কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে শক্তিশালী আইন, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় ও অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'সদ্য প্রণীত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০২৬ এসব গুরুতর আন্তঃদেশীয় অপরাধ মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।'

সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, নতুন আইনটির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৬ জুলাই ২০২৬

নারী গৃহকর্মীদের কুয়েত যেতে নিরুৎসাহ করছে দূতাবাস

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ও কুয়েত সরকারের মধ্যে নারী গৃহকর্মী নিয়োগসংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত দেশটিতে নারী গৃহকর্মী হিসেবে যেতে নিরুৎসাহ করেছে দূতাবাস। গতকাল কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক বার্তায় এ আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে কুয়েতে কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মী আমিনা খাতুনকে উদ্ধার করে দেশে ফেরানো হয়েছে বলেও দূতাবাসের বার্তায় বলা হয়। বার্তায় বলা হয়, কুয়েতপ্রবাসী বাংলাদেশি গৃহকর্মী আমিনা খাতুনের কর্মস্থলে নির্যাতনের খবর ৩০ জুন রাতে সমাজমাধ্যমে দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসের নজরে আসে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২৬ জুলাই ২০২৬

কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ নিরাপত্তাসেবা খাতে

শিহাবুল ইসলাম

দেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বেসরকারি নিরাপত্তা প্রহরীদের চাহিদা। অর্থনৈতিক আগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে বেসরকারি নিরাপত্তাসেবার চাহিদা। কিন্তু বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকায় এই খাতে আসা তরুণরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিএনপি সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাসেবা দেওয়া খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এমকি দুই-তিন মাসের ট্রেইনিং দিয়ে নিরাপত্তাকর্মী বা সিকিউরিটি গার্ডদের বিদেশেও পাঠানোর দারুণ সুযোগ রয়েছে। তবে প্রয়োজন সরকারের নীতি সহায়তা। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকর্মী দিবসেও এ বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। প্রতি বছর ২৪ জুলাই পালিত হয়।

সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর বাইরে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন বাসা, বেসরকারি অফিস, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকায় অন্তত ৭০০-৮০০টি নিরাপত্তাসেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান বা সিকিউরিটি কম্পানি কাজ করছে। তবে এদের নিয়ন্ত্রণে নেই সরকারে শক্তিশালী আইন বা নীতিমালা। ফলে দেশে গড়ে উঠছে নতুন-নতুন বেসরকারি নিরাপত্তাসেবা কম্পানি। এ ছাড়া বেতন কম হওয়ায় চাহিদার বিপরীতে কর্মী পাওয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একজন নিরাপত্তাকর্মীর বেতন মাসে মাত্র ৯ হাজার ৮০০ টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে ২০০৬ সালে নিরাপত্তাসেবা নিয়ে আইন করা হয়, যা পরে সংশোধন করে ২০১৬ সালে চূড়ান্ত করা হয়। আর ২০১৯ সালে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে একটি কমিটি গঠন করে ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়। সেই ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী একজন নিরাপত্তাকর্মীর এই বেতন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণত সেবা নেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দেয়। কিন্তু এই বেতনে জীবন ধারণ সম্ভব হয় না। ফলে নিরাপত্তাকর্মীরা আট ঘণ্টা নয় বরং ১৬-১৭ ঘণ্টা ডিউটি করেন। এতে কম্পানিভেদে ১৬ থেকে ১৮ হাজার টাকা বেতন পাওয়া যায়। এই বেতনের বাইরে নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহকারী কম্পানিগুলোর সার্ভিস চার্জ নেওয়ার নিয়ম, যা এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে। এই সার্ভিস চার্জের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক, প্রশিক্ষণ, নজরদারি, মেডিক্যাল সেবা দেয় নিয়োগকারী কম্পানি। তবে নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কম্পানিগুলো বলছে, ৯ হাজার ৮০০ টাকা বেতন যথেষ্ট নয়। এই বেতন অন্তত ১৫ হাজার ৯০০ টাকা করা উচিৎ যা সরকারকেই নির্ধারণ করে দিতে হবে।

দেশে প্রথম বেসরকারি নিরাপত্তাসেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান সিকিউরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড। যারা যাত্রা শুরু করে ১৯৮৮ সালে। ওই সময় সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এই কম্পানি চালু করেন। একই বছর রোরা নামে আরো একটি কম্পানি এই খাতে ব্যবসা শুরু করে। ১৯৯৪ সালে তৃতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা করে জেএসএস সার্ভিস লিমিটেড। এই সেবা তখন কিছুটা ঢিমে তালে চললেও ২০০১ সালের পর থেকেই মূলত চাহিদা বাড়তে থাকে। এখন নিরাপত্তাসেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৭০০-৮০০টি। তবে এর কোনো তালিকা কারো কাছেই নেই। এসব কম্পানির অধীনে কাজ করছেন প্রায় ১০-১১ লাখ।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, আগে শুধু ব্যাংক ও এটিএম বুথে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা আনা-নেওয়া, বড় ব্যবসায়ীর বডিগার্ড, বিদেশ থেকে আসা কোনো বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, সংস্থার উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিরাপত্তা দেওয়া, বাসা-বাড়ি, হাসপাতাল, শিল্প-কারখানা, পণ্য সংরক্ষণাগার, শপিং মল, বিভিন্ন এমবাসি ও মিশনগুলোতে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা কাজ করেন। কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দেয়। তবে দেশে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেন বিভিন্ন ব্যাংক ও এটিএম বুথে। যার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। সেবা নেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তা কম্পানিগুলোর সঙ্গে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে চুক্তি করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সেবা এখন শুধু দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যুক্ত হয়েছে আর্চওয়ে, মেটাল ডিটেক্টর, স্ক্যানার, সিসিটিভি মনিটরিং, স্কট, ডগ স্কোয়াড সেবাও। বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে কাজ করা কম্পানিদের একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসার কাজ করছে বাংলাদেশ প্রফেশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রভাইডার অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএসএসপিএ)। এই সংগঠনের সভাপতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদ আজম, পিএসসি (অব.) এবং সাধারণ সম্পাদক ফারহান কুদ্দুস। ২০০৪ সালে গঠন করা হয়, যার সদস্য এখন ৪৮টি কম্পানি। এই সংগঠনটিই নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কম্পানিগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে কাজ করছে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও আইনগত বিষয়গুলো নিয়ে আদালত ও সরকারের সঙ্গে কাজ করছে। এখন নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কম্পানিগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে সিকিউরেক্স, জেএসএস, ইউরো ভিজিল, সিকিউরিটি ৩৬০, আইএসএসএল, এলিট ফোর্স, ওরিয়ন সিকিউরিটি, এএসএফ, গার্ডা শেল্ড, জি৪এস, অরনেট, প্রোটেকশন ওয়ান, শিল্ড সিকিউরিটি ইত্যাদি। নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কম্পানি সিকিউরেক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহান কুদ্দুস সিকিউরিটি গার্ডদের বেতনের বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শ্রম মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা ওয়েজ বোর্ডে যে বেতন ৯ হাজার ৮০০ টাকা, এই টাকা সেবাগ্রহীতারা দিতে চায় না। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোই এই নিয়ম মানে না। কিন্তু একজন গার্ডের মিনিমাম বেতন ১৫ হাজার ৯০০ টাকা হওয়া উচিত। এ ছাড়া কেউ এই কাজ করে বেঁচে থাকতে পারবে না।'

নিরাপত্তাসেবা খাতের সম্ভাবনা থাকলেও সমস্যাও রয়েছে। মিলেনিয়াম সার্ভিস সিকিউরিটি বাংলাদেশ লিমিটেডের জিএম (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) মেজর (অব.) আশীষ মজুমদার বলেন, 'সরকার সহযোগিতা করলে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের বিদেশে পাঠাতে পারি। এতে দেশের বেকারত্ব দূর হবে, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে আসবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারত, নেপাল, আফ্রিকার মানুষ কাজ করছেন। তাঁরা অনেক ভালো বেতন পান। সরকারকে শুধু বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে।'

নিরাপত্তাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্বের অনেক দেশে এটা খুবই ভালো চাকরি। অনেকে এটিএম মেশিনের পাশে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকে আট ঘণ্টার চেয়ে ১৬ ঘণ্টা ডিউটি করে। যাতে টাকাটা একটু বেশি পায়। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা নয়। আমাদের সরকার যদি নীতিমালা করে দেয়, যে এই বেতনের নিচে কেউ দিতে পারবে না তাহলে এরা যথাযথ বেতন পেতে পারবে। অনেক ক্ষেত্রে সিকিউরিটি গার্ডের ওপর হামলাও হয়। জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকেন।'

DHAKA THURSDAY JULY 23, 2026
SRABAN 8, 1433 BS
The Daily Star

Textile mills want refinancing scheme, RMG uninterrupted gas

STAR BUSINESS REPORT

Textile millers yesterday urged the government to introduce a special refinancing scheme for existing loans to export-oriented primary textile industries with a maximum interest rate of 5 percent.

The millers made the demand during a meeting with Prime Minister Tarique Rahman at his secretariat office in Dhaka. Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell led the delegation.

They also urged the government to quickly implement the announced Tk 20,000 crore working capital support package through simplified procedures, project-based Credit Information Bureau (CIB) assessments, and temporary relaxation of CIB requirements for closed or partially operational industrial enterprises.

They also sought the adoption of a competitive policy framework through a coordinated tariff and tax structure, financial support measures, and export promotion policies for the primary textile and export-oriented readymade (RMG) industries in line with those of competing countries.

They also urged the Prime Minister's Office to ensure the prompt and efficient delivery of government services to export-oriented industries.

In response, the prime minister directed the formation of a high-level committee comprising the commerce minister, the prime minister's adviser on finance and planning, and the Bangladesh Bank governor, according to a BTMA statement.

The committee will convene its first meeting within one week to review the existing challenges facing the primary textile sector and submit its recommendations.

At the meeting, the BTMA handed over a Tk 5 crore cheque to the prime minister's relief and welfare fund.

Meanwhile, a delegation of the board of directors of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), led by its president, Mahmud Hasan Khan, met with the prime minister yesterday.

The BGMEA leaders demanded an uninterrupted supply of gas and electricity to keep factories operational and ensure the timely shipment of export orders.

The manufacturers made the demand during a meeting with Prime Minister Tarique Rahman at his secretariat office

The delegation highlighted the adverse impact of the recent energy crisis on production and the increased operating costs incurred by factories due to their reliance on alternative power sources.

BGMEA also strongly requested the establishment of a dedicated mechanism under the Prime Minister's Office to facilitate the prompt resolution of issues relating to customs, banking, gas, electricity, and other government services for export-oriented industries, according to a BGMEA statement.

The association also proposed that the prime minister introduce a permanent policy under which annual customs bond audits would be conducted by leading professional audit firms to eliminate the complexities associated with frequent audits by the National Board of Revenue and bond authorities.

In view of the inadequate cargo handling capacity at Hazrat Shahjalal International Airport, which has led to increased lead times, BGMEA requested urgent measures to construct a temporary cargo shed.

The leading trade body also requested the allocation of suitable government land in Gazipur, the country's largest apparel manufacturing hub, to establish a modern specialised hospital for garment workers, ensuring affordable, quality healthcare services for millions of workers.

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই ২০২৬,

বিদেশে চাকরির নামে প্রতারণা

মানব পাচারবিরোধী দিবস

মানব পাচার মামলা জানুয়ারিতে ৭১টি, ফেব্রুয়ারিতে ৬৬টি, মার্চে ১১০টি, এপ্রিলে ১৩০টি এবং মে মাসে ১২৩টি।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসায় ঝুঁকি নিয়েও বিদেশে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন মানুষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে তাঁদের চাকরির প্রলোভন দেখাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। তৈরি করছে প্রতারণার ফাঁদ। এরপর কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তারপরও বিদেশে গিয়ে মিলছে না চাকরি। বরং নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এভাবে অভিবাসনের নামে বাড়ছে মানব পাচার।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্য বলছে, ইতালি যেতে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়া নাগরিকদের মধ্যে গত কয়েক বছরের মতো এবারও বাংলাদেশিরা শীর্ষে। আর গ্রিস যেতে সমুদ্র পাড়ির তালিকায় এবার প্রথম শীর্ষে এসেছে বাংলাদেশ।

অভিবাসন খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি বা গ্রিস যেতে কর্মীদের পাঠানো হয় লিবিয়ায়। দেশটির অনেক ক্যাম্পে নির্যাতিত হচ্ছেন কর্মীরা। তাঁদের জিম্মি করে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এ বছরের মার্চে লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে অন্তত ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ১২ জনই সুনামগঞ্জের। তবু থামছে না ইউরোপের এ স্বপ্নযাত্রা।

ইউরোপের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ফ্রন্টেক্সের তথ্যের বরাত দিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জানিয়েছে, ২০২৫ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ২০ হাজার ২৫৯ জন বাংলাদেশি ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। আর ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসেই ৪ হাজার ২৪৯ জন বাংলাদেশি এভাবে ইতালিতে প্রবেশ করেছেন। একই সময়ে লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে গেছেন ৩ হাজার ৬০৮ জন বাংলাদেশি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানব পাচার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালেই মানব পাচার আইনে ১ হাজার ১২৬টি নতুন মামলা হয়েছে। আর পুরোনো মামলাসহ ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত মোট ৫ হাজার ২৮৪টি মামলা ঝুলে আছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩০৬টি মামলা বিচারাধীন এবং ১ হাজার ৯৭৮টি মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।

পুলিশ ও অপরাধ তদন্ত বিভাগ এসব মামলার তদন্ত করছে। এ বছরের জানুয়ারিতে নতুন করে ৭১টি, ফেব্রুয়ারিতে ৬৬টি, মার্চে ১১০টি, এপ্রিলে ১৩০টি এবং মে মাসে ১২৩টি মামলা হয়েছে। এই সময়ে মাত্র ১৭টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

> পাচার বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ইউরোপযাত্রা ঠেকাতে দেশের পাশাপাশি গন্তব্য দেশগুলোরও সতর্কতা দরকার।
>
> **আরিফুল হক চৌধুরী**
> প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী

এমন পরিস্থিতিতে আজ ৩০ জুলাই পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানব পাচারবিরোধী দিবস। এবার দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রতারণার ফাঁদে বন্দী'।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, পাচার বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ৪৯টি এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাশিয়ায় পাঠানো তিনটি এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। কম্বোডিয়ায় ছাড়পত্র দেওয়ার আগে বিএমইটিকে আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ইউরোপ যাত্রা ঠেকাতে দেশের পাশাপাশি গন্তব্য দেশগুলোরও সতর্কতা দরকার।

নতুন শ্রমবাজারের নামে প্রতারণা

কয়েক বছর ধরে কর্মসংস্থান বাড়ছে শুধু সৌদি আরবে। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় আপাতত সেখানে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা আছে। ওমান ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ দুই বছর ধরে। কার্যত বন্ধ হয়ে আছে আরব আমিরাত।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরু বলছে, বর্তমানে রাশিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন শ্রমবাজার। গত বছর দেশটিতে গেছেন ৪ হাজার ৭২৭ জন। আগের বছর এটি ছিল ৯৯৩ জন। তবে একটি চক্র বাংলাদেশি কর্মীদের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছে। এ বছরের প্রথম ছয় মাসেও ২ হাজার ১২৫ জন কর্মী রাশিয়া যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন। নিয়মিত কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছেন। কেউ কেউ সেখানেই মারা যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দেশে ফেরার আকুতি জানিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছেন।

গত বছর সেনানিবাসে বাবুর্চির কাজ দেওয়ার কথা বলে রাশিয়ায় পাঠানো হয় লক্ষ্মীপুরের জাহাঙ্গীর আলমকে। কিন্তু তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখান থেকে এক পর্যায়ে পালিয়ে বাংলাদেশে দূতাবাসের মাধ্যমে সাত মাস পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশিক্ষণ ছাড়াই অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর একদিন অস্ত্র চালানো শেখানো হয়। একসঙ্গে ১৬ জন ছিলেন যুদ্ধের ক্যাম্পে। ৪ জন মারা যাওয়ার পর আতঙ্কে দিন কাটে তাঁর।

ভালো চাকরির নামে পাচারের আরেক গন্তব্যের নাম কম্বোডিয়া। দেশটিতে নিয়ে যায় কল সেন্টারে চাকরির নামে। এরপর তাঁদের দিয়ে করানো হয় অনলাইন প্রতারণা। আন্তর্জাতিক চাপে সম্প্রতি এসব স্ক্যাম সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর জুনেই ফিরে এসেছেন ৫৮৩ জন কর্মী। তবু গত দেড় বছরে ১৫ হাজারের বেশি কর্মীকে কম্বোডিয়া যেতে ছাড়পত্র দিয়েছে বিএমইটি।

শাস্তি পায় না পাচারকারীরা

ব্র্যাক বলছে, কম্বোডিয়া থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের ৯৮ শতাংশই সেখানে চাকরি পাননি। ৯০ শতাংশ বলেছেন, জোর করে প্রতারণা বা স্ক্যামের কাজে তাঁদের যুক্ত করা হয়েছিল। ৮৮ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না। ৮৬ শতাংশের পাসপোর্ট ও কাগজপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ২৭ শতাংশ ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ৩৮ শতাংশ মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে চাকরির প্রলোভন দিয়েও নিয়মিত প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতারিত কর্মীরা ফিরে এসে মানব পাচারের মামলাও করছেন। আবার কোনো ক্ষেত্রে বিদেশে নিহত হওয়া প্রবাসীর পরিবারও মামলা করছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে পাঁচ বছরের (২০২০-২৪) মধ্যে ৪ হাজার ৪২৭ মামলার ৯৪-৯৫ শতাংশ আসামি খালাস পেয়ে যান। পাচারকারীদের বিচার ও শাস্তি না হওয়ায় মানব পাচার থামছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, আগে জোর করে পাচার হতো। এখন মূলত অভিবাসনের নামে পাচার হচ্ছে। চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রলোভন দেখানো হয়। যেকোনো মূল্যে দেশ ছাড়ার প্রবণতা থেকেই পাচারের শিকার হচ্ছে। পাচারকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও পায় না।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ৩০ জুলাই ২০২৬

বিশ্বে পোশাকের বাজার বাড়লেও সুবিধা নিতে পারেনি বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ব পোশাক বাণিজ্য আবারও প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরেছে। ২০২৫ সালে বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭৪.৪৬ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ৫৭ হাজার ৪৪৬ কোটি ডলার), যা আগের বছরের তুলনায় ৪.৪৬ শতাংশ বেশি। কিন্তু এই প্রবৃদ্ধির ঢেউয়ে সাঁতার দিতে পারেনি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ; বরং প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া দ্রুত এগিয়ে এসে বাংলাদেশের বাজার অংশীদারির ওপর চাপ তৈরি করেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েস দেখিয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৮.৮২ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধি মাত্র ০.৮৯ শতাংশ। অথচ একই সময়ে ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে ১০.৫৩ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ১৬.৮৮ শতাংশ। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভিয়েতনামের ব্যবধান কমে এসেছে মাত্র ১.৩১ বিলিয়ন ডলারে।

বিশ্লেষকদের মতে, সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো চীনের বাজার অংশীদারি কমলেও সেই সুযোগের বড় অংশ বাংলাদেশ নয়, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া কাজে লাগিয়েছে। ২০২৫ সালে চীনের পোশাক রপ্তানি ৪.৯২ শতাংশ কমে ১৫৭.১১ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে এবং বৈশ্বিক বাজারে তাদের অংশীদারি কমে ২৭.৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ চীন থেকে সরে আসা ক্রয়াদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিযোগী দেশগুলো দখল করেছে।

- » চীনের হারানো ক্রয়াদেশ পাচ্ছে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া
- » ২০২৫ সালে বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার
- » ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া দ্রুত এগিয়ে বাংলাদেশের বাজার অংশীদারির ওপর চাপ তৈরি করেছে
- » ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্যবধান কমে এসেছে মাত্র ১.৩১ বিলিয়ন ডলারে
- » জ্বালানিসংকট, উচ্চ সুদহার, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দুর্বল করেছে

দেশ	২০২৫ রপ্তানি (বিলিয়ন ডলার)	প্রবৃদ্ধি
চীন	১৫৭.১১	-৪.৯২%
বাংলাদেশ	৩৮.৮২	+০.৮৯%
ভিয়েতনাম	৩৭.৫১	+১০.৫৩%
ভারত	১৭.২৬	+৫.৪৭%
কম্বোডিয়া	১১.৫৬	+১৬.৮৮%
পাকিস্তান	৯.৯১	+৬.৮৩%
ইন্দোনেশিয়া	৯.২৩	+৫.৭৯%

বাজার অংশীদারিতে চাপ : ২০২৪ সালে বৈশ্বিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারি ছিল ৭ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে তা কমে ৬.৭৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিপরীতে ভিয়েতনামের অংশীদারি ৬.১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে। কম্বোডিয়াও প্রথমবারের মতো ২ শতাংশের বেশি বাজার অংশীদারি অর্জন করেছে।

শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শুধু উৎপাদন সক্ষমতা এখন আর প্রতিযোগিতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। ক্রেতারা এখন দ্রুত সরবরাহ, কম লিড টাইম, বাণিজ্য সুবিধা, সিনথেটিক ও ম্যান-মেড ফাইবারভিত্তিক পণ্যের সক্ষমতা এবং স্থিতিশীল ব্যাবসায়িক পরিবেশকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

কেন পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ : রপ্তানিকারকদের মতে, গত কয়েক বছরে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট, উচ্চ সুদহার, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে দুর্বল করেছে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাজার সম্প্রসারণ করছে। কম্বোডিয়া উন্নত লজিস্টিকস ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের কারণে নতুন ক্রেতা আকর্ষণ করছে।

বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মহিউদ্দিন রুবেল মনে করেন, চীনের বাজার অংশীদারি কমলেই বাংলাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভবান হবে—এমন ধারণা এখন আর বাস্তবসম্মত নয়। প্রতিযোগী দেশগুলো ব্যবসার খরচ কমানো, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পণ্যে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভিয়েতনামের দ্রুত উত্থান : ২০২১ সালে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের রপ্তানি ব্যবধান ছিল প্রায় ৫.২ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে তা কমে ১.৩১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভিয়েতনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬
১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস আজ

ভূমধ্যসাগর পাড়ির চেষ্টায় এগিয়ে বাংলাদেশিরা

হক ফারুক আহমেদ

৯৩ শতাংশ বন্দি ক্যাম্পে; ৭৯ শতাংশকে নির্যাতন

ছয় মাসে ইতালিতে ৪ হাজার জনের প্রবেশ

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইতালি, গ্রিসসহ ইউরোপের নানা দেশে প্রবেশের চেষ্টাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশিরা এগিয়ে। ঝুঁকিপূর্ণ পথে এ যাত্রায় অনেকেই মুখোমুখি হচ্ছেন বন্দিত্বের; দিতে হচ্ছে বড় অঙ্কের মুক্তিপণও। কারও কারও প্রাণ যাচ্ছে উত্তাল সাগরে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এক গবেষণা দেখা যায়, এভাবে মানব পাচারের শিকার হয়ে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের ৯৩ শতাংশই বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে বন্দিত্বের মুখে পড়ছেন। ৭৯ শতাংশ জানাচ্ছেন নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা।

সাগরপথ পাড়ি দিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে ভূমধ্যসাগরে। এ বছরের মার্চে লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে অন্তত ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ১২ জনের বাড়ি সুনামগঞ্জ। লিবিয়ার তোবরুক থেকে ২১ মার্চ রওয়ানা হওয়া নৌকাটি দিক হারিয়ে ছয় দিন খাদ্য ও পানিশূন্য অবস্থায় ভেসে ছিল। পরে পাচারকারীদের নির্দেশে মৃতদেহগুলো সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। মানব পাচারকারী চক্রের পাল্লায় পড়ে ইতালি বা গ্রিসে পৌঁছানোর পথে অনেক বাংলাদেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি বা গ্রিসে প্রবেশ করতে গিয়ে লিবিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে বাংলাদেশিদের জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে ২৫-৩০ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লিবিয়ায় আটক হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। ছয় বছরে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশিকে এভাবে লিবিয়া থেকে ফেরত পাঠানো হয়।

এ বাস্তবতায় আজ পালন করা হচ্ছে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

মানব পাচারের ফাঁদে যৌন নির্যাতন ও শ্রমদাসত্ব

আহমদ মুসা রঞ্জু, *খুলনা*

বিদেশে গিয়ে ভাগ্যবদলের স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। সেই স্বপ্ন পূরণে কেউ জমি বিক্রি করেন, কেউ ঋণ করে জোগাড় করেন লাখ লাখ টাকা। কিন্তু দালালদের প্রলোভনে বিদেশে গিয়ে অনেকের জীবনই পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। কাজের পরিবর্তে অমানবিক শ্রম, নির্যাতন, এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরছেন অনেকে। বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস আজ। দিবসটি সামনে রেখে উঠে এসেছে এমন অসংখ্য হৃদয়বিদারক বাস্তবতা। কেউ নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকেই হতাশা, সমাজিক অবহেলা ও আইনি জটিলতার মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

স্বপ্নভঙ্গের করুণ গল্প : খুলনার শিরোমনি এলাকার সোহেলী বেগম (ছদ্মনাম) দালালদের মাধ্যমে ২৮ বছর বয়সে কারখানায় কাজের আশায় লিবিয়ায় যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাকে গৃহকর্মীর কাজে বাধ্য করা হয়। বাড়ির মালিকদের মারধর, না খেয়ে থাকা এবং প্রতিবাদের জেরে স্থানীয় দালালদের হাতে আটকে পড়েন তিনি। পরে তাকে বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হলেও বিক্রি না হওয়ায় মাসের পর মাস একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। অন্য একজনের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কূটনৈতিক উদ্যোগে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

একই ধরনের অভিজ্ঞতা দৌলতপুরের আবু সালেহের। ২৫ বছর বয়সে দালাল ধরে জাহাজে কাজের আশ্বাসে দুবাইয়ের শারজাহ বন্দরে গেলেও সেখানে তাকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৪৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আটকে রাখা হয়। পরে গোয়েন্দা অভিযানের সময় মরুভূমিতে ভেড়া দেখাশোনার কাজে পাঠানো হয়। প্রায় তিন মাস খাবার পানি ছাড়া থাকার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে সরকারি উদ্যোগে দেশে ফিরলেও দালালরা আবার ইউরোপে পাঠানোর কথা বলে তার পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রতারণার শিকার হাজারো মানুষ : হাজারো মানুষ বিদেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরেছেন। হারিয়েছেন জীবনের সঞ্চয়, মূল্যবান সময় ও আত্মসম্মান। বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে যাওয়া, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, লিঙ্গভিত্তিক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মানব পাচারের ফাঁদে যৌন নির্যাতন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং সামাজিক বৈষম্য মানব পাচারের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্টেও অভ্যন্তরীণ শ্রম শোষণ, জোরপূর্বক নিয়োগ, যৌন হয়রানি ও শিশুশ্রম বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

নির্যাতন বেশি তিন দেশে : উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, রূপান্তর ও কারিতাস সুইজারল্যান্ডের অর্থায়নে 'আশ্বাস ফেজ-২' প্রকল্পের আওতায় বিদেশফেরত ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসনে কাজ করছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, প্রতারণার শিকার ৭০ শতাংশ মানুষ সৌদি আরব, ভারত ও জর্ডানে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে ৩৯, ভারতে ১৭ এবং জর্ডানে ১২ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তাদের তথ্যে দেখা যায়, ৫৭ শতাংশ মানুষকে গৃহশ্রমে, ৮৩ শতাংশকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং ৩৭ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেকেই একাধিক ধরনের নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন।

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গড়ে ১০ শতাংশ মানুষ বিদেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রতারণার ২২২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারি এ দপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. ইকবাল হোসাইন বলেন, বিদেশগমনেচ্ছুদের তথ্য সংরক্ষণে সরকার 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম' চালু করেছে। এতে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সহজ হবে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পাচারের নিরাপদ রুট : খুলনা ও সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় এ অঞ্চলে মানব পাচারের ঝুঁকি বেশি। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকা, জলবায়ুর প্রভাব, নদীভাঙন, লবণাক্ততা ও জীবিকার সংকট মানুষকে পাচারচক্রের ফাঁদে ফেলছে।

সিআইডির মানব পাচার প্রতিরোধ সেলের তথ্য অনুযায়ী, সাতক্ষীরার সুন্দরবনসংলগ্ন কৈখালী, ভোমরা, লক্ষ্মীদাঁড়ি, কলারোয়ার বৈকারী ও কাকডাঙা, যশোরের বেনাপোল, পুটখালী, গাতীপাড়া, সাদিপুর, দৌলতপুর, রুদ্রপুর এবং শার্শার শিকারপুর, গোগা, অগ্রভুলোট, পাঁচভুলোটসহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা পাচারকারীদের সক্রিয় রুট। ঝিনাইদহের মহেশপুরের বাঘাডাঙ্গা, হুদাপাড়া, পলিয়ানপুর ও খোসালপুর সীমান্তঘেঁষা এ গ্রামগুলো দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে লোক পারাপার করা হয়।

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত হওয়ায় পুলিশের পাশাপাশি বিজিবিও পাচার প্রতিরোধে কাজ করছে। ফলে আগের তুলনায় পাচার অনেকটাই কমেছে।

মামলার জটিলতায় বিচার থেকে বঞ্চিত : বিদেশ থেকে ফিরে আসা অধিকাংশ ভুক্তভোগী আইনি লড়াইয়ে যেতে চান না। কয়রার রহিমা খাতুন (ছদ্মনাম) ২০১৮ সালে প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরে মামলা করলেও এখনো বিচার পাননি।

তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৯৯ শতাংশ ভুক্তভোগী বিচার থেকে বঞ্চিত হন। রাজনৈতিক প্রভাব, প্রভাবশালী আসামিদের চাপ, দীর্ঘসূত্রতা ও আদালতের বাইরে আপস-মীমাংসার কারণে অনেক অপরাধী পার পেয়ে যায়। খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় মানবপাচার আইনে ৮৪১টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৩৬টি। শুধু খুলনায় মামলার সংখ্যা ১২০।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ৭৯০ জন প্রতারণার শিকার ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে মাত্র ৬০ জন আইনি সহায়তা নিয়েছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেছেন মাত্র পাঁচজন। সংস্থাটির রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর এসকে মাসুদুল হাসান বলেন, বাস্তবে এ সংখ্যা আরও বেশি। কারণ, দেশে ফেরার পর বেশির ভাগ মানুষ নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে চান না।

মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট মোমিনুল ইসলাম বলেন, মানব পাচার মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল তদন্ত, সাক্ষী সুরক্ষার অভাব এবং প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের কারণে অধিকাংশ অপরাধী শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে। তার মতে, সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি দালালচক্রের অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বিদেশফেরত ভুক্তভোগীদের আইনি ও আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলে দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে পুঁজি করে এ অপরাধচক্র আরও বিস্তৃত হবে।

ভূমধ্যসাগর পাড়ির চেষ্টায় এগিয়ে বাংলাদেশিরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিবস। ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান যুগান্তরকে বলেন, নানাভাবে বাংলাদেশের নাগরিকরা মানব পাচারের শিকার হচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা শীর্ষে রয়েছে। এবার একইভাবে গ্রিসে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এগিয়ে বাংলাদেশ। এভাবে যাওয়ার পথে অনেক প্রাণহানি ঘটছে। পাশাপাশি লিবিয়ায় বহু মানুষ ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। বিদেশে কাজ বা শ্রম অভিবাসনের নামে এ মানব পাচার অত্যন্ত ভয়াবহ সমস্যা। পাচারকারীরা এখন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করছে। কিন্তু সে তুলনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পিছিয়ে রয়েছে। আবার পাচারসংক্রান্ত মামলাগুলোরও যথাযথ বিচার হচ্ছে না। পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক।

ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা যায়, ইতালি বা গ্রিসে যাওয়ার চেষ্টায় বাংলাদেশিদের মধ্যে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা বেশি। যাত্রাপথের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা থেকে মিসর, দুবাই বা তুরস্ক হয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ লিবিয়ায় গেছেন। চাকরির প্রলোভন দেখানো হলেও ৭৫ শতাংশ কোনো চাকরি বা কাজ পাননি। উলটো এসব বাংলাদেশিকে বন্দিদশায় থাকতে হয়েছে। এভাবে যারা বিদেশে গেছেন, তাদের মধ্যে ৯৩ শতাংশ ক্যাম্পে বন্দি ছিল এবং ৭৯ শতাংশ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এছাড়া লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর ৬৯ শতাংশ মুক্তভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। তাদের অধিকাংশকে পর্যাপ্ত খাবারও দেওয়া হয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানব পাচার সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে মানব পাচার আইনে ১ হাজার ১২৬টি নতুন মামলা হয়েছে। পুরোনো মামলাসহ ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত ৫ হাজার ২৮৪টি মামলা ঝুলে আছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩০৬টি মামলা বিচারাধীন এবং ১ হাজার ৯৭৮টি মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। পুলিশ ও অপরাধ তদন্ত বিভাগ এসব মামলার তদন্ত করছে।

এতসবের মধ্যে কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে নতুন সব পন্থায় মানব পাচার হচ্ছে। যার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়ে সাইবার স্ক্যামের শিকার হচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি। কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারে সংঘবদ্ধ মানব পাচারচক্র এর সঙ্গে জড়িত।

কাজের প্রলোভন দেখিয়ে অনেক বাংলাদেশিকে রাশিয়ায় নিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে থাকা কিছু এজেন্সি ও দালালচক্র নিরাপত্তারক্ষী, নির্মাণশ্রমিক, ওয়েস্টার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা কারখানায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ৮ থেকে ১২ লাখ টাকায় বৈধ ভিসায় রাশিয়ায় নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছানোর পর তাদেরকে রুশ ভাষায় লেখা বিভিন্ন নথিতে স্বাক্ষর করানো হয়। এরপর কয়েক সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সরাসরি ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পোশাক কারখানা, গৃহকর্মী বা বিউটি পার্লারে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে অনেক নারীকে জোরপূর্বক ডান্স ক্লাব ও অনৈতিক কার্যকলাপে বাধ্য করা হচ্ছে। বিশেষ করে দুবাই ও মালয়েশিয়ায় ভ্রমণ ভিসায় বাংলাদেশি নারীদের এভাবে পাঠানো হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে মিয়ানমারের বাসিন্দা রোহিঙ্গারাও। তথ্যানুসারে, ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল—চার বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় সোয়া লাখ মানুষ মানব পাচারের শিকার হয়েছেন। যাদের একটা বড় অংশ রোহিঙ্গা। এই পাচার অব্যাহত আছে এখনো।

তবে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর মোট কতজন মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার হয়, এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। জানা যায়, প্রতিবছর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮০ থেকে ৯০ হাজার মানুষ বিভিন্ন জেলখানা বা বন্দিশালা থেকে ডিপোর্টি হিসাবে ফিরে থাকে। ২০০৮ থেকে ২০২৫ সময়ে এভাবে সাড়ে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ দেশে ফিরেছে।

তবে এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কেউ কেউ পৌঁছে যাচ্ছেন গন্তব্যে। ফ্রন্টেক্সের তথ্য অনুসারে, লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা সবচেয়ে বেশি করেন বাংলাদেশিরা। ইউরোপের সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলোর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা সংস্থাটি বলছে, এ পথ মধ্য-ভূমধ্যসাগর রুট হিসাবে পরিচিত। ২০০৯ থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত এই পথে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশি ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। ফ্রন্টেক্সের তথ্যের বরাত দিয়ে ব্র্যাক জানায়, ২০২৫ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ২০ হাজার ২৫৯ জন বাংলাদেশি ইউরোপে প্রবেশ করেন। আর চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ৪ হাজার ২৪৯ বাংলাদেশি এভাবে ইতালিতে প্রবেশ করেন। একই সময়ে লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে গেছেন ৩ হাজার ৬০৮ জন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬
১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস আজ

ভূমধ্যসাগর পাড়ির চেষ্টায় এগিয়ে বাংলাদেশিরা

হক ফারুক আহমেদ

৯৩ শতাংশ বন্দি ক্যাম্পে; ৭৯ শতাংশকে নির্যাতন

ছয় মাসে ইতালিতে ৪ হাজার জনের প্রবেশ

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইতালি, গ্রিসসহ ইউরোপের নানা দেশে প্রবেশের চেষ্টাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশিরা এগিয়ে। ঝুঁকিপূর্ণ পথে এ যাত্রায় অনেকেই মুখোমুখি হচ্ছেন বন্দিত্বের; দিতে হচ্ছে বড় অঙ্কের মুক্তিপণও। কারও কারও প্রাণ যাচ্ছে উত্তাল সাগরে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এক গবেষণা দেখা যায়, এভাবে মানব পাচারের শিকার হয়ে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের ৯৩ শতাংশই বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে বন্দিত্বের মুখে পড়ছেন। ৭৯ শতাংশ জানাচ্ছেন নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা।

সাগরপথ পাড়ি দিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে ভূমধ্যসাগরে। এ বছরের মার্চে লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাওয়ার পথে অন্তত ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ১২ জনের বাড়ি সুনামগঞ্জ। লিবিয়ার তোবরুক থেকে ২১ মার্চ রওয়ানা হওয়া নৌকাটি দিক হারিয়ে ছয় দিন খাদ্য ও পানিশূন্য অবস্থায় ভেসে ছিল। পরে পাচারকারীদের নির্দেশে মৃতদেহগুলো সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। মানব পাচারকারী চক্রের পাল্লায় পড়ে ইতালি বা গ্রিসে পৌঁছানোর পথে অনেক বাংলাদেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি বা গ্রিসে প্রবেশ করতে গিয়ে লিবিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে বাংলাদেশিদের জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে ২৫-৩০ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লিবিয়ায় আটক হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। ছয় বছরে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশিকে এভাবে লিবিয়া থেকে ফেরত পাঠানো হয়।

এ বাস্তবতায় আজ পালন করা হচ্ছে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

মানব পাচারের ফাঁদে যৌন নির্যাতন ও শ্রমদাসত্ব

আহমদ মুসা রঞ্জু, *খুলনা*

বিদেশে গিয়ে ভাগ্যবদলের স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। সেই স্বপ্ন পূরণে কেউ জমি বিক্রি করেন, কেউ ঋণ করে জোগাড় করেন লাখ লাখ টাকা। কিন্তু দালালদের প্রলোভনে বিদেশে গিয়ে অনেকের জীবনই পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। কাজের পরিবর্তে অমানবিক শ্রম, নির্যাতন, এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরছেন অনেকে। বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস আজ। দিবসটি সামনে রেখে উঠে এসেছে এমন অসংখ্য হৃদয়বিদারক বাস্তবতা। কেউ নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকেই হতাশা, সমাজিক অবহেলা ও আইনি জটিলতার মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

স্বপ্নভঙ্গের করুণ গল্প : খুলনার শিরোমনি এলাকার সোহেলী বেগম (ছদ্মনাম) দালালদের মাধ্যমে ২৮ বছর বয়সে কারখানায় কাজের আশায় লিবিয়ায় যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাকে গৃহকর্মীর কাজে বাধ্য করা হয়। বাড়ির মালিকদের মারধর, না খেয়ে থাকা এবং প্রতিবাদের জেরে স্থানীয় দালালদের হাতে আটকে পড়েন তিনি। পরে তাকে বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হলেও বিক্রি না হওয়ায় মাসের পর মাস একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। অন্য একজনের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কূটনৈতিক উদ্যোগে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

একই ধরনের অভিজ্ঞতা দৌলতপুরের আবু সালেহের। ২৫ বছর বয়সে দালাল ধরে জাহাজে কাজের আশ্বাসে দুবাইয়ের শারজাহ বন্দরে গেলেও সেখানে তাকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৪৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আটকে রাখা হয়। পরে গোয়েন্দা অভিযানের সময় মরুভূমিতে ভেড়া দেখাশোনার কাজে পাঠানো হয়। প্রায় তিন মাস খাবার পানি ছাড়া থাকার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে সরকারি উদ্যোগে দেশে ফিরলেও দালালরা আবার ইউরোপে পাঠানোর কথা বলে তার পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রতারণার শিকার হাজারো মানুষ : হাজারো মানুষ বিদেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফিরেছেন। হারিয়েছেন জীবনের সঞ্চয়, মূল্যবান সময় ও আত্মসম্মান। বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে যাওয়া, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, লিঙ্গভিত্তিক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৭ জুলাই ২০২৬

রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৩.৪ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৬৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উচ্চাভিলাষী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নতুন বাজার সম্প্রসারণ, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের ওপর ভর করে এই লক্ষ্য অর্জনের আশা করছে সরকার।

নতুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় করার লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৫৫.২ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা রপ্তানি থেকে ৮.২ বিলিয়ন ডলার। উভয় ক্ষেত্রেই ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাজধানীর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদীর। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আতাউর রহমান খান এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশ এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান সংঘাত, সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যয় বৃদ্ধি এবং বাজারে চাহিদার ওঠানামা রপ্তানিকারকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তবে বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এসব সুযোগ কাজে লাগাতে সরকার ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ সহজীকরণ, সরকারি সেবার ডিজিটাইজেশন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সরলীকরণের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন বাজারে প্রবেশের কৌশল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এফটিএ আলোচনায় অগ্রগতি : রপ্তানি সম্প্রসারণে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে (এফটিএ) অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখছে সরকার। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে এফটিএ আলোচনার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি দেশের সঙ্গে চলতি বছরের মধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও শিগগিরই আনুষ্ঠানিক এফটিএ আলোচনা শুরু হবে। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর রপ্তানি প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে এসব চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা।

পোশাকনির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনা : বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই উচ্চ নির্ভরতা কমাতে সরকার বিকল্প রপ্তানি খাতগুলোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার, শিপবিল্ডিং, শিপ রিসাইক্লিং, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এসব খাতের জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং দ্রুত বাস্তবায়ন শুরু হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নিয়ে স্বস্তি : সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি নিয়ে রপ্তানিকারকদের মধ্যে কিছু উদ্বেগ দেখা দিলেও বাণিজ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ওপর কার্যকর শুল্ককাঠামোয় বাস্তবে নতুন কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগের ১০ শতাংশ শুল্কই নতুন আইনি কাঠামোর আওতায় বহাল রয়েছে। ফলে দেশের রপ্তানি খাতে নতুন করে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই বলে তিনি মনে করেন।

জ্বালানিসংকট এখনো বড় চ্যালেঞ্জ : রপ্তানি বৃদ্ধির পথে অন্যতম বড় বাধা হিসেবে শিল্প খাতের জ্বালানিসংকটের বিষয়টিও তুলে ধরেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গ্যাস সরবরাহের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না।

সময়ের আলো শনিবার। ১১ জুলাই ২০২৬

নতুন শ্রমবাজার, দক্ষ কর্মী, বেশি রেমিট্যান্স

রেজাউল করিম খোকন

সীমিতসংখ্যক দেশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আমরা উন্নত দেশগুলোর চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে জনশক্তি রফতানি করতে পারছি না। বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে কর্মসংস্থান উপলক্ষে যান তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তারা বিদেশে গিয়ে উপযুক্ত মজুরি পান না। দক্ষ শ্রমিক এবং পেশাজীবীদের বিদেশে পাঠানো গেলে এ খাতের আয় অনেক গুণ বাড়তে পারে

দেশে প্রবাসী আয় আবার আগের ধারায় ফিরেছে। যেসব দেশে বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি আছেন, সেগুলো থেকে এখন বেশি করে রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বিদেশে কর্মী পাঠানো বেড়েছে। যদিও দক্ষ কর্মী পাঠানোর হার সে তুলনায় বাড়েনি। গত অর্থবছরে উল্টো এটি কমেছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর জোর দিয়েছিল। জাপান ও ইউরোপের মতো দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে চুক্তি করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর সুফল পেতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। বিদেশে কর্মী পাঠাতে হলে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে প্রত্যেক কর্মীকে ছাড়পত্র নিতে হয়। সংস্থাটির তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদেশে মোট কর্মী গেছেন ১১ লাখ ৯৮ হাজার ৯০০ জন। এর মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশ ছিলেন দক্ষ কর্মী। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গেছেন ১০ লাখ ১৫ হাজার ৩১২ জন কর্মী। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী ১৮ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরে পেশাদার কর্মী গেছেন মাত্র ৩ শতাংশ। দক্ষ আর আধা দক্ষ মিলে কর্মী গেছেন ৩৮ শতাংশ। বিদেশে যাওয়া বাকি ৫৯ শতাংশ কর্মী গেছেন স্বল্প দক্ষ হিসেবে। কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি চলে মূলত দালাল বা পরিচিতদের মাধ্যমে। তাই ঘুরেফিরে কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমিত আছে কর্মী পাঠানো। মূলত নির্মাণ অবকাঠামো খাতেই যাচ্ছেন কর্মীরা। এ ক্ষেত্রে কোনো দক্ষতা লাগে না, বেতনও কম। মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া শ্রমবাজার তেমন বিস্তৃত নয়। অদক্ষ কর্মীর চাহিদার ভিত্তিতে সীমিত শ্রমবাজারে আটকে আছে কর্মী পাঠানো। নতুন শ্রমবাজার তৈরি করা যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যেও দক্ষ কর্মীর চাহিদা তৈরি হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকতে হলে দক্ষ কর্মী পাঠাতে হবে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষতাভিত্তিক কর্মী পাঠাতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশকে প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। 'জাপান সেল' গঠন করে পাঁচ বছরে এক লাখ দক্ষ কর্মীকে দেশটিতে পাঠানোর লক্ষ্য নিয়ে ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মৌসুমি কর্মী পাঠাতে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে এবং কর্মী পাঠানো শুরু হয়েছে। সিজনাল ও নন-সিজনাল কর্মী পাঠাতে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলোতে কর্মী পাঠাতে প্রবাসী কর্মীদের ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এবং সেবা দেওয়া পদ্ধতি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে দ্রুত সময়ে কর্মী পাঠাতে সত্যায়ন প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বা স্বতন্ত্রভাবে জাপান, জার্মানি, ইতালিসহ উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে বিস্তৃত ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু হয়েছে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রমবাজারে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

বিএমইটির তথ্য বলছে, ১৬৮টি দেশে কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। যদিও গত বছরের জানুয়ারি থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মী গেছেন ১৪১টি দেশে। এসব দেশে কর্মী গেছেন ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫৯ জন। এর মধ্যে ১৩টি দেশে কর্মী গেছেন মাত্র একজন করে। ১০ হাজারের বেশি কর্মী পাঠানো গেছে মাত্র ৮টি দেশে। আর লাখের বেশি কর্মী গেছেন দুটি দেশে। এর মধ্যে কাতার গেছেন এক লাখ কর্মী আর সৌদি আরব গেছেন ৭ লাখের বেশি কর্মী। অতীতে বেশি হারে কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা অভিযোগ আছে। অনেক কর্মী বিদেশে গিয়ে কাজ না পেয়ে অবৈধ হয়ে পড়েছেন। পুলিশের হাতে আটক হয়েও দেশে ফিরে আসতে হয়েছে একটা অংশকে। এ ছাড়া অদক্ষ কর্মী পাঠানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চক্র কাজ করে। তবে সরকার দক্ষ কর্মী তৈরিতে জোর দিয়েছে। বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) জাপানি, ইংরেজি, চীনা ও কোরীয় ভাষা কোর্স করানো হচ্ছে। বিএমইটি ও সৌদি আরবের কোম্পানি তাকামোলের মধ্যে সই করা চুক্তির অধীনে গত এক বছরে ১৫টি টিটিসি দক্ষতা পরীক্ষা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে। টিটিসিতে কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। বিদেশে এর চাহিদা বাড়তে থাকায় এটিযুক্ত করা হয়েছে।

বিদেশে শ্রমবাজার খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ফিলিপাইন অনেক আগে থেকে দক্ষ কর্মী তৈরির উদ্যোগ নিয়ে সফলতা দেখিয়েছে। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের অদক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যে একজন কর্মী মাসে গড়ে যে বেতন পান, তার চেয়ে তিন-চার গুণ আয় করা যায় জাপান বা ইউরোপের দেশগুলোতে।

প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে জাপান-ইউরোপের মতো দেশে দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর দিকে জোর দিতে হবে। দক্ষ কর্মী পাঠাতে হলে যা যা করা দরকার, সেসব করতে হবে আগে। স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষার পরিধি বাড়াতে পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। টিটিসি থেকে প্রশিক্ষিতদের দক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। মানোন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের সনদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা দরকার। অভিবাসন খাতের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও দক্ষ কর্মী তৈরি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি চালাচ্ছে। কুমিল্লার পাঁচটি উপজেলার ২৫টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে রামরু (রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট)। এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষিত কর্মীরা যাতে বিদেশে গিয়ে আত্মনির্ভরশীলভাবে কাজ করতে পারেন।

একসময় বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে যেতেন। তবে গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষভাগে এসে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হচ্ছে জনশক্তি রফতানি খাত। এখনও পণ্য রফতানি বাবদ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তবে এক অর্থে জনশক্তি রফতানি খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পণ্য রফতানি খাতের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। কারণ, পণ্য রফতানি খাতে প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি বাবদ পুনরায় বিদেশে চলে যায়। ফলে এ খাত থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন হয় তুলনামূলকভাবে কম।

কিন্তু জনশক্তি রফতানি খাত থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার প্রায় পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। কারণ এ খাতরে জন্য কোনো উপকরণ আমদানি করতে হয় না। উপরন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাসী আয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ১৬৮টি দেশে কর্মী পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি মুসলিম দেশে জনশক্তি রফতানি করা হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এসব দেশের চেয়ে ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলে জনশক্তি রফতানি করা হলে তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের বিকল্প বা নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করতে হবে।

সীমিতসংখ্যক দেশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আমরা উন্নত দেশগুলোর চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে জনশক্তি রফতানি করতে পারছি না। বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে কর্মসংস্থান উপলক্ষে যান তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তারা বিদেশে গিয়ে উপযুক্ত মজুরি পান না। দক্ষ শ্রমিক এবং পেশাজীবীদের বিদেশে পাঠানো গেলে এ খাতের আয় অনেক গুণ বাড়তে পারে। বাংলাদেশ থেকে দক্ষ এবং বিদেশি ভাষা জানা কর্মী এবং পেশাজীবী পাঠানো গেলে এ খাতের অর্জন আরো অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। জনশক্তি রফতানি খাতের আয় বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলা যেতে পারে।

বিগত সরকার আমলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল নীতির কারণে জনশক্তি রফতানি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার সমর্থক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করে রেখেছিল। ফলে বৈধ চ্যানেলের সঙ্গে কার্ব মার্কেটে প্রতি মার্কিন ডলারের মূল্যের পার্থক্য দাঁড়ায় ১০ থেকে ১২ টাকা। বাড়তি অর্থ পাবার প্রত্যাশায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাংকিং চ্যানেলের পরিবর্তে হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করতে থাকে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ কমিয়ে দেয়। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন মার্কিন রেমিট্যান্স আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। জনশক্তি রফতানি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এই খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। নতুন শ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানি বাড়াতে না পারলে রেমিট্যান্স প্রবাহে জোয়ার আসবে না, এটা আমাদের সবাইকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

● অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার

মতামত লেখকের নি[illegible]

NEW AGE SUNDAY, JULY 5, 2026,

Next step in labour migration

by **Debabrata Ghosh**

BANGLADESH has emerged as one of the world's leading labour-sending countries, with millions of migrant workers contributing to economic development both at home and abroad. Their remittances remain a cornerstone of the economy, strengthening foreign exchange reserves, supporting millions of households and helping reduce poverty.

Yet, behind this success lies a persistent challenge. Many migrant workers continue to bear high recruitment costs, accumulate debts before departure and remain vulnerable throughout the migration process. As global attention increasingly turns towards ethical recruitment and labour rights, Bangladesh has a timely opportunity to position itself as a preferred source of responsibly recruited workers for employers committed to fair labour practices.

The issue is no longer how many workers Bangladesh can send overseas. It is, rather, how the country can attract employers who value worker welfare, comply with international labour standards and invest in ethical recruitment. Achieving this requires a shift from a migration model driven primarily by numbers to one centred on quality, transparency and worker protection.

Around the world, governments, multinational corporations, investors and consumers are demanding greater accountability in labour recruitment. International frameworks such as the International Labour Organization's Fair Recruitment Principles, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and emerging human rights due diligence regulations in Europe are compelling employers to examine their labour supply chains more closely.

Many leading companies have consequently adopted the Employer Pays Principle, under which employers, not workers, cover recruitment costs. The objective is to eliminate debt bondage, reduce exploitation and ensure that labour migration remains a pathway to opportunity rather than indebtedness. For Bangladesh, this global shift presents an opportunity to attract employers seeking skilled, reliable and ethically recruited workers while simultaneously strengthening protection for its migrant workforce.

Responsible employers offer more than jobs. They are generally associated with better wages, safer working conditions, stronger grievance mechanisms and greater respect for workers' rights. They are also more likely to provide stable employment and invest in workforce development. Recruiting through such employers creates benefits for all. Workers enjoy safer and more rewarding employment, destination countries gain productive and motivated employees and Bangladesh enhances its reputation as a trusted supplier of skilled labour.

Moreover, ethical recruitment is becoming a competitive advantage. As destination countries and multinational corporations increasingly prioritise compliance with labour rights standards, countries that can demonstrate transparent and responsible recruitment systems will be better positioned in the global labour market.

To attract such employers, Bangladesh must send a clear message that ethical recruitment is not merely a policy aspiration but a national commitment.

One practical step would be establishing a responsible employer partnership programme under the expatriates' welfare and overseas employment ministry and the Bureau of Manpower, Employment and Training. Employers that consistently comply with fair recruitment standards could receive formal recognition and preferential access to recruitment services.

A publicly accessible registry of accredited employers would further strengthen transparency. Such a database would identify employers with proven records of compliance, worker protection and adherence to fair recruitment principles. It would encourage employers to improve their practices while enabling workers to make more informed choices.

Bangladesh should also deepen collaboration with industry associations, chambers of commerce and multinational corporations in destination countries. Rather than relying solely on relationships with individual employers, engaging industry-wide platforms could generate broader commitments to responsible recruitment.

Equally important is promoting Bangladesh internationally as a reliable source of skilled and responsibly recruited workers. Labour wings at overseas missions, bilateral labour dialogues and participation in international migration forums should be used strategically to reinforce this message.

One of the greatest challenges, however, is ensuring that employers who publicly endorse ethical recruitment genuinely comply with the Employer Pays Principle. Achieving this requires a balanced combination of incentives and accountability.

Responsible employers should receive tangible benefits. These may include priority processing of labour demands, faster recruitment approvals, access to government-supported recruitment events, public recognition through awards or certification programmes, inclusion in preferred employer databases and stronger collaboration with Bangladesh missions abroad. Such incentives reward good practice while encouraging other employers to adopt similar standards.

At the same time, voluntary commitments alone cannot guarantee compliance. Employers and recruitment agencies should be required to disclose all recruitment-related costs. Transparent reporting systems would enable authorities to determine whether workers are being charged illegal fees and whether employers are genuinely complying with the Employer Pays Principle.

Digital monitoring systems could further strengthen accountability by allowing migrant workers to report recruitment expenses anonymously and flag violations. Such platforms would provide valuable evidence for policymakers while helping identify patterns of abuse.

Where violations occur, meaningful consequences are essential. Employers and recruitment agencies found imposing illegal recruitment costs should face sanctions, including suspension from recruitment activities, financial penalties and public disclosure of repeated violations.

Introducing joint liability provisions would further strengthen enforcement. Under such a framework, employers and recruitment agencies would share responsibility for unlawful recruitment charges imposed on workers, encouraging greater oversight throughout the recruitment chain.

The Bureau of Manpower, Employment and Training and recruitment agencies also have a pivotal role to play. Rather than viewing agencies simply as intermediaries, the government should encourage them to become partners in ethical recruitment. Agencies that consistently demonstrate compliance with fair recruitment standards should receive incentives, public recognition and opportunities to participate in pilot initiatives with responsible employers.

At the same time, stronger audit-

ing, licensing requirements and digital oversight mechanisms are needed to identify unethical practices and improve accountability. The Bureau of Manpower, Employment and Training can reinforce these efforts by integrating responsible recruitment indicators into its licensing, monitoring and evaluation systems.

Bangladesh has already made notable progress in labour migration governance through investments in skills development, migrant welfare and digital service delivery. The logical next step is to establish itself as a recognised regional leader in ethical recruitment.

A national strategy on responsible recruitment could bring together government agencies, recruitment agencies, employers, development partners and civil society around a common vision. It should establish measurable targets for reducing recruitment costs, improving employer compliance, strengthening worker protection and ensuring effective grievance redress.

Such an approach would not only improve conditions for migrant workers but also strengthen Bangladesh's bargaining position with destination countries and attract employers that value ethical recruitment.

Ultimately, the future of labour migration is not about sending more workers abroad. It is about ensuring that migration is safe, fair and beneficial for everyone involved. Global demand for responsible recruitment now aligns closely with Bangladesh's own interest in protecting migrant workers while enhancing its competitiveness in international labour markets.

By combining incentives with effective enforcement, improving transparency and strengthening international partnerships, Bangladesh can attract employers who genuinely respect workers' rights and uphold the Employer Pays Principle. In doing so, it can position itself not simply as a major labour-sending country but as a trusted global partner in ethical labour migration.

The message should be unequivocal: Bangladesh welcomes employers who are committed to fair recruitment, respect workers' rights and share the responsibility of building a migration system that benefits workers, employers and society alike.

Debabrata Ghosh, an assistant director at Bureau of Manpower Employment and Training, is a fellow of the Migration Policy Centre at European University Institute.

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬,

আগস্টে খুলছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

জানালেন মাহদী আমিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত চালু করতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকেই বাংলাদেশি কর্মীদের প্রথম ব্যাচ মালয়েশিয়ায় যেতে শুরু করবে। একই সঙ্গে আগের সিন্ডিকেট ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো নতুন তালিকায় রাখা হবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এই সময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মালয়েশিয়া সফররত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী এবং প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেশটির মানবসম্পদমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে মাহদী আমিন বলেন, 'যারা ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, যারা অনৈতিক কর্মকাণ্ড করেছিল, যারা সিন্ডিকেটের অংশ ছিল, তাদের কেউ নতুন তালিকায় থাকবে না। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিষয়টি নিশ্চিত করবে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব শ্রমবাজার খুলে বাংলাদেশের জনশক্তির জন্য মালয়েশিয়ার বাজার উন্মুক্ত করা হবে। সব সেক্টর ও সাব-সেক্টরেই বাংলাদেশি কর্মীদের কাজের সুযোগ থাকবে।' আগস্টের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বাংলাদেশি কর্মীদের প্রথম ব্যাচ মালয়েশিয়ায় যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলের মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে মালয়েশিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছে। এতে ব্যয় কমানো এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাহদী আমিন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মালয়েশিয়া সরকারের কাছে ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা পাঠানো হয়েছিল। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল রয়েছে। সেই এমওইউ অনুযায়ী মালয়েশিয়া সরকার নিজস্ব যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত রিক্রুটিং এজেন্সি নির্ধারণ করবে।

৩১ জুলাই ২০২৬ ॥ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা

ড. মাহরুফ চৌধুরী

প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ কেবল একটি রাষ্ট্র নয়; এটি তাঁদের আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বড় একটি অংশজুড়ে থাকে প্রিয় স্বদেশ। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, সন্তানের কাছে বাংলাদেশের গল্প বলেন, জাতীয় দিবসগুলো পালন করেন; কিংবা দেশের খবর অনুসরণ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের একটি অংশকে দৈনন্দিন জীবনচর্চায় বাঁচিয়ে রাখেন। নাড়ির এই অদৃশ্য সংযোগই প্রবাসীদের স্বদেশচেতনাকে জীবন্ত রাখে। তাই দেশের সংকট তাঁদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, আর জাতীয় অর্জন তাঁদের গর্বিত করে। দেশের মানুষ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন প্রবাসীরাও মানসিকভাবে সেই সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠেন। ঐতিহাসিক সত্যের অংশ হিসেবে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের সময়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

স্বদেশচেতনার পাশাপাশি প্রবাসীদের উদ্বেগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো দেশে রেখে আসা আপনজনদের কল্যাণচিন্তা ও স্বদেশের প্রতি গভীর টান। পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন, তাঁদের ধ্যানজ্ঞান জুড়ে থাকে বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ফেলে আসা জীবনের অসংখ্য দূর-অতীত ও নিকট-অতীতের স্মৃতি। দূরদেশে অবস্থান করলেও প্রতিদিন তাঁদের মন পড়ে থাকে দেশের খোঁজখবরে। কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামাজিক সংকট দেখা দিলে প্রথমেই তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমার আপনজনেরা কেমন আছে?' চব্বিশের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় এই উদ্বেগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত, সহিংসতা, দমনপীড়ন এবং অনিশ্চয়তার খবর তাঁদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অনেকেই রাত জেগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করেছেন, ফোনে পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রেখেছেন। কেউ বারবার একই নম্বরে ফোন করেছেন, কেউ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচিতজনদের খুঁজেছেন, কেউ আবার সামান্য একটি বার্তার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। প্রবাসীদের এই মানসিক অবস্থাকে কেবল রাজনৈতিক উদ্বেগ বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে; এটি ছিল স্বজন, স্বজাতি এবং স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগ, দায়িত্ববোধ ও মানবিক সংযোগের বহিঃপ্রকাশ।

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে প্রবাসীদের জন্য সবচেয়ে বিভীষিকাময় মুহূর্ত ছিল যখন স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল। আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট কেবল একটি প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা কিংবা উপযোগিতা নয়; এটি প্রবাসীদের জন্য স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সেতুবন্ধ। প্রতিদিনের ফোনকল, ভিডিও আলাপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তা কিংবা সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ- সব মিলিয়ে নানা মাধ্যমে প্রবাসীরা তাঁদের দেশকে কাছে অনুভব করেন। সেই সেতুবন্ধ যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, তখন দূরত্বের বাস্তবতা নির্মমভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, নিজেদের ভাবতে হয় ভিনগ্রহের বাসিন্দা। ১৯ জুলাই ২০২৪-এর সেই যোগাযোগবিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে অসংখ্য প্রবাসীর কাছে মনে হয়েছিল যেন বাংলাদেশ হঠাৎ করেই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আড়াল হয়ে গেছে।

রাষ্ট্র যখন তথ্যপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দেয়, তখন মানুষের কল্পনা ও আশঙ্কা বাস্তবতার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, তথ্যের অভাব প্রায়ই মানুষের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সেই অজানাকে, যার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য ও ধারণা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য বাংলাদেশির কাছে সেই দিনগুলো ছিল অসহায়ত্ব, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং মানসিক যন্ত্রণার এক দীর্ঘ অধ্যায়। অনেক প্রবাসী রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। কর্মস্থলে থেকেও কাজে মনোযোগ দিতে পারেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসেও মন পড়ে ছিল বাংলাদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে। দেশে বাবা-মা, ভাইবোন, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সুযোগ না থাকায় তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল অনিশ্চয়তার মধ্যে। কোনো অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলে মনে হতো হয়তো দেশের কারও খবর পাওয়া যাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামান্য কোনো তথ্যের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু তথ্যের চেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়তাড়িত অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ভারই তখন ছিল বেশি। আমি নিজেও সত্যিকার অর্থে সেই জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোতে কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারিনি। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা, পেশাগত দায়িত্ব কিংবা ব্যক্তিগত কাজ– সবই যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ মনে হতো, দেশে কী হচ্ছে? আমাদের আত্মীয়স্বজন কেমন আছে? পরিচিতজনদের কেউ বিপদে পড়েছে কি না? নানাভাবে মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রবাসী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য। কেউ তাঁদের পরিবারের খোঁজ জানতে চেয়েছেন, কেউ বন্ধুদের খবর জানতে চেয়েছেন, আবার কেউ কেবল নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে তাঁদের প্রিয় মানুষগুলো এখনো নিরাপদ আছেন।

প্রবাসীদের জীবনে হয়তো অনেক স্মৃতি আসে-যায়, কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জুলাইয়ের সেই মুহূর্তগুলো তাঁরা কোনো দিন ভুলতে পারবেন না। তখন ভৌগোলিক দূরত্ব যেন হঠাৎ করেই বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রবাসীরা নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে দূরে থাকলেও তাঁদের হৃদয়, চিন্তা এবং অস্তিত্বের একটি বড় অংশ বাংলাদেশের সঙ্গেই বাঁধা। স্বদেশের সংকট তখন তাঁদের ব্যক্তিগত সংকটে পরিণত হয়েছিল। সেই ঘুমহীন রাতগুলো, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটানো দীর্ঘ প্রহরগুলো এবং একটি ফোনকলের অপেক্ষায় থাকা অসংখ্য মানুষের মুখ আজ চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাসের এক নীরব কিন্তু গভীর মানবিক দলিল হয়ে আছে। প্রবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। দেশের লাখো পরিবার প্রবাসীদের উপার্জনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পরিবারপরিজনের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ব্যবসা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় নির্বাহে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা কেবল অর্থ পাঠান না; দেশের সুখদুঃখ, উন্নয়ন ও সংকটের অর্থনৈতিক দায়ভারও বহন করেন।

ফলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তাঁদের জন্য কেবল একটি সংবাদ নয়; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স শুধু পরিবারের জীবনমান উন্নত করে না; জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে প্রবাসীরা যখন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন, তখন সেই উদ্বেগের সঙ্গে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন কেবল দেশের মানুষের জন্যই নয়; তাঁদের নিজেদের পরিবার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরে তুলে ধরা এই তিনটি বাস্তবতা তথা স্বদেশচেতনা, আপনজনের প্রতি আবেগগত বন্ধন এবং অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা– চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে তাঁরা কেবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাননি; বরং নানা পন্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছেন এই নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংগ্রামে। ভৌগোলিক দূরত্ব তাঁদের শারীরিক উপস্থিতিকে সীমিত করতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা, গণদাবির পক্ষে অবস্থান এবং স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী কর্মতৎপরতাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দূর থেকে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর বিশেষ সক্ষমতা দিয়েছে। ফলে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নাগরিকদের আন্দোলন ছিল না; এটি ধীরে ধীরে একটি বৈশ্বিক বাংলাদেশি চেতনারও বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়েছিল, যার সক্রিয় অংশীদার ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের সবচেয়ে দৃশ্যমান ভূমিকা ছিল তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথ্য কেবল সংবাদ নয়; এটি ক্ষমতা, প্রতিরোধ এবং জনমত গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যখন কোনো রাষ্ট্র তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তখন বিকল্প তথ্যব্যবস্থা সামাজিক প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যখন তথ্যপ্রবাহ নানা সীমাবদ্ধতা, বিভ্রান্তি এবং নিয়ন্ত্রণের মুখে পড়েছিল, তখন প্রবাসীরা বিকল্প তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবিনার, লাইভ আলোচনা, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাঁরা দেশের পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খণ্ডিত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, ভিডিওচিত্র, আলোকচিত্র এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারে অনেক প্রবাসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে দেশের ভিতরের আন্দোলনকারী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ সেতু তৈরি হয়।

প্রবাসীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, আহত ব্যক্তি, নিহত ব্যক্তিদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বহু প্রবাসী ব্যক্তি ও সংগঠন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নিজ নিজ উদ্যোগে তহবিল সংগ্রহ করেছেন, সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং সংকটাপন্ন পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানবিক সহায়তার এই প্রবণতা কেবল রাজনৈতিক অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং এটি ছিল জাতীয় সংহতি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের একটি শক্তিশালী প্রকাশ। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহ সাময়িকভাবে স্থগিত বা সীমিত করার আহ্বানও দেখা যায়, যা সরকারের প্রতি এক ধরনের প্রতীকী এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রবাসীদের একটি অংশ মনে করেছিল, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের অবস্থান প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

প্রবাসীদের এই ভূমিকা অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ও প্রবাসীরা আন্তর্জাতিক জনমত গঠন, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। লন্ডন, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে তখনকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে জনমত-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত অধ্যায়। ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতারই আধুনিক রূপ আমরা চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্থক্য শুধু এই যে আজকের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রবাসীদের প্রভাব বিস্তারের পরিধি, গতি এবং কার্যকারিতা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। চব্বিশের অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করিয়েছে যে প্রবাসীদের ভূমিকা কেবল রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন-আলোচনায় প্রবাসীদের অবদানকে প্রায়শ অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁরা দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নেও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁরা রাষ্ট্রকে কেবল একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলের সমার্থক হিসেবে দেখেন না; বরং একটি বৃহত্তর জাতীয় চুক্তি, নাগরিক অধিকার এবং সম্মিলিত ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই রাষ্ট্র যখন সংকটে পড়ে, তখন তাঁদের উদ্বেগও নাগরিক দায়িত্ববোধের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে।

■ লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অ...
...ম্পটন, যুক্তরাজ্য

সময়ের আলো শুক্রবার। ৩১ জুলাই ২০২৬

মার্কিন অভিবাসন নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুযোগ ও শঙ্কা

মো. সোহেল রানা

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসন, আশ্রয়প্রার্থী, কাজের অনুমতি এবং মানবিক সুরক্ষা সবকিছুই এখন দেশটির রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অভিবাসন নীতির পরিবর্তন শুধু অভিবাসীদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না, এর প্রভাব সরাসরি পড়ে শ্রমবাজার, ছোট ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ, পরিবহন, খাদ্য সরবরাহ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর। সাম্প্রতিক টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস বা টিপিএস কর্মসূচি সীমিত ও বাতিল করার উদ্যোগ সেই বাস্তবতাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে

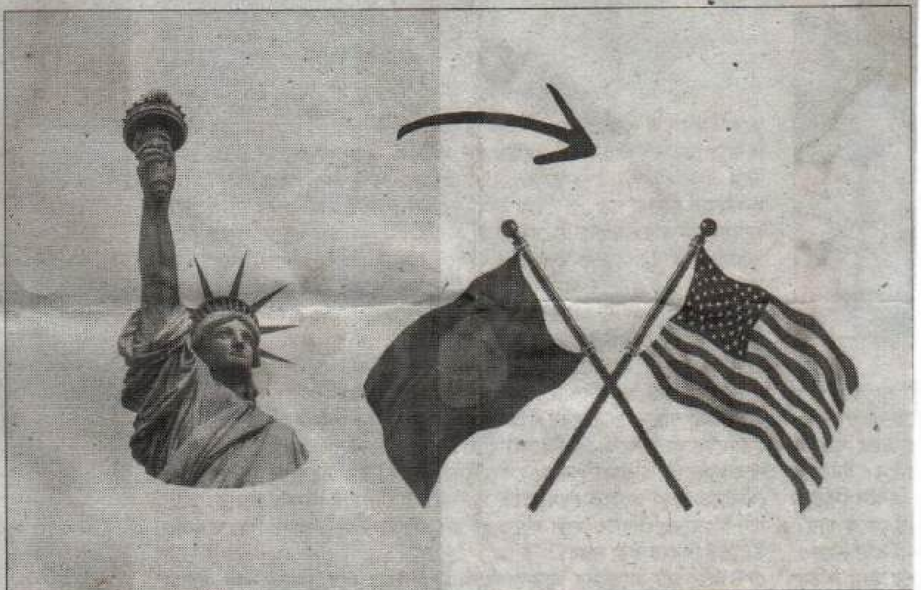

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসন, আশ্রয়প্রার্থী, কাজের অনুমতি এবং মানবিক সুরক্ষা সবকিছুই এখন দেশটির রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অভিবাসন নীতির পরিবর্তন শুধু অভিবাসীদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না, এর প্রভাব সরাসরি পড়ে শ্রমবাজার, ছোট ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ, পরিবহন, খাদ্য সরবরাহ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর। সাম্প্রতিক সময়ে টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস বা টিপিএস কর্মসূচি সীমিত ও বাতিল করার উদ্যোগ সেই বাস্তবতাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

টিপিএস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি মানবিক কর্মসূচি। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মহামারি বা অন্য কোনো গুরুতর সংকটের কারণে যেসব দেশের নাগরিকদের তাৎক্ষণিকভাবে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে এটি স্থায়ী অভিবাসন মর্যাদা নয়, গ্রিন কার্ডও নয়। এই সুরক্ষা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা নবায়ন, সীমিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

গত কয়েক বছরে হাইতি, এল সালভাদর, ভেনেজুয়েলা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, সুদান, সোমালিয়া, ইউক্রেন, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ টিপিএস সুবিধার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস ও কাজ করেছেন। তাদের অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, পরিবার গড়ে তুলেছেন, সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়েছেন, বাড়ি কিনেছেন, কর দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে শ্রম দিয়েছেন। এখন তাদের একটি বড় অংশের কাজের অনুমতি ও আইনি সুরক্ষা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য কয়েকটি দেশের টিপিএস সুরক্ষা বাতিল বা সীমিত করার পথ সহজ করেছে। এর ফলে কয়েক লাখ মানুষ ধাপে ধাপে কাজের অনুমতি হারাতে পারেন। হাইতি এবং কয়েকটি দেশের প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষের কাজের অনুমতি প্রথম দফায় ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এরপর এল সালভাদরের প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার নাগরিকও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। এদের অনেকেই দুই দশক বা তারও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

সমস্যাটি শুধু এই নয় যে, কয়েক লাখ মানুষ বৈধ কাজের অনুমতি হারাবেন। বড় প্রশ্ন হলো, তাদের জায়গায় কারা কাজ করবেন এবং কত দ্রুত নতুন কর্মী পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার এমনিতেই অনেক খাতে কর্মী সংকটে ভুগছে। নির্মাণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিচ্ছন্নতা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, হোম কেয়ার, প্রবীণসেবা, পরিবহন এবং গুদামজাতকরণ খাতে অভিবাসী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা অনেক বেশি। টিপিএসধারীদের একটি বড় অংশ এসব খাতে কাজ করেন।

একজন কেয়ারগিভার যদি কাজের অনুমতি হারান, প্রভাব শুধু তার নিজের পরিবারের ওপর পড়ে না। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি তার ওপর নির্ভরশীল, সেই পরিবারও সমস্যায় পড়ে। একইভাবে একজন নির্মাণকর্মী কাজ করতে না পারলে শুধু তার আয় বন্ধ হয় না, সংশ্লিষ্ট নির্মাণ প্রকল্প বিলম্বিত হয়, ঠিকাদারের খরচ বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির মালিক বা গ্রাহককে বেশি মূল্য দিতে হয়।

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোও এই কারণেই উদ্বিগ্ন। ইউএস চেম্বার অব কমার্স কংগ্রেসকে সতর্ক করে বলেছে, বিপুলসংখ্যক বৈধ কর্মীকে হঠাৎ শ্রমবাজারের বাইরে ঠেলে দিলে দেশের কর্মশক্তিতে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মতে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু মানবিক সংকটই তৈরি করবে না; বরং ব্যবসার পরিচালন ব্যয় বাড়াবে, উৎপাদন কমাবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, শ্রমিকের সংখ্যা হঠাৎ কমে গেলে মজুরি বাড়তে পারে। সাধারণভাবে বেশি মজুরি শ্রমিকের জন্য ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু বাস্তবে যখন ছোট ব্যবসা প্রয়োজনীয় কর্মী না পেয়ে বেশি বেতন দিতে বাধ্য হয়, তখন তারা পণ্যের দাম বাড়ায়, কাজের সময় কমায় অথবা ব্যবসা সীমিত করে। কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধও হয়ে যেতে পারে। ফলে লাভবান হওয়ার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়।

বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। বাংলাদেশ বর্তমানে টিপিএস মনোনীত দেশের তালিকায় নেই। তাই শুধু বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার কারণে কেউ এই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে সরাসরি তার গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব, বৈধ ভিসা বা কাজের অনুমতি হারাবেন না। মার্কিন নাগরিক, গ্রিন কার্ডধারী, এইচ-১বি, এল-১, স্টুডেন্ট ভিসা, আশ্রয় আবেদনকারী বা পারিবারিক অভিবাসন প্রক্রিয়ায় থাকা বাংলাদেশিদের আইনি অবস্থান টিপিএস থেকে আলাদা।

তবে এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশিরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বরং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও ব্যবসা ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকার কারণে বাংলাদেশি অভিবাসী ও ব্যবসায়ীরা পরোক্ষভাবে বড় ধরনের প্রভাব অনুভব করছেন।

বাংলাদেশি গ্রোসারি ও ডেলি ব্যবসাতেও একই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। এসব দোকানে পণ্য গ্রহণ, সাজানো, স্টক ম্যানেজমেন্ট, ক্যাশ কাউন্টার, মাংস কাটার বিভাগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ডেলিভারির জন্য কর্মী প্রয়োজন হয়। কর্মী সংকট হলে দোকান পরিচালনার সময় কমে যেতে পারে এবং পণ্য সরবরাহে বিলম্ব হতে পারে। পরিবহন ব্যয় বাড়লে চাল, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি এবং অন্যান্য নিত্যপণ্যের দামও বাড়তে পারে। নির্মাণ ও বাড়ি সংস্কারের ব্যবসাতেও বাংলাদেশিদের বড় অংশ রয়েছে। নিউইয়র্ক এবং আশপাশের এলাকায় বহু বাংলাদেশি ঠিকাদার বেজমেন্ট সংস্কার, ছাদ মেরামত, পেইন্টিং, ড্রাইওয়াল, ফ্লোরিং, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং বাড়ির অন্যান্য সংস্কারসেবা দিয়ে থাকেন। তাদের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী। বাড়ির মালিককেও বেশি খরচ বহন করতে হবে। যে বেজমেন্ট সংস্কারের কাজ আগে ৩০ হাজার ডলারে করা যেত, শ্রমব্যয় ও সময় বেড়ে গেলে সেই কাজের দাম আরও বাড়তে পারে। একইভাবে ছাদ, পেইন্টিং বা রান্নাঘর সংস্কারের খরচও বেড়ে যেতে পারে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 1 July 2026

রাজিবপুরে বজ্রপাতে নিহত ১

প্রতিনিধি, রাজিবপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান (৩৫) নামের ১ কৃষক বজ্রপাতে নিহত হয়েছে। সে নয়ার চর আজমির পাড়া গ্রামের মো. নুরু মিয়ার বড় ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সকালে মাঠে কাজ করতে যান হাফিজুর। সেখানে সকাল ১০ ঘটিকায় আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে রাজিবপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে।

হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার রেবেকা বেগম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। তিনি আরও জানান, বজ্রপাতে নিহতের শরীরের অধিকাংশই পুড়ে ঝলসে গেছে।

মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বার সাইফুল ইসলাম জানান, সোমবার সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজে গিয়েছিলেন তিনি।

মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শফিউল আলম সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তার আকস্মিক বজ্রপাতে মৃত্যুতে এলাকাবাসী শোকার্ত।

গোয়ালন্দে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত শ্রমিক মারা গেছে

প্রতিনিধি, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে 'ঢাকা পাইরোলাইসিস কোম্পানি' নামে একটি বিটুমিন তৈরির কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই শ্রমিক গুরুতর দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় দুজন শ্রমিক মারা গেছে। গত রবিবার রাত আড়াইটার দিকে সোহেল রানা (২৪) এবং সকাল নয়টায় শাওন মুন্ডা (১৬) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণইউনিটে মারা যান বলে নিশ্চিত করেন গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই ফারুক হোসেন।

নিহত শ্রমিক সোহেল রানা গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগনজ উপজেলার শামসুদ্দিনের ছেলে। অন্য শ্রমিক মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলার বিনন্দপুর গ্রামের ছুনু মুন্ডার ছেলে শাওন মুন্ডা (১৬)।

এ বিষয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম জানায়, আহত দুজন শ্রমিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে মারা গেছেন। এ ব্যাপারে থানায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি এখনও পর্যন্ত।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৭ আষাঢ় ১৪৩৩, ১ জুলাই ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

গোপালগঞ্জে বাস খাদে পড়ে আহত ২৫

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে গোপালগঞ্জে বাস খাদে পড়ে ২৫ জন আহত হয়েছে।

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা : সিংড়ার সুকাশ ইউনিয়নের জামতলী-রাণীরহাট (কাঁকিয়ান) সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সনজিত (৩৬)। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সনজিত ডাহিয়া ইউনিয়নের কৈডালা গ্রামের নরেনের ছেলে। সিংড়া থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। ঘাতক ট্রাক ও চালককে শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের

যুগান্তর
বুধবার ১ জুলাই ২০২৬
১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় আগামী ফ্যাশন কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শামীম হোসেন (২৬) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকালে বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হওয়া পর হাসপাতালে নিলে সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। তিনি রাজশাহীর মোহনপুরের গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা। জানা যায়, কারখানায় দায়িত্ব পালনকালে সোমবার বিকালে অসাবধানতাবশত এ দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকজন সহকর্মীর অভিযোগ, কারখানার বৈদ্যুতিক লাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ ও কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদন্ত করে দেখা হবে।

কালের কণ্ঠ
৩ জুলাই ২০২৬

ভাটারায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গ্রিল মিস্ত্রির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর ভাটারায় ওয়্যারিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আব্দুল বারী (২৫) নামের এক গ্রিল মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভাটারা কোকোকোলা ঢালিবাড়ি কাঁচাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় আব্দুল বারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুল বারীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী আব্দুল রাসেল জানান, নিহত আব্দুল বারী ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার জুরবাড়িয়া গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১ জুলাই ২০২৬

নৌযানে বিস্ফোরণ দগ্ধ ছয় নাবিক

৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

◉ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের সদরঘাটে কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা একটি মাছ ধরার নৌযানে (ফিশিং ভেসেল) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয় নাবিক দগ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে ট্রলারের ইঞ্জিন কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দের পর আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত তিন নাবিককে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আহত অন্য তিনজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সদরঘাট নৌ থানা সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুর ২টার দিকে এফভি দেশ নামের নৌযানটি কর্ণফুলী নদীর সদরঘাটের সাম্পানঘাট এলাকায় মুরিং বয়ায় নোঙর করে। গতকাল দুপুর ১টার দিকে নৌযানের ইঞ্জিন কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দের পর আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে নৌযানের প্রকৌশলী আশিকুজ্জামান তামিম (২২), নাবিক মো. রুবেল (৩২), শাহ আলম (৪০), নিজাম উদ্দিন (৩৭), মো. রাসেল (৩৫) ও ছিদ্দিক আহমেদ (৫০) দগ্ধ হন।

এ ঘটনার পর নৌযানটির আহত সাতজন নাবিক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে আসেন। একজন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ফিরে যান। অন্য ছয়জনকে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশলী আশিকুজ্জামান, নাবিক রুবেল ও শাহ আলমের শরীরের শতভাগ পুড়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। অন্য তিনজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ঢাকায় পাঠানো তিনজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সহকারী রেজিস্ট্রার লিটন কুমার পালিত। তিনি বলেন, ঢাকায় পাঠানো তিনজনের শরীর ও শ্বাসনালির শতভাগ পুড়েছে। নাবিক নিজাম, রাসেল ও ছিদ্দিকের শরীরের ২ থেকে ৫ শতাংশ পুড়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৩ জুলাই ২০২৬
১৯ আষাঢ় ১৪৩৩

আশুলিয়ায় রশি ছিঁড়ে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারের আশুলিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় রশি ছিঁড়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে পড়ে আলম ইসলাম (২৭) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রূপায়ণ হাউজিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলম ইসলাম পঞ্চগড়ের বোদার কুমারপাড়া গ্রামের আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতে যান আলম। কাজের একপর্যায়ে তাকে রশির মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে নামানো হয়। নিচে নামার সময় হঠাৎ রশি ছিঁড়ে গেলে তিনি ট্যাংকের ভেতরে পড়ে যান। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে আশুলিয়া নারী ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো বুধবার। ১ জুলাই ২০২৬।

পোশাক কারখানায় কর্মরত অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ

● আশুলিয়া প্রতিনিধি

আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তারা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসক নেন। শ্বাসকষ্ট ও মাথাব্যথা সমস্যা নিয়ে শ্রমিকরা হাসপাতালে আসেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় ওই পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পোশাকশ্রমিক জান্নাত বেগম জানান, মঙ্গলবার সকালে পোশাকশ্রমিকরা কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেলা ১১টার পর থেকে বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ বোধ করেন। হঠাৎ করে বমি ও অনেকের মাথা ঘোরাচ্ছিল। পরে কারখানার কর্তৃপক্ষ অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে নিয়ে আসে। কারখানাটিতে এক হাজার ১০০ শ্রমিক কাজ করেন। তাদের মধ্যে ৪০-৫০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কারখানার সুইং অপারেটর শ্রমিক মাসুদ রানা ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো আমরা সবাই কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ মেশিনের ভেতর থেকে একটা গন্ধ আসে। এরপর আমাদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাত-পা অবশ হয়ে আসে, বমি বমি ভাব হচ্ছিল। একপর্যায়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। পরে আমাদের নিচে মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে ম্যাডাম ও মেডিকেল ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। যারা প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে গেছেন, তাদের সেখানেই রাখা হয়েছে। আর যাদের অবস্থা সেখানে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাদের কোম্পানির নিজস্ব গাড়িতে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আশুলিয়া ল্যাবজোন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আব্দুল আহাদ বলেন, বেলা ১১টার পরে নারী ও পুরুষসহ অর্ধশতাধিক পোশাক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসেন। তারা বমি ও মাথা ঘুরানোর উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তারা ভালো আছেন।

ম্যাকপাই কম্পোজিটের ফায়ার সেফটি কর্মকর্তা নাহিদ হাসান বরেন, গতকালও কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থতা বোধ করলে তাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। তবে, সকালের পোশাক শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার পরে আবার হঠাৎ কয়েকজন অসুস্থতা বোধ করেন।

সময়ের আলো বুধবার। ১ জুলাই ২০২৬।

কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন ৫ রেমিট্যান্স যোদ্ধা

● নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট

আগে যে বিমানবন্দরে প্রিয়জনকে বিদায় দিতে আসতেন আনন্দ নিয়ে, মঙ্গলবার সেই বিমানবন্দরেই স্বজনরা এলেন মরদেহ নিতে। কাতারে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পাঁচ প্রবাসীর মরদেহ গতকাল সকালে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। মরদেহ গ্রহণ করতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়স্বজন।

গতকাল সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে মরদেহগুলো বিমানবন্দরে নামে। মরদেহ গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন নিহতদের স্বজন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট-৫ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি মাওলানা আবুল হাসানও। তিনি নিজে মরদেহ গ্রহণ করেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহগুলো পাঠানো হয় কানাইঘাটে নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে, যেখানে এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

গত ২১ জুন কাতারের আল শাহানিয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় নাগরিকের। নিহত পাঁচ বাংলাদেশি হলেন- কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি গ্রামের জসিম উদ্দিন, জিবাল উদ্দিন, মস্তাক আহমদ, জুবায়ের আহমদ ও কাদের আহমদ। তারা সবাই জীবিকার তাগিদে কাতারে কর্মরত ছিলেন এবং নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। প্রিয়জনদের হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন স্বজনরা।

বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ এক স্বজন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আগে এয়ারপোর্টে আসতাম আনন্দ নিয়ে, আজ (গতকাল) এলাম মরদেহ নিতে। তার এই কথায় ভারী হয়ে ওঠে বিমানবন্দরের পরিবেশ।

এ বিষয়ে ওয়েজ অর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাজ উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে আরও ৩ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 1 July 2026

বজ্রপাতের ভয়াবহতা

তালগাছে আগুন ১ জনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

বরগুনার পাথরঘাটায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে পৌর শহরে প্রায় ৫০ ফুট একটি উঁচু তালগাছে বজ্রপাতের পর আগুন ধরে যায়। গত সোমবার বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার বিকেলের দিকে উপজেলার নাচনাপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কৃষিকাজ করার সময় বজ্রপাতে নিহত হন কৃষক সেলিম মৃধা। বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, একই দিন বিকেল প্রায় ৪টার দিকে পাথরঘাটা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পনু মোক্তারের বাড়ির সামনের প্রায় ৫০ ফুট একটি উঁচু তালগাছে বজ্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে যায়। আগুন দ্রুত গাছের মাথা থেকে পুরো গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। গাছটি অনেক উঁচু হওয়ায় স্থানীয়দের পক্ষে আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বজ্রপাতের বিকট শব্দের পরপরই তালগাছের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। কিছুক্ষণ পর শুরু হওয়া মুষলধারে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে আগুন ধীরে ধীরে নিভে যায়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও বলেন, ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ ও তালগাছে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আশপাশের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমরা সবাই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি।

যুগান্তর | বুধবার ১ জুলাই ২০২৬
১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

দুই ব্যবসায়ীসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগেরদিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে বৃদ্ধসহ তিনজন, নাটোরে অটোরিকশাচালক, সিরাজগঞ্জ ও মাদারীপুরে দুই ব্যবসায়ী, বরিশালে পথচারী এবং ময়মনসিংহে যুবক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের**

সিংড়া (নাটোর) : সিংড়া উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক সনজিতের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সুকাশ ইউনিয়নের জামতলী-রাণীরহাট আঞ্চলিক সড়কের কাকিয়ান নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সনজিত উপজেলার কৈডাঙ্গা গ্রামের নরেনের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৮ আষাঢ় ১৪
Dhaka : Thursday 2 July 2026

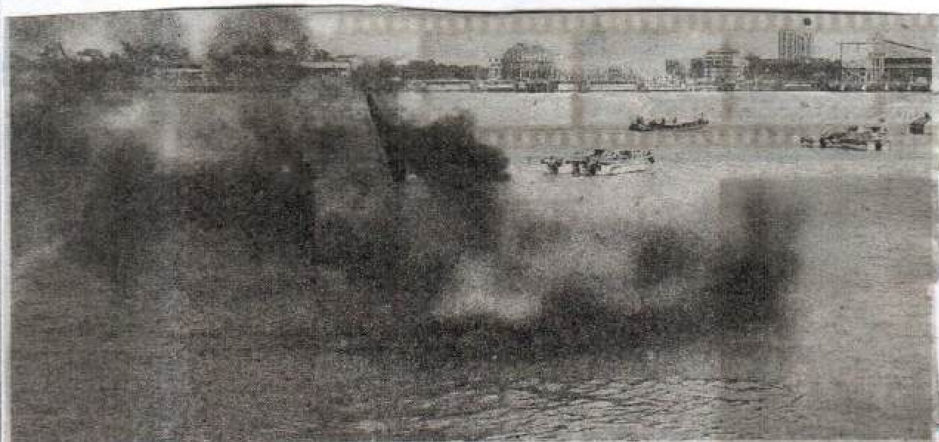

কর্ণফুলী নদীতে ফিশিং ট্রলারে বিস্ফোরণ; দগ্ধ ৬

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা একটি ফিশিং ট্রলারের ইঞ্জিন কক্ষে বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। বিস্ফোরণে দগ্ধরা হলেন- ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার আশিকুজ্জামান তামিম, গ্রিজার রুবেল ও শাহ আলম, উইঙ্গ অপারেটর নিজাম উদ্দিন, ডুবুরি রাসেল ও নাবিক ছিদ্দিক আহমেদ। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা দুজনকে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নেওয়া হচ্ছে।

গতকাল দুপুরের দিকে ট্রলারের ইঞ্জিন কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরনের পর আগুনের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় ওই ফিশিং ট্রলারের ক্যাপ্টেন জুবায়ের মাহমুদ নগরের সদরঘাট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জিডিতে উল্লেখ করা হয়, গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ শেষে গত সোমবার (২৯ জুন) বেলা ২টার দিকে ট্রলারটি কর্ণফুলী নদীর সদরঘাটের সাম্পান ঘাট এলাকায় মুরিং বয়ায় নোঙর করেন ক্যাপ্টেন জুবায়ের মাহমুদ।

মঙ্গলবার (৩০ জুন) দুপুর পৌনে ১টার দিকে ট্রলারের ইঞ্জিন কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দের পর আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে ইঞ্জিন কক্ষে দায়িত্বরত সহকারী প্রকৌশলী আশিকুজ্জামান তামিম, গ্রিজার রুবেল ও শাহ আলম, এবং ডেকে দায়িত্বরত উইঙ্গ অপারেটর নিজাম উদ্দিন, ডুবুরি রাসেল ও নাবিক ছিদ্দিক আহমেদ অগ্নিদগ্ধ হন। পরে দগ্ধদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

নৌ পুলিশের সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, উদ্ধার করা ছয় নাবিকের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঢাকায় পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। বাকি চারজন চমেক হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ৩ জুলাই ২০২৬।

দুর্ঘটনায় গেল প্রাণ

রাজধানীতে পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন- চকবাজারের কমালবাগ এলাকার পলিথিন কারখানার শ্রমিক সাইফুল হাওলাদার (৩২) ও ভাটারা কোকাকোলা এলাকার ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি আব্দুল বারী (২৪)।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে ভাটারা কোকাকোলা বাসায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আব্দুল বারী (২৪)। সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেলে নিলে পৌনে ৬টার দিকে মৃত বলে জানান চিকিৎসক। বুধবার রাত ১২টার দিকে চকবাজার কামালবাগ এলাকায় কারখানার মেশিনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সাইফুল হাওলাদার (৩২)। সহকর্মীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

হাসপাতালে মৃত সাইফুলের সহকর্মী খোকন মিয়া জানান, সাইফুলের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায়। তার বাবার নাম সুলতান হাওলাদার। বর্তমানে চকবাজারের কামালবাগ পলিথিন কারখানায় থাকতেন সাইফুল। তিনি পলিথিন কারখানার শ্রমিকের কাজ করতেন। গত রাতে কারখানায় মেশিনের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অচেতন হয়ে পড়েন।

মৃত আব্দুল বারীর সহকর্মী আবু রাসেল জানান, আব্দুল বারীর বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার জুরবাড়িয়া গ্রামে। তার বাবার নাম জাকির হোসেন। তিনি ভাটারা কোকাকোলা এলাকায় একটি দোকানে মিস্ত্রির কাজ করতেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ভাটারা থানার মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। চকবাজারের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুলাই ২, ২০২৬

সড়কে শিক্ষার্থীসহ ৬ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল স্কুলছাত্রীসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ফেনীতে দুজন, সাতক্ষীরা, বগুড়া, ভোলা ও রাজবাড়ীতে একজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

সাতক্ষীরা : জেলায় তালা-পাইকগাছা সড়কের শাহপুর বাজারের সামনে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে কুশল সরদার (১৩) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। নিহত কুশল সরদার তালার নলতা গ্রামের কানাই সরদারের ছেলে। সে উপজেলার বিদে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

ফেনী : জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল ছাগলনাইয়া উপজেলার মির্জার বাজার ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের খাইয়ারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ফুলগাজী উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামের বাসিন্দা সাহাব উদ্দিন খোকন (৫৫) ও সদর উপজেলার দক্ষিণ ছনুয়া এলাকার মৃত মকবুল আহম্মদের ছেলে কবির হোসেন (৭২)।

ভোলা : জেলার চরফ্যাশনে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল লিয়া বেগম (১৫) নামে মাদরাসার ছাত্রী। গতকাল উপজেলার চেয়ারম্যান বাজার-শশীভূষণ সড়কের জলিল মাঝির বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিয়া বেগম উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. সফিকুল ইসলামের মেয়ে। সে চেয়ারম্যান বাজার ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

রাজবাড়ী : জেলার কালুখালীতে যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পিকআপ চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে কালুখালী উপজেলার খাগজানা এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বগুড়া : জেলার শেরপুরে পিকআপের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে মোটরসাইকেলে থাকা অন্য আরোহী। গতকাল উপজেলার রণবীরবালা বশির পাগলার মাজারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সুফিয়ান (১৭) উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকারপাড়ার শাহীন রানার ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এসএম মঈনুদ্দিন বলেন, 'পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।'

সমকাল
শুক্রবার। ৩ জুলাই ২০২৬

বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত্যু

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে মাছ চাষের পুকুরে দেওয়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মামুন বিশ্বাস নামে এক কৃষক মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুকুরের মাঝে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বিদ্যুতের লাইন দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁশ খাড়া রাখার জন্য জিআই তার দিয়ে টানা দেওয়া হয়। ওই তারে জড়িয়ে এক মাসে তিনটি কুকুর মারা যায়। মাছচাষি বিশ্বজিৎ সরকার জানান, রাতে টানানো বিদ্যুৎ লাইন সকালে খুলে ফেলা হয়। বৃহস্পতিবার হয়তো সংযোগ খোলা হয়নি। অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বোয়ালমারী থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | শনিবার ৪ জুলাই ২০২৬
২০ আষাঢ় ১৪৩৩

বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে চাচি-ভাতিজি নিহত

গাজীপুরে সড়কে ঝরল দুই বন্ধুর প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরের শিবচরে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচি ও ভাতিজি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার দ্বিতীয়খণ্ড এলাকার মোড়লকান্দি মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রংপুরে শিশু এবং পাবনায় স্কুলছাত্র রয়েছে। **প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

শিবচর (মাদারীপুর) : নিহতরা হলেন—শিবচর উপজেলার জিনার গেট মাদবরকান্দি এলাকার খায়রুল মাদবরের স্ত্রী রিমি আক্তার ও তার ভাতিজি একই এলাকার হারুন মাদবরের মেয়ে আয়শা। তারা আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। দুপুরে শিবচর থেকে কুতুবপুরগামী ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ভ্যানচালক ও যাত্রীসহ ৫ জন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক শিশু আয়শা এবং রিমি আক্তারকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ৩ জুলাই ২০২৬

কলাবাগানে বিস্ফোরণে দগ্ধ তিন বন্ধু

আইসিইউতে একজন

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর কলাবাগানে একটি বাসায় বিস্ফোরণে তিন যুবক দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। এদের একজনের অবস্থা গুরুতর। গত বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে কলাবাগানের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বক্স কালভার্ট রোডে আবুল বাশারের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ইনস্পেক্টর মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। দগ্ধরা হলেন রানা, জুয়েল ও পারভেজ। তারা রাজধানীর পান্থপথ এলাকার ভিন্ন ভিন্ন ফার্নিচারের দোকানে কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা ফার্নিচার ব্যবসায়ী ইমরান হোসেন রাজিব জানান, জুয়েল ওই বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তবে পরিবারের সদস্যরা গ্রামের বাড়িতে থাকায় বুধবার রাতে তিনি বন্ধু রানা ও পারভেজকে নিয়ে বাসায় যান। পরে হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তিনজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে নেওয়া হয়।

ইমরান আরও জানান, সাততলা ভবনের নিচতলায় জুয়েলদের বাসার নিচেই একটি সেপটিক ট্যাংক রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের কক্ষের মেঝে অস্বাভাবিক গরম হয়ে থাকত। বিষয়টি জুয়েলের পরিবার বাড়ির মালিককে একাধিকবার জানালেও তিনি গুরুত্ব দেননি। এ ছাড়া বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যেত।

প্রথম আলো
রোববার, ৫ জুলাই ২০২৬,

সড়কে তিন জেলায় ৩ জন নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম ও খুলনায় গতকাল শনিবার সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় আলমসাধু ও পাখিভ্যানের (ব্যাটারিচালিত ভ্যান) মুখোমুখি সংঘর্ষে রিপন হোসেন নামের (৫০) একজন নিহত হয়েছেন।

গতকাল সকাল ১০টার সময় উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের দেহাটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন হোসেন পাখিভ্যানের চালক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিপন হোসেন পাখিভ্যান চালিয়ে বাড়ি থেকে পার্শ্ববর্তী আন্দুলবাড়িয়া বাজারে যাচ্ছিলেন। দেহাটি শাহা ইটভাটার কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির আলমসাধু পাখিভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে পাখিভ্যান থেকে চালক রিপন হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়েন ও ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এরশাদ আলী (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। একই পরিবারের আরও চারজন আহত হয়েছেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজারহাট-তিস্তা সড়কের শিঙ্গেরডাবরির মণ্ডলের বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এরশাদ আলী রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বালিয়াপুর এলাকার বাসিন্দা।

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় একটি ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শামছুজ্জামান (৪০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা একটার দিকে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খর্ণিয়া ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শামছুজ্জামান সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সরুলিয়া গ্রামের আজিবর সরদারের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মনিরুল ইসলাম নামের আরেক ব্যক্তি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শামছুজ্জামান ও মনিরুল ইসলাম মোটরসাইকেলে খুলনা থেকে সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছিলেন। খর্ণিয়া ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে একটি ড্রাম ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিলে শামছুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৫ জুলাই ২০২৬,

গাছ থেকে পড়ে কৃষকের মৃত্যু

লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার শামুকখোলা গ্রামে গাছ থেকে পড়ে সৈয়দ কালা আলী (৬৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার মৃত্যু হয়। সৈয়দ কালা আলী শামুকখোলা গ্রামের মৃত সৈয়দ ইয়াদ আলীর ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সকালে কালা আলী একটি কাজে নিজ বাড়ির গাছে উঠেন। এ সময় অসাবধানবশত গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি মারা যান। লোহাগড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) অজিত কুমার রায় বলেন, কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় রাতেই মরদেহ পরিবাররের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সময়ের আলো
শনিবার | ৪ জুলাই ২০২৬

রিকশা গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পর্শে মিস্ত্রির মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পর্শে মৃত্যু হয়েছে মিস্ত্রি মতি মিয়ার (৩২)।

ব্যাটারিচালিত রিকশা গ্যারেজে সংযোগ দিতে গিয়ে মারা যান তিনি। শুক্রবার দুপুরে কদমতলীর মেরাজনগর বাজারে মমিনের রিকশা গ্যারেজে এ ঘটনা ঘটে। সহকর্মীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক বিকাল পৌনে ৫টার দিকে মৃত বলে জানান। মতি মিয়ার সহকর্মী আনোয়ার হোসেন জানান, মতি মিয়া বিদ্যুতের মিস্ত্রি ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি রংপুরে। বর্তমানে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কদমতলীর রায়েরবাগ গ্যাসরোড এলাকায় থাকতেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ৫ জুলাই ২০২৬ ২১ আষাঢ় ১৪৩৩

যুবক ও বৃদ্ধসহ সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে নীলফামারীতে নারী, সিলেটে কিশোরসহ দুজন, কুড়িগ্রামে যুবক, নোয়াখালীতে মোবাইল ফোন মেকানিক, রাজশাহীতে বৃদ্ধ এবং গাজীপুরে শিক্ষার্থী ও কিশোরগঞ্জে তরুণ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বিয়ানীবাজার (সিলেট) : বিয়ানীবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার উপজেলার চারখাইয়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এবং একই দিন রাতে শেওলা সেতু টোল এলাকায় ট্রাকচাপায় এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। চারখাইয়ে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আবু বকর সাইফুল্লাহ নামের কিশোর নিহত হয়েছে। তার বাড়ি মাথিউরা ইউনিয়নে। বিয়ানীবাজার উপজেলার সাচান এলাকার সিলেট-বিয়ানীবাজার আঞ্চলিক সড়কের কাঠলী ব্রিজসংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাইফুল্লাহ বিয়ানীবাজারের মাথিউরা ইউনিয়নের দুধবকশী গ্রামের মিছবাহ উদ্দিনের ছেলে। অপরদিকে পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফখরুল ইসলাম (৪৮) নামে এক পথচারীকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন। উপজেলার শেওলা সেতুর টোল এলাকায় সংলগ্ন রাজমহলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফখরুল পেশায় পরিবহণ চালক। তিনি উপজেলার নয়া দুবাগ এলাকার মৃত হারিছ উদ্দিনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ জুলাই ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে শনিবার সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত পাঁচ জন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি : চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে শ্যালোমেশিনের ইঞ্জিনচালিত আলমসাধুর সঙ্গে ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে রিপন হোসেন (৫০) নামে পাখি ভ্যানচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সন্তোষপুর-আন্দুলবাড়ীয়া সড়কে শাহা ব্রিকস নামক ইটভাটার সামনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত চালক সন্তোষপুর গ্রামের ব্রিজপাড়ার মহি উদ্দিনে ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলায়মান সেখ জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর
রোববার ৫ জুলাই ২০২৬
২১ আষাঢ় ১৪৩৩

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আখাউড়ার হানিফ নিহত

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আখাউড়ার হানিফ মিয়া (২৫) নামে এক প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। হানিফ উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের মাঝিগাছার হিরণ মিয়ার ছেলে। শুক্রবার রাত বাংলাদেশ সময় পৌনে ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন নিহত যুবকের চাচা বেলাল হোসেন।

নিহত হানিফের পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় ছয় বছর আগে জীবিকার সন্ধানে সৌদি আরবে পারি জমান হানিফ। সেখানে মক্কার একটি হাসপাতালে ক্লিনারের কাজ করতেন। কয়েক দিন আগে তার দাদি মারা যাওয়ায় দাদির নামে ওমরা আদায় করতে যান হানিফ। ওমরা শেষে তিন বাংলাদেশি সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। স্বজনরা জানান, দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে হানিফ ছিলেন পরিবারে সবার বড়। এক মাস পর দেশে ফিরে বিয়ে করার কথা ছিল। এ জন্য পরিবারের সদস্যরা পাত্রীও দেখছিলেন। কিন্তু সেই অপেক্ষা এখন পরিণত হয়েছে বিষাদে। তার লাশ দ্রুত দেশে আনার ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন নিহত হানিফের আত্মীয়স্বজনরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ জুলাই ২০২৬

জিয়ানগরে বলেশ্বর নদ থেকে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

জিয়ানগর (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

পিরোজপুরের জিয়ানগর ব্রিজ সংলগ্ন বলেশ্বর নদে মাছ ধরার ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ জেলে মাহালুম ব্যাপারীর (৬০) লাশ উদ্ধার হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে বলেশ্বর নদ থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। জানা গেছে, শনিবার সকালে 'মায়ের দোয়া' নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে জিয়ানগর ব্রিজের তিন নম্বর পিলারের নিচ থেকে সাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতিকালে অসাবধানতাবশত মাহালুম ব্যাপারী ট্রলার থেকে বলেশ্বর নদীতে পড়ে যান। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। মাহালুম ব্যাপারী পার্শ্ববর্তী মোরেলগঞ্জ উপজেলার পূর্ব চণ্ডিপুর গ্রামের বুরজুক আলী ব্যাপারীর ছেলে।

জিয়ানগর ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা নুরুজ্জামান হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুলাই ৬, ২০২৬

চার জেলায় সড়কে ৫ জন নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের চার জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ফরিদপুরে দুজন এবং চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি ও রংপুরে একজন করে রয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর—

ফরিদপুর : নগরকান্দায় বাসচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মাহিম মাতুব্বর (২২) ও রফিজুল মাতুব্বর (২২)। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা দেখে ব্রেক করতে গিয়ে তারা সড়কে পড়ে যান। তখন সাকুরা পরিবহনের একটি বাস তাদের চাপা দেয়।

ঝালকাঠি : ঝালকাঠি-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে বাসের সুপারভাইজার মুনির হোসেন (৩৫) নিহত হয়েছেন। একটি সিএনজি অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৭ জুলাই ২০২৬ ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

পর্তুগাল ও সৌদিতে পৃথক দুর্ঘটনা

দুদিনে সিলেটের তিন রেমিট্যান্সযোদ্ধা নিহত

সিলেট ব্যুরো

গত দুদিনে পর্তুগাল ও সৌদি আরবে পৃথক দুর্ঘটনায় সিলেটের তিন রেমিট্যান্সযোদ্ধার প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে পর্তুগালে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবক এবং সৌদি আরবের রিয়াদে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে অপর দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দূর প্রবাসে আপনজনদের হারিয়ে নিহতদের পরিবারে এখন চলছে শোকের মাতম। পারিবারিক সূত্র জানায়, পর্তুগালের সেতুবালের আলমেদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. শামসুল ইসলাম কামরান নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলায়। গত শনিবার পর্তুগাল সময় রাত ৯টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় আলমেদা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার বিকাল সাড়ে ৩টায় তার মৃত্যু ঘটে। স্বজনরা জানান, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে কয়েক বছর আগে পর্তুগালে পাড়ি জমিয়েছিলেন কামরান। এদিকে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অলাইয়া এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে সিলেটের আরও দুই প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন—কোম্পানীগঞ্জের পাড়ুয়া গ্রামের মাসুক মিয়ার ছেলে জয় আহমদ এবং খাগাইল (ডলাইরগাঁও) গ্রামের আব্দুল হাফিজের ছেলে মোহাম্মদ মোতাহার হোসাইন। গত শনিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শওকত আলী বাবুল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, নিহত দুজনই দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে নির্মাণকাজে নিয়োজিত ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তারা রিয়াদের অলাইয়া এলাকায় একটি ভবনের লিফট শ্যাফটে কাজ করছিলেন এবং এ সময় হঠাৎ নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুলাই ৬, ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলা সদর ইউনিয়নের পাকারমাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জয়ন্ত রায় (২৬) ও মুমিন (৫০)।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নীলফামারী

প্রথম আলো
সোমবার, ৬ জুলাই ২০২৬,

মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে তিন স্কুলশিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

সিলেটে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া আরও ৫ জেলায় ৪ মোটরসাইকেল আরোহীসহ ৬ জন নিহত হন।

সাকিব

রায়হান

নিহত তিনজন গোয়াইনঘাটের আমির আলী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

জয়

প্রথম আলো ডেস্ক

সিলেটের গোয়াইনঘাটে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অষ্টম শ্রেণির তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার রাধানগর-বাউরভাগ চা-বাগান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তিনজন হলো উপজেলার নয়াবস্তি গ্রামের মহরম মিয়ার ছেলে সাকিব আহমদ (১৬), ছৈলাখেল গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে রায়হান আহমদ রাহুল (১৬) ও লাখেরপাড় গ্রামের রাজ্জাক মিয়ার ছেলে জয় (১৬)। তারা সবাই স্থানীয় আমির আলী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল।

পুলিশ জানায়, ওই তিন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে একটি মোটরসাইকেলে করে জাফলং চা-বাগান এলাকায় ঘুরতে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের মোটরসাইকেলটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

পাঁচ জেলায় নিহত ৬

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার মাশাউজ্জানে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গতকাল বিকেলে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী। তাঁরা হলেন নগরকান্দার ফুলসূতী ইউনিয়নের চক নাওডুবি গ্রামের বাসিন্দা জাহিদ মাতবরের ছেলে মাহিম মাতবর (২২) ও কাওসার মাতবরের ছেলে রফিক্সুল মাতবর (২২)।

রংপুরের গঙ্গাচড়ার শাহপাড়া মোড়ে গতকাল সকালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হন প্রান্তিক গোস্বামী রঙ্গন (১৭)। তিনি চলতি এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন।

নরসিংদীর মনোহরদীতে শনিবার রাত পৌনে ৯টায় কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হন মাসিকুর রহমান (৪৫)। তিনি বিন্নাবাইদ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি।

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার পূর্ব রায়পুর বটতলায় গতকাল সকালে বাস খাদে পড়ে নিহত হয়েছেন আল মামুন (৩২)। তিনি বাসটির সুপারভাইজার ছিলেন।

ঢাকার নবাবগঞ্জের টিকরপুরে গতকাল সকালে নছিমনের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ব্যাংক কর্মকর্তা কাজল কুমার রায়। আহত হয়েছেন চারজন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৩ আষাঢ় ১৪৩৩, ৭ জুলাই ২০২৬

ফতুল্লায় বোর্ড মিলের মেশিনে জড়িয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কারখানায় কাজ করার সময় মেশিনের ভেতরে হাত ঢুকে জাহাঙ্গীর আলম (২৩) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত রবিবার রাত ১২টার দিকে সিটি বোর্ড মিল নামের একটি কারখানায় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনায় গুরুতর আহত জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
Dhaka : Monday 6 July 2026

নীলফামারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১ টার দিকে উপজেলায় সদর ইউনিয়নের পাকারমাথা কানার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- নীলফামারী সদর উপজেলার কানিয়ালখাতা কলেজ পাড়া কালিতলা এলাকার তারকা চন্দ্র রায়ের ছেলে জয়ন্ত রায় (২৮) ও সদর উপজেলার কুন্দপুকুর সুঠিপাড়া গ্রামের নমির উদ্দিন ওরফে মেহের চাঁদের ছেলে মুমিন (৪০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,রবিবার সকালের দিকে পাকারমাথা কানার বাজার এলাকায় পল্লীবিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক খুঁটি পরিবর্তনের কাজ চলছিল। এসময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ না করেই নিহত দুই শ্রমিক সহ অন্যান্যরা সেখানে কাজ শুরু করেন।

এসময়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে দুইজনে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত্যু ঘোষণা করেন।

কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতায়ন অফিসের এ জিএম রুম্মন ইসলাম বলেন,ওই এলাকায় নতুন ৩৩ কেবি লাইন নির্মানের জন্য পোল (খুঁটি) গারার কাজ করছিল,তারা লাইন সাটডাউন না নিয়ে পোল মাটিতে গারার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৬ জুলাই ২০২৬,

দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বিদ্যুতের লাইন মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ঠিকাদার বিদ্যুৎ সংযোগ চালু রেখেই শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিলেন। গতকাল রবিবার সকালে উপজেলায় সদর ইউনিয়নের পাকারমাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার কালিতলা এলাকার জয়ন্ত রায় (২৬) ও সদর উপজেলার সুঠিপাড়া এলাকার মুমিন (৫০)। কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম নুরুজ্জামান বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ লাইন মেরামতের বিষয়ে আমাদের অবগত করেনি। তারা চলন্ত লাইনেই শ্রমিক দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ আষাঢ় ১৪৩৩, ৮ জুলাই ২০২৬

শ্রীপুরে একটি কারখানায় শতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ

শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

মঙ্গলবার সকালে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ী এলাকায় অবস্থিত কালার অ্যান্ড কোং নামীয় একটি কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাৎক্ষণিক আশপাশের কর্মরত সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে কারখানার প্রশাসনিক লোকজন সাংবাদিকদের ক্যামেরা মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে পুলিশের সহায়তায় আবার ফেরত পায়।

স্থানীয় লোকজন, কারখানার শ্রমিক ও পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে, পূর্বনির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে প্রতিদিনের মতো কাজে যোগ দেন কারখানার শ্রমিকরা। ঘণ্টাখানেক পর পঞ্চম তলার সুইং বিভাগে কর্মরত শ্রমিকরা ছোটাছুটি শুরু করে। এদের মধ্যে কয়েক জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মাথা ঘোরানো, পেটে ব্যথা, বমিবমি ভাব দেখা দেয়। এ সময় কারখানার অন্য ফ্লোরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের জরুরি ভিত্তিতে মাওনা চৌরাস্তার আল হেরাসহ বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। শ্রমিকদের ধারণা, পানি পান করার কারণে এমন অবস্থা হতে পারে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৭ জুলাই ২০২৬,

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চার

কিশোরগঞ্জ ও বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় বাসের সঙ্গে গরুবোঝাই পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পাকুন্দিয়া উপজেলার সুখিয়া বাজারের কাছে কিশোরগঞ্জ-পাকুন্দিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় পিকআপ ও বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এ সময় পিকআপে থাকা ছয়টি গরুরও মৃত্যু হয়েছে।

নিহতরা হলেন পিকআপে থাকা নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার কুন্দাই গ্রামের বিল্লাল (৩৫), খুরশেদ (৬০) ও পিকআপের চালক খোকন (৩৯)। পাকুন্দিয়া থানার এসআই সেলিম হোসেন রকি বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় জুয়েল রানা (২৫) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাঁশখালী পৌরসভার দক্ষিণ জলদি দারোগা বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, জুয়েল রানা নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পথে দারোগা বাজার এলাকায় দুই সিএনজির মুখামুখি সংঘর্ষে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় জনগণ তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

বাঁশখালী থানার ওসি মো. রবিউল হক বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশা দুটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। একটি সিএনজির চালক পলাতক রয়েছেন।

বণিক বার্তা
২০২৬ ■ আষাঢ় ২৪, ১৪৩৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলায় নিজ বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেনসন চাকমা (৩০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মহাজনপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত বেনসন চাকমা ওই এলাকার নীল কান্তি চাকমার ছেলে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৭ জুলাই ২০২৬
২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

ভারি বৃষ্টিতে জনজীবন ব্যাহত

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবে ৬ জেলে নিখোঁজ

যুগান্তর প্রতিবেদন

- বান্দরবানে পাহাড়ধস, লামা-আলীকদম সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
- নিঝুমদ্বীপে জেলের লাশ উদ্ধার
- আরও পাঁচ দিন হতে পারে বজ্রসহ ভারি বৃষ্টি

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে টানা ভারি বৃষ্টিতে দেশের অনেক জায়গায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। কোথাও কোথাও সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এছাড়া ঝড়ের কবলে পড়ে বঙ্গোপসাগরে একটি ফিশিং ট্রলার ডুবে যায়। এতে ৬ জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। হাতিয়ার নিঝুমদ্বীপে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ এক জেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বান্দরবানে পাহাড়ধস এবং লামা-আলীকদম সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। থানচিতে আটকা পড়েছে শতাধিক পর্যটক। নিরাপত্তা বিবেচনায় বান্দরবানে সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

এদিকে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া মৌসুমি নিম্নচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পাঁচ দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ সময় দমকা হাওয়া, বজ্র পাত এবং

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবে

তাপমাত্রা সামান্য কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমি নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড ও তৎসংলগ্ন ওড়িশা এলাকায় স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার থেকে মঙ্গলবার খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ এলাকায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক স্থানে বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বুধবার রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ এলাকায় ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক স্থানেও বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশের আট বিভাগেই বৃষ্টিপাতের প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে অতি ভারি বর্ষণ হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার এবং শুক্রবার থেকে শনিবারও দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বজ্র সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং ট্রলারডুবি, ৬ জেলে নিখোঁজ, উদ্ধার ৫ : বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে পটুয়াখালীর গলাচিপার ১১ জেলেসহ ফিশিং ট্রলার ডুবে যায়। পরে ৫ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও অপর ৬ জেলে এখনও নিখোঁজ। রোববার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রাতেই উদ্ধার হওয়া ৫ জেলেকে গলাচিপায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার দুপুরের দিকে উদ্ধার হওয়া জেলেরা সাগরে মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়ার পর গলাচিপা থানায় খবরটি জানান বলে নিশ্চিত করেছেন অফিসার ইনচার্জ মো. ইমতিয়াজ আহমেদ।

নিঝুমদ্বীপে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার : নোয়াখালীর হাতিয়ার নিঝুমদ্বীপে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজের প্রায় তিন ঘণ্টা পর মো. মিলন (৫৫) নামে এক জেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সি গ্রামসংলগ্ন নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুরের দিকে ঠেলা জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যান মিলন। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তিনি নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান। পরে পানির ওপর তার জাল ভাসতে দেখে সন্দেহ হলে তারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা পর সন্ধ্যার দিকে নদীর পানি কিছুটা কমে এলে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

চট্টগ্রামে টানা বর্ষণ : নগরীর পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে টানা বর্ষণে জলাবদ্ধতার আশঙ্কায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রোববার থেকে সোমবার পর্যন্ত নগরীর জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকাগুলোয় দফায়-দফায় পরিদর্শন ও তদারকি করেছেন। এই সময়ে নগরীর বেশ কয়েকটি স্থানে অল্প সময়ের জন্য পানি জমলেও কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। রোববার ভোর থেকে বৃষ্টি শুরুর পর নগরীতে জলাবদ্ধতা তৈরি না হওয়ার পেছনে চসিক ও চউক কর্মকর্তাদের তৎপরতাকে বড় কারণ হিসাবে দেখছেন নগরবাসী।

এদিকে আবহাওয়া অফিস থেকে পাহাড়ধসের আশঙ্কা জানানোর পর রোববার রাত থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাইকিং শুরু করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তবে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের কেউ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যায়নি।

চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে মুক্ত রাখতে আমাদের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। খাল, নালা ও ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখার সুফল এখন মিলছে। এই অর্জন ধরে রাখতে নিয়মিত মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। চউক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন ঢাকা থেকে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে নগরীর জলাবদ্ধতা প্রবণ এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পানি চলাচল তদারকি করেন প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মাইন উদ্দিন।

বান্দরবানে পাহাড়ধস, লামা-আলীকদম সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন : টানা ভারি বৃষ্টিপাতে বান্দরবানে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় লামা-আলীকদম সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে পাহাড়ধসের কারণে রুমা-বগালেক সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

বান্দরবানে পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা : বৈরী আবহাওয়ায় বান্দরবানে পর্যটক ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিবেচনায় ১০ জুলাই পর্যন্ত সবগুলো পর্যটন স্পট বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। সোমবার রাতে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সানিউল ফেরদৌস এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এদিকে বৈরী পরিস্থিতিতে রেমাক্রী-তীন্দু এলাকায় শতাধিক ভ্রমণকারী পর্যটক আটকা পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন থানচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল।

প্রথম আলো
২০২৬, ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩

মা-ছেলেসহ পাঁচ জেলায় নয়জন নিহত, আহত ২৪

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত মা-ছেলেসহ মোটরসাইকেলের আরোহী চারজন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে দুজন করে অটোরিকশাচালক ও আরোহী এবং একজন বাসযাত্রী।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণ গেছে। এর মধ্যে দিনাজপুরে মা-ছেলে, জয়পুরহাটে দুটি দুর্ঘটনায় তিনজন ও নরসিংদীতে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে মা-ছেলেসহ চারজন ছিলেন মোটরসাইকেলের আরোহী। এসব ঘটনায় ২৪ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট স্থানের **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর।

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের পাঁচপীরে গতকাল সকালে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী মা-ছেলে। তাঁরা হলেন কাহারোল উপজেলার মালগ্রাম গ্রামের নাজমুল ইসলামের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার (২৮) ও তাঁদের ছেলে মো. আবদুল্লাহ (৩)। নাজমুল ইসলাম (৩২) আহত হয়েছেন। চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

জয়পুরহাটে গতকাল দুপুরে দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। শিশুসহ আহত হয়েছেন সাতজন। এর মধ্যে সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের বনখুর এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন অটোরিকশার চালক তৌহিদুল ইসলাম (৩৫) ও যাত্রী অঞ্জনা রানী (৩৫)। তৌহিদুলের বাড়ি জেলার পাঁচবিবি পৌর শহরের সরকারি গোরস্তান এলাকায়। অঞ্জনা পাঁচবিবি উপজেলার বীরনগর গ্রামের সাগর সিংয়ের স্ত্রী।

অন্যদিকে জেলার আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের পাঠানধারা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি অটোরিকশা ও ট্রাক। গতকাল বিকেলে খুলনা নগরে। প্রথম আলো

হারিয়ে গাছে ধাক্কা খেয়ে নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী সাজ্জাদ হোসেন (৪০)।

নরসিংদীর মনোহরদীর চন্দনবাড়ির হেতিমদী উড়ালসড়ক (ফ্লাইওভার) থেকে সোমবার সন্ধ্যার পর ছিটকে পড়ে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী জিমেল মিয়া (২০)। তিনি উপজেলার বড়চাপা ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার বিপুলাসার বড়কাচি এলাকায় গতকাল ভোরে মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন যাত্রী মোস্তফা কামাল (৬০)। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কাচিহটি গ্রামে। এ ঘটনায় বাসের ১৩ যাত্রী আহত হয়েছেন।

খুলনা নগরে গতকাল বিকেলে ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত দুটি অটোরিকশার ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন একটি অটোরিকশার চালক মো. শেখ দিদারুল হক (৩০) ও আরোহী তাপস হোর (৬০)। তাঁদের বাড়ি জেলার পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালী ইউনিয়নে। এ ঘটনায় তাপস হোড়ের স্ত্রীসহ আহত হয়েছেন দুজন।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 8 July 2026

মেঘনা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

নোয়াখালীর হাতিয়ার নিঝুমদ্বীপে মাছ ধরতে গিয়ে নদীর পানিতে ডুবে মোহাম্মদ মিলন (৫২) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার বিকেলের দিকে নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সি গ্রামসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিলন নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লা গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, দুপুর ১টার নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মেঘনা শাখা নদীর পাড়ে ঠেলা জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে নদীতে নামেন মিলনসহ আরও কয়েকজন জেলে। মাছ ধরার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত মিলন নদীর পানিতে তলিয়ে যান। কাছাকাছি থাকা অন্য জেলেরা প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। পরে পানির ওপর তার জাল ভাসতে দেখে সন্দেহ হলে তারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টার পর সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে নদীর পানি কিছুটা কমে এলে মিলনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হাতিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ কবির হোসেন খবর নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১১ জুলাই ২০২৬ ॥

তীরে মিলল নৌকা নদে কৃষককে খুঁজতে অভিযান

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদে এক কৃষক নিখোঁজের খবর দিয়েছে পুলিশ। গতকাল সকাল ১০টা থেকে তিনি নিখোঁজের পর উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল। নিখোঁজ কৃষক সিরাজ উদ্দিন মোড়ল (৬৫) উপজেলার বাহাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, সকালে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে জমিতে কাজ করতে যান সিরাজ উদ্দিন। দীর্ঘ সময় পরেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজতে গিয়ে নদের তীরে নৌকাটি দেখতে পান। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ডুবুরিদল এসে সিরাজ উদ্দিনকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে। রাত ৮টা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলছিল বলে জানিয়েছেন পাকুন্দিয়া থানার ওসি এস এম আরিফুল ইসলাম।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৯ জুলাই ২০২৬

ওমানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বাংলাদেশির মৃত্যু

ওমানে এসি মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার প্রবাসী মো. এনাম (৪৫) মারা গেছেন। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টার দিকে ওমানের সোহার শহরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মো. এনাম ফটিকছড়ি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাদির বাপের বাড়ি এলাকার মরহুম জাগীর আহমেদের ছেলে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে সোহার শহরের একটি ভবনে এসি মেরামতের সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এনাম।-ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

সংবাদ
Dhaka : Thursday 9 July 2026

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাসচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

গত বুধবার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার ডুবাঐ বাজার এলাকায় আকিজ ভেঞ্চার কোম্পানির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাসচালক তাজুল ইসলাম রুবেল (৫০) কিশোরগঞ্জের কাটিয়াদী পৌরসভার দড়ি চরিয়াকোনা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি শুভ রঞ্জন চাকমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'ইউনিক পরিবহন ও লাকি পরিবহনের দুটি যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ইউনিক পরিবহনের বাসচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই ২০২৬
২৫ আষাঢ় ১৪৩৩

অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে লরি পুকুরে, নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার চান্দিনায় যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে পুকুরে পড়েছে লরি। এতে অটোরিকশার চালকসহ দুজন প্রাণ হারান। বুধবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা উপজেলার নূরীতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে চট্টগ্রামে ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এনসিপি নেতা ফাইয়াজ তাজরিয়ান নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে মেহেরপুরে ব্যবসায়ী ও হবিগঞ্জে চালকসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

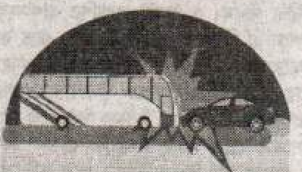

এনসিপি নেতাসহ সড়কে ঝরল আরও ৪ প্রাণ

চান্দিনা (কুমিল্লা) : নিহতরা হলেন—বুড়িচং উপজেলার নিমসার পাঁচকিত্তা গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে চালক হানিফ মিয়া এবং দেবিদ্বার উপজেলার দাঁড়িয়াপুর গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে যাত্রী লাবিব হোসেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও যাত্রী সজীব হোসেন। তিনি লাবিবের মামাতো ভাই। বুধবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে মাধাইয়া থেকে অটোরিকশাটি নূরীতলা এলাকায় পৌঁছলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

চট্টগ্রাম : মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শহীদ ওয়াসিম ফ্লাইওভারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল এবং ফ্লাইওভারের বাতিও বন্ধ ছিল। ফাইয়াজ এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগরীর সদস্য ছিলেন। তিনি হাটহাজারী থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাকিম উদ্দিনের ছেলে। রাতে ফ্লাইওভারে ট্রাক বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা লাগে ফাইয়াজের। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর : গাংনীতে লাটাহাম্বা উলটে ব্যবসায়ী উজ্জ্বল নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১১ জন ব্যবসায়ী। বুধবার দুপুরে উপজেলার রায়পুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

বাহুবল (হবিগঞ্জ) : বাহুবল উপজেলায় দুই বাসের সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাহুবল উপজেলায় আকিজ ভেঞ্চার কোম্পানির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাসচালক কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বাসিন্দা বৃদ্ধ তাজুল ইসলাম। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় জানা যায়নি।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 11 July 2026

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ৬ জেলের একজন জীবিত উদ্ধার

প্রতিনিধি, গলাচিপা

বঙ্গোপসাগরের গভীরে ডুবে যাওয়া গলাচিপার ৬ জেলের মধ্যে আল আমিন নামের একজনকে জীবিত উদ্ধার করেছে জেলেরা। তাকে উদ্ধারের পর চরফ্যাশন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গলাচিপা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আল আমিনের চিকিৎসার তদারকি করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ভোলার ঢাল চর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাসমান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। তবে আল আমিনের সঙ্গে থাকা অন্য ৫ জেলের সন্ধান মেলেনি।

উদ্ধার জেলে আল আমিন উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের ইচাদী গ্রামের চান মিয়া হাওলাদারের ছেলে।

গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে চরফ্যাশন থেকে জনৈক দুলাল মাঝি আল আমিনের স্ত্রী মাকসুদা বেগমের কাছে মোবাইল ফোনে একটি বার্তা পাঠান যে, সাগর থেকে আল আমিনকে উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে আমরা স্পিডবোট নিয়ে চরফ্যাশন চলে যাই। সেখান থেকে আল আমিনকে উদ্ধার করে চরফ্যাশন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গলাচিপা হাসপাতালে ভর্তি করি।

উদ্ধার হওয়া জেলে আল আমিন বলেন, বঙ্গোপসাগরে ফিশিং ট্রলার গত রোববার রাত ১০টার দিকে ঝড়ে কবলে পড়ে ১১ জেলে নিয়ে ডুবে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 9 July 2026

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে ট্রলারডুবি

তিন দিনেও সন্ধান মেলেনি ৬ জেলের

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারডুবির ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার নিখোঁজ ছয় জেলের সন্ধান মেলেনি। একই ঘটনায় পাঁচ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গতাকাল বুধবার সকাল পর্যন্ত নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তারা হলেন গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের ফোরকান হাওলাদার ও তার ছেলে সাইদুল ইসলাম, আল আমিন, পানপট্টি ইউনিয়নের হারুন মিয়া, ও এমাদুল, এবং সদর ইউনিয়নের পাক্কিয়া গ্রামের আকাশ।

এর আগে গত রোববার পায়রা সমুদ্রবন্দরসংলগ্ন এলাকা থেকে ১০০১৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার একটি ট্রলার ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। ট্রলারে থাকা ১১ মাঝিমাল্লার মধ্যে ৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও ৬ জন নিখোঁজ হন।

এমাদুল সিকদার বলেন, গত শনিবার রাতে ১১ জন মাঝিমাল্লাকে নিয়ে তিনি সাগরে মাছ ধরতে যান। পায়রা সমুদ্রবন্দর এলাকা থেকে ৫-৬ ঘণ্টা ট্রলার চালিয়ে গভীর সাগরে পৌঁছে তারা জাল ফেলেন। গত রোববার রাত ১০টার দিকে হঠাৎ দমকা বাতাসে ট্রলারটি উল্টে ডুবে যায়। এমাদুলের ভাষ্য, দুর্ঘটনার সময় ট্রলারের ইঞ্জিন বা কেবিনে থাকা তিনজন বের হতে পারেননি। বাইরে থাকা আটজনের মধ্যে তিনজন ট্রলারের একটি অংশ ধরে ভেসে থাকেন। তিনি ও আরও পাঁচজন মাছ ধরার ভাসমান বয়া ধরে সাগরে ভাসতে থাকেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর ভোরে পাশ দিয়ে যাওয়া একটি মাছ ধরার ট্রলারের লোকজন তাদের উদ্ধার করেন।

গলাচিপা থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ট্রলারডুবির ঘটনায় ট্রলারের মালিকের বাবা ইদ্রিস সিকদার একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এতে ছয়জন নিখোঁজ এবং পাঁচজন জীবিত উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গলাচিপা উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জহিরুন্নবী বলেন, দীর্ঘ সময় সাগরে ভাসমান থাকা এবং লবণপানি পেটে যাওয়ায় এমাদুল সিকদার ও রাকিবকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবুজর ইজাজুল হক বলেন, উদ্ধার হওয়া জেলে ও তাদের পরিবারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। গতকাল ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ৭ হাজার ৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ও খাদ্যসামগ্রী দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

সমকাল
রোববার। ১২ জুলাই ২০২৬।

প্রবাসে মৃত্যু তরুণের

তিন বছর আগে মালয়েশিয়া যান ফরিদপুরের সালথা উপজেলার মো. শোয়াইব বিশ্বাস (২৩)। গত এপ্রিলে ছুটিতে দেশে ফিরে বিয়ে করেন। বিয়ের দুই মাস পর আবার কর্মস্থলে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মালয়েশিয়ার জহুর বার্ন এলাকায় একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অধীনে বুম ক্রেনের সহায়তায় নির্মাণাধীন ভবনে ফায়ার ফাইটিং পাইপ স্থাপনের কাজ করছিলেন শোয়াইব। গত শুক্রবার সকালে কাজ করার সময় একটি বুম ক্রেনের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শোয়াইব সালথার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের মুরুটিয়া গ্রামের মো. শওকত বিশ্বাসের ছেলে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সেজ। গতকাল শনিবার সকালে শোয়াইবের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন তাঁর ভগ্নিপতি মো. তুহিন হাসান।

■ সালথা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 9 July 2026

শ্রীপুরে পোশাক কারখানায় আবারও শ্রমিক অসুস্থ

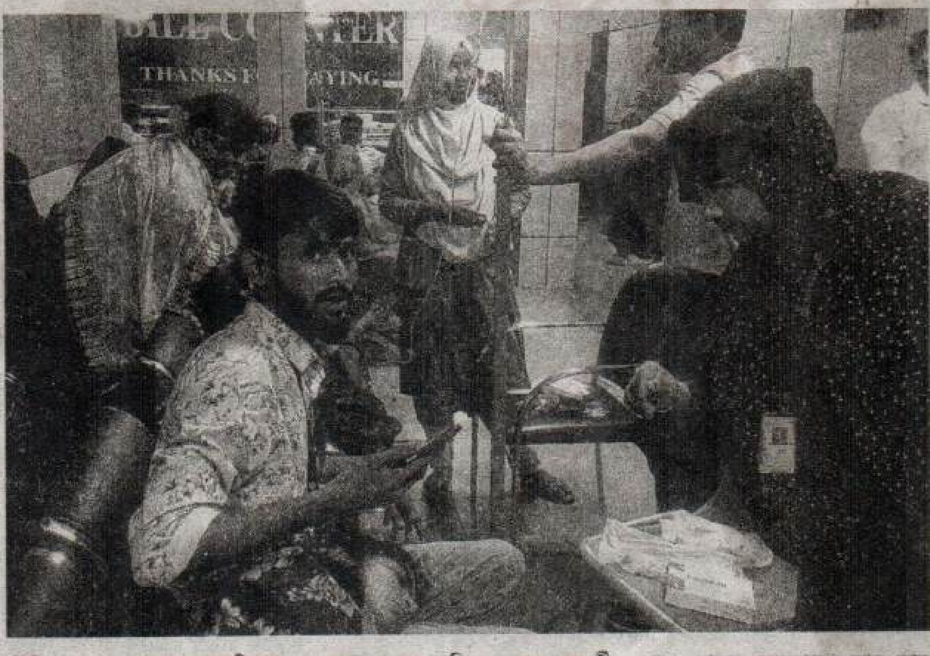

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে কালার এন্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানায় দ্বিতীয় দিনের মতো আরো ৩০ থেকে ৩৫ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পরপর দুইদিন কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় শ্রমিক, স্থানীয় বাসিন্দা ও কারখানার কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। তবে চিকিৎসকেরা বলছে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ম্যাস হিস্টোরিয়া আক্রান্ত হচ্ছে। বুধবার (৮ জুলাই) সকাল উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি গ্রামের কালার এন্ড কোং লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

কারখানার শ্রমিকেরা জানায়, সকালে হঠাৎ করে কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা মাথা ঘুরিয়ে উৎপাদন ফ্লোরে পড়ে গেলে অন্যান্য শ্রমিকদের মাঝে আতঙ্ক ও ভয় দেখা দেয়। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন গাড়ী এবং অটোরিক্সা দিয়ে আহত শ্রমিকদের হাসপাতালে পাঠায়। তবে কেন এবং কি কারনে বারবার শ্রমিকেরা উৎপাদন ফ্লোরে কর্মরত অবস্থায় এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার সঠিক কারণ বলতে পারেননি কেউ। এদিন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন শ্রমিক বুক ব্যথা, মাথা ঘোরানো, পেটে ব্যথা এবং বমি বমি ভাব নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদেরকে মাওনা চৌরাস্তা আলহেরা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে কারখানার শ্রমিক লিজা আক্তারের মৃত্যুর পর থেকেই স্বাভাবিক কর্মপরিবেশে কাজ করতে পারছি না। সহকর্মী নারী শ্রমিকের মৃত্যুসহ পরপর দুইবার হঠাৎ কর্মরত শ্রমিকেরা অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ উদঘাটনের দাবী জানান তারা।

কালার এন্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা সঞ্জীব কুমার দে বলেন, সকাল কাজে যোগ দেয়ার ঘন্টা খানেক পরেই শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে ফ্লোরে পড়ে যায়। কারখানার পক্ষ থেকে শ্রমিকদের ওপর জ্বিনে ভর করেছে দাবি করে তারা কারখানায় কয়েকটি মসজিদের ইমাম এনে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেন। শ্রমিকদের দাবি এসব কুসংস্কারে গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃত ঘটনা কি এবং বারবার কেন এমন হচ্ছে তা উদঘাটনের আহবান জানান।

এদিকে, খবর পেয়ে সাংবাদিকেরা কারখানায় গেলে প্রধান ফটকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সাজ্জাদ ও তার সহকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেন। এসময় কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড কারখানার প্রধান ফটকে ভিডিও ধারণের সময় সাংবাদিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। চিকিৎসার জন্য নেওয়া মাওনা আল-হেরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ শ্রমিকদের ভিডিওচিত্র ধারণ ও তথ্য সংগ্রহেও কারখানার লোকজন সাংবাদিকদের বাধা দেন। এসব আচরনের প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিকরা। শ্রীপুর উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শফিকুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্থ হলেই ম্যাস হিস্টোরিয়া হয়ে যাওয়া। এটা একজন হলে অন্য আরো ১০জন হতে পারে।

স্যাম্পল কালেকশন করা বা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখবো কোনো সমস্যা আছে কি'না। ইতোমধ্যে আমি সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেছি। উনি বলেছে আজকের মধ্যেই এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করবে। পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা যাবে আসলে কি কারনে শ্রমিকেরা বারবার এ ধরনের রোগে ভুগছে। ম্যাস হিস্টোরিয়া কেন হয় এ প্রশ্নে তিনি বলেন, হঠাৎ একটা জিনিস দেখে ভয় পাইলেন অথবা তাদের ভিতরে অজানা কোনো ভয় কাজ করছে এ ধরনের ধারনা থেকেই হয়ে থাকে। মেয়েরা এ রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। তবে এ রোগটা জীবনের জন্য হুমকি এরকম কিছু না।

এদিকে, গেলো মাসের বুধবার (২৪ জুন) দিবাগত রাতে কালার এন্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় নিহত নারী শ্রমিক সুইং অপারেটর লিজা আক্তারের অসুস্থ হওয়ার বিষয়ে তার সহকর্মী হুসনা বর্ণনা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ওইদিন রাতে আমিও তার (লিজা) সাথে কাজ করেছি। ওইদিন (বুধবার) সকাল ৮টা থেকে পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে অফিস থেকে বের হয়েছি। মালের (অর্ডার) শিপমেন্ট, মাল প্রোডাকশন দিয়েই বের হতে হবে। পরে আমরা সারাদিন এবং সারারাত মাল দিয়েই বের হয়েছি। রাত সাড়ে ১১ টার দিকে পঞ্চম তলায় হঠাৎ লিজা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে টিফিনও খায় নাই কাজের চাপের কারণে। আমি শুনেছি প্রথম সুপারভাইজার শাহ জালালের কাছে ছুটি চেয়ে বলে অমার শরীর খারাপ লাগছে আমার ছুটি লাগবে। পরে বলে এখন কোনো ছুটি দেওয়া যাবে না। সুপারভাইজার ছুটি না দিলে পরে ইনচার্জ আমজাদের কাছে গিয়ে ছুটি চাইলে জারি (ধমক) দিয়ে তাকে লাইনে পাঠিয়ে দেয়। লাইনে এসে সে কান্না করছে। টিফিনও খায় নাই এবং নাইট করলে যে খাবার দেয় সেটাও খায়নি। সে বলতেছে আমারে বাঁচাও, বাঁচাও। তখন তার এ আর্তনাদ শুনে আমরা তাকে এদিক সেদিক খুঁজতে থাকি। পরে ওয়াশ রুমে গিয়ে তার সন্ধান পাই। পরে তার মাথায় আমরা কয়েকজন পানি ঢালি এবং তার পুরো শরীর ভিজে যায়। পরে বুকে হাতে পায়ে ডলে (ম্যাসেজ) করে দিয়েছি। পরে উৎপাদন ফ্লোরে মাল টানার গাড়ী খবর দিলে আসার পর আমরা তাকে ধরাধরি করে গাড়ীতে উঠাই। গাড়ীতে উঠানোর পর লিজা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে এবং শরীর ঘেমে তিনটা ছোট খিচুনি দেয়। তখন তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। মনে হয় তখনই সে মারা গেছে। আমরাতো আর তার নাকে হাত দিয়ে দেখি নাই। দ্রুত ৫ নম্বর লাইনের লুডিংম্যানকে দিয়ে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি। কিছুক্ষন পর এক সহকর্মী উপরে গিয়ে আমাদেরকে জানায় লিজা মনে হয় আর বাঁচবে না। সে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে। পরে কারখানার গাড়ীতে করে ইনচার্জ আমজাদ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মাওনা চৌরাস্তা আল হেরা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ডা. আবুল হোসেন বলেন, হাসপাতালে অসুস্থ শ্রমিকদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের বেশির ভাগই বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরানো, পেটে ব্যথা এবং বমি বমি ভাব লক্ষন দেখা যাচ্ছে এবং নারী শ্রমিক।

প্রসঙ্গত, বুধবার (২৪ জুন) রাতের কাজ করার সময় এক নারী শ্রামক লিজা বেগম (৩৬) মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শ্রমিকেরা কারখানা অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করে। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) এবং বুধবার (৮ জুলাই) পরপর দুইদিন একই ফ্লোরে নারী শ্রমিকেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কি কারণে শ্রমিকেরা অসুস্থ হচ্ছে তা কেউ বলতে পারেনি।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বলেন, শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকেরা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করেনি। তাদের দাবি বারবার কেন এ ধরনের রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে এ খোজে বের করুক কারখানা কর্তৃপক্ষ।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ জুলাই ২০২৬

বজ্রপাতে তিন জেলায় তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ তিন জেলায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও রায়গঞ্জ সংবাদদাতা জানান, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে রিয়াদ (১১) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী মারা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াদ বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের সাইদুল ইসলামের ছেলে। রায়গঞ্জ থানার ওসি আহসানুজ্জামান বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেন।

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের সিংড়া উপজেলায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে ইসমাইল হোসেন (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের মুন্সি বাঁশবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ মাঠে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিংড়া থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।

মান্দা (নওগাঁ) সংবাদদাতা জানান, নওগাঁর মান্দা উপজেলায় মাঠে কৃষিকাজ করার সময় বজ্রপাতে ইসমাইল সরদার (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নের এলেঙ্গা মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি খোরশেদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬

পিকআপের ধাক্কায় স্বামী নিহত, আহত স্ত্রী-সন্তান

যুগান্তর ডেস্ক

সিলেটের গোলাপগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী আখদ্দছ আলী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী ও দুই সন্তান। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের ফুলবাড়ী ইউনিয়নের করমপুর গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আরোহী রিতা আক্তার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় রিতার স্বামীসহ দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়া চার স্থানে সড়কে আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা ও গাজীপুরে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, বগুড়ায় চালক এবং চট্টগ্রামে প্রাইভেটকার চালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

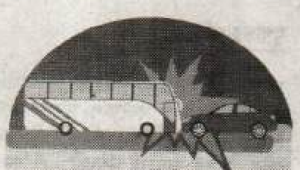

টাঙ্গাইলের স্ত্রী নিহত আহত স্বামী

চার স্থানে ঝরল আরও ৪ প্রাণ

গোলাপগঞ্জ (সিলেট) : নিহত আখদ্দছ আলী উপজেলার পৌর এলাকার ইয়াওল গ্রামের মৃত তছির আলীর ছেলে। আহত হয়েছেন আখদ্দছের স্ত্রী রোকসানা বেগম, ছেলে মুসেদ আহমদ এবং মেয়ে হুমায়রা। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মধুপুর (টাঙ্গাইল) : শুক্রবার সকালে ধনবাড়ী উপজেলার টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিতা ভুয়াপুর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রী। জামালপুরগামী মোটরসাইকেলের সঙ্গে ঢাকাগামী বাসের সংঘর্ষ ঘটে।

ঢাকা : বন্ধুদের সঙ্গে মাওয়ায় মোটরসাইকেলে ফেরার পথে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন মুদি দোকান কর্মচারী হুমায়ুন কবির। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সোহেল নামে তার এক বন্ধু। শুক্রবার ভোরে পোস্তগোলা ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হুমায়ুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈরে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক বাবুল ঘোষ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার লতিপুর এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মোটরসাইকেলচালক বাবুল ঘোষ মানিকগঞ্জের ঘিউর উপজেলার চককন্তা এলাকার সৃষ্ট কান্ত ঘোষের ছেলে। তিনি উপজেলার কালামপুর এলাকায় সপরিবারে ভাড়া থেকে স্থানীয় পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ড উপজেলায় প্রাইভেটকার-কাভার্ডভ্যান সংঘর্ষে চালক নিহত

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 10 July 2026

শাহজাদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের তালগাছি গ্রামের শাহাদত হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। গত বুধবার বিকেলে জমিতে পানি দেয়ার পর সেচ পাম্পের সুইচ বন্ধ করতে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হন। কৃষক শাহাদত হোসেন ওই গ্রামের মৃত বাবুলাল প্রামাণিকের ছেলে। মৃতের ভাই রফিকুল ইসলাম জানান, গত বুধবার বিকেলে জমিতে পানি দিতে সেচ পাম্প চালু করে শাহাদত বাড়িতে যান। একপর্যায়ে বাড়ি-থেকে ফিরে এসে সেচ পাম্পের সুইস বন্ধ করতে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে এলাকাবাসী বিদ্যুতের তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ঘটনাস্থল থেকে শাহাদতকে উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় গুরুতর অবস্থায় কৃষক শাহাদতকে সিরাজগঞ্জের ব্রাইট স্পেশালাইজ নামে একটি ক্লিনিকে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ | ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩

উল্লাপাড়ায় বাসের ধাক্কায় মা-ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বাসের ধাক্কায় মিশুক যাত্রী মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় মোটরসাইকেল আরোহী, নাটোরে দুই যুবকসহ তিনজন, শেরপুরে বৃদ্ধ এবং নোয়াখালীতে যাত্রী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

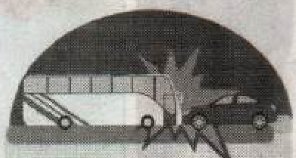

চার স্থানে তিন যুবকসহ ঝরল আরও ৬ প্রাণ

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : নিহত ওই মায়ের নাম নীলা বেগম। তবে তার তিন বছর বয়সি ছেলের নাম জানা যায়নি। নীলা কামারখন্দ উপজেলার নুরনগর গ্রামের বিপ্লব হোসেনের স্ত্রী। দুর্ঘটনায় মিশুকযাত্রী আরও দুজন আহত হয়েছেন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার সময় ঢাকা অভিমুখী অজ্ঞাত কোচ পেছন থেকে মিশুকে চাপা দেয়। মিশুকটি যাত্রীদের নিয়ে কামারখন্দের দিকে যাচ্ছিল।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় যুবক রান্টু মিয়া, শিপন খান ও বৃদ্ধ তৌলক্ষ্য বিশ্বাস নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গড়মাটির গোপালপুর সরকারের ঢালান এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রান্টু উপজেলার গড়মাটি গ্রামের তফেজ উদ্দিন ঝড়ুর ছেলে, তৌলক্ষ্য বিশ্বাস একই উপজেলার পার গোপালপুর গ্রামের মৃত কৃপানাথ বিশ্বাসের ছেলে এবং শিপন খান গড়মাটি খানপাড়া এলাকার চাঁদ আলী খানের ছেলে। নিহতদের মধ্যে রান্টু ইজিবাইকটির চালক ও অন্যরা যাত্রী ছিলেন। ঈশ্বরদীগামী ট্রাক রাজাপুর এলাকায় যাত্রীবাহী ইজিবাইকে ধাক্কা দিলে ওই তিনজন প্রাণ হারান।

শেরপুর : শেরপুরের নকলা উপজেলায় বাসচাপায় আব্দুল কাদির নামের এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মচারী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে শেরপুর-ময়মনসিংহ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধ আব্দুল কাদির নকলা উপজেলার চন্দ্রকোনা এলাকার বাসিন্দা।

হাজারীবাগ (ঢাকা) : কেরানীগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মীর আহাম্মেদ হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পোস্তগোলা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মীর আহাম্মেদের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। তার বাবার নাম মীর মোখলেস হোসেন পাগলা। তিনি বর্তমানে রাজধানীর গেণ্ডারিয়া এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।

সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী) : সোনাইমুড়িতে বাস-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক কার্তিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে রামগঞ্জ-সোনাইমুড়ির নদনা পোল নামক স্থানে। পিকআপ যাত্রী কার্তিক রামগঞ্জ পৌরসভার নিতাই চন্দ্রের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 10 July 2026

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, নওগাঁ

নওগাঁয় রাণীনগর ও মান্দা উপজেলায় পৃথক ঘটনায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে এসব ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– রাণীনগর উপজেলার মালশন গ্রামের মোহাম্মদ খয়বর আলীর ছেলে সাখাওয়াত হোসেন ও মান্দা উপজেলার এলেঙ্গা মৃধাপাড়া এলাকায় তহির সরদারের ছেলে ইসমাইল সরদার।

রাণীনগর থানার ওসি মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, গত বুধবার রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল নিহত সাখাওয়াত হোসেন বাড়ির পাশে তার নিজ জমিতে কৃষি কাজ করছিল। হঠাৎ করে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মতিন মণ্ডল বলেন, গতকাল সকালে নিহত ইসমাইল সরদার নিজ জমিতে কাজ করতে যান। এ সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হলে বিকটশব্দে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর
সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬
২৯ আষাঢ় ১৪৩৩

ডোমারে ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা মা, দুই সন্তানসহ নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালক ও একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন।

এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানীসহ আরও চার জেলায় প্রাণ গেছে পাঁচজনের। তাদের মধ্যে রাজধানীর রামপুরায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দুজন, রংপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মেহেরপুরের গাংনীতে বৃদ্ধ রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

রাজধানীসহ আরও চার জেলায় ৫ প্রাণহানি

ঢাকা : রামপুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ইউসুফ আলী জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বাটাজোর গ্রামের বাসিন্দা। রামপুরা ব্রিজের ওপর বিকল হয়ে পড়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা মেরামতের সময় নিয়ন্ত্রণহীন আরেক সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় ওই ব্যক্তি মারা যান। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নীলফামারী : ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—নাদিয়াপাড়ার অলি বর্মণের ছেলে ভ্যানচালক পরিমল বর্মণ, একই এলাকার প্রদীপ বর্মণের স্ত্রী প্রতিমা রানি এবং তাদের দুই ছেলে পিতোসা ও যাদব। রোববার বিকালে ডোমার-জলঢাকা আঞ্চলিক সড়কের পাঙ্গা মটুকপুর-নদীয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, যাত্রীবাহী একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান ডোমার-জলঢাকা সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন দিক থেকে আসা ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকসহ একই পরিবারের তিনজন নিহত হন। ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুল্লাহ জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। লাশ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ও বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নে রোববার পৃথক দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বিএম ডিপো এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কায় আনুমানিক ৪২ বছর বয়সি এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। অপর দিকে বাড়বকুণ্ড ইউনিয়ন পরিষদ সড়কের সামনে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে বাসের ধাক্কায় জানে আলম জুনু নামে এক বৃদ্ধ নিহত হন। তিনি

বণিক বার্তা
রোববার, জুলাই ১২, ২০২৬ ■ আষাঢ় ২৮, ১৪৩৩

ফরিদপুরে ডিমবাহী ট্রাক উল্টে সড়কে, বাসচাপায় নিহত ৫

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফরিদপুর

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরো অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনার উত্তেজিত এলাকাবাসী মহাসড়কের অন্তত ছয়টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা সড়কটি অবরোধ করে রাখেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডিমবাহী ট্রাকটি ঢাকা থেকে খুলনার দিকে যাচ্ছিল। সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে চাকা ফেটে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক উল্টে পড়ে যায়। ডিম সড়কের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পুলিশ রেকার নিয়ে আসে। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ডিম কুড়াতে এগিয়ে আসেন। তখন ঢাকা থেকে নড়াইলগামী নড়াইল এক্সপ্রেসের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ওপর উঠে যায়। তাদের চাকায় পিষে বাসটি চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হন; আহত হন অন্তত সাতজন। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরে এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে অন্তত ছয়টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ওই সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় তারা মহাসড়কে অবস্থান নেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা শুভ চক্রবর্তী জানান, যাত্রীবাহী বাসটি মহাসড়কে ডিম কুড়াতে থাকা ব্যক্তিদের চাপা দিয়ে চলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। বাসটি দ্রুতগতিতে চলে যায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ডিমবাহী ট্রাকচালক রয়েছেন। এছাড়া নিহত অন্য চারজন হলেন সোয়াদী এলাকার লিটনের ছেলে জয়নাল (২৭), বাবলুর ছেলে আরিফ (২৭) ও ওবায়দুর (৪০)। নিহত অন্যজনের পরিচয় এলাকাবাসী দিতে পারেনি। জানা গেছে, ট্রাকচালক বাদে নিহত ও আহতরা সবাই সোয়াদী এবং তার আশপাশ এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহতদের ভাঙ্গা, ফরিদপুর ও ঢাকায় হস্তান্তর করা হয়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলালউদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহতদের ভাঙ্গা, ফরিদপুর ও ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের বলেন, 'উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য আহত ছয়জনকে আনা হয়। এর মধ্যে পাঁচজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থানান্তর করা হয়েছে। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।'

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 12 July 2026

শাহজাদপুরে পানিতে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের ব্রজবালা গ্রামে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে নাঈম ইসলাম (১৫) নামে এক ওয়ার্কশপ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাঈম ঢাকা কেরানীগঞ্জের রামনগর গ্রামের আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে। সে প্রায় দেড় বছর ধরে ব্রজবালা গ্রামে বোনের বাড়িতে থেকে আব্দুল কাদেরের মালিকানাধীন মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে শ্রমিকের কাজ করতো। এলাকাবাসী জানায়, গত শুক্রবার দুপুরে নাঈম অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রামের পুকুরে গোসল করতে যায়। একপর্যায়ে সে পানিতে তলিয়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী অনেক খোঁজাখুঁজি পর বিকেলে নাঈমকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম গোসল করতে নেমে নাঈম নামে এক ওয়ার্কশপ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানান, নিহতের পরিবার থেকে কোন অভিযোগ করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

DHAKA SUNDAY JULY 12, 2026
ASHAR 28, 1433 BS
The Daily Star

In search of work, caught in war

30 Bangladeshis went to Russia on work visas; 4 dead, 2 missing after alleged war deployment

MOHAMMAD JAMIL KHAN

A group of 30 Bangladeshi youths had left the country for Russia with work visas and manpower clearance.

Weeks later, at least four of them were dead, allegedly after being forced towards the Russia-Ukraine war front, while two others – Kamal Hossain and Md Sourav Molla – remain traceless after reportedly escaping from Donetsk and contacting BRAC for help.

> **The workers went to Russia on April 24 after receiving clearance from BMET through recruiting agencies. After reaching Russia, the workers were being forcibly prepared for war at a camp and later sent to the battlefield.**
>
> ARIFUL HAQUE CHOUDHURY
> Expatriates' welfare minister

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Choudhury informed the parliament in this regard on Thursday.

"According to the latest information, four of the said 30 workers have died. I hope that it will be possible to bring the others back to the country through communication with Russia," the minister said.

"The workers went to Russia on April 24 after receiving clearance from the Bureau of Manpower, Employment and Training through recruiting agencies," he also said, adding that his ministry later received information that, after reaching Russia, the workers were being forcibly prepared for war at a camp and later sent to the battlefield.

The ministry sent a letter to the Bangladesh Embassy in Moscow on June 15, asking it to take necessary steps to rescue the Bangladeshi workers at risk and arrange their return home.

A report sent to the ministry by the Bangladesh mission in Moscow earlier on May 25 shows that the mission had already alerted Dhaka about the 30 Bangladeshis sent to Russia's Orenburg-based "Pro-Technologis Limited Liability" company through Jalal-E-Noor International Ltd, a recruiting agency, on May 5.

The report, signed by the first secretary (labour) of the embassy, said its labour wing had not attested any documents for Jalal-E-Noor International Ltd in this regard. It also said another agency, M/S RS International, had earlier submitted a demand paper in March for sending 70 workers to the same Russian company.

While reviewing the documents, the embassy found errors and inconsistencies and asked for corrections. The report said parts of the attestation process, including uploading documents to the Overseas Employment Platform, were kept pending due to suspicion.

The embassy then contacted the Russian company and the recruiting agency to know whether there was any risk that the workers might be sent to the Ukraine war.

Both verbally assured the embassy that the Bangladeshis would not be sent to war and would instead work at a drone factory in Orenburg, according to the report.

The embassy also tried to inspect the company's facility. However, the facility was inside a special economic zone and could not be inspected without prior approval from Russia's Federal Security Service.

Concerns deepened after the embassy received a phone call on May 18 from a family member of a Bangladeshi worker, who alleged that the workers were being kept at a training centre in Donetsk, with their mobile phones seized, and secretly prepared for deployment in the war, the report said.

After this, the embassy contacted the recruiting agency and later sent a note verbale to the Russian foreign ministry on May 25, requesting an investigation and urgent legal measures over the workers' situation.

The report also recommended strict legal action against the Bangladeshi recruiting agency involved if irregularities were found, and putting maximum pressure on both the recruiting agency and the Russian company to bring all the workers back to Bangladesh at their own cost.

Shariful Islam Hasan, associate director of BRAC's Migration Programme and Youth Platform, said Kamal and Sourav had contacted BRAC from a shop after fleeing the battlefield in Donetsk, and told them that they no longer had valid documents.

He also said BRAC immediately contacted the Bangladesh Embassy in Moscow and shared their phone number, WhatsApp and passport information. They were believed to be in or around Stepanovka in Donetsk at the time.

BRAC also contacted the International Committee of the Red Cross and other international rescue channels, he said, adding, "But they also said nothing could be done there outside the Russian army's control."

Shariful said the next day, BRAC learned that the two had been detained.

"They went to a market, where their Russian commander saw them, stopped them, and informed the nearest checkpoint. Later, an army vehicle came and took them away," he said.

"We still do not know whether they are alive or dead," he added.

Kamal and Sourav had Bangladeshi passports, Russian work visas and BMET EC cards showing Russia as their destination country, issued on April 27 this year.

"Many Bangladeshis are now trapped in the Russia-Ukraine war. They went to Russia with promises of good earnings and Russian citizenship. But now they neither get paid nor are they able to leave the country," Shariful said.

He also said many Bangladeshis cannot read Russian and depend entirely on brokers and recruiters when signing documents. "They are told to sign agreements for work. After reaching there, they realise the agreement has connected them to the war."

যুগান্তর | রোববার ১২ জুলাই ২০২৬
২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

শ্রীপুরে কাভার্ডভ্যান চাপায় শিশুসহ দম্পতি নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুত গতির কাভার্ডভ্যানচাপায় শিশুসহ দম্পতি নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গৃহবধূ এবং পটুয়াখালীর বাউফলে শিক্ষক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

শ্রীপুর (গাজীপুর) : শ্রীপুরে কাভার্ডভ্যানচাপায় শিশুসহ নিহত দম্পতি হলেন পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার উত্তর রানীপুর গ্রামের সেকান্দার আলী ব্যাপারীর ছেলে রাকিব হাসান ও তার স্ত্রী বিথী আক্তার। তারা শ্রীপুরের ডেনিম্যাক লিমিটেড নামে একটি কারখানায় মানবসম্পদ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। শনিবার উপজেলার বেড়াইদেরচালা দুই নম্বর সি অ্যান্ড বি বাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডেনিম্যাক কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা শাহিনুর আলম বলেন, দুপুরের বিরতিতে রাকিব তার স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই রাকিবের স্ত্রী মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাকিব মারা যান। পরে হাসপাতালে মারা যায় তার শিশুকন্যা। মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

আরও তিন জেলায় সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

নাটোর : ট্রাক ও যাত্রীবাহী ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—নাটোর সদর উপজেলার অর্জুনপুর গ্রামের ভ্যানচালক তমিজ উদ্দিন এবং নাটোর সদর উপজেলার দিয়ার সাতুলিয়া গ্রামের আসাদুল ইসলাম। শনিবার সকালে নাটোর শহরের দত্তপাড়া এলাকার রিভু ফিলিং স্টেশনের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ব্যাটারিচালিত চার্জার গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত সাগর নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর ঘোষপাড়া গ্রামের শ্রী মানিকের ছেলে। শুক্রবার রাতে নাটোরের নলডাঙ্গার পাটুল বাজার বটতলা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) : ইটবোঝাই থ্রি-হুইলারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত চায়না পারভিন ফরিদপুরের বোয়ালমারীর রাখালগাছি গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার ব্যাসপুর-জয়নগর সড়কের ব্যাসপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাউফল (পটুয়াখালী) : দ্রুতগতির অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত পথচারী মুসা বাউফলের নুরাইনপুর অগ্রণী বিদ্যাপীঠের সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। শুক্রবার রাতে বাউফলের নুরাইনপুর বাজারের কাছে বাউফল-কালিশুরী সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 12 July 2026

গোবিন্দগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ চালক নিহত

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আমির হোসেন (৪২) নামে এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন।

গতকাল ভোর ৪টার দিকে ঢাকা-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের তরফ কামাল (কামারপাড়া) এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত আমির হোসেন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার বাসিন্দা।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, আজ (গতকাল) ভোরে ঢাকা-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের তরফ কামাল (কামারপাড়া) এলাকায় মসজিদের কাছে হানিফ পরিবহনের একটি বাস বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পেছন দিক থেকে আসা দিনাজপুরগামী একটি পিকআপ এসে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই পিকআপের ভেতরে থাকা চালক আমির হোসেন নিহত হন। দুর্ঘটনার শব্দে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপের ভেতর থেকে নিহত চালককে উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার পর কিছুসময় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পরে হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত যান সরিয়ে নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি এসএম মিজানুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে বাস ও পিকআপ ভ্যানটি আটক করা হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ চালক নিহত।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ জুলাই ২০২৬

লস এঞ্জেলেসে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশির মৃত্যু

■ বিডিনিউজ২৪

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মির্জা ফাহিম আহমেদ নামের এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ৭টা ৫৩ মিনিটে ভ্যালি এলাকার ন্যাসেন স্ট্রিট ও রেসিডা বুলেভার্ড ইন্টারসেকশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ২৭ বছর বয়সি ফাহিম বছর দেড়েক আগে মা, বাবা ও ভাইয়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তাদের বাড়ি ঢাকার জিগাতলা এলাকায়।

ফাহিম গত কোরবানির ঈদের সময় দেশে গিয়ে বিয়ে করেন। লস এঞ্জেলেসে ফিরেই স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে আনার জন্য তিনি অভিবাসন দপ্তরে আবেদন করেছেন। সিসিটিভির ভিডিও দেখে লস এঞ্জেলেস পুলিশ বলেছে, দুটি গাড়ির ধাক্কায় ফাহিমের গাড়ি সড়ক থেকে ছিটকে লাইট পোলে আঘাত করে, এতে গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়। ভেতরে আটকে থাকা ফাহিমকে উদ্ধারে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ফাহিমের ছোটভাই মির্জা তামিম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানান, ফাহিমের লাশ শনিবার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

যুগান্তর
রোববার ১২ জুলাই ২০২৬
২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

কেরানীগঞ্জে গ্যাসের পাইপলাইনে বিস্ফোরণে তিন জন দগ্ধ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কেরানীগঞ্জে গ্যাসের পাইপলাইনে বিস্ফোরণে রাকিব, রাজন ও সুমন নামের তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার রাতে বরইতলা এলাকার এক বাসায় গ্যাস লাইনের কাজের সময় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসক জানান, তিনজনই বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

যুগান্তর
রোববার ১২ জুলাই ২০২৬
২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

কড়াইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ডেসকোর কর্মীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. হায়দার হোসেন নামে এক বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। হায়দার ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার পূর্ব ফুলহার গ্রামের মো. মহসিন ফরাজির ছেলে। তিনি রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় বসবাস করতেন এবং ডেসকোর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিদ্যুৎকর্মী হিসাবে কাজ করতেন। হায়দারকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. শুক্কুর আলী জানান, শনিবার দুপুর আড়াইটায় কড়াইল বস্তিতে বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় হায়দার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৭ জুলাই ২০২৬ ॥

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু, হত্যার দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ছিঁড়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইন মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সফিক মিয়া (৪২) নামে এক ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। তবে সফিকের স্বজনদের দাবি তাকে গভীর রাতে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। বুধবার রাত ১টার দিকে আখাউড়া চেকপোস্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিকে রাজবাড়ীর কালুখালীতে মাছের ঘেরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে দুর্গাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম মোশারফ খান (৪০)। তিনি দুর্গাপুর গ্রামের দবির খানের ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০২৬
৩০ আষাঢ় ১৪৩৩

বৈরী আবহাওয়া

কুতুবদিয়ায় ট্রলারডুবি ৪ জেলের লাশ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ ও বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপের অদূর সাগরে ১২ জেলেসহ একটি মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার জেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া সাতজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও নাছির উদ্দীন নামের এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন।

সোমবার ভোর ৪টার দিকে গভীর সাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ জেলে নাছির উদ্দীন পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের বাসিন্দা।

উদ্ধার হওয়া মৃত জেলেরা হলেন—কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী এলাকার মো. সাগর, মো. করিম, মো. আইয়ুব মনির এবং একই উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের হায়দারপাড়ার কামাল হোসেন। অন্যদিকে নিখোঁজ নাছির উদ্দীনকে উদ্ধারে সাগরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, রোববার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী ঘাট থেকে নুরুল আবছারের মালিকানাধীন 'এফবি ফকিরা মসজিদ' নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার ১২ জন জেলে নিয়ে গভীর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সোমবার ভোর ৪টার দিকে হঠাৎ আবহাওয়া চরম বৈরী রূপ নেয় এবং সাগর প্রচণ্ড উত্তাল হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে ট্রলারটি উলটে গিয়ে সাগরে তলিয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পরই কাছাকাছি থাকা অন্য একটি মাছ ধরার ট্রলার দ্রুত এগিয়ে আসে। জীবন বাঁচাতে ওই ট্রলারে উঠতে সক্ষম হন সাতজন জেলে। তবে বাকি ৫ জন ট্রলারের সঙ্গে সাগরের অতলে নিখোঁজ হয়ে যান। সোমবার সন্ধ্যার দিকে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি স্থানীয় জেলে ও উদ্ধারকারীদের সহায়তায় উদ্ধার করে কূলে নিয়ে আসা হয়।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৪ জুলাই ২০২৬

রাজধানীসহ তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৩ মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর কদমতলীর শনির আখড়া এলাকায় বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকা মোটরে পানি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এ বি এম রেজাউল করিম (৬২) নামের বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক অতিরিক্ত পরিচালকের মৃত্যু হয়েছে। পৃথক ঘটনায় গতকাল সোমবার চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান মো. জামাল (২৬) নামের এক দিনমজুর। একই দিন ঝিনাইদহের মহেশপুরে ড্রেন নির্মাণ কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রী রাম (২৬) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের খবরে—

রাজধানী : গত রবিবার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার পর রেজাউল করিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রেজাউল করিম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মৃত মো. কাজিমুদ্দিনের ছেলে। ডাক্তারের বরাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক। স্বজনরা জানান, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) : গতকাল উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার রোসাংগিরি এলাকায় গাছ কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান দিনমজুর মো. জামাল।

জামাল উপজেলার ভুজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আছিয়ার চা-বাগান (৩ নম্বর লাইন) এলাকার মনু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাছ কাটার এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত পিডিবির ১১ হাজার ভোল্টের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন জামাল। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ি থানার ওসি রবিউল আলম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালের কণ্ঠকে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ঝিনাইদহ : মহেশপুর পৌর শহরের গ্রীনল্যাব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাশে ড্রেনের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় শ্রমিক শ্রী রামের। শ্রী রাম ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা গ্রামের মিলন দাসের ছেলে। মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ জুলাই ২০২৬

দৌলতপুরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় চরের মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে শহীদ (৫৫) নামের এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

নিহত শহীদ দৌলতপুর উপজেলার খোর্দ্দ মহেশপুর গ্রামের মৃত শমসের শিকদারের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যবর্তী কোনো একসময়ে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের খোর্দ্দ মহেশপুর গ্রামের মাঠে কাজ করার সময় আকস্মিক বজ্রপাতের শিকার হন শহীদ।

বজ্রাপাতের ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে মাঠের মধ্যে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পরিবার ও পুলিশকে খবর দেয়। এ ঘটনার এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) স্বপন কুমার সরকার বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার আগেই তার লাশ দাফনকাজ সম্পন্ন হয়। তবে কোনো অভিযোগ নেই তার পরিবারের পক্ষ থেকে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ জুলাই ২০২৬

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে।

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা জানান, ঝিনাইদহের মহেশপুরে ড্রেন নির্মাণকাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রী রাম (২৬) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহেশপুর পৌর শহরের গ্রিনল্যাব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাশে এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজে লাগা আগুন নেভাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইমন মিয়া (৩০) নামের এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। রবিবার দিবাগত রাতে উপজেলার শিমুলকান্দি ইউনিয়নের মধ্যচর গ্রামে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিমন বোস।

শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, শায়েস্তাগঞ্জে শিপন মিয়া (২০) নামে এক যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়চং উপজেলার যাত্রা পাশা এলাকার মৃত রজব আলীর পুত্র। রবিবার দিবাগত রাতে শায়েস্তাগঞ্জ নতুন ব্রিজের তিন্নী হোটেলের পেছনে এ ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এস আই রাজু আহমেদ।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৭ জুলাই ২০২৬

বাসের ধাক্কায় দুই সাংবাদিক নিহত

রাজধানীর উত্তরায় গত বুধবার রাতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সময়ের আলো বুধবার। ১৫ জুলাই ২০২৬

কক্সবাজারে ট্রলার ডুবে চার জেলের মৃত্যু, নিখোঁজ ১

কক্সবাজার সংবাদদাতা

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপকূলে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে চার জেলের মৃত্যু হয়েছে। ট্রলারডুবির পর সাত জেলেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ একজন। সোমবার রাত ৯টার দিকে চার জেলের মরদেহ উদ্ধার হয়। নিহত চার জেলে হলেন– উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের দক্ষিণ অমজাখালী গ্রামের শামসুল আলমের ছেলে নাছির উদ্দীন (১৮), আবুল কাশেমের ছেলে মো. করিম (২০), আবদুল মাবুদের ছেলে আইয়ুব মনির (২৩) এবং আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের হায়দারপাড়ার কামাল উদ্দিন (৪৫)। এ ঘটনায় পেকুয়া উপজেলার নাছির উদ্দিন (১৮) নামের এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত রোববার বিকালে উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের দক্ষিণ অমজাখালী গ্রামের নুরুল আবছারের মালিকানাধীন মাছ ধরার ট্রলারটি নিয়ে ১২ জেলে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যান। বৈরী আবহাওয়ায় সোমবার ভোরে ট্রলারটি সাগরে ডুবে যায়। এ সময় মাছ ধরতে যাওয়া অন্যান্য ট্রলারের জেলেরা সাগরে ভাসমান অবস্থায় থাকা পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করেন। এরপর ডুবে যাওয়া ট্রলারের সন্ধানে

কক্সবাজারে ট্রলার ডুবে চার জেলের

শেষ পৃষ্ঠার পর

নামে কয়েকটি ট্রলার। সন্ধ্যায় ডুবে যাওয়া ট্রলারটি পাওয়া যায়। রাত ৯টার দিকে ট্রলারটি ঘাটে আনা হলে তল্লাশি চালিয়ে ভেতরের একটি কক্ষ থেকে চার জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন কুতুবদিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ ফারুক হোসেন। তিনি বলেন, রাতে ট্রলারের ভেতরে মাছ রাখার একটি কক্ষ থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে এসব মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নিখোঁজ থাকা এক জেলের সন্ধান করা হচ্ছে।

ট্রলারের মালিক নুরুল আবছার বলেন, গভীর সাগরে মাছ ধরার সময় সম্ভবত ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছিল। এরপর বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় ট্রলারটি উল্টে ডুবে গেছে বলে জানতে পেরেছেন তিনি। নিখোঁজ জেলের সন্ধানে রাত থেকে ট্রলার নিয়ে তল্লাশি চলছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুলাই ১৭, ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

মেহেরপুরের গাংনীর ধর্মচাকী বরিং মাঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নুরাল হক (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দুই কৃষক আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক নুরাল হক ধর্মচাকী গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, মেহেরপুর

যুগান্তর শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬

পাবনায় অ্যাম্বুলেন্স-বাস সংঘর্ষ

মেয়ের লাশ নিয়ে ফেরার পথে মা-বাবাও পরপারে

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার আতাইকুলায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স-বাস সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের আতাইকুলা থানার সড়াডাঙ্গী কড়ইতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানীর উত্তরায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখে ফেরার পথে বাস চাপায় দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে নারী, টাঙ্গাইলে যুবক, নেত্রকোনায় ট্রাকচালক, হবিগঞ্জে যুবক এবং নারায়ণগঞ্জে অটোচালক রয়েছেন।

ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

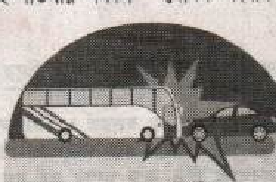

উত্তরায় বাসচাপায় ২ সাংবাদিক নিহত

সাত স্থানে নারীসহ ঝরল আরও ৭ প্রাণ

ঢাকা : নিহত সাংবাদিকরা হলেন—যুবক শাকিবুল হাসান ও রবিউল আলম রাজু। তারা দুজনই রাজধানীর দক্ষিণখান এলাকায় বসবাস করতেন। বুধবার গভীর রাতে উত্তরার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জসিমউদ্দিন ও রাজলক্ষ্মীর মাঝামাঝি স্থানে বাসচাপায় তারা নিহত হন। রাতে উত্তরা ১ নম্বর সেক্টরে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন তারা। নিহত শাকিবুল দৈনিক সংবাদ দিগন্ত ও রবিউল আলম প্রাণের বাংলাদেশ নামক পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। এদিকে উত্তরায় রাস্তা পারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যবসায়ী আনোয়ারুল হকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উত্তরা জসীমউদ্দীন রোডের ইউ-টার্ন মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ারুল পাবনার সুজানগর থানার ঘোড়াদহ গ্রামের মৃত আতাহার আলী মণ্ডলের ছেলে। তিনি বর্তমানে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে সপরিবারে বসবাস করতেন।

পাবনা : নিহতরা হলেন—পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের সলিম প্রামানিক, তার স্ত্রী বুলি খাতুন এবং অ্যাম্বুলেন্সচালক রাজ শেখ। রাজ পাবনা পৌরসভার পাবনা উত্তর শালগাড়ীয়া মহল্লার জামাল শেখের ছেলে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থেকে মেয়ে কেয়ার লাশ নিয়ে সাঁথিয়ায় নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন সলিম প্রামানিক, তার স্ত্রীসহ স্বজনরা। কেয়া

মেয়ের লাশ নিয়ে ফেরার পথে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার ভোরে কিডনিজনিত রোগে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। সকালে কেয়ার লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সটি ওই স্থানে পৌঁছালে যাত্রীবাহী কোচ পাবনা এক্সপ্রেসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অ্যাম্বুলেন্স দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আহত সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে রাজশাহীতে রেফার্ড করা হয়।

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : কালিহাতীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক আল-আমিনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে কালিহাতীর কামার্থী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আল-আমিন উপজেলার বল্লা ইউনিয়নের বেহালাবাড়ী হাসপাতালপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আরিফের ছেলে।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরে প্রাইভেটকার চাপায় অজ্ঞাতনামা নারী পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কের উপজেলার ধলি এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাইভেটকার তাকে চাপা দেয়।

নেত্রকোনা : পূর্বধলায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক রোমান মিয়া নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। বৃহস্পতিবার সকালে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সড়কের উপজেলার গোহালাকান্দা ইউনিয়নের ইসবপুর এলাকার তালেরঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রোমান মদন উপজেলার হাঁসকুঁড়ি গ্রামের সবুজ মিয়ার ছেলে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি এলাকায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ট্রাকচালক আলমগীর মিয়া নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে উপজেলার আউশকান্দি এলাকার মুনিম ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলমগীর সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ইদ্রবন্দর আলীর ছেলে।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরে গাড়ির ধাক্কায় অটোচালক মনির হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বন্দরের কেওঢালা এলাকায় চট্টগ্রামগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনির বন্দর উপজেলার ধামগড় ইউনিয়নের নয়ামাটি এলাকার মৃত আমান বেপারির ছেলে।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এতে ট্রাকের দুই চালক আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে কামিনী পাম্প সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগে।

সময়ের আলো বুধবার। ১৫ জুলাই ২০২৬।

গ্যাস সংযোগ দেওয়ার সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় একটি বাড়িতে গ্যাসের সংযোগের কাজ করার সময় বিস্ফোরণে চারজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের চিতাশাল এলাকার ১ নম্বর গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক শ্রমিকের শরীর ৬২ শতাংশ পুড়ে গেছে। তিনি রংপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার লতাবর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ফতুল্লার দেলপাড়া বাজারসংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি তিনজন সামান্য দগ্ধ হওয়ায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে তাদের নাম-ঠিকানা জানা যায়নি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্যানিটারি মিস্ত্রি আব্দুল জলিল জানান, ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের চিতাশাল এলাকার ১ নম্বর গলিতে দেলোয়ার হোসেনের বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার জন্য তার (দেলোয়ার) সঙ্গে ১৭ হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছিল। তিনি অগ্রিম দুই হাজার টাকাও দেন। স্থানীয় এক গ্যাস কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে সোমবার রাতে কাজ শুরু করেন। মাটি কেটে পাইপে সংযোগ দেওয়ার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।

কমক্ষেত্রে দুঘটনা

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ১৮ জুলাই ২০২৬

চট্টগ্রামে লবণের কারখানায় বিস্ফোরণে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে কনফিডেন্স লবণ কারখানায় বিস্ফোরণের পর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হেরে গেলেন দুই শ্রমিক। গতকাল শুক্রবার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে তাঁদের।

হাসপাতাল ও স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বোয়ালখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডী এলাকার কনফিডেন্স লবণ কারখানায় আকস্মিক বিস্ফোরণে দগ্ধ ১১ জন শ্রমিকের মধ্যে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দুজন। তাঁরা হলেন দিদারুল আলম (৩২) ও নুরুল আলম (৪৫)। দিদারুলের বাড়ি বোয়ালখালীর পশ্চিম গোমদণ্ডী। বিস্ফোরণে তাঁর শরীরের প্রায় ৯৫ শতাংশই পুড়ে যায়। আর নুরুল পটিয়া উপজেলার হুলাইন গ্রামের বাসিন্দা। ৬৫ শতাংশ দগ্ধ শরীর নিয়ে আইসিইউতে ছিলেন তিনি। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাঁচজনকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রাতে দুজন মারা যান। বাকি তিনজনের অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমরা লোকমুখে শুনলাম, দগ্ধ হয়ে ১০ জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।'

যুগান্তর | শনিবার ১৮ জুলাই ২০২৬
৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

আজমিরীগঞ্জে তিন বাইকের সংঘর্ষে ৩ যুবক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে তিনটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে তিন যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার জলসুখা ইউনিয়নের নির্মাণাধীন আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের জলসুখা ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রংপুরে যুবক, চট্টগ্রামে অটোচালকসহ দুজন এবং ফেনীতে পথচারী রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর—

হবিগঞ্জ : নিহতরা হলেন—আজমিরীগঞ্জ উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামের চন্দন দাসের ছেলে অন্তর দাস, বানিয়াচং উপজেলা সদরের আমিরখানী মহল্লার লস্করবাড়ির ফুল মিয়ার ছেলে তানভীর এবং নুরুল লস্করের ছেলে আবিদুল লস্কর। এতে দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এরা হলেন চুনারুঘাট উপজেলার শেখেরগাঁও গ্রামের আব্দুস শহিদের ছেলে সাহিদুল ইসলাম বাচ্চু ও একই উপজেলার গোছাপাড়া গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে মিজান মিয়া। আহতরা এনজিও ব্যুরো বাংলাদেশের কর্মচারী। তাদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বেপরোয়া গতির তিনটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। গুরুতর আহত চারজনকে উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আরও দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

পীরগঞ্জ (রংপুর) : বাস নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেল আরোহী উজ্জ্বল নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড়দরগাহ্ শাহ্ ইসমাঈল গাজী (রহ.) মাজারের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ঘটে। উজ্জ্বল লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার মসুরদরগাহ্ গ্রামের দুলাল রায়ের ছেলে।

ফেনী : পুরাতন মুহুরীগঞ্জ এলাকায় বাসচাপায় পথচারী নাজমা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাজমার বাড়ি ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার সমিতি বাজার এলাকায়।

হাটহাজারী ও কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) : হাটহাজারীতে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে নগরীর একটি হসপিটালে তিনি মারা যান। বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের হাটহাজারী উপজেলা মির্জাপুর ইউনিয়নের বোর্ড স্কুল এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আব্দুল্লাহ ওই ইউনিয়নের চারিয়া নয়াহাট বাজারস্থ দুলা মিয়া সওদাগর বাড়ির মৃত আমিনুল হকের ছেলে।

এদিকে কর্ণফুলীতে বাসের ধাক্কায় দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার মইজ্জারটেক শেলিচত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম দোলন কান্তি দে সুমন। তিনি বাঁশখালী উপজেলার বৈলছড়ী কেবি বাজার এলাকার সাধন চন্দ্রের ছেলে।

SATURDAY JULY 18, 2026
SRABAN 3, 1433 BS
The Daily Star

RMG worker dies after falling from moving train

OUR CORRESPONDENT, *Netrokona*

A 22-year-old garment worker was killed after falling from the doorway of an intercity train while returning home from Dhaka in Netrokona early yesterday.

The accident occurred around 4:00am in the Rajurbazar area of the town.

The deceased was identified as Muhid Khan, son of Moinul Kabir Khan of Boropaikura village in Mohanganj upazila's Tetulia union. He worked at a garment factory in Dhaka.

According to police and local sources, Muhid boarded the Haor Express in Dhaka on Thursday night to return home. As he could not get a ticket, he was standing near the train's doorway during the journey.

Police said Muhid apparently dozed off in the early hours of Friday, lost his grip, and fell from the moving train. One of his legs was severed under the train, while the rest of his body was thrown into a water-filled roadside ditch.

Local residents spotted the body and informed the Mohanganj Railway Police, who later recovered it.

RMG worker dies

FROM PAGE 3

Muhid's cousin, Dewan Riyad, said a fellow passenger told the family that Muhid had fallen asleep while standing beside the train door and fell near Rajurbazar.

Sub-Inspector Mobarak Hossain, in-charge of the Mohanganj Railway Police Outpost, confirmed the incident.

"The family has applied to receive the body without an autopsy. A decision will be taken after consultation with the higher authorities," he said.

প্রথম আলো
শনিবার, ১৮ জুলাই ২০২৬,

পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ উদ্ধার

রাজধানীর পুরান ঢাকায় ম্যানহোলে পড়ে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২৫ ঘণ্টা পর এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত পরিচ্ছন্নতাকর্মীর নাম মিলন শেখ (৩৮)। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাসারগাঁও গ্রামের জহিরুল শেখের ছেলে। মিলন রাজধানীর শ্যামপুরের নতুন আলী বহর এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে পুরান ঢাকার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নলগলা এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নলগলা এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

কোতোয়ালি থানা-পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ওই এলাকায় ড্রেন পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। বেলা একটার দিকে মিলন ম্যানহোলে নামেন। এর ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ ডুবুরির রশি ছিঁড়ে তিনি নিচে পড়ে যান। সঙ্গে থাকা অন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। প্রায় ২৫ ঘণ্টা চেষ্টার পর গতকাল দুপুরে তাঁর লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 21 July 2026

জগন্নাথপুরে প্রাইভেট কার-মিশুক সংঘর্ষে আহত ৫

প্রতিনিধি, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ)

জগন্নাথপুর টু বিশ্বনাথ প্রধান সড়কে দ্রুতগতির একটি অটো চালিত মিশুক গাড়ির সাথে প্রাইভেট কারের (কার) মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় উভয় গাড়ির চালক ও যাত্রীসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।

গতকাল বিকেল আনুমানিক দুইটার দিকে জগন্নাথপুর পৌরসভারিয়ার অধীন হবিবপুর শাহবাড়ি এলাকার মেইন সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মিরপুর এলাকা থেকে একটি অটো চালিত মিশুক গাড়ি যাত্রী নিয়ে জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে আসছিল। মিশুকটিতে থাকা যাত্রীরা রোগী দেখানোর উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে, একটি প্রাইভেট কার হাসপাতাল থেকে ভবের বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছালে উভয় গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে কারে থাকা যাত্রী ও চালকের বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও গাড়িটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন, নুর গনি (৫৫) বাড়ি আটঘর এলাকা। তার সাথে থাকা ছেলে ও ভাগিনাও আহত হন। দুর্ঘটনায় নুর গনির নাকের হাড় ভেঙে গেছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। অটো চালিত মিশুক গাড়ির চালক মতিন মিয়া (৫৭)। তার বাড়ি সৈয়দপুর বুধরাইল গ্রাম। সংঘর্ষে তিনি বুকে ও পায়ে আঘাত পেয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। চিকিৎসকরা জানান, আহতদের মধ্যে নুর গনির নাকের হাড় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মিশুক চালক মতিন মিয়া বুক ও পায়ে আঘাত পেয়েছেন।

গাড়িতে থাকা যাত্রীরা অভিযোগ করে জানান, রাস্তায় অন্য কোনো যানবাহন না থাকা সত্ত্বেও অটো চালিত মিশুক চালকের বেপরোয়া ও অপরিকল্পিত ড্রাইভ করার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সম্পূর্ণ দোষ মিশুক চালকের ছিল বলে জানান তারা।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০২৬
৬ শ্রাবণ ১৪৩৩

গুলশানে বাসার কার্নিশ থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গুলশান-২ এলাকার একটি বাসার কার্নিশ থেকে পড়ে সুমাইয়া ইসলাম নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে গুলশানের ৮৪ নম্বর রোডের একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, বাসার তিনতলার কার্নিশ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলে সুমাইয়াকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গুলশান থানা পুলিশ জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসিন্দা সুমাইয়া তিন দিন আগে পরিচিত এক নারীর মাধ্যমে ওই বাসায় গৃহকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি কাজ না করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ে ওই নারী না আসার মধ্যেই এ ঘটনা ঘটে। গুলশান থানার ওসি দাউদ হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে গৃহকর্মীর শরীরে নির্যাতনের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঢাকায় এলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
: Saturday 18 July 2026

বোয়ালখালীতে লবণ কারখানায় দগ্ধ ২ শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে কনফিডেন্স লবণ কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেম, পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের হুলাইন ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে নুরুল আলম ও বোয়ালখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রুহুল আমিনের ছেলে দিদারুল আলম (৩২)। তারা দুজনেই কনফিডেন্স লবণ কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২১ জুলাই ২০২৬

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে লবণ কারখানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন আরো দুই জনের মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে লবণ কালখানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহতদের মধ্যে আরো দুই জন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ দুই জনকে আইসিইউতে রেখে চিকৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চার।

সর্বশেষ নিহত দুই জন হলেন—বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চরখিজিরপুর গ্রামের উত্তর সাতঘড়িয়া পাড়ার নূর ছফার ছেলে নূর নবী হৃদয় (২৫) ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পোমরা ইউনিয়নের শান্তিরহাটের মধুরামপাড়ার বাসিন্দা উজ্জ্বল দাস (৫৩)।

গতকাল সোমবার চমেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক সাংবাদিকদের জানান, গত রবিবার বিকালে এক জনকে এবং রাতে আরেক জনকে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই সকালে বোয়ালখালীর কনফিডেন্স লবণ কারখানায় এক বিস্ফোরণে ১১ জন দগ্ধ হন। এর মধ্যে উজ্জ্বল দাসের শরীরের ৫০ শতাংশ ও নূর নবী হৃদয়ের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে যায়। ঐদিন তাদের দুই জনকে চমেক হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ জুলাই ২০২৬

শ্যামনগরে ছাদ ধসে ছয় শ্রমিক আহত

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিদ্যালয় ভবনের পুরাতন ছাদ ধসে ছয় নির্মাণশ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ৭২ নম্বর পূর্ব কৈখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন—মো. আলাউদ্দীন, জয়নাল আবেদীন, মফিজুল ইসলাম, রানা আহমেদ, জুবায়ের হোসেন ও ইদ্রিস আলী। এর মধ্যে মো. আলাউদ্দীন ও মো. জয়নাল আবেদীন গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. শাহিনুর ইসলাম বলেন, সম্প্রতি বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি ভাঙার জন্য সরকারিভাবে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ঘটনার দিন ঠিকাদারের নিয়োগকৃত শ্রমিকরা কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে ছয় শ্রমিক চাপা পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন।

শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইন্দ্রজিৎ কুমার জানান, আহত ছয় জন শ্রমিকের মধ্যে দুই জন শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (সামেক) প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ জুলাই ২০২৬

নারায়ণগঞ্জে ডাইং কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি ডাইং কারখানায় বয়লার বিস্ফোরিত হয়ে ২ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে এলাকার সস্তাপুর পাবতলা মোড়ে অবস্থিত হলি ফেব্রিক্স ডাইং কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন—মামুন (২৩) ও আশরাফুল আলম (৩৬)।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আঞ্জু মিয়া ও রেজাউল হকের মালিকানাধীন ঐ ডাইং কারখানায় রাতে বিকট শব্দে বয়লার বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে কারখানার চার পাশের দেওয়াল ও টিনের চালসহ দরজা-জানালা উড়ে যায়। বিস্ফোরিত বয়লারের খণ্ডিত অংশ পাশের স্যামসঙ্গ সোয়েটার গার্মেন্টের উপড় দিয়ে উড়ে গিয়ে মাসুম মিয়ার আধাপাকা ঘরের চালে আছড়ে পড়ে। এতে ঘর দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এছাড়া বিস্ফোরণে অসংখ্য লোকজনের বাড়ি-ঘরের জানালার গ্লাস ভেঙে যায়। রাতে বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনাল খেলা চলায় এলাকার বেশির ভাগ মানুষ জেগে ছিলেন। ফলে বিস্ফোরণের তীব্রতা সবাই অনুভব করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সস্তাপুর এলাকায় হলি ফেব্রিক্স ডাইংসহ আরো ৩টি একই ধরনের কারখানায় ঝুট ও কাঠ পোড়ানো হয়। এতে ডাইংগুলো থেকে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হয়। ধোঁয়ার কারণে পুরো সস্তাপুর এলাকা প্রায়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালালেও সেগুলো বন্ধ হয়নি।

হলি ফেব্রিক্স ডাইংয়ের অংশীদার মো. রেজাউল জানান, নতুন একটি বয়লার পরীক্ষা করার সময় আগুন আটকে গিয়ে বয়লারের চুলায় বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আশপাশের যাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা করানো হচ্ছে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি মাহাবুব আলম বলেন, আহতদের তথ্য এবং স্থানীয়দের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২১ জুলাই ২০২৬

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইয়ানুর রহমান নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন ভাঙার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি আনসারুল আলম জানান, সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ করছিলেন ইয়ানুর রহমানসহ কয়েক জন শ্রমিক। ভবন ভাঙার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত ইয়ানুরের হাতে থাকা একটি রড পাশে থাকা বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারের সংস্পর্শে আসে। এতে তিনি গুরুতর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে স্থানীয়রা সেখান থেকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শার্শায় খেলা দেখে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

আহত ৩

■ বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের শার্শা সীমান্তে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখে ফেরার পথে ট্রলি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিন জন। সোমবার ভোর ৬টার দিকে উপজেলার গোগা-রুদ্রপুর সড়কের সালামের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, বেনাপোল পোর্ট থানার দৌলতপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর ভান্ডারীর ছেলে মিদুল হাসান নাহিদ (২৫) এবং একই গ্রামের জমাত আলীর ছেলে সোহাগ হোসেন উষা (২৭)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একই গ্রামের শাহজাহানের ছেলে রুবেল (৩০)। এছাড়া ট্রলিচালক আমিরুল ও হেলপার নিরব আহত হয়েছেন। তারা শার্শা উপজেলার রুদ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ফুটবল ম্যাচ দেখার পর ভোরে উষা, নাহিদ ও রুবেল একটি মোটরসাইকেলযোগে রুদ্রপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে ইটভাটার জন্য ইট আনতে যাওয়া একটি ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উভয় যানবাহনের অতিরিক্ত গতির কারণে চালকরা নিয়ন্ত্রণ হারালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নাহিদ ও উষার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।

শার্শা থানার ওসি শামিমুল হক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও ট্রলি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৬ জুলাই ২০২৬

দেবীগঞ্জে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে কৃষিকাজ করতে গিয়ে পৃথক ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুরের মধ্যে উপজেলার সদর ও দন্ডপাল ইউনিয়নে এ দুটি ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাহার মালচন্ডি পশ্চিম তেলিপাড়া এলাকার মো. মামুন ইসলাম (৩০)। অন্যজন দন্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকার কৃষক আকাব্বর খান (৬০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে নিজ জমিতে পাট কাটার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মামুন ইসলাম। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আতিকুর রহমান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একই দিন দন্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকায় কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আকাব্বর খান ঘটনাস্থলেই মারা যান। বৃষ্টির মধ্যে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর
রোববার ১৯ জুলাই ২০২৬
৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

প্রসববেদনা নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা সুমন্তী চাকমার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের চাম্পাতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বিয়ে শেষে নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মাইক্রোবাস উলটে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নরসিংদীতে পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে ঝরেছে আরও ছয় প্রাণ। তাদের মধ্যে রাজধানীতে পুলিশ সদস্যসহ দুজন, দিনাজপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শেরপুরে অটোচালকসহ দুজন এবং নোয়াখালীতে কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

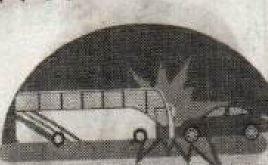

নীলফামারীতে বর-কনের মাইক্রোবাস উলটে শিশুসহ নিহত ৩

নরসিংদীতে দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু

চার স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৬ প্রাণ

রাঙামাটি : সুমন্তী সাজেকের চাপ আদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা এবং ওই এলাকার স্বপন চাকমার সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন। সুমন্তীর প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে অটোরিকশায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেওয়ার সময় ওই এলাকায় পৌঁছালে ডাম্পার গাড়ি অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা সুমন্তী ও চালক হরেন্দ্র ত্রিপুরা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক সুমন্তীকে মৃত ঘোষণা করেন। চালক হরেন্দ্র সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঢাকা : রাজধানীর পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সেকান্দার আলী (৭২) নামের এক সাবেক পুলিশ সদস্যসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার বিকালে তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আরেকজন হলেন—মো. শিশির (১৭)। সেকান্দার দুপুরের দিকে ভাটারা এলাকায় রাস্তা পারের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শনিবার দক্ষিণখানে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী মো. শিশির। শিশির লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার সুমন রহমানের ছেলে। তারা দক্ষিণখান মোল্লারটেক তেঁতুলতলা বেকারি এলাকায় বাসা ভাড়া থাকতেন।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) : দুর্ঘটনায় বর-কনেসহ অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৩টায় কিশোরগঞ্জ হতে টেংগনামারী সড়কের শান্তিবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের বন্দরপাড়া এলাকার জিকরুল ইসলামের সাত মাস বয়সি ছেলে জীবন ইসলাম এবং একই এলাকার মোজা মিয়ার ছেলে রিয়াদ ইসলাম। রিয়াদ এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। কচুকাটা বন্দরপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোরছালিনের সঙ্গে শুক্রবার রাতে কিশোরগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের কেশবা গ্রামের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রসববেদনা নিয়ে হাসপাতালে

নরসিংদী : নরসিংদীর শিবপুরে পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার ইটাখোলা-মনোহরদী আঞ্চলিক সড়কের বাজনাব এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো—শিবপুরের আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী স্বাধীন ও নাফিস। নাফিজের বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার হাজিপুর গ্রামে এবং স্বাধীনের বাড়ি একই উপজেলার বাদুয়ারচর পুরানপাড়ায়। পুলিশ ও নিহতের বন্ধুরা জানায়, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র শহীদ আসাদ কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে। তাদের ব্যবসায় শিক্ষার মার্কেটিং পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে তারা কেন্দ্র থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। তারা বাজনাব এলাকায় পৌঁছলে শিবপুরগামী পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এসময় মোটরসাইকেল আরোহী দুই শিক্ষার্থী সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। একই দিন সকালে পুড়াদিয়া-বেলাব সড়কের রাধাখালী ব্রিজ এলাকায় নসিমন উলটে চালক শাওন নিহত হয়েছেন। সকালে জীবিকার সন্ধানে নসিমন নিয়ে মনোহরদী উপজেলা থেকে বেলাবর উদ্দেশে রওয়ানা দেন তিনি। পথে রাধাখালী ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছালে হঠাৎ গাড়ির চাকা খুলে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নসিমন চালক ছিটকে গাছে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই শাওনের মৃত্যু হয়। নিহত শাওন মনোহরদী উপজেলার বড়চাপা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণেরগাঁও গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে। ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দরে ওষুধ কিনে বাইসাইকেলে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মাদ্রাসাছাত্র তসলিম হকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের সুখীপীর বাজার থেকে বিন্যাকুড়ি রোডের ব্যাঙেরকাঁদো এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তসলিম হক উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের মামুদপুর ব্যাঙেরকাঁদো এলাকার মহসিন আলী বুলুর ছেলে। সে বাণীযুগী মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র ছিল।

সময়ের আলো

বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই ২০২৬

গুলিস্তানের আলুবাজার

সেলুনে বিস্ফোরণ দগ্ধ ১০ জন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলিস্তানের আলুবাজার এলাকার একটি সেলুনে বিস্ফোরণের ঘটনায় ১০ ব্যক্তি দগ্ধ হয়েছেন। সেলুনে থাকা এসি বিস্ফোরণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। তবে আবদ্ধ ঘরে গ্যাস জমে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে আলুবাজার এলাকার আরমান সেলুনে এই ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিদের ওই রাতেই জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে ৯ জনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন– গ্রাহক মো. ফারুক (৩৫), রিংকু (৩০), রনি (৩৬), জসিম (৪০), রফিক (২৫), সেলুনের কারিগর সামশেদ (৩০), রাজু (৩৪), পাপ্পু (২৬), সাকিব (১৭) ও আরমান (৩৭)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, ফারুকের শরীরের ৫০ শতাংশ, রিংকুর ২১ শতাংশ, রনির ১০ শতাংশ, জসিমের ৮ শতাংশ, রফিকের ১২ শতাংশ, সামশেদের ১৫ শতাংশ, রাজুর ১৮ শতাংশ, পাপ্পুর ১৮ শতাংশ, সাকিবের ১ শতাংশ ও আরমানের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তিনি আরও জানান, দগ্ধ সাকিবকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বংশাল থানার ওসি বলেন, সম্ভবত ঘরে গ্যাস জমেছিল। তখন এসি চালু থাকায় দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল। আবদ্ধ কক্ষে কেউ একজন লাইটার জ্বালালে সেখানে একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন আবার নিভেও যায়। এর মধ্যেই ঘরে থাকা ব্যক্তিরা দগ্ধ হন। তবে হাসপাতালে ভর্তি আহতরা সেলুনে এসি বিস্ফোরিত হওয়ার কথা বলেছেন বলে ডা. শাওন বিন রহমান জানান।

যুগান্তর

রোববার ১৯ জুলাই ২০২৬ ● ৪ শ্রাবণ ১৪৩

বিদ্যালয়ের ভবন থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ছয়তলা ভবন থেকে পড়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম মো. শামীম (২২)। সে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের সাদিকুল ইসলামের ছেলে। ওই নির্মাণাধীন ভবনে থাকতেন তিনি। খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, খিলগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছয়তলায় ক্রেন দিয়ে ইট-বালু উঠানোর সময় ওপর থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই শামীমের মৃত্যু হয়। পরে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠান। ময়নাতদন্তে শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই ২০২৬
১ শ্রাবণ ১৪৩৩

আদমজী ইপিজেডে গার্মেন্টের গুদামে ভয়াবহ আগুন

তিন ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) একটি গার্মেন্ট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অনন্ত অ্যাপারেলস নামের ওই গার্মেন্টের একটি কাপড়ের গুদামে বুধবার ভোরে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তিন ঘণ্টার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে আগুনে গুদামের বিপুল পরিমাণ কাপড় ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

বুধবার ভোর ৪টার দিকে গুদামটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গুদামের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লে পুরো এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে প্রথমে আদমজী ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পর্যায়ক্রমে আশপাশের চারটি ফায়ার স্টেশন থেকে আরও আটটি ইউনিট পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, ভোরের দিকে হঠাৎ গুদাম থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গুদামে বিপুল পরিমাণ কাপড় ও দাহ্য রাসায়নিক উপকরণ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে তাদের ধারণা। আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কারণে আশপাশের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টার পর সকাল ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপরও আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলতে ফায়ার সার্ভিস ডাম্পিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আদমজী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব নয়। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে। গুদামে থাকা কোনো রাসায়নিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করা হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত শেষে আগুনের কারণ ও প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

প্রথম আলো

বুধবার, ২২ জুলাই ২০২৬,

ভাটারায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

রাজধানীর ভাটারার নতুনবাজার এলাকায় একটি বাসায় গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। গ্যাসের লিকেজ থেকে এ বিস্ফোরণ হয়েছে বলে ধারণা করছেন ওই তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা এক ব্যক্তি। গতকাল ভোরে এ বিস্ফোরণ ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন কাপড়ের দোকানের কর্মচারী মো. শাহীন (২৪), তাঁর স্ত্রী ফাহিমা আক্তার (২১) ও ভাগনি ইফফা (৮)। হাসপাতালে নিয়ে আসা শাহিনের সহকর্মী মো. জসিম জানান, শাহিন নতুনবাজার এলাকায় ছয়তলা একটি ভবনের নিচতলায় ভাড়া থাকেন। ঘুমন্ত অবস্থায় ভোরবেলা হঠাৎ বিকট শব্দে গ্যাসের সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ হয়। এতে কক্ষটিতে আগুন ধরে যায়। পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর ধারণা, গ্যাসের লিকেজ থেকে এ বিস্ফোরণ হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৯ জুলাই ২০২৬

তিন এইচএসসি পরীক্ষার্থীসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

নীলফামারীতে শিশুসহ দুই জনের মৃত্যু, বর-কনেসহ ১২ জন হাসপাতালে

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

নরসিংদীর শিবপুরে পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এদিন নছিমন উলটে আরো এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে শিশুসহ দুই জনের মৃত্যু, বর-কনেসহ ১২ জন হাসপাতালে। শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে দুই জন, রাঙ্গামাটি (উত্তর) এক অন্তঃসত্ত্বা নারী, যশোরের অভয়নগরে একজন, নোয়াখালীতে একজন প্রাণ হারিয়েছেন।

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, শেরপুর-নালিতাবাড়ীর মহাসড়কে বালুর স্তূপ থাকায় প্রয়োজনীয় জায়গা না পেয়ে একটি অটোরিকশা অন্য অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশার চালক ও যাত্রীসহ দুই জন মারা যায়। গত শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার সন্ন্যাসীভিটা এলাকায় বাঘবেড় ইউপি ভবনের সামনের সড়কে ঘটে এ দুর্ঘটনা।

নিহতরা হলেন নালিতাবাড়ী উপজেলার বাঘবের খড়িয়াপাড়া নিবাসী একদিল হোসেনের ছেলে অটোরিকশাচালক কামরুল হোসেন (৪০) ও সালেহাবাদ কৃষ্ণপট্টির আব্দুস সাত্তারের ছেলে অটোরিকশা যাত্রী শহিদুল ইসলা[illegible] (৩০)।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৬

সড়কে শিশুসহ ছয়জনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও বৃদ্ধসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া বান্দরবানে বাস দুর্ঘটনায় ১২ পর্যটক আহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **চট্টগ্রাম :** বোয়ালখালীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়ে মুছা (৫২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে ১৭ জুলাই উপজেলার কানুনগোপাড়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে দুর্ঘটনায় আহত হন তিনি। **গাইবান্ধা :** সাদুল্লাপুরে নসিমনের চাকায় পিষ্ট হয়ে জব্বার আলী (৫০) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। বিকালে উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের টিয়াগাছা পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জব্বার একই গ্রামের বাসিন্দা। **কক্সবাজার :** দুপুরে ঈদগাঁওয়ে উপজেলার শাহ ফকির বাজার এলাকায় ডাম্প ট্রাকের চাপায় আবদুল্লাহ (৯) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আবদুল্লাহ উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের আউলিয়াবাদ গ্রামের লোকমানের ছেলে। **কিশোরগঞ্জ :** কিশোরগঞ্জ-ভৈরব সড়কের বিসিআইসি গোডাউনের সামনে রাস্তার পাশ থেকে ভোরে মানিক মিয়া (৩৮) নামে এক গাড়িচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বাড়ি উপজেলার রায়টুটী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া গ্রামে। পুলিশের ধারনা কোনো অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে। **ঝিনাইদহ :** শৈলকুপায় ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন তারিফ উদ্দীন (৭৫) নামে এক বৃদ্ধ। ভোরে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের চন্ডীপুর এলাকার হান্নান ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **দিনাজপুর :** খানসামা-দারোয়ানী আঞ্চলিক সড়কের খানসামায় সকালে ইজিবাইক ও টেম্পুর সংঘর্ষে রসুল করিম বাবু নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। **চুয়াডাঙ্গা :** সদর উপজেলায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আব্দুল্লাহ বিশ্বাস (১৫) নামে এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। **বান্দরবান :** বান্দরবান-কেরানিহাট সড়কের কসাইপাড়া এলাকায় সকালে একটি পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় ১২ জন আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ জুলাই ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত

মেহেরপুরে বাস খাদে পড়ে আহত ১২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত হয়েছেন। এদিকে মেহেরপুরে বাস খাদে পড়ে ১২ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

চৌগাছা (যশোর) সংবাদদাতা : চৌগাছায় ট্রাকচাপায় এক সেলুনকর্মী নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম কেষ্ট দাস (৫০)। গত সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার রাত ১০টার দিকে কেষ্ট দোকানে কাজ শেষে বাইসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের জিসিবি আদর্শ কলেজের কাছে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। নিহত কেষ্ট দাস বড় খানপুর গ্রামের মৃত কুলিন দাসের ছেলে। চৌগাছা থানার ওসি মামুনুর রশীদ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৯ জুলাই ২০২৬

ভালুকায় ইটিপি প্ল্যান্টের গর্তে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ভালুকার হবিরবাড়ী এলাকায় অবস্থিত এক্সিল্যান্ড সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইটিপি (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট)-এর একটি গর্তে মেরামতের কাজ করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলার বাসিন্দা রুমেল (২৫) এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার নকশা গ্রামের শফিকুল ইসলাম (২৮)।

ময়মনসিংহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) গোপীনাথ কানজিলাল জানান, সকালে ইটিপি প্লান্টে মেরামতের কাজ চলাকালে ওয়েল্ডারের সহকারী রুমেল একটি গর্তে নামেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অচেতন হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করতে নিচে নামেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম। উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও অচেতন হয়ে পড়েন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হলেও তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এক্সিল্যান্ড সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের স্যানিটারি প্ল্যান্টের ম্যানেজার অভিনাশ কুন্ডু বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ইটিপি প্লান্টের গর্তে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে তারা অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ জুলাই ২০২৬

ফটিকছড়িতে জমিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারের স্পর্শে দুই কৃষকের মৃত্যু

■ ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার পাইন্দং ইউপিতে ধানের চারা লাগানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরাচান গ্রামের ফটিকছড়ি বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার ভূজপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবুল কাশেমের ছেলে মো. হাসেম (৪৫) এবং একই এলাকার মাহবুবুল আলমের ছেলে মো. ইউনুস (৩৫)। তারা দুই জনেই দৈনিক মজুরিভিত্তিক কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে ফটিকছড়ি বিলে ধানের চারা রোপণের কাজ করছিলেন হাসেম ও ইউনুস। এ সময় বিলের ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের একটি খুঁটি থেকে ছিঁড়ে পড়া বৈদ্যুতিক তার জমির পানিতে পড়ে ছিল। কাজ করার একপর্যায়ে তারা ঐ পানির সংস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তবে উদ্ধার কার্যক্রমে বিলম্বের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা বলেন, ঘটনার পরপরই ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। পরে স্থানীয় লোকজনই দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়েছি।

প্রথম আলো
বুধবার, ২২ জুলাই ২০২৬,

ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে, নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

ময়মনসিংহে তিনজন ও মেহেরপুরে দুজন নিহত হন। আহত হয়েছেন চারজন। মেহেরপুরে বাস উল্টে আহত ১৩।

প্রথম আলো ডেস্ক

ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার অন্তত পাঁচ আরোহী নিহত হয়েছেন। এ দুই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

ময়মনসিংহের দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে নগরের শম্ভুগঞ্জে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে; আর মানিকগঞ্জের দুর্ঘটনাটি সিঙ্গাইর উপজেলার মেদুলিয়ায় সকাল ৯টার দিকে।

ময়মনসিংহে নিহত ব্যক্তিরা হলেন জেলার তারাকান্দা উপজেলার দাদরা গ্রামের শিলা আক্তার (২৫), সদর উপজেলার রঘুরামপুর গ্রামের আবেদা খাতুন (৩৫) ও নগরের জুবলি ঘাটের দেবরাজ ঘোষ (৩৫)। এ ঘটনায় আহত তানিয়া সুলতানাকে (২০) প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

গুদামে মালামাল নামিয়ে ট্রাকটি মহাসড়কে এসে ঘুরিয়ে যেতে শুরু করলে অটোরিকশাটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা হারিছ উদ্দিন। তাঁর দাবি, 'ওই সময় ট্রাকের চালক ছিল না। হেলপার (চালকের সহকারী) চালাচ্ছিল বলে আমরা জেনেছি।'

দুর্ঘটনার সময় চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে যান বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ মাহমুদ। তিনি বলেন, 'আমি এসে দেখি, চারজন মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনো পুরুষটির দম ছিল। সড়কের পাশে নিতেই লোকটি মারা যায়। তিন নারীকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।'

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসটি উল্টে সড়কের পাশে ডোবায় পড়ে যায়। এতে আহত হন ১৩ জন। গতকাল সকালে মেহেরপুর পৌর শহরের ওয়াপদাপাড়ায়। ছবি : প্রথম আলো

বেলা আড়াইটার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশাটি ঘিরে আছে লোকজন। পরে অটোরিকশাটি একটি ভ্যানগাড়িতে করে সরিয়ে নেওয়া হয়। এর আগে ট্রাকটি জব্দ করে নিয়ে যায় পুলিশ।

দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটি একেবারে ট্রাকের নিচে চলে যায় বলে জানান কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলেই ওই পুরুষের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

ওসি জানান, চালক ও সহকারী দুজনেই পলাতক। ট্রাকটি চালকের বদলে সহকারী চালাচ্ছিলেন কি না, সেটি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তাঁদের আটকের চেষ্টা চলছে।

মানিকগঞ্জে নিহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশার চালক সিঙ্গাইরের দক্ষিণ ধল্লা গ্রামের বাসিন্দা ফরহাদ হোসেন (৫৫) ও যাত্রী কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার ব্যাপারীপাড়া গ্রামের মহরম ব্যাপারী (৩৬)। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।

সিঙ্গাইর থানা-পুলিশ জানায়, মহরম ব্যাপারী ঘটনাস্থলে ও দুপুরে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরহাদের মৃত্যু হয়।

বাস উল্টে শিশুসহ আহত ১৩

মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা মোড় এলাকায় গতকাল দুপুরের দিকে ডোবায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে শিশু ও নারীসহ অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর পাঁচজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাসটি মেহেরপুর পৌর বাসস্ট্যান্ড থেকে কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে একটি ট্রাক ইউটার্ন নেওয়ার সময় বাসটি পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে সামনে ইজিবাইক পড়ে। এ সময় বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি সড়কের পাশের ডোবায় উল্টে পড়ে।

যুগান্তর | বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬
৭ শ্রাবণ ১৪৩৩

ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই নারীসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জে যাত্রী, গাজীপুরে যুবক এবং নোয়াখালীতে কৃষক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ময়মনসিংহ : দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে যুবক দেবরাজ ঘোষ মারা যান। দেবরাজ নগরীর জুবিলীঘাট এলাকার দিলীপ ঘোষের ছেলে। এ সময় অটোচালকসহ আরও তিন নারী আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক দুই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতরা হলেন—তারাকান্দা উপজেলার দাদরা এলাকার আব্দুল মোতালেবের মেয়ে শীলা ও শম্ভুগঞ্জ মাঝিপাড়া এলাকার রফিকুল ইসলামের স্ত্রী আবেদা।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে অজ্ঞাতনামা যাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর- সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের মেদুলিয়া ডাবল ব্রিজ এলাকার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) : টঙ্গীতে বাসের ধাক্কায় যুবক তুহিন ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও এক আরোহী। মঙ্গলবার দুপুরে টঙ্গীর মুন্নু গেট এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী ও কোম্পানীগঞ্জ : অটোরিকশাচাপায় কৃষক সফি উল্যাহ নিহত হয়েছেন। সফি কবিরহাট উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের জগদানন্দ গ্রামের আব্দুর রশীদের ছেলে। সোমবার রাতে কবিরহাট থানার সামনে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬

সিলেটে ফিলিং স্টেশনে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

সিলেট ব্যুরো

সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানাধীন টিলাগড় এলাকায় আল জালাল সিএনজি স্টেশনে বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লেগে চারজন দগ্ধ হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কুমিল্লার একটি বাসে গ্যাস লোড করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং বাসটি পুড়ে যায়। দগ্ধরা হলেন—সিএনজি স্টেশনের কর্মী আবু সাঈদ ও আবু সুফিয়ান এবং স্থানীয় বাসিন্দা জুয়েল ও হাবিব। দগ্ধদের ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। ম্যানেজার মিজানুর রহমান জানান, বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়। আগুন নেভাতে গিয়ে তাদের স্টেশনের দুই কর্মীও দগ্ধ হন। জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, আবু সাঈদের শরীরের ১৫ শতাংশ, আবু সুফিয়ানের ৯ শতাংশ, জুয়েলের ১২ শতাংশ এবং হাবিবের ৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬
৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

দুই কিশোর ও স্কুলছাত্রসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় সাইকেল আরোহী, চাঁদপুর ও চুয়াডাঙ্গায় দুই কিশোরসহ তিনজন, ফরিদপুরে যুবদল কর্মী, কুমিল্লায় স্কুলছাত্র, রংপুরে যুবকসহ দুজন, পাবনায় ট্রাকের হেলপার এবং দিনাজপুরে চালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঈশ্বরদী (পাবনা): রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পে কর্মরত রুশ নাগরিকদের বহনকারী মিনিবাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে হেলপার ইমন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় চার নারীসহ ৮ রুশ নাগরিক এবং দুই গাড়ির চালক-হেলপারসহ অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের তালবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকের হেলপার ইমন নাটোর সদর উপজেলার খোলাবাড়িয়া এলাকার জহুরুল ইসলামের ছেলে।

দিনাজপুর : খানসামায় অটোরিকশা-ভটভটি সংঘর্ষে চালক রসুল করিম বাবু নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অটোরিকশায় থাকা আরও চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার খানসামা-দারোয়ানী সড়কে খানসামা উপজেলার টংগুয়া বড়বাড়ী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। রসুল করিম পার্শ্ববর্তী নীলফামারী সদর উপজেলার টুপামারী ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মৃত রহিম উদ্দীনের ছেলে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬
৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে রামগঞ্জের যুবক নিহত

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে নির্মাণকাজ করতে গিয়ে বহুতল ভবনের ১০ তলা থেকে নিচে পড়ে মিল্লাত হোসেন নামে এক বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিল্লাত লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার লামচর ইউনিয়নের হাসনাবাদ এলাকার বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে নিহতের বড় ভাই শরীফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় ১০ বছর আগে জীবিকার তাগিদে মিল্লাত মালয়েশিয়ায় যান। সেখানে তিনি কুয়ালালামপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কাজ করার সময় একটি বহুতল ভবনের ১০ তলা থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শরীফ হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে পরিবার চালাতেন তার ভাই।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৪ জুলাই ২০২৬,

টিসিবি পণ্যের গোডাউনে আগুন কিশোর নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের হাটবাকইলে টিসিবি পণ্যের গোডাউনে লাগা আগুন নেভাতে গিয়ে নয়ন আলী (১৮) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। নয়ন হাটবাকইল গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে। নয়ন পেশায় রিকশাভ্যান চালক ছিলেন। নাচোল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ জানান, হাটবাকইলের ইসলামী ব্যাংকের নিচতলায় টিসিবির ডিলার সুজন ট্রেডার্সের পণ্য গোডাউনে বুধবার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করে আগুন লাগে। এ সময় নয়ন আগুন নেভাতে গিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। পরে খবর পেয়ে নাচোল ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুলিশ নয়নের মরদেহ উদ্ধার করে।

নাচোল ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক জানান, ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। সুজন ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম সুজন জানান, প্রায় পৌনে চার লাখ টাকার মালামাল পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

সংবাদ
নিবার ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩
Saturday 25 July 2026

শাহজাদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁত শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর উপজেলার হাবিবুল্লাহ নগর ইউনিয়নের বাদলবাড়ী গ্রামে আলামিন হোসেন (৩৫) নামে এক তাঁত শ্রমিক পাওয়ার লুমে কাপড় তৈরির সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

আলামিন ওই গ্রামের মৃত ফয়জাল হোসেনের ছেলে। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসী জানায়, আলামিন হোসেন বাদলবাড়ী গ্রামের রহম আলীর তাঁত ফ্যাক্টরিতে পাওয়ার লুমে কাপড় তৈরির কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে অন্য শ্রমিকরা চলে গেলেও আলামিন একাই পাওয়ার লুমে কাজ করছিল। একপর্যায়ে বিকেল ৫ টার দিকে ওই ফ্যাক্টরির এক শ্রমিক পাওয়ার লুম বন্ধ দেখে এগিয়ে গেলে আলামিনকে পাওয়ার লুম তাঁতের নিচে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের খবর দেয়। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আলামিনকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতের লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নাজমুল কাদের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, পাওয়ার লুম বিদ্যুতায়িত হওয়ার কারণে ওই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, কোন অভিযোগ না থাকায় মৃতের লাশ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 25 July 2026

পলাশবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ডাচ-বাংলার নিরাপত্তাকর্মী নিহত

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী সবুজ মিয়া (২৫) নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে উপজেলার ব্র্যাক মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবুজ মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের আসমতপুর গ্রামের গেন্দেলা শেখের ছোট ছেলে। তিনি ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পলাশবাড়ী শাখায় নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে কাজ শেষে ফেরার পথে ব্র্যাক মোড় এলাকায় তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং নিহতের পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ জুলাই ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

পাকুন্দিয়ায় বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাস চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-কিশোরগঞ্জ সড়কের উপজেলার চিলাকাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পাকুন্দিয়া থানার ওসি এস এম আরিফুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করেছে।

সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, সেনবাগে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মো. আল আমিন (৩০)। বিয়ের মাত্র তিন দিনের মাথায় তার এই অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় উপজেলার সেনবাগ-সোনাইমুড়ী সড়কের কোঠের বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেনবাগ থানার ওসি আব্দুর রহিম সরকার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বণিকবার্তা
শনিবার, জুলাই ২৫, ২০২৬

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে রিয়াদ থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের একই পরিবারের মা, ছেলে ও মেয়েসহ তিন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পরিবারের আরো দুজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

২৩ জুলাই বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টার দিকে রিয়াদ থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন তানিয়া তাহমিনা রিনা (৪৫), তার ছেলে তাসবিক (২০) ও মেয়ে জারা (১৫)। আহত হয়েছেন তানিয়ার স্বামী শফিকুল ইসলাম খোকন ও বড় ছেলে নাবিল।

তানিয়া তাহমিনা রিনা ফরিদপুরের সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম নাজিমুদ্দিন মোল্লার সেজো মেয়ে। তার স্বামীর বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায়। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারটি সৌদি আরবে বসবাস করছিল বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

নিহত রিনার মামাতো ভাই নাসিম আহমেদ কবীর জানান, বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের পাঁচ সদস্য একটি প্রাইভেট কারে করে রিয়াদ থেকে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওনা হন। যাত্রাপথে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার অতিক্রম করার পর তাদের গাড়িটি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তানিয়া, তার ছেলে তাসবিক ও মেয়ে জারা মারা যান। আহত দুজনকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া হয়।

নিহতের ভাই তৌহিদ মোহাম্মদ মুরাদ বলেন, 'রিয়াদ থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে তাদের বহনকারী প্রাইভেট কারের পেছনে একটি বড় যান সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আমার বোন, ছোট ভাগনে ও ভাগনির মৃত্যু হয়। আমার ভগ্নিপতি ও বড় ভাগনে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ চলছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ জুলাই ২০২৬

সাভারে মশার কয়েল ধরাতে গিয়ে গ্যাস বিস্ফোরণ, দগ্ধ পোশাকশ্রমিক দম্পতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের একটি ভাড়া বাসায় মশার কয়েল ধরানোর জন্য দিয়াশলাই জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে জমে থাকা গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটে দগ্ধ হয়েছেন এক পোশাকশ্রমিক দম্পতি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের দুই জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে সাভার পৌর এলাকার মজিদপুর মহল্লায় নূর মোহাম্মদের মালিকানাধীন একটি ভবনের নিচতলার ভাড়া বাসায়। দগ্ধরা হলেন মো. কাওসার (২৮) ও তার স্ত্রী রুবি আক্তার (২৪)। তারা দুই জনই স্থানীয় একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক। তাদের গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার রিয়াজউদ্দিন মাতোপাড়া গ্রামে।

পুলিশ জানায়, রাতে ঘরের ভেতরে মশার কয়েল ধরানোর জন্য দিয়াশলাই জ্বালানোর সময় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে ঘরে জমে থাকা গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটে আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে দম্পতি গুরুতর দগ্ধ হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করেন।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, কাওসারের শরীরের প্রায় ১০০ শতাংশ এবং রুবি আক্তারের শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের দুই জনকেই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন।

দগ্ধ কাওসারের বাবা সীমান শেখ অভিযোগ করেন, ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া মূল গ্যাস লাইনের পাইপে দীর্ঘদিন ধরে লিকেজ ছিল। বিষয়টি একাধিকবার বাড়ির মালিককে জানানো হলেও তা মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তার দাবি, রাত ১২টার দিকে দিয়াশলাই জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে জমে থাকা গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে তাদের উদ্ধার করেন।

তবে বাড়ির মালিক নূর মোহাম্মদ বলেন, তার ধারণা মশার কয়েল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। ধোঁয়া দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে তাদের উদ্ধার করা হয়। তিনি আরো জানান, দম্পতির কক্ষে কোনো গ্যাসের চুলা ছিল না। রান্নার ব্যবস্থা ভবনের অন্য পাশে থাকায় আগুনের প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ বলেন, প্রাথমিকভাবে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুনের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সংবাদ
শনিবার ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩
Saturday 25 July 2026

উজিরপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত, আহত ৭

প্রতিনিধি, উজিরপুর (বরিশাল)

বরিশালের উজিরপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশা ও একটি ট্রাককে ধাক্কা দিলে এক রিকশাচালক নিহত এবং অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার জয়শ্রী বাজারের সাজু পাম্প সংলগ্ন মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে বরিশালগামী বিএমএফ পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭২৯৫) একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে মহাসড়কে চলাচলরত দুটি অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি সামনে থাকা একটি ট্রাকের (যশোর ট-১১-২৯৩৬) পেছনে গিয়ে আঘাত করে। এতে ট্রাকটির আংশিক ক্ষতি হলেও বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মহাসড়কে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রিকশাচালক মোশাররফ হোসেন (৬০)-কে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আরও সাতজন আহত হন।

তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্য আহতরা উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

খবর পেয়ে থানা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। পরে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

উজিরপুর মডেল থানার ওসি মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, 'দুর্ঘটনার বিষয়টি হাইওয়ে পুলিশ তদারকি করছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।'

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৫ জুলাই ২০২৬

রাজধানীসহ চার জেলায় সড়কে ঝরল চার প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর আবদুল্লাপুরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া যশোরে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিস্কুট কম্পানির এক কর্মী, নাটোরের বড়াইগ্রামে মোটরসাইকেল আরোহী এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বাস-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে এক মাইক্রোবাসচালক প্রাণ হারিয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের খবরে—

রাজধানী : গত বৃহস্পতিবার রাতে আবদুল্লাপুরের আটিপাড়া এলাকায় অটোরিকশা উল্টে মো. মাসুদ নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মাসুদ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বিন্নাকুড়ি গ্রামের চান মিয়ার ছেলে।

যশোর : গত বৃহস্পতিবার শহরের কাঁঠালতলা এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হক বিস্কুট কম্পানির রুবেল নামের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় তাঁর সহকর্মী হুমায়ুন কবির গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত রুবেল ঝিনাইদহের শৈলকুপার বাসিন্দা এবং আহত হুমায়ুন কবির সাতক্ষীরার বাসিন্দা। তাঁরা উভয়েই হক বিস্কুট কম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

নাটোর : গত বৃহস্পতিবার আগ্রাণ সুতিরপাড় এলাকায় এম আফরিন জাহান নামের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর অজ্ঞাত যানের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর সঙ্গে থাকা গুরুদাসপুরের নাজিরপুর বটতলা এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মেহেদী ও একই এলাকার জলিলের ছেলে পলক গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। টিকটিক প্রোফাইলে লেখা এম আফরিন জাহান নামের এই টিকটকারের ঠিকানা বা পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে কেউ চিনে থাকলে বনপাড়া হাইওয়ে থানাকে অবগত করতে ওসি অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ : পাকুন্দিয়ায় বাস-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে আব্দুল কাদির (৫৫) নামের মাইক্রোবাসচালক নিহত হয়েছেন। এতে আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। গতকাল শুক্রবার ঢাকা-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে উপজেলার চিলাকাড়া মৌলভি বাড়িসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬
১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষ

রামুতে দুই বোনসহ প্রাণ গেল ৩ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

কক্সবাজারের রামুতে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বোনসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আরও পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ছয়জনের। তাদের মধ্যে জামালপুরে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাসহ দুইজন, লক্ষ্মীপুরে সাবেক ছাত্রদল নেতা, বাগেরহাটের রামপালে একজন, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবাসী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

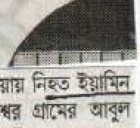

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : অটোরিকশায় ট্রাক চাপা দেওয়ায় নিহত ইয়ামিন ভূঁইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বিজেশ্বর গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে। সোমবার কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহরের ভাদুঘর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬

বন্দরে ভাইয়ের সামনেই নদীতে ডুবল বোন

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে স্বাধীন (৩০) নামে গার্মেন্টিকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত স্বাধীন নবীগঞ্জ অলিম্পিয়াড এলাকার বাদল মিয়ার ছেলে। সোমবার বন্দরের নবীগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নদী থেকে ওই গার্মেন্টিকর্মীর লাশ উদ্ধার করে। জানা গেছে, সোমবার ছিল স্বাধীনের ছুটির দিন। ছোট ভাই শাহিদকে (৯) সঙ্গে নিয়ে নবীগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসল করতে নামেন স্বাধীন। একপর্যায়ে নদীর স্রোতে তলিয়ে গেলে শাহিদ চিৎকার শুরু করে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলেও তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার লাশ উদ্ধার করে।

সমকাল
শনিবার
২৫ জুলাই ২০২৬ | ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩

ভাটারায় গ্যাসের বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু

● সাভারে দম্পতি দগ্ধ

সমকাল প্রতিবেদক ও নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

রাজধানীর ভাটারার নতুন বাজার এলাকার বাসায় জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মো. শাহীন (২৪) ও তাঁর আট বছর বয়সী ভাগনি হাফছাকে বাঁচানো গেল না। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টায় মারা যান শাহীন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে হাফছার মৃত্যু হয়।

বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, শাহীনের শরীরের ৫০ শতাংশ ও হাফছার ৪০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় শুরু থেকেই তারা সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। তাদের সারিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তবু বাঁচানো যায়নি। একই ঘটনায় দগ্ধ শাহীনের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

স্বজন জানান, গত মঙ্গলবার গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডে এই তিনজন দগ্ধ হন। শাহীন ঢাকায় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। তিনি ছয় মাস আগে বিয়ে করে স্ত্রী ফাহিমাকে নিয়ে ভাটারার ভাড়া বাসাটিতে উঠেছিলেন। ঘটনার আগে ভাগনি হাফসা তাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল।

ঘটনার পর শাহীনের সহকর্মী ও প্রতিবেশী মো. জসিম জানান, নতুন বাজারের ১০০ ফিট সড়ক এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের নিচতলায় থাকতেন দগ্ধরা। ভোরে হঠাৎ বিকট শব্দে গ্যাসের বিস্ফোরণ হয়। এতে বাসায় আগুন ধরে গেলে তিনজনই দগ্ধ হন। এ সময় ঘরের দেয়ালও ধসে পড়ে।

শাহীনের ভাই সোহেল জানান, তাদের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায়। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে শাহীন ছিলেন সবার ছোট।

সাভারে পোশাককর্মী দম্পতি দগ্ধ

সাভারের মজিদপুর দীঘিরপাড় মসজিদবাড়ি এলাকায় ঘরে জমে থাকা গ্যাসের আগুনে পোশাককর্মী দম্পতি দগ্ধ হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাতেই তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

দগ্ধ দুজন হলেন– মো. কায়সার (২৮) ও তাঁর স্ত্রী রুবি (২৮)। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

কায়সারের বাবা সীমান শেখ জানান, তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ একটি দোতলা ভবনের নিচতলায় ভাড়া থাকতেন। তারা দুজনই পোশাক কারখানার কর্মী। তাদের ঘরে রান্নার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে তারা ঘরে মশার কয়েল ধরানোর জন্য দিয়াশলাই জ্বালাতেই জমে থাকা গ্যাসে হঠাৎ আগুন ধরে যায়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শনিবার । ২৫ জুলাই ২০২৬

রাজধানীসহ চার জেলায় সড়কে ঝরল চার প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর আবদুল্লাপুরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া যশোরে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিস্কুট কম্পানির এক কর্মী, নাটোরের বড়াইগ্রামে মোটরসাইকেল আরোহী এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বাস-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে এক মাইক্রোবাসচালক প্রাণ হারিয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের খবরে–

রাজধানী : গত বৃহস্পতিবার রাতে আবদুল্লাপুরের আটিপাড়া এলাকায় অটোরিকশা উল্টে মো. মাসুদ নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মাসুদ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বিন্নাকুড়ি গ্রামের চান মিয়ার ছেলে।

যশোর : গত বৃহস্পতিবার শহরের কাঁঠালতলা এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হক বিস্কুট কম্পানির রুবেল নামের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় তাঁর সহকর্মী হুমায়ুন কবির গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত রুবেল ঝিনাইদহের শৈলকুপার বাসিন্দা এবং আহত হুমায়ুন কবির সাতক্ষীরার বাসিন্দা। তাঁরা উভয়েই হক বিস্কুট কম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

নাটোর : গত বৃহস্পতিবার আগ্রাণ সুতিরপাড় এলাকায় এম আফরিন জাহান নামের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর অজ্ঞাত যানের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর সঙ্গে থাকা গুরুদাসপুরের নাজিরপুর বটতলা এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মেহেদী ও একই এলাকার জলিলের ছেলে পলক গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। টিকটিক প্রোফাইলে লেখা এম আফরিন জাহান নামের এই টিকটকারের ঠিকানা বা পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে কেউ চিনে থাকলে বনপাড়া হাইওয়ে থানাকে অবগত করতে ওসি অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ : পাকুন্দিয়ায় বাস-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে আব্দুল কাদির (৫৫) নামের মাইক্রোবাসচালক নিহত হয়েছেন। এতে আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। গতকাল শুক্রবার ঢাকা-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে উপজেলার চিলাকাড়া মৌলভি বাড়িসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬
১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষ

রামুতে দুই বোনসহ প্রাণ গেল ৩ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

কক্সবাজারের রামুতে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বোনসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আরও পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ছয়জনের। তাদের মধ্যে জামালপুরে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাসহ দুইজন, লক্ষ্মীপুরে সাবেক ছাত্রদল নেতা, বাগেরহাটের রামপালে একজন, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবাসী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ–

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : অটোরিকশায় ট্রাক চাপা দেওয়ায় নিহত ইয়ামিন ভূঁইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বিজেশ্বর গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে। সোমবার কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহরের ভাদুঘর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬

বন্দরে ভাইয়ের সামনেই নদীতে ডুবল বোন

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে স্বাধীন (৩০) নামে গার্মেন্টকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত স্বাধীন নবীগঞ্জ অলিম্পিয়াড এলাকার বাদল মিয়ার ছেলে। সোমবার বন্দরের নবীগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নদী থেকে ওই গার্মেন্টকর্মীর লাশ উদ্ধার করে। জানা গেছে, সোমবার ছিল স্বাধীনের ছুটির দিন। ছোট ভাই শাহিদকে (৯) সঙ্গে নিয়ে নবীগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতে গোসল করতে নামেন স্বাধীন। একপর্যায়ে নদীর স্রোতে তলিয়ে গেলে শাহিদ চিৎকার শুরু করে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলেও তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার লাশ উদ্ধার করে।

সমকাল
শনিবার
২৫ জুলাই ২০২৬ । ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩

ভাটারায় গ্যাসের বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু

● সাভারে দম্পতি দগ্ধ

সমকাল প্রতিবেদক ও নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

রাজধানীর ভাটারার নতুন বাজার এলাকার বাসায় জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মো. শাহীন (২৪) ও তাঁর আট বছর বয়সী ভাগনি হাফছাকে বাঁচানো গেল না। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টায় মারা যান শাহীন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে হাফছার মৃত্যু হয়।

বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, শাহীনের শরীরের ৫০ শতাংশ ও হাফছার ৪০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় শুরু থেকেই তারা সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। তাদের সারিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তবু বাঁচানো যায়নি। একই ঘটনায় দগ্ধ শাহীনের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

স্বজন জানান, গত মঙ্গলবার গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডে এই তিনজন দগ্ধ হন। শাহীন ঢাকায় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। তিনি ছয় মাস আগে বিয়ে করে স্ত্রী ফাহিমাকে নিয়ে ভাটারার ভাড়া বাসাটিতে উঠেছিলেন। ঘটনার আগে ভাগনি হাফসা তাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল।

ঘটনার পর শাহীনের সহকর্মী ও প্রতিবেশী মো. জসিম জানান, নতুন বাজারের ১০০ ফিট সড়ক এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের নিচতলায় থাকতেন দগ্ধরা। ভোরে হঠাৎ বিকট শব্দে গ্যাসের বিস্ফোরণ হয়। এতে বাসায় আগুন ধরে গেলে তিনজনই দগ্ধ হন। এ সময় ঘরের দেয়ালও ধসে পড়ে।

শাহীনের ভাই সোহেল জানান, তাদের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায়। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে শাহীন ছিলেন সবার ছোট।

সাভারে পোশাককর্মী দম্পতি দগ্ধ

সাভারের মজিদপুর দীঘিরপাড় মসজিদবাড়ি এলাকায় ঘরে জমে থাকা গ্যাসের আগুনে পোশাককর্মী দম্পতি দগ্ধ হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাতেই তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

দগ্ধ দুজন হলেন– মো. কায়সার (২৮) ও তাঁর স্ত্রী রুবি (২৮)। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

কায়সারের বাবা সীমান শেখ জানান, তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ একটি দোতলা ভবনের নিচতলায় ভাড়া থাকতেন। তারা দুজনই পোশাক কারখানার কর্মী। তাদের ঘরে রান্নার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে তারা ঘরে মশার কয়েল ধরানোর জন্য দিয়াশলাই জ্বালাতেই জমে থাকা গ্যাসে হঠাৎ আগুন ধরে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 28 July 2026

শার্শায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

প্রতিনিধি, বেনাপোল (যশোর)

যশোরের শার্শায় সিমেন্ট কোম্পানি ট্রাকের ধাক্কায় আবু সাইদ (৪২) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গত রোববার সন্ধ্যায় যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের বাগআঁচড়া বাগুড়ি জোড়াপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাইদ শার্শা উপজেলার পূর্ব কোটা গ্রামের তাহাজ্জত হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আবু সাইদ পেশায় একজন ভ্যানচালক। রোববার সন্ধ্যায় তিনি নিজ বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে ভাড়ার উদ্দেশ্যে বাগআঁচড়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বাগআঁচড়া বাগুড়ি জোড়াপুল এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা 'আকিজ সিমেন্ট' কোম্পানির একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-উ-১১-৭৫৮৫) তার ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটস্থ ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে নাভারন হাইওয়ে থানা ও বাগআঁচড়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেন।

যুগান্তর | রোববার ২৬ জুলাই ২০২৬
১১ শ্রাবণ ১৪৩৩

ধামরাইয়ে বাসের ধাক্কায় দুই ভাইসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকার ধামরাইয়ে বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। আরোহীদের মধ্যে দুজন চাচাতো-মামাতো ভাই ছিলেন। শনিবার সকালে উপজেলার ইসলামপুর বাটাগেটসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জে চালকসহ দুজন, ভোলায় শিশু, নাটোরে স্কুলশিক্ষক এবং শেরপুরে ব্যবসায়ীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) : শ্রীনগরে বাস-নসিমন সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে ঢাকা-বাড়ৈখালি সড়কের শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া ইউনিয়নের লস্করপুর চকেরপাড়া নতুন রাস্তা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—নসিমনচালক মজনু ও হেলপার দুলাল মনি দাস। মজনু ফরিদপুরের সালথা উপজেলার বল্লদি এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে এবং দুলাল শিবরামপুর এলাকার মৃত সাধন মনি দাসের ছেলে।

শেরপুর : নকলায় পিকআপ ভ্যানচাপায় রফিকুল ইসলাম রাব্বী নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির এবং সদর উপজেলার ডুবারচর বাজার এলাকায় ইজিবাইক উলটে শান্ত নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত রাব্বী নকলা উপজেলার ধনাকুশা বাশকান্দা গ্রামের মৃত ময়জ উদ্দিনের ছেলে। অপরদিকে শেরপুর সদর উপজেলার ডুবারচর বাজারের ফারুক মিয়ার ছেলে শান্ত হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ছিলেন। শনিবার তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৫ জুলাই ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় নিহত ৫

প্রতিদিন ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বরিশাল, মানিকগঞ্জ, নাটোর, নোয়াখালী ও কিশোরগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

বরিশাল : উজিরপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বিকালে বাস, অটোরিকশা ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন বালী (৬১) নামে এক অটোচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। **মানিকগঞ্জ :** ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে কাভার্ডভ্যান চাপায় নিহত হয়েছেন এক ভ্যানচালক। নিহত শুকুর আলী (৫৮) টাংগাইলের নাগরপুর এলাকায় বাসিন্দা। **নাটোর :** বড়াইগ্রামে আগ্রাণ সুতিরপাড় এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ির ধাক্কায় আফরিন জাহান মেধা (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তার দুই বন্ধু আহত হয়েছেন। **নোয়াখালী :** সেনবাগে মোটরসাইকেলের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে আল আমিন (৩০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।
কিশোরগঞ্জ : সকালে কিশোরগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়কের পাকুন্দিয়া উপজেলার চিলাকাড়া মৌলভীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে অজ্ঞাত মাইক্রোবাসচালক নিহত হন।

যুগান্তর
বুধবার ২৯ জুলাই ২০২৬
১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

কৃষি কর্মকর্তাসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ময়মনসিংহে কৃষি কর্মকর্তা, টাঙ্গাইলে কৃষক, নারায়ণগঞ্জে পথচারী ও চট্টগ্রামে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : নান্দাইলে বাসচাপায় আতিকুর রহমান আতিক নামের এক অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের নান্দাইল পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আতিকুর উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের নরেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : সখীপুরে বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় কৃষক জয়নাল আবেদীনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকা-সখীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রতিমা বংকী মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জয়নাল আবেদীন প্রতিমা বংকী বাজার এলাকার মৃত গুঞ্জর আলীর ছেলে।

THE FINANCIAL EXPRESS
July 29, 2026

Three workers hurt in Sylhet cylinder explosion

SYLHET, July 28 (UNB): Three workers suffered burn injuries in a gas cylinder explosion at a cylinder warehouse in South Surma upazila of Sylhet on Monday afternoon.

The accident occurred while gas cylinders were being loaded and unloaded at the warehouse in Khidirpur area under South Surma Police Station.

The injured were identified as Emon Ahmed, Zayed Ahmed and Akbar Ali, all residents of Khojarkhola area in South Surma.

According to Fire Service sources, a gas leak was detected from a cylinder while workers were loading and unloading cylinders at the warehouse.

At one stage, the cylinder exploded, triggering a fire that spread through the warehouse and left the three workers burned. With the help of local residents, the injured workers were rescued and taken to hospital for treatment.

যুগান্তর
বুধবার ২৯ জুলাই ২০২৬
১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

আশুলিয়ায় কূপে যুবকের লাশ

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

আশুলিয়ায় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ও মঙ্গলবার এসব ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার দুপুরে আশুলিয়ার চারাবাগ উত্তরপাড়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত কূপ থেকে মেহেদী হাসান (১৮) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেন জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, অসাবধানতাবশত তিনি কূপে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, আশুলিয়ার কোনাপাড়া ছয়তলা মহল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রবিউল ইসলাম (২৬) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার এসআই মো. সাইফুল ইসলাম।

নিহত রবিউল ইসলাম লালমনিরহাট জেলার দক্ষিণ দলগ্রাম এলাকার একলাস হোসেনের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে আশুলিয়ার কোনাপাড়ায় ভাড়া বাসায় থেকে নির্মাণশ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনো ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই একটি ছয়তলা ভবনের নির্মাণকাজ চলছিল। সোমবার বিকালে কাজ করার সময় ভবনের ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে রবিউল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয়রা জানান, নির্মাণকাজটির মালিক ইদ্রিস মিয়া এবং তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তার শ্যালক হাসান আলী।

বণিক বার্তা
বুধবার, জুলাই ২৯, ২০২৬।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অগ্নিকাণ্ডে ছয় বাংলাদেশীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের কুইন্সটাউনের কাছে সমো শহরের একটি সুপারশপে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ছয় বাংলাদেশী। স্থানীয় সময় গতকাল ভোরে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে পাঁচজনই নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বাসিন্দা। বাংলাদেশী কমিউনিটির সূত্রের বরাত দিয়ে স্বজনরা জানান, সমো শহরের শ্রম এলাকায় একটি সুপারশপে ভোরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় ভেতরে থাকা বাংলাদেশীরা বের হতে না পেরে দগ্ধ হন। এতে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার আলীরটেক ইউনিয়নের কোকের চর এলাকার মনির হোসেনের ছেলে মো. ফাহিম (২৯), একই এলাকার আলী মিয়ার ছেলে মো. আপন (২৩), নুর মোহাম্মদ (৫৫), বক্তাবলী ইউনিয়নের তৈলখিরার চর এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে মো. ফয়সাল (২৬), কানাইনগর এলাকার মৃত আক্তার হোসেনের ছেলে মো. শাহিন (৩০) ও মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম পৌরসভার কালিন্দিপাড়া এলাকার মৃত সালাম ব্যাপারীর ছেলে মো. রাজিক (৫৫)।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করছে বলে জানায় প্রিটোরিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশন।

মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠন নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৩০ জুলাই ২০২৬

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত ৬

● সময়ের আলো ডেস্ক

নওগাঁ, ময়মনসিংহ ও গাইবান্ধায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা–

নওগাঁ : নওগাঁর পোরশায় বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার কাতকইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– উপজেলার কাতকইল (বিলপাড়ার) গ্রামের শফিউদ্দিনের ছেলে মাহাবুর হোসেন একই গ্রামের ও মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে আব্দুল আজিজ। পোরশা থানার ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। তদন্তসাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিহত আব্দুল আজিজের প্রতিবেশী বড় ভাই তোফায়েল আহমেদ জানান, বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে বিলের পানি সেচে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তারা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে মাছ ধরে বাসায় নিয়ে আসেন তারা। এরপর দুপুর ১টার দিকে আবারও তারা বিলে মাছ ধরার জন্য যান। বিলে তারা বৈদ্যুতিক মোটর চালু করে রেখে এসেছিলেন। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক তার লিকেজ হয়ে পানি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। পানিতে নামতেই প্রথমে মাহবুবুর রহমান শক খেয়ে পড়ে যান। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আব্দুল আজিজও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তারা দুজন মারা যান।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহের ত্রিশাল পৌর এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটিপাড়া দাইপাড়া এলাকায় স্থানীয় তিম ব্যবসায়ী আতাউর রহমানের নির্মাণাধীন ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার মানিক মিয়া ওরফে রতনের ছেলে জিসান এবং ত্রিশাল উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের গফাকুড়ি এলাকার মৃত ইব্রাহিম আলী সুরজতের ছেলে সিরাজুল ইসলাম। জিসান ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন ত্রিশালে গিয়ে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো বুধবারও তারা নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন। দুপুরের দিকে ভবনের তৃতীয় তলার ছাদ থেকে লোহার রড নামাচ্ছিলেন তারা। এ সময় অসাবধানতাবশত পাশ দিয়ে যাওয়া সচল সরকারি বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে আসে রড। এতে রড বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়লে দুই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ছাদ থেকে নিচে ছিটকে পড়েন। ত্রিশাল থানার ওসি মুনসুর আহাম্মদ ঘটনার জানান, লোহার রডটি পাশের সচল বিদ্যুৎ লাইনের সঙ্গে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন তলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক উভয়কে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দুজনের মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইমতিয়াজ মাহমুদ বলেন, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গাছ কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের ক্রোড়গাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– ক্রোড়গাছা গ্রামের মৃত বছির উদ্দিনের ছেলে আজিম উদ্দিন এবং হরিরামপুর গ্রামের আইয়ুব মিয়ার ছেলে গোলাম মণ্ডল। গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফিরোজ কবির বলেন, গাছ কাটার সময় সেটি বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে যায়। পরে গাছ সরাতে গিয়ে দুজনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৩০ জুলাই ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণহানি চারজনের

প্রতিদিন ডেস্ক

গাইবান্ধায় গতকাল নারকেল গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দিন নওগাঁয় মাছ ধারার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন আরও দুজন। প্রতিনিধিদের খবর- **গাইবান্ধা :** গোবিন্দগঞ্জের হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজাহারুল ইসলাম বিপ্লব স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গোলাম মণ্ডল (৩৫) বিভিন্ন এলাকায় গাছের ডাল কেটে জীবিকানির্বাহ করতেন। তিনি গতকাল সকালে দাড়াপাড়া এলাকায় আজিম উদ্দিনের (৫৫) একটি নারকেল গাছ কাটতে যান। একপর্যায়ে গাছের কাটা অংশ পড়ে পাশের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। পরে কাটা অংশ সরাতে গেলে আজিম উদ্দিন ও গোলাম মণ্ডলা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই গোলাম মণ্ডলা এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আজিম উদ্দীনের মৃত্যু হয়। গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক বলেন, 'কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'
নওগাঁ : পোরশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহতরা হলেন– মশিদপুর ইউনিয়নের কাতকইল বিলপাড়া গ্রামে আবদুল আজিজ (২৭) ও মাহবুর রহমান (২৮)। স্থানীয়রা জানায়, ডোবা থেকে পানি সেচের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আজিজ ও মাহবুব। ওসি জিয়াউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ জুলাই ২০২৬

সৌদিতে সড়কে নিহত দুই ভাইকে দাফন

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বাংলাদেশি দুই ভাই ফয়েজ আহমেদ সজীব (২৯) ও ফরহাদ হোসেন সুজনের (২১) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার গনিপুর গ্রামের কামারহাট মসজিদ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের পাশাপাশি দাফন করা হয়। সজীব ও সুজন গনিপুর গ্রামের খলিফার বাড়ির আবদুল মালেকের ছেলে। উপার্জনক্ষম দুই সদস্যকে হারিয়ে পরিবারটি এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। -লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ৩০ জুলাই ২০২৬

সড়কে দুই বন্ধুসহ নিহত ৫

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

ধামরাইয়ে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেছে দুই বন্ধুর। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় গোপালগঞ্জে কিশোর, কালিয়াকৈরে ট্রাকচালক ও শ্যামনগরে প্রতিবন্ধী নারী নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত–

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে ট্রাক ও নসিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাজু শেখ (১৭) এক কিশোর নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে নসিমনচালকসহ আরো দুজন। গত মঙ্গলবার বেদগ্রাম-রঘুনাথপুর সড়কের বেদগ্রাম লেভেলক্রসিংয়ের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মালবাহী দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মিরাজুল ইসলাম নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের বোর্ডঘর নামক এলাকায়।

নিহত ট্রাকচালক মিরাজুল ইসলাম (৪০) গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চিত্তিপাড়া এলাকার মৃত মানিক সরকারের ছেলে।

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ দেশ রূপান্তর www.deshrupantor.co

৫ কেজি চালের অপেক্ষায় ঝরল ৩ প্রাণ

মিরপুরে দেয়ালধস

- দায় নিচ্ছে না কোনো পক্ষ
- বরাদ্দ হলেও ৪ বছরে সংস্কার হয়নি সীমানাপ্রাচীর

ফজলুর রহমান

প্রতিবেশীদের ৩০ টাকা কেজি দরে টিসিবির চাল কিনে আনতে দেখেছেন বিউটি বেগম। কিন্তু তার কখনো ওই লাইনে দাঁড়ানো হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দুজনই কাজ করতেন, তবু সংসারের অভাব ঘোচেনি। অভাবের তাড়নায় প্রথমবারের মতো গত মঙ্গলবার লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কে জানতো সেই প্রথমই হবে তার শেষ। চাল-ডালভর্তি ব্যাগ হাতে তার আর ঘরে ফেরা হলো না। মিরপুর কলেজের সীমানাপ্রাচীর ধসে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

গত মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-২ এ মিরপুর কলেজের সীমানাপ্রাচীর ধসের ঘটনায় মো. ফিরোজ ও নাসিমা বেগম নামে আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের পরিবারেও শোকের মাতম। শিশু খুঁজছে তার বাবাকে। মেয়েকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন মা। হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছেন এ ঘটনায় আহত আরও ৯ জন। এত প্রাণহানির পরও ঘটনার দায় স্বীকার করেনি কেউ।

কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, সীমানাপ্রাচীরের দায়িত্ব শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের। আর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বলছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরে জানানো হবে। অথচ ২০২২ সালেই দেয়াল সংস্কারে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু চার বছরেও কাজ না হওয়ায় অবহেলার বিষয়টি সামনে এলেও এখন পর্যন্ত হয়নি কোনো মামলা বা নেওয়া হয়নি আইনি ব্যবস্থা।

বিউটি বেগম ও নূর মোহাম্মদ দম্পতি মিরপুরের লাভ রোডে এক রুমের একটি টিনশেড কক্ষে ভাড়া থাকতেন। তাদের তিন ছেলে-মেয়ের আলাদা সংসার। বাসাবাড়িতে কাজ করে বিউটি বেগমের মাসে আয়ের ৫ হাজার টাকার প্রায় পুরোটাই খরচ হত বাসা ভাড়ায়। আর নূর মোহাম্মদের আয় থেকে রিকশার জমা পরিশোধের পর বাকি টাকায় চলতো তাদের সংসার। নূর মোহাম্মদ বলেন, স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে মঙ্গলবার চাল-ডাল কিনতে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম টিসিবির লাইনে। আলাদা লাইনে দাঁড়িয়ে দেখি লম্বা সিরিয়াল। তাই স্ত্রীকে যা পারো নিয়ে বাসায় যাওয়ার কথা বলে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এর ঘণ্টাখানেক পর ফোনে জানতে পারি, সীমানাপ্রাচীর ধসে স্ত্রী আহত হয়ে পঙ্গু হাসপাতালে। পরে আইসিইউতে নেওয়া হয়। রাতে চিকিৎসক বিউটি বেগমের মৃত্যুর খবর জানান।

রাতেই মরদেহ নেওয়া হয় জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার গ্রামের বাড়িতে। গতকাল সেখানে দাফন সম্পন্ন হয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে নূর মোহাম্মদ বলেন, আমরা গরিব মানুষ, কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব?

বাবাকে খুঁজছে ছোট্ট প্রিয়া : 'মেয়ে দুইটা বাবার জন্য পাগল, মঙ্গলবার কাজে যাওয়ার সময় ছোটি মেয়েটারে সঙ্গে নিছিলাম। দুপুরে বাসায় আইসাই বাবারে খুঁজতেছে। পাশের বাসার আন্টিরে জিগাইতেছে, বাবা বাসায় আইছিল? সুস্থ একটা মানুষ ঘর থাইকা বাহির হইল, ঘরে আর আইলো না।'

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সামনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন নিহত রিকশাচালক মো. ফিরোজের স্ত্রী শাহিদা আক্তার। নওগাঁর বাসিন্দা ফিরোজ স্ত্রী ও পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে প্রিয়াকে নিয়ে মিরপুরের শাহআলী বাগে ভাড়া থ কিতেন। বড় মেয়ে ফিরোজা নানির কাছে গ্রামে থাকে। শাহিদা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করেন একটি কোয়ার্টারে, আর ফিরোজ রিকশা চালাতেন। টিসিবির ট্রাক দেখলেই তিনি রিকশা থামিয়ে স্বল্পমূল্যে চাল-ডাল কিনতেন। মঙ্গলবারও রিকশা রেখে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। মুহূর্তেই সীমানাপ্রাচীর ধসে শেষ হয়ে যায় তার জীবন। ময়নাতদন্ত শেষে তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হলে দাফনের জন্য নেওয়া হয় গ্রামের বাড়ি নওগাঁয়।

খাবার বিরতিতে ৫ কেজি চাল আনতে গিয়ে প্রাণ হারান নাসিমা : মিরপুর-২-এর জনতা হাউজিংয়ে মেয়ে মনিরাকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন নাসিমা বেগম। স্বামী হালিম তালুকদার ছয়-সাত মাস আগে কুয়েতে যান। স্থানীয় ইউসেপ মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে মাসে ১৫ হাজার টাকা বেতনে কাজ করতেন নাসিমা। মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের কাজ শেষে খাবার বিরতির এক ঘণ্টা কাজে লাগাতে টিসিবির লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু ৫ কেজি চাল নিয়ে তার আর ঘরে ফেরা হয়নি। সীমানাপ্রাচীর ধসে গুরুতর আহত হওয়ার পর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। স্বজনরা মঙ্গলবার রাতেই মরদেহ নিয়ে যান বাগেরহাটে।

নাসিমার মামা শহিদুল ইসলাম জানান, নাসিমাকে নিজের ও মেয়ের খরচ মেটাতে হতো। পাশাপাশি সে তার মাকেও চালাত। ঘটনার দিন তার দোকান থেকেই একটি ব্যাগ নিয়ে টিসিবির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন নাসিমা।

তিনি বলেন, নাসিমার বাবা হানিফ মৃধা রিকশা চালান। ঘটনার ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি এক যাত্রীকে ঘটনাস্থলের উল্টো পাশে নামিয়ে দেন। এ সময় দেয়ালধসের শব্দে হানিফের চোখ যায় সেদিকে। তখন দেখতে পান, তার মেয়েও সেখানে রয়েছে। গিয়ে দেখেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে তার মেয়ে। স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলেও তাকে বাঁচানো যায়নি।

টিন দিয়ে সাময়িক সীমানাপ্রাচীর : গতকাল সরেজমিনে দেখা যায়, ঘটনাস্থলে জমে থাকা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পাশের একটি সড়কে রাখা হয়েছে। ধসে পড়া দেয়ালের অংশে টিন দিয়ে বাউন্ডারি দেওয়ার কাজ চলছে। বিপরীত পাশের ফুটপাতে একদল পুলিশ বসে তদারকি করছেন। পাশ দিয়ে যাওয়া লোকজন ঘটনাস্থলটি স্বজনদের দেখাচ্ছেন, কেউ কেউ ছবি তুলছেন।

দায় নিচ্ছে না কেউ : মিরপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইফফাত আজমী জানান, আমি জুন মাস থেকে দায়িত্বে। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মিটিংয়ে এক কর্মচারী সীমানাপ্রাচীর একটু হেলে পড়ার কথা জানালে মেরামতের জন্য জেলা পরিষদে আবেদন লেখা হলেও সেটি আর জমা দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার এ ঘটনার পর নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে পাই, দেয়াল, মূল ফটক ও অভ্যন্তরীণ কাঁচা সড়ক মেরামতে ২০২১ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালে অধিদপ্তর ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করে। কিন্তু এই চার বছরে কেন সংস্কার করা হয়নি তা জানা নেই।

দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির দায়ভার কার? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এর দায় শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের। কলেজ কর্তৃপক্ষ, অধিদপ্তরে যেতে যেতে জুতার তলা ক্ষয় করে ফেলেছে। তারপরও তারা কাজ করায়নি। দুর্ঘটনার পর তারাই ত্বরিতগতিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং টিন দিয়ে সাময়িক সীমানাপ্রাচীর করতে আমাদের অনুমতি চায়।

এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী তারেক আনোয়ার জাহেদী বলেন, ওই কলেজের সীমানাপ্রাচীরের জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, তা জানা নেই। বিষয়টি প্রথম শুনলেন মন্তব্য করে তিনি বলেন, খোঁজ-খবর নিয়ে পরে বিস্তারিত জানাব।

তবে মর্মান্তিক এ ঘটনায় এখনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ। মিরপুর মডেল থানার ওসি বলেন, নিহতদের স্বজনরা ঢাকায় ফিরে মামলা করবেন। আর তারা মামলা না করলে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬
১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

পোরশায় মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারালেন দুই যুবক

যুগান্তর ডেস্ক

নওগাঁর পোরশায় বৈদ্যুতিক মটর দিয়ে জলাশয়ের পানি শুকিয়ে মাছ ধরার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন দুই যুবক। এদিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, জামালপুরের বকশীগঞ্জ ও ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুই নির্মাণ শ্রমিকসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান

ঘটে। বকশীগঞ্জ উপজেলায় বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের তারে জড়িয়ে আ. ছাত্তার (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকাল ৫টার দিকে ঝালরচর উত্তরপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আ. ছাত্তার ওই এলাকার মৃত হাজী নুরুজ্জামানের ছেলে।

সময়ের আলো
সোমবার। ২৭ জুলাই ২০২৬

শ্রমিকের মৃত্যু

বানারীপাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের বিবিএসজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিক জাহাঙ্গীর হোসেনের (৬০) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার বেলা ১১টার দিকে তিনি স্কুলের দ্বিতল ভবনের ওপর নির্মাণাধীন একটি কক্ষে (তৃতীয় তলা) কাজ করছিলেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬

ধামরাইয়ে ট্রাকচাপায় দুই বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকার ধামরাইয়ে ট্রাকচাপায় মোটরবাইক আরোহী দুই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ধামরাই পৌর শহরের আইনগণ মহল্লার আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে শিক্ষার্থী, বগুড়ায় মোটরবাইকচালক, নওগাঁয় আরোহী, টাঙ্গাইলে যুবক এবং কিশোরগঞ্জে গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো ও

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে বাসের ধাক্কায় দুধ বিক্রেতা মোটরসাইকেলচালক শ্যামল চন্দ্র মন্ডলের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলা সদরের ব্র্যাক অফিস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্যামল চন্দ্র পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর সদরের পলিপাড়া গ্রামের মদন মোহনের ছেলে।

যুগান্তর | সোমবার ২৭ জুলাই ২০২৬
১২ শ্রাবণ ১৪৩৩

দেওয়াল ভেঙে কুর্মিটোলা হাসপাতালে বাস, নিহত ১

যুগান্তর ডেস্ক

যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের গেটসংলগ্ন গ্যাসের কন্ট্রোল রুমের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ে। এতে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পরিস্থান পরিবহণের বাসটির চালককে আটক করেছে পুলিশ। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের আরও ছয় স্থানে ছয়জন নিহত হয়েছেন। রোববার ও আগের দিন এসব প্রাণহানি ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে দুই যুবক, মৌলভীবাজারে অটোযাত্রী, নারায়ণগঞ্জে পথচারী, পটুয়াখালীতে বৃদ্ধ এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শিশু রয়েছে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : কুর্মিটোলায় বাসচাপায় নিহতের নাম রফিকুল ইসলাম। তিনি একটি হোটেলের কর্মচারী। বাসের যাত্রীরা জানান, কুর্মিটোলা আসার পর যাত্রী নামানোর জন্য বাসচালক রাস্তার পাশে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলে ব্রেক ফেল হয়ে হাসপাতালের রাস্তায় ঢুকে যায়। ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসি রাকিবুল হাসান বলেন, দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সবুজ রহমান নিহত হয়েছেন। শনিবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সবুজ নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার মশিউর রহমানের ছেলে। শ্যামলী এলাকায় থাকতেন। এছাড়া হাতিরঝিলে মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শেখ জাহিদের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে পুলিশ প্লাজার পেছনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহিদ রামপুরার জামিল হোসেনের ছেলে।

সময়ের আলো
সোমবার। ২৭ জুলাই ২০২৬।

রাজধানীতে পৃথক দুর্ঘটনায় দুই চালক নিহত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর শেওড়াপাড়া ও হাতিরঝিলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শেরেবাংলা নগর থানার শেওড়াপাড়া সড়কে বাসের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল রাইড শেয়ার চালক সবুজ রহমান (৩০)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ১২টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেকে নিয়ে আসা পথচারী সজিব খান জানান, শেওড়াপাড়া সড়কে হিমালয় পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সবুজের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে বাসের একটি চাকা তার হাতের ওপর দিয়ে চলে যায় এবং মাথায় থাকা হেলমেট ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরোহী তেমন আহত হননি। নিহত সবুজ নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার নাটাবাড়ী গ্রামের মশিউর রহমানের ছেলে। তিনি মোহাম্মদপুরে থাকতেন। দুর্ঘটনার পর বাসটি এবং এর চালক ও হেলপারকে [illegible]ক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৩১ জুলাই ২০২৬

সড়কে প্রাণ গেল দুই নারী শ্রমিকসহ পাঁচজনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের আনোয়ারা প্রান্তে বাসের ধাক্কায় দুই নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৫ জন। গতকাল রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- আনোয়ারা উপজেলার ঝিওরী গ্রামের কাজল দত্তের স্ত্রী কলি দত্ত (২৮) এবং শিমুল শীলের স্ত্রী ইফা শীল (৪০)। তারা কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। জানা যায়, কারখানা ছুটি হওয়ার পর একটি বাস শ্রমিকদের নিয়ে বাঁশখালীর দিকে যাচ্ছিল। কর্ণফুলী টানেল চত্বরে পৌঁছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। দুটি অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে বাসটি দুটি দোকানে আঘাত করে। আহত যাত্রী দিদারুল আলম বলেন, কারখানা ছুটি হলে বাড়ি ফিরছিলেন। পেছন থেকে বাসটি তাদের অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে চালকসহ ছয়জন গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর দুজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মাহাতাবউদ্দিন চৌধুরী বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। আনোয়ারা থানার ওসি জুনায়েদ চৌধুরী বলেন, বাসটিকে জব্দ করা হয়েছে, তবে চালক পালিয়ে গেছেন। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে টাঙ্গাইলে ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল রাত ১০টার দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মধুপুরের রক্তিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে মধুপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক হতাহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। মধুপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন জানান, তিনজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ৩১ জুলাই ২০২৬

মধুপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে শিশু নারীসহ নিহত ৩

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক মিরাজুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিরাজুল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চিতিপাড়া এলাকার মানিক সরকারের ছেলে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২ জুলাই ২০২৬
১৮ আষাঢ় ১৪৩৩

বাবার দশ বিয়ের প্রতিবাদ করায় ছেলেকে খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন, *আমতলী (বরগুনা)* ও পটুয়াখালী দক্ষিণ প্রতিনিধি

বাবার দশ বিয়ের প্রতিবাদ করায় বরগুনার আমতলীর রিপন কাজীকে (৩৫) খুন করা হয়েছে। বাবা মিজানুর ওরফে ভুট্টো কাজীর নেতৃত্বে রিপনকে হত্যা করা হয়। রিপন গুলিশাখালী ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোস্তফা কাজী ও ফিরোজ কাজী নামের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের বাড়ি গুলিশাখালীর কালীবাড়ী গ্রামে।

জানা গেছে, বাবা মিজানুর দশ বিয়ে করায় ছেলে রিপনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। ওই বিরোধের জেরে রিপন দুবছর আগে বাবাকে পিটিয়ে তার পা ভেঙে দেয়। এর প্রতিশোধ নিতে বাবা মিজানুর ফেব্রুয়ারি মাসে ছেলেকে মারধর এবং তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চাচাতো ভাই গুলিশাখালী ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি রিফাত কাজীর সঙ্গে রিপনের আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ ঘটনা পুঁজি করে বাবা মিজানুর তার ভাইয়ের ছেলে সজিব কাজী, রিফাত ও তার সহযোগী রাসেল কাজী, রাহাত কাজী, সোহাগ কাজী ও মনির কাজীকে নিয়ে ছেলে রিপনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন বলে অভিযোগ নিহতের ভাই সাব্বির কাজীর। মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে রিপন ও তার চাচাতো ভাই রাজিব মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে পটুয়াখালীর মরিচবুনিয়া ইউনিয়নের গগোন খাঁ এলাকায় ওতপেতে থাকা বাবা মিজানুর ও তার ভাইয়ের ছেলে রিফাত, রাসেল, সোহাগ ও মনিরসহ ১৫-২০ জন দুর্বৃত্ত রিপনের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় রাসেল রিপনকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে মোটরসাইকেলসহ রিপন ও রাজিব সড়কে লুটিয়ে পড়েন। দুর্বৃত্তরা রিপনকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে বলে জানান সঙ্গে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী রাজিব। স্থানীয়দের সহযোগিতায় রাজিব গুরুতর আহত রিপনকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে আমতলী থানা পুলিশ নিহতের বাবা মিজানুরের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় পটুয়াখালী সদর থানায় মা আমেনা বেগম বাদী হয়ে মামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইয়াকুব হোসাইন বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে স্থানীয় জনতা দুজনকে আটক করে থানায় সোপর্দ করেছে। তাদের পটুয়াখালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা দুজন পটুয়াখালীর পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মোবাইল ফোন নিহত রিপনের বাবা মিজানুরের।

পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক
শনিবার
২০ আষাঢ় ১৪৩৩, ৪ জুলাই ২০২৬

খুলনায় হামলায় কৃষক নিহত

গ্রেফতার ২

■ খুলনা অফিস

খুলনায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম হাসান ওরফে বিহারী হাসান (৬৩)। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে রূপসা উপজেলার জাবুসা গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এদিকে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রুবেল ও খায়রুল নামের দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, চার-পাঁচ দিন আগে বিহারী হাসানের বাড়িতে একটি ভ্যানে কয়েক জন মেহমান আসে। চালকসহ মেহমানরা বাড়ির ভেতর যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। এ চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে হাসান একই গ্রামের রাশেদ শেখ ওরফে আক্ক বিহারী নামে একজনের নাম প্রকাশ করে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে হাসান জাবুসা চৌরাস্তার মোড়ে গেলে রাশেদসহ চার-পাঁচ জন ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা বিহারী হাসানকে কুপিয়ে জখম করে চলে যায়। রাত ১২টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

রূপসা থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক মীর বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ইতিমধ্যে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি রুবেল ও খায়রুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২ জুলাই ২০২৬
১৮ আষাঢ় ১৪৩৩

মানিক মিয়া

গৌরীপুরে সাবেক শ্রমিক নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ (গৌরীপুর) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে মানিক মিয়া নামে এক সাবেক শ্রমিক নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর সড়ক দুর্ঘটনা বলে ভর্তি করালেও মারা যাওয়ার পর পরিবার বলছে এক যুবদল নেতা পিটিয়ে হত্যা করেছে। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে গৌরীপুর পৌর বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। পরে রাত সাড়ে ৩টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মানিক গৌরীপুর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার আজিবুল ইসলামের ছেলে। তিনি উপজেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি। পেশায় তিনি পিকআপ ভ্যানচালক ছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) জবায়দুল হক বলেন, স্বজনের কাছে শুনেছি মানিককে পিটিয়ে আহত করা হয়। তবে কি কারণে ভর্তি কাগজে সড়ক দুর্ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা জানা নেই। এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে মানিক গৌরীপুর বাসস্ট্যান্ডে বসে ছিলেন। এ সময় ১০-১৫ জন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে আহত করে। পরে বাসস্ট্যান্ড থেকে সতিশা রোড এলাকায় নিয়ে মানিকের স্ত্রী সেলিনাকে ডেকে এনে আহত অবস্থায় তাকে দিয়ে চলে যায়। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৩টায় মানিক মারা যান।

গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মানিকের মা ও ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২ জুলাই ২০২৬

চাঁদা না পেয়ে বাস আটকে চালক হেলপারকে মারধর

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

৫ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের একটি বাস আটকে রেখে চালক ও হেলপারকে মারধর করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে চলাচলরত সব বাস বন্ধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকরা। বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় চাষাঢ়াসহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডে লোকজনকে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ফলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের। বিকল্প ব্যবস্থায় বেশি ভাড়া দিয়ে যাত্রীদের গন্তব্যে যেতে হয়েছে।

মালিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধন পরিবহণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহাবুব উল্লাহ তপন সিটি বন্ধন পরিবহণ মালিক রাজুর কাছে মাসিক ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। চাঁদা না দেওয়ায় সোমবার সিটি বন্ধন পরিবহণের একটি বাস আটকে চালক ও হেলপারকে মারধর করে গুরুতর আহত করেন। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ হলেও আসামিকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এছাড়া একই সময়ে চাঁদার দাবিতে মৌমিতা বাসও শহরে ঢুকতে বাধা দেয় তার সিন্ডিকেট। বিক্ষোভ সমাবেশে নারায়ণগঞ্জ বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন দেলোয়ার হোসেন, হেলাল উদ্দিন, মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মানিক। বিকাল ৪টায় চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন বাস মালিক শ্রমিকরা। এ ব্যাপারে মহবুব উল্লাহ তপন সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই ২০২৬।

মরদেহ উদ্ধার

❋ সিংগাইর প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার একটি পাটক্ষেত থেকে সাকিবুল ইসলাম (১৭) নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অটোরিকশার সূত্র ধরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে নিহতের কাছে থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২ জুলাই ২০২৬

চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে যুবককে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানা এলাকায় শেখ মো. আজাদ নামের এক যুবককে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বিকালে ফরেস্ট গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আজাদ পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। নিহতের স্বজন ও পুলিশ জানায়, বুধবার দুপুরে ১টার পর কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন আজাদ। দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে পরিবারের সঙ্গে তার সর্বশেষ কথা হয়। এ সময় বাবু নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি তাকে কাজের কথা বলে ফোন করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বাবু ফোন করে জানায় আজাদকে ফরেস্ট গেট এলাকায় গুলি করা হয়েছে এবং তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 4 July 2026

গোবিন্দগঞ্জে ঘুসি মেরে গ্রিল মিস্ত্রিকে হত্যা

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জহুরুল প্রধান (৪৫) নামে এক গ্রিল মিস্ত্রিকে ঘুসি মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের কাটা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এরশাদ মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ। সে সাপমারা ইউনিয়নের তরফ কামাল গ্রামের সমত কানার ছেলে। নিহত জহুরুল প্রধান গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড চক গোবিন্দপুর চরপাড়া গ্রামের মৃত খালেক প্রধানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জহুরুল প্রধান একটি অটোরিকশায় করে কাটা মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় এরশাদ আলীসহ ২-৩ জন ব্যক্তি অটোরিকশার চালককে মারধর শুরু করেন। জহুরুল প্রধান ওই মারধরে বাধা দিলে অভিযুক্ত এরশাদ আলী জহুরুলের বুকে সজোরে ঘুসি মারলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সময়ের আলো
শনিবার । ৪ জুলাই ২০২৬

মরদেহ উদ্ধার

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে কাজল মিয়া (৪৪) নামে এক ইজিবাইকচালকের মরদেহ কাদামাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলার ভাতশালা এলাকায় ধানক্ষেত থেকে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত কাজল মিয়া সদর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২১ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 5 July 2026

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নিখোঁজের ৬ দিন পর একটি ডোবা থেকে মাছুম রানা (৩৫) নামে এক ইজিবাইক চালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল (৪জুলাই) সকালে মদনগঞ্জ-মদনপুর মহাসড়কের পাশে ঢাকেশ্বরী রোড এলাকার একটি পরিত্যক্ত ডোবাতে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে পরিবারের সদস্যরা মরদেহ সনাক্ত করে।

নিহত মাছুম উপজেলার সোনাচরা এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে ও পেশায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চালক।

নিহতের স্ত্রী সুমা আক্তার জানান, সোমবার বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। এরপর থানায় জিডি করা হলেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তার দাবি, পূর্ব শত্রুতার জেরে হত্যা করা হয়েছে এবং মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে ডোবায় ফেলে দেয়।

সুমা আক্তার বলেন, "আমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়? এলাকাবাসী দেখেছে কিন্তু কারা নিয়েগেছে জানে না। যারা এভাবে কুপিয়ে মারসে আমি সেই হত্যাকারীদের বিচার চাই।"

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, "লাশটি কয়েকদিনের পুরোনো বলে ধারনা করা হচ্ছে। নিহতের গলা, হাত ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের- চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে হত্যা করা হতে পারে।"

যুগান্তর
শনিবার ৪ জুলাই ২০২৬

মাদকাসক্তের আঘাতে ঘুমন্ত বাবা চিরনিদ্রায়

মির্জাগঞ্জে ছেলে আটক

মির্জাগঞ্জ দক্ষিণ (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

মির্জাগঞ্জে মাদকাসক্ত ছেলের শিলপাটার আঘাতে উত্তম দেবনাথ (৬০) নামে এক অসহায় দিনমজুর বাবা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে পূর্ব সুবিদখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ছেলে তাপস দেবনাথকে আটক করেছে পুলিশ। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে উত্তম দেবনাথ ও তার ছেলে তাপস একই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর রাতের দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাপস মাদকাসক্ত অবস্থায় মসলা বাটার ভারি পাটা দিয়ে বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করে। উত্তম দেবনাথের চিৎকারে পাশের কক্ষে থাকা তার স্ত্রী ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় দেখতে পান। ওসি মো. তৌহিদুজ্জামান জানায়, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত তাপসকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২১ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 5 July 2026

স্ত্রীর পরকীয়ার জেরে পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পীরগাছা (রংপুর)

রংপুরের পীরগাছায় পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনায় চান মিয়া (৫০) নামে এক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিবেশী মিথুন মিয়াকে আটক ও গ্রেপ্তার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওসি তদন্ত আমিরুল ইসলাম।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার কান্দি ইউনিয়নের দিগটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চান মিয়া ওই গ্রামের আজগার আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, চান মিয়া ঢাকায় চাকরি করার সময় তার স্ত্রী মুক্তি বেগম প্রতিবেশী দুলু মিয়ার ছেলে মিথুন মিয়ার (৩২) সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক বছর আগে কৌশলে চান মিয়াকে দিয়ে প্রায় আড়াই বিঘা জমি নিজের নামে লিখে নেন বলেও পরিবারের অভিযোগ।

স্বজনদের দাবি, গত ঈদুল আজহার কয়েক দিন আগে ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চান মিয়া গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে তিনি আর ঢাকায় না গিয়ে বাড়িতেই থাকার সিদ্ধান্তের কথা স্ত্রীকে জানান। এর কিছুদিন পর মুক্তি বেগম পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে একটি ভাড়া বাসায় ওঠেন। যাওয়ার সময় তিনি বাড়ির আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যান।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, ঘটনার দিন চান মিয়া জানতে পারেন, তাকে তালাক না দিয়েই তার স্ত্রী প্রতিবেশী মিথুন মিয়াকে বিয়ে করে সুন্দরগঞ্জের ওই ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। বিষয়টি জানতে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি ইটভাটার কাছে মিথুন মিয়ার সঙ্গে কথা বলতে যান তিনি। এ সময় তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতি হয়। হাতাহাতির সময় চান মিয়া মাটিতে পড়ে যান। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ সময় মিথুন মিয়া দৌড়ে পাশের জিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে একটি ঘরে আটকে রাখেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। একই সঙ্গে স্থানীয়দের হাতে আটক মিথুন মিয়াকেও থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের ভাগ্নে আলম মিয়া বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পীরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তফা কামাল বলেন, 'ঘটনাস্থলে একজনকে স্থানীয় লোকজন আটকে রেখেছিলেন। পরে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে আসে।'

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পীরগাছা থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। একজন আসামি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

সমকাল
সোমবার । ৬ জুলাই ২০২৬

বাঁচানো গেল না আগুনে দগ্ধ অন্তঃসত্ত্বা পোশাক শ্রমিককে

সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরে কেরোসিনের আগুনে দগ্ধ অন্তঃসত্ত্বা পোশাক শ্রমিক শিফা আক্তার (১৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। দগ্ধ হওয়ার ১১ দিন পর গতকাল রোববার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহত শিফার স্বামী ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ করেছে শিফার পরিবার। তবে পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে তারা জানতে পারে, শিফা মায়ের বাসা থেকে বের হয়ে নিজেই শরীরে গ্যাস লাইটার দিয়ে আগুন ধরান। এ-সংক্রান্ত একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া গেছে।

স্বজনরা জানান, শিফার পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে। চার বোনের মধ্যে শিফা সবার বড়। প্রায় আট মাস আগে একই উপজেলার লাউরা পশ্চিমপাড়া গ্রামের সোহেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তারা রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার বড়বাগে আজমত গার্মেন্টস-সংলগ্ন এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই একটি পোশাক কারখানায় চাকিরি করতেন। তবে বর্তমানে তাঁর স্বামী হাজারীবাগে বাসা নিয়েছেন। সেখানেই থাকেন তারা। মাঝেমধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতো।

শিফার বাবা জাহাঙ্গীর আলমের দাবি, বিয়ের সময় কিছু টাকা সোহেলকে যৌতুক হিসেবে দেওয়ার কথা ছিল। অভাবের কারণে সেই টাকা তখন দিতে পারেননি তিনি। টাকার জন্য সোহেল ও তাঁর মা-বাবা শিফাকে নানাভাবে চাপ এবং মারধর করতেন। এর পরই শিফা গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে গার্মেন্টে চাকরি নিয়েছিলেন। পরে সোহেলও ঢাকায় এসে গার্মেন্টে চাকরি নেন। শিফা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

জাহাঙ্গীর আলমের অভিযোগ, এক মাস আগেও সোহেল শিফাকে মারধর করে। তাঁকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন সোহেল। শিফা জুনের প্রথম সপ্তাহে চাকরি ছেড়ে দেন। ২৪ জুন রাতে সোহেল আমার মেয়ের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মিরপুর থানার ওসি হাফিজুর রহমান গতকাল রাতে সমকালকে বলেন, ঘটনাস্থলের একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যার প্ররোচনায় স্বামী সোহেলের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২১ আষাঢ় ১৪৩৩, ৫ জুলাই ২০২৬

বন্দরে নিখোঁজের ছয় দিন পর ডোবা থেকে অটোচালকের লাশ উদ্ধার

■ বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নিখোঁজের ছয় দিন পর একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে মাছুম রানা (৩৫) নামে এক অটোরিকশা চালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার মদনগঞ্জ-মদনপুর মহাসড়কের পাশে ঢাকেশ্বরী রোড এলাকার একটি পরিত্যক্ত ডোবায় মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে বন্দর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি মাছুম রানার বলে শনাক্ত করেন। নিহত মাছুম রানা উপজেলার সোনাচরা এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন।

নিহতের স্ত্রী সুমা আক্তার জানান, গত সোমবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে মাছুম নিখোঁজ ছিলেন। পরে এ ঘটনায় বন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়ারি (জিডি) করা হয়। তার অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জেরে কয়েক জন ব্যক্তি কৌশলে তাকে বাসা থেকে ডেকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে অপহরণ করে। পরে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে ডোবায় ফেলে রাখা হয়। তিনি হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বন্দর থানার ওসি জামাল উদ্দিন জানান, মরদেহটি কয়েক দিন আগের। নিহতের গলা, হাত ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৮ জুলাই ২০২৬

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চামেক কর্মচারীর মৃত্যু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর বংশালে ইয়াবা সেবন নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মো. সুমন (৪২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সুমন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন বলে জানা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বংশালের নাজিমুদ্দিন রোডের জমিদার গলির একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

সুমনকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে আসেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী নাসিমা বেগম। তিনি বলেন, আমার স্বামী ঢাকা মেডিক্যাল বার্ন ইউনিটের দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি ইয়াবা সেবন করতেন। রাতে ইয়াবা সেবনের জন্য আমার কাছ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা নেন। পরে তিনি বাথরুমে বসে ইয়াবা সেবন করেন।

নাসিমা বেগম বলেন, ইয়াবা সেবন নিয়ে আজ সকালে আমাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার হাতে আঘাত করে সুমন। এ সময় তার পিঠে বাঁ পাশে আঘাত লাগে। পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ জুলাই ২০২৬

আড়াইহাজারে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে এক অটোরিকশা চালককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে সোমবার বিকালে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত চালকের নাম মো. হারুণ। তিনি পার্শ্ববর্তী সোনারগাঁও উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের বিসনাদীর ভিটিপাড়া এলাকার মো. অলিউল্লাহর ছেলে। পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার সন্ধ্যায় নিজের অটোরিকশাটি নিয়ে উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন হারুণ। এরপর রাত গভীর হলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যায়। সোমবার সকাল থেকে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে তার সন্ধান চালাচ্ছিলেন। বিকালে আড়াইহাজার উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় একটি রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশ ও হারুণের পরিবারকে খবর দেয়। স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি হারুণের বলে শনাক্ত করেন।

আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রিপন কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালক হারুণকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে এবং গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহতের শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের বাঁ চোখ উপড়ানো। পুলিশ আরো জানায়, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে পুলিশের একাধিক টিম কাজ শুরু করেছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 8 July 2026

অটোরিকশা চালককে হত্যা করে গাড়ি ছিনতাই

প্রতিনিধি, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে এক অটোরিকশা চালককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত রোববার রাতে কোনো এক সময় উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে গত সোমবার বিকেলে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত চালকের নাম মো. অলিউল্লাহ। তিনি পার্শ্ববর্তী সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের বিসনাদীর ভিটিপাড়া এলাকার হারুনের ছেলে।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার সন্ধ্যায় নিজের অটোরিকশাটি নিয়ে উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন অলিউল্লাহ। এরপর রাত গভীর হলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যায়। গত সোমবার সকাল থেকে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে তার সন্ধান চালাচ্ছিলেন।

আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রিপন কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালক অলিউল্লাহকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে এবং গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহতের শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১ আষাঢ় ১৪৩৩, ৫ জুলাই ২০২৬

আনোয়ারায় দুই দিনে দুই মরদেহ উদ্ধার

■ আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় গত দুই দিনে এক গৃহবধূ ও এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতরা হলেন, আনোয়ারা উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের পূর্ব বরইয়া এলাকার গৃহবধূ উম্মে হাবিবা (২২) এবং সদর ইউনিয়নের ঘনপুকুরপাড় এলাকার জেলে জিকু সর্দার (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পূর্ব বরৈয়া এলাকা থেকে উম্মে হাবিবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি সায়েদ ইমরানের স্ত্রী ও এক কন্যাসন্তানের জননী ছিলেন। পরিবারের দাবি, পারিবারিক কলহের জেরে ঐ গৃহবধূ ইঁদুর মারার বিষ পান করেন। পরে স্বজনেরা তাকে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক হাবিবাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে ৯৯৯-এ কল পেয়ে আনোয়ারা সদর ইউনিয়নের ঘন পুকুরপাড় এলাকায় একটি গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় জেলে জিকু সর্দারের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জিকু ঐ এলাকার ভট্টাচার্য নিবাস কলোনির একটি ভাড়া বাসায় স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান নিয়ে থাকতেন। তার বাড়ি একই উপজেলার বিলপুর হাঁড়িপাড়া এলাকায়। মানসিক হতাশার কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৭ জুলাই ২০২৬
২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

বন্দরে অটোচালক হত্যায় যুবক গ্রেফতার

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে মাসুম রানা (৩৫) নামে অটোরিকশা চালককে হত্যার ঘটনায় জুম্মন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। সোমবার উপজেলার রাসনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার জুম্মনের বাড়ি ওই এলাকায়। জানা যায়, নিখোঁজের ছয় দিন পর একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে মাছুম রানার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার সকালে উপজেলার মদনগঞ্জ-মদনপুর মহাসড়কের পাশে ঢাকেশ্বরী রোড এলাকার একটি পরিত্যক্ত ডোবায় লাশটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। নিহত মাছুম রানা বন্দরের সোনাচরা এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ জুলাই ২০২৬

ছাগলনাইয়ায় মোহনা টিভির সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

ছাগলনাইয়া (ফেনী) সংবাদদাতা

ছাগলনাইয়ায় মোহনা টিভির সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন মজুমদার সজিবের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার সোনাপুর গ্রামের ফেনী নদীর তীর এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সজিব মোহনা টিভির ছাগলনাইয়া ফুলগাজী ও পরশুরাম প্রতিনিধি।

এই ঘটনায় সাংবাদিক সজিব বাদী হয়ে যুবদল নেতা এমরান শিকদারকে প্রধান আসামি করে দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত পাঁচ-ছয় জনকে আসামি করে ছাগলনাইয়া থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ রাতেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউনুস (৪৭) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে।

হামলার শিকার সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন মজুমদার বলেন, 'মোবাইল ফোনে বারবার ফোন করে নিউজ করার অজুহাতে তাকে ফেনী নদীর তীরবর্তী জগন্নাথ সোনাপুর গ্রামের বালুর মাঠ এলাকায় নিয়ে যান এমরান শিকদার নামের এক যুবদল নেতা। এ সময় মোটরসাইকেলে করে হেলমেট ও মাস্ক পরিহিত চার ব্যক্তি এসে তাকে বেদম মারধর করে লাথি দিয়ে ফেনী নদীতে ফেলে দেন। হামলাকারীরা তার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দেন এবং তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও ভাঙচুর করে। দুজন সন্ত্রাসী রিভলবার তাক করে তাকে গুলি করার হুমকি দেন। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা চলে যান।'

যুগান্তর
শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬
২৭ আষাঢ় ১৪৩৩

মেয়ের সামনে বাবার পায়ে গুলি কুপিয়ে হত্যা

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

নুরুল আজিম ওরফে আজম (৪০)। পেশায় দর্জি। তিন ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও মাকে নিয়ে কোনোরকমে চলছিল তার জীবন-জীবিকা। শুক্রবার সকালে ছোট মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকাকে (১৩) নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির পাশের বিলে মাছ ধরছিলেন। এ সময় এলাকার দিদারুল আলমসহ কয়েকজন আসে সেখানে। মেয়ের সামনেই প্রথমে আজমের পায়ে গুলি করে। পরে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ৮নং মেখল ইউনিয়নের পশ্চিম মেখল খলিফাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক রুপন নাথ জানান, পরে পুলিশ আলী আকবর নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। আজম ওই এলাকার মৃত মো. ইসলামের ছেলে। পৌরসভার মাদ্রাসার সামনে জেলা পরিষদ মার্কেটে সেলিম টেইলার নামে তিনি একটি

মেয়ের সামনে বাবার পায়ে গুলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দর্জি দোকান করতেন। আলী আকবর তারই ভাই। তিনি একজন বাসচালক। আজমের স্ত্রী রাজু আকতার ও বড় মেয়ে জানান, তারা বেশ কয়েকবার আজমের কাছে চাঁদা দাবি করেছিল। সে (আজম) চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে গেল রমজানে এবং ঈদের পরে দুবার তাকে পিটিয়ে জখম করেছিল। ওই সময় আমরা নিরুপায় হয়ে থানায় মামলা করেছিলাম, মামলাটি এখনো চলমান।

আজমের স্ত্রী আরও বলেন, আমরা এখন কাকে নিয়ে এ দুনিয়াতে বাঁচব। আমাদের পরিবারের সদস্য তথা আমাদের ভরনপোষণ কীভাবে চলবে। আমরা এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই। তিনি বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের জন্য আজমের ভাই মো. আলী আকবর ও তার ছেলে মো. সাইফ দায়ী। তারা স্থানীয় সন্ত্রাসী দিদারকে দিয়ে এক লাখ টাকা কন্ট্রাক্টে আজমকে হত্যা করেছে। আকবরের সঙ্গে জমিজমা নিয়েও আজমের বিরোধ ছিল বলে জানান তিনি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার সকালে আজম বাড়ির পাশের বিলে মাছ ধরতে গেলে দুই ব্যক্তির সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই দুই ব্যক্তি গুলি করে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আজমকে কুপিয়ে হত্যা করে। ঘটনার পর থেকে দিদার পলাতক রয়েছে।

আজমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে জানিয়ে হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জাহিদুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের স্ত্রী রাজু আকতার বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। উক্ত মামলায় আসামি হলো—হাটহাজারী পৌরসভার পূর্ব দেওয়ান নগর এলাকার হামিদ আলীর বাড়ির মৃত আবদুল মোনাফের পুত্র মো. দিদারুল আলম (৪৭), মেখল ইউনিয়নের পশ্চিম মেখল সিকদার বাড়ির মৃত লাল মিয়া তালুকদারের ছেলে মোহাম্মদ মোরশেদ প্রকাশ আকিল (৩০), পশ্চিম মেখল খলিফাপাড়া আলীম উল্লাহ কাজীর বাড়ির মো. নুরুল ইসলামের ছেলে মো. আলী আকবর (৫৫) ও তার ছেলে মো. সাইফ (২০)। এছাড়াও অজ্ঞাতনামা ২-৩ জন।

এ ব্যাপারে হাটহাজারী পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) কাজী তারেক আজিজ জানান, পারিবারিক বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। নিহতের পায়ে গুলি ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপানোর চিহ্ন পাওয়া গেছে। তিনি আর জানান, ঘটনার পর থেকে মামলার প্রধান আসামি দিদারুল আলম ও জড়িতরা পলাতক ছিল। এর মধ্যে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী এজাহারনামীয় ৩নং আসামি আলী আকবরকে গ্রেফতার করেছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই ২০২৬
২৫ আষাঢ় ১৪৩৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী মো. ইয়াছিন (৪০) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পোর্ট এলিজাবেথ শহরে এ ঘটনা ঘটে। ইয়াছিন নোয়াখালীর সদর উপজেলার কাদির হানিফ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চনপুর গ্রামের মো. সুজায়েত উল্যার ছেলে।

ইয়াছিনের সেজো ভাই মো. নাসির জানান, প্রায় ১৬ বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইয়াছিন বসবাস করছিলেন। সেখানে তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। এক বছর আগে সেখানে তিনি পরিবারকে নিয়ে যান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাসায় ফেরার সময় বাড়ির গেটের সামনে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার ৫ বছর বয়সি মেয়ে ফারহানাও আহত হয়। সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ জুলাই ২০২৬

চাটমোহরে ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

চাটমোহর-কাছিকাটা সড়কের চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়াইলমারী কবরস্থানের পাশে এক অটোভ্যান চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম নাছের আলী মুন্সি (৪৫)। গত বুধবার সাড়ে ১০টায় এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। নাছের আলী মুন্সি উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের আগাশোয়াইল টলটলিপাড়া গ্রামের মৃত খোরশেদ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যার পর নাছের আলী মুন্সি তার অটোভ্যানে যাত্রী নিয়ে ছাইকোলা এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাতে চাটমোহরের উদ্দেশ্যে ফেরার পথে বোয়াইলমারী কবরস্থানের পূর্ব পাশে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক বার আঘাত করে এবং গলা কেটে দেয়। এসময় নাছের আলী মুন্সি প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে সড়কের পাশে সবুজ আলীর বাড়ির দরজায় গিয়ে সাহায্য চাইতে চেষ্টা করেন। তবে সেখানেই তিনি লুটিয়ে পড়েন এবং মারা যান। পরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে পুলিশকে বিষয়টি জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১২টার দিকে লাশ উদ্ধার করে। চাটমোহর থানার ওসি মো. অলিউর রহমান ইত্তেফাককে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত জব্দসহ লাশ উদ্ধার করেছে। কি কারণে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে নিহতের স্ত্রী জোছনা খাতুন বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে থানায় মামলা করেছেন।

চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'অটোভ্যান চালক নাছের মুন্সিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, নিহত নাছের মুন্সির ভ্যানটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি। আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। আইনহত ব্যবস্থা নিয়েছি। হত্যাকাণ্ডের রহস্য অচিরেই উদ্‌ঘাটন করতে পারব এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করব।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 10 July 2026

চাটমোহরে ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যা

প্রতিনিধি, চাটমোহর (পাবনা)

পাবনার চাটমোহরে এক ভ্যান চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত ভ্যান চালক উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের আগশোইল টলটলিপাড়ার মৃত খোরশেদ আলীর ছেলে নাসের আলী গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়াইলমারী গোরস্থানের পাশে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

চাটমোহর থানার ওসি মো. অলিউর রহমান স্থানীয়দের বরাতে জানান, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি গলা কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় নাসের পড়ে আছে। তিনি জানান, ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে। আমরা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসছি। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান ওসি অলিউর রহমান।

সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (চাটমোহর সার্কেল) মো. আবু বকর সিদ্দিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 11 July 2026

পরিচ্ছন্নতা কর্মী ববি বেগমের মৃত্যু: 'জমানো টাকা লুটের জন্য' নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নরসিংদীর রায়পুরায় রেলস্টেশনে নির্যাতনে বাক প্রতিবন্ধী পরিচ্ছন্নতাকর্মী ববি বেগমের মৃত্যুর ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব। র‌্যাব বলছে, ববি বেগমের জমানো ২০ হাজার টাকা লুট করতেই হামলা চালিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তাররা হলেন– মো. ইলিয়াস, মো. সাকিব, বেলাল মিয়া, দ্বীন ইসলাম ও মো. রিফাত। গত ৪ জুলাই গভীর রাতে মেথিকান্দা স্টেশনের একটি পরিত্যক্ত কক্ষে ৭০ বছর বয়সি বাক প্রতিবন্ধী ববি বেগমের ওপর হামলা চালানো হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৮ জুলাই নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার ভৈরব রেলওয়ে থানায় একটি মামলা হয়।

র‌্যাব বলছে, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় ছায়া তদন্তের ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার মেথিকান্দা রেলস্টেশন থেকে ইলিয়াস, সাকিব ও বেলালকে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থেকে দ্বীন ইসলাম ও রিফাতকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‌্যাব-১১ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ তাদের তদন্তে পাওয়া তথ্য তুলে ধরেন। গ্রেপ্তারদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে তিনি বলেন, 'ববি বেগমের কাছে নগদ টাকা থাকার বিষয়টি হামলাকারীরা আগে থেকেই জানত। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা গভীর রাতে হামলা চালিয়ে টাকা লুট করে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পারভেজ বলেন, ববি বেগম প্রায় ২৫ বছর ধরে মেথিকান্দা রেলস্টেশনের একটি পরিত্যক্ত কক্ষে থাকতেন। তাকে এলাকাবাসী চিনত এবং বিভিন্ন সময় সাহায্য সহযোগিতা করতো। 'স্টেশনে আসা যাত্রীরাও তাকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন। তার কাছে থাকা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়ার কথা প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তাররা স্বীকার করেছে।'

র‌্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, 'একটা বার্তা আমরা দিতে চাই যে, যার জন্য কেউ নাই, তার জন্য র‌্যাব-আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং রাষ্ট্র রয়েছে।

এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে তাৎক্ষণিকভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। 'পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন, আরও কারো সম্পৃক্ততা রয়েছে তাহলে তাদেরও আইনের আওতায় নিয়ে আসবেন।'

গ্রেপ্তার ৫ জনের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে মাদক সেবনের মামলা আছে তথ্য দিয়ে মাসুদ পারভেজ বলেন, 'তারা মাদকাসক্ত। এই জন্য তাদের হয়তো টাকার প্রয়োজন ছিল। তারা যেহেতু জেনে যায়, ওই বৃদ্ধার কাছে টাকা রয়েছে এবং উনি কথা বলতে পারেন না, এই টাকা নেয়ার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা করে বলে ধারণা করা যায়।' এই মামলায় র‌্যাবের সম্পৃক্ততা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'রেলের যাবতীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারির জন্য রেলওয়ে পুলিশ আছে। কখনো এরকম দেখা যায় যে, ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে রেল পুলিশ সমাধান করতে পারে না: সেগুলো মামলা হলে আমরা ছায়া তদন্ত শুরু করি।'

সময়ের আলো
সোমবার। ১৩ জুলাই ২০২৬।

গাইবান্ধায় কৃষককে গলা কেটে হত্যা

● ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নে শাহজালাল নামে এক কৃষককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পারিবারিক বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করেছে নিহতের পরিবার। শনিবার গভীর রাতে উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কঞ্চিপাড়া (মাঝিপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ফুলছড়ি থানার ওসি দুরুল হুদা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নিহত শাহজালাল ওই গ্রামের মৃত নিয়ামত উল্লার ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি বাঁশের কাজ করতেন। ফুলছড়ি থানার ওসি দুরুল হুদা বলেন, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরিটি মরদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বারান্দার কক্ষের পাটাতনের নিচের অংশ খুলে ঘরে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা শাহজালালকে গলা কেটে হত্যা করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে খাবার খেয়ে শাহজালাল ঘুমিয়ে পড়েন।

শুক্রবার
১০ জুলাই ২০২৬ ● ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩
যুগান্তর

অটোরিকশায় ঝাঁকুনি, কাদায় মুখ চেপে ধরে চালককে খুন

ফেলে যাওয়া স্যান্ডেলের সূত্র ধরে ঘাতক গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন, মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে কিশোর অটোরিকশাচালক সাবিকুল ইসলামের লাশ উদ্ধারের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা একটি স্যান্ডেল এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনার ৯ দিনের মাথায় আসাদুজ্জামান নামে যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যার দায় স্বীকার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার পিবিআই মানিকগঞ্জের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। গ্রেফতার আসাদুজ্জামান মানিকগঞ্জের গড়াই নতুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সাভারের একটি আবাসিক হোটেলে সহকারী ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। নিহত সাবিকুল ইসলাম গোবিন্দপুর মৃতরা গ্রামের বাসিন্দা।

পিবিআই জানায়, গত ৩০ জুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় সাবিকুল ইসলাম। পরদিন সিংগাইরের জামশা ইউনিয়নের গোলাই নতুনপাড়ায় রাস্তার পাশে পাটখেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় সাভারের হেমায়েতপুর থেকে সন্দেহভাজন আসাদুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। পিবিআইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন আসাদুজ্জামান গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে বৃষ্টির কারণে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সাবিকুলের অটোরিকশায় ওঠেন। ভাঙাচোরা সড়কে চলার সময় গাড়ির ঝাঁকুনিকে কেন্দ্র করে চালকের সঙ্গে তার বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে রাস্তার পাশের একটি পাটখেতে নিয়ে সাবিকুলকে মারধর করে তার মুখ কাদায় চেপে ধরেন এবং ঘাড়ে চাপ প্রয়োগ করেন। এতে শ্বাসরোধে ওই কিশোর চালকের মৃত্যু হয়। হত্যার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় আসাদুজ্জামানের একটি স্যান্ডেল ঘটনাস্থলে পড়ে থাকে, যা গুরুত্বপূর্ণ আলামত হিসাবে জব্দ করা হয়। তদন্ত সংশ্লিষ্টদের ধারণা, গত ৩০ জুন বিকাল থেকে ১ জুলাই রাত আড়াইটার মধ্যে কোনো একসময় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়।

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬
২৬ আষাঢ় ১৪৩৩

উলিপুরে রেলপথ সংস্কার

চাঁদা না পেয়ে দুই শ্রমিককে মারধর, বন্ধ ট্রেন, ভোগান্তি

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে রেলপথের সংস্কার কাজে ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবিসহ দুই শ্রমিককে মারধরের ঘটনায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। বর্তমানে আহত শ্রমিকরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উলিপুরের পূর্ববাজার এলাকার বধ্যভূমির সামনে ওই মারধরের ঘটনা ঘটে। ২০২৩ সালে উলিপুর রেলস্টেশন থেকে চিলমারীর রমনা স্টেশন পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার রেলপথের উন্নয়নে ৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়। রেললাইনের দুই পাশে মাটি ভরাট, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সুরক্ষ দেওয়াল নির্মাণ, ৯টি রেলসেতু সংস্কার, পাথর ফেলে কনক্রিটের স্লিপার বসানো ও নতুন লাইন স্থাপন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে সেই কাজ চলমান রয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস কনস্ট্রাকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজেক্ট ম্যানেজার রুবেল হোসেন জানান, সংস্কারকাজ চলমান অবস্থায় স্থানীয় এনামুল হক, রুবেল মিয়া, মশিউরসহ ১০-১২ জন যুবক এসে চাঁদাদাবি করে। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা আরাফাত ও মেহেদীকে পিটিয়ে আহত করে। তারা শ্রমিকদের মোবাইল ফোন, মানিব্যাগসহ নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে অন্য শ্রমিকরা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। এর আগেও তারা কয়েকবার চাঁদা দাবি করেছিল। আহত শ্রমিক আরাফাত ও মেহেদী হাসান বলেন, ১০-১২ জন স্থানীয় যুবক এ চাঁদা দাবি করেন। আমরা অস্বীকৃতি জানালে তারা হুমকি-ধমকি দিয়ে মারধর করে এবং মোবাইল ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ট্রেনের যাত্রী মমিনুল ইসলাম, কাশেম মিয়া, আব্দুল জলিলসহ অনেকেই জানান, কুড়িগ্রামে যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দুপুরে উলিপুর রেল স্টেশনের এসে শুনি ট্রেন বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে বিকল্প পথে যেতে হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত এনামুল হক মুঠোফোনে দাবি করেন, 'আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে শ্রমিকরা উত্ত্যক্ত করে আসছিল। প্রতিবাদ করায় তারা উলটো আমাদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির মিথ্যা অভিযোগ করছে।'
উলিপুর স্টেশন মাস্টার আরিফুল ইসলাম জানান, সংস্কার কাজে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু লোকের সমস্যা হয়েছে। এ কারণে 'পার্বতীপুর টু রমনা' কমিউটার ট্রেনটি বৃহস্পতিবার 'কুড়িগ্রাম টু রমনা' চলাচল বন্ধ রয়েছে। আশা করি খুব দ্রুত রেল চলাচল স্বাভাবিক হবে। গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে খবর লেখার সময় ট্রেন বন্ধ ছিল বলে জানা যায়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তানজিরুল ইসলাম বলেন, আহত দুই শ্রমিক চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে তারা সুস্থ আছেন। উলিপুর থানার ওসি সাঈদ ইবনে সিদ্দিক জানান, আমরা ছায়া তদন্ত করছি। সার্বিক বিষয়ে রেলওয়ে থানা পুলিশ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। লালমনিরহাট রেলওয়ে থানা পুলিশের ওসি হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, উলিপুরের বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
রোববার ১২ জুলাই ২০২৬
২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

বন্দরে শ্রমিক হত্যা যাত্রাবাড়ী থেকে আসামি গ্রেফতার

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে হোসিয়ারি শ্রমিক জোবায়ের হত্যা মামলায় নাজী সজিবকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার অভিযান চালিয়ে যাত্রাবাড়ী থানাসংলগ্ন ডেমরা হাইওয়ের পাশে প্রিন্স রেস্তোরাঁর সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার নাজী সজিব বন্দরের কল্যান্দী গালপাড় এলাকার দিদার হোসেনের ছেলে। নিহত জোবায়ের বন্দরের এনায়েতনগরের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। র‌্যাব-১১ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাজীপুরের একটি হোসিয়ারিতে শ্রমিকের কাজ করতেন জোবায়ের। গত ৩ জুন কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এনায়েতনগর কল্যান্দী তাম্রা ব্রিজের উত্তর পাশের ঢালে ওঁৎ পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা জোবায়েরের পথরোধ করে। তারা জোবায়েরকে ছুরিকাঘাত করে মোবাইল ফোন এবং নগদ তিন হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনার চার দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান জোবায়ের।

যুগান্তর | রোববার ১২ জুলাই ২০২৬
২৮ আষাঢ় ১৪৩৩

ফতুল্লায় টর্চার সেলে তিন শ্রমিককে নির্যাতন

দেড় লাখ টাকায় মুক্তি

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় মাদক ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে ৩ শ্রমিককে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায় ব্ল্যাকমেইল চক্রের সদস্যরা। এরপর তাদের টর্চার সেলে নিয়ে সারারাত নির্যাতন করে ভোরে দেড় লাখ টাকা রেখে মুক্তি দেওয়া হয়। শনিবার অভিযোগ পেয়ে ফতুল্লার শাসনগাঁও বিসিক এলাকায় চক্রের টর্চার সেলে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে ওই চক্রের সদস্য আলমকে গ্রেফতার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিসিকে বিভিন্ন গার্মেন্টসে লোড আনলোডের কাজ করেন ফুল মিয়া সর্দার। তার ভাতিজা রুহুল আমিনও তার সঙ্গে একই কাজ করেন। শুক্রবার রাত ৩টায় তার গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য এক লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে ফতুল্লার বিসিকে আসেন। এ সময় তাকে তার ভাতিজা রুহুল আমিন ও আরেকজন সহকর্মী বাসায় নিতে আসেন। এর মধ্যে পথরোধ করে দাঁড়ায় বিসিকের ব্ল্যাকমেইল চক্রের রুবেল, বাচ্চু ও মঞ্জুসহ ৭-৮ জন। এরপর তাদের টর্চার সেলে নিয়ে মারধর করে হাতে ইয়াবা দিয়ে ভিডিও করে। তখন মাদক ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। নয়তো তাদের পুলিশে দেওয়া হবে। তখন ফুল মিয়া সরদার তার কাছে থাকা এক লাখ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে দেন। তারপর ভাতিজা রুহুল আমিনের কাছ থেকে এটিএম কার্ডের মাধ্যমে আরও ৩০ হাজার টাকা উঠিয়ে নিয়ে তিনজনকে মুক্তি দেয়। এরপর ফুল মিয়া সরদার শনিবার দুপুরে গিয়ে ফতুল্লা থানায় অভিযোগ করেন।
স্থানীয়রা জানান, বিসিক শাসনগাঁও এলাকায় থানা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা রাসেল মাহমুদের অফিসের পাশে একটি আধাপাকা ঘরে টর্চার সেল তৈরি করেন স্থানীয় সন্ত্রাসী বাচ্চু। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এ টর্চার সেলে শ্রমিকদের ধরে আনতেন বাচ্চু ও তার বাহিনীর সদস্যরা। এ বাহিনীতে রয়েছে রুবেল, আলম ও মঞ্জুসহ ৩০-৪০ জন। জুলাই আন্দোলনের পর থেকেই তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুব আলম জানান, একজন শ্রমিকের অভিযোগে বাচ্চু বাহিনীর টর্চার সেলে অভিযান চালানো হয়েছে। সেখান থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 12 July 2026

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে কিশোর নিহত

প্রতিনিধি, সরাইল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে জিহাদ (১৭) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। তবে এটি ছিনতাই নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা তদন্তের আগে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত প্রায় ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্র্যাক অফিসের পূর্বপাশে পুলের ট্রুক সংযোগস্থল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জিহাদ সরাইল সদর ইউনিয়নের পূর্ব কুট্টাপাড়া গ্রামের আজগর আলীর ছেলে। তিনি স্থানীয় কুট্টাপাড়া মোড়ের আরজু গ্যারেজে মোটর মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ, হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে আজগর আলী কুট্টাপাড়ার নাইল্লা ভাঙা খালে মাছ ধরতে যান। বিকেল চারটার দিকে জিহাদ বাবার কাছ থেকে মাছ নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। পরে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলে সন্ধ্যার পর বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আবার বের হন। কিন্তু রাত হলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে ব্র্যাক অফিসের পূর্বপাশে পুলের ট্রুক সংযোগস্থল এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দুর্বৃত্তরা তার বাম হাত ও রাম উরুতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় জিহাদকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. অনন্ত কুমার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের ধারণা, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে সরাইল থানার ওসি মো. মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, 'ছুরিকাঘাতে এক কিশোর নিহত হওয়ার ঘটনায় পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। এটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়েছে। পুলিশের একাধিক টিম ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কাজ করছে। দ্রুত জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।'

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ১৪ জুলাই ২০২৬

যশোরে যুবদল নেতাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

৬ জেলায় ৩ খুন ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

যশোরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক যুবদল নেতাকে। ঢাকায় বাসাভাড়ার এক হাজার টাকা নিয়ে বিরোধে মালিকপক্ষের মারধরে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গাজীপুরে স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়েছেন স্বামী। নওগাঁয় নিজেদের ঘরে পাওয়া গেছে স্বামী-স্ত্রীর লাশ। এ ছাড়া সিলেটে একজনের লাশ ও খুলনায় মাটিচাপা দেওয়া অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে।

যশোর : বাঘারপাড়া উপজেলায় পূর্ব শত্রুতার জেরে রুবেল হোসেন (৩৮) নামের এক যুবদল নেতাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে খাজুরা তেলপাম্পসংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নিহত রুবেল উপজেলার বন্দভিলা ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে একই এলাকার আব্দুর রবের ছেলে রাব্বি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রুবেলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি কোপায়। অভিযুক্ত রাব্বি নিহত রুবেলের ছোট বোনের দেবর বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত রুবেলকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ঢাকা : বাসাভাড়ার এক হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির মালিকের সঙ্গে বিরোধের জেরে আজিমপুর এলাকায় এক ব্যক্তিকে মারধর করে হত্যার অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। গতকাল ভোরে লাঠির আঘাত ও কিল-ঘুষিতে নিহত হন তিনি। নিহত মো. স্বপন (৬০) প্রসাধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার তাহের ফকিরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা।

নিহতের বড় ভাই মো. সেলিম বলেন, ভোর ৪টার দিকে স্টাফ কোয়ার্টারের ৪ নম্বর ভবনের সামনে বাড়িওয়ালা রিজভী ও তাঁর চাচাতো ভাই রোহান স্বপনকে ধরে টেনেহিঁচড়ে সামনের মাঠে নিয়ে যান এবং কিল-ঘুষি, লাথি মেরে গুরুতর আহত করেন। পরে ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাজীপুর : স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে স্ত্রী নাছিমা শেরপুর থেকে দুই সন্তানসহ পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন গাজীপুরের শ্রীপুরে। ভাড়া থেকে কাজ নিয়েছিলেন পোশাক কারখানায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গাজীপুরে এসে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন স্বামী সাইদুর রহমান (৩৫)। রবিবার রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে উপজেলার গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায়। নিহত নাছিমা বেগম (২৭) নেত্রকোনার পূর্বধলা থানার খইলশাপুর বনপাড়া গ্রামের মৃত আ. মান্নানের মেয়ে।

বদলগাছী (নওগাঁ) : মহাদেবপুর উপজেলায় নিজেদের ঘরেই পাওয়া গেছে স্বামী-স্ত্রীর লাশ। গতকাল সকালে সফাপুর ইউনিয়নের পাহাড়পুর গ্রাম থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন পাহাড়পুর গ্রামের লোকমান মণ্ডল (৫২) ও তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা বেগম (৪৬)। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, রবিবার রাতে ছেলে মুক্তার হোসেনসহ তিনজন একসঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে যান স্বামী-স্ত্রী। ভোর সাড়ে ৩টার দিকে মুক্তার হোসেন প্রতিবেশীদের খবর দিলে তারা এসে খাটের ওপর স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ দেখতে পায়। নিহত লোকমান মণ্ডল দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের ছেলে মুক্তার হোসেন পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরির চাকরি করেন।

সিলেট : ঢাকা থেকে ফেরার পথে সিলেটের মাহবুব সারওয়ার রাজন (২৫) নিখোঁজ হন। দুই দিন পর, রবিবার হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় রেললাইনের পাশে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

রাজন জকিগঞ্জ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গন্ধদত্ত গ্রামের আবুল কালামের (কালু মিয়া) ছেলে। মাত্র আট মাস আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

নিহতের চাচা কামরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, কিভাবে রাজনের মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি রহস্যজনক।

খুলনা : ডুমুরিয়া উপজেলার কৈয়াবাজারসংলগ্ন নতুন আবাসিক এলাকার একটি বাড়িতে মাটিচাপা দেওয়া অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে খবর পেয়ে হরিণটানা থানার পুলিশ ওই বাড়ির আঙিনা খুঁড়ে কঙ্কালটি উদ্ধার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৩১ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৫ জুলাই ২০২৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পণ্যবাহী লরিতে দুর্বৃত্তদের হামলা চালককে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জে ভাড়া বাসায় গার্মেন্টসকর্মীর নিথর দেহ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরমুখী পণ্যবাহী লরিতে হামলা চালিয়ে চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এদিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ভাড়া বাসা থেকে এক গার্মেন্টসকর্মীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, গত সোমবার গভীর রাতে সিলেটের শেরপুর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে রওনা হওয়া লরিটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উজানিসার ব্রিজ এলাকায় এলে হামলার মুখে পড়ে। গতকাল সকালে মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পণ্যবাহী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফারদিন মডেল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লরি থেকে চালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত জামাল উদ্দিন (৫৬)। ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার উত্তর চর আইচার মৃত মুনাফ বেপারীর সন্তান।

জোরারগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন, মরদেহের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘটেছে, তাই সংশ্লিষ্ট থানা পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

ভাড়া বাসায় গার্মেন্টস কর্মীর নিথর দেহ, কথিত স্বামী ও শিশুকন্যা নিখোঁজ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ভাড়া বাসা থেকে সাদিয়া আক্তার (২৩) নামে এক নারী গার্মেন্টস কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় তার সঙ্গে স্বামী পরিচয়ে বসবাসকারী এক ব্যক্তি ও ছয় বছর বয়সি শিশুকন্যা নিখোঁজ থাকায় ঘটনাটি ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত সোমবার রাত পৌনে ১১টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মিজমিজি বাতানপাড়া এলাকার শাহজাহান মাস্টারের টিনশেড বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সাদিয়া আক্তার পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া উপজেলার উত্তর শিয়ালকাঠি গ্রামের মো. ইউসুফ মোল্লার মেয়ে। তিনি আদমজী ইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. এমদাদুল হক বলেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তি ও শিশুকন্যার অবস্থান শনাক্তের পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তদন্ত চলছে।'

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২১ জুলাই ২০২৬

রাজধানীতে কথা-কাটাকাটির জেরে যুবককে হত্যা

আরো পাঁচ জেলায় ২ খুন, ৩ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীতে কথা-কাটাকাটির জেরে যুবককে হত্যা করা হয়েছে। সাতক্ষীরায় এক প্রাইভেট কারচালককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পানিতে ডুবিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সিরাজগঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। হবিগঞ্জের মাধবপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ থেকে নিখোঁজ বিএনপি নেতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক চা দোকান কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে কথা-কাটাকাটির জেরে মারধরের ঘটনায় মো. রিফাত নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রায়েরবাগের খানবাড়ির মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সাতক্ষীরায় মোবাইল ফোনে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক প্রাইভেট কারচালককে পানিতে ডুবিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার মাঝরাতে সদর উপজেলার লাবসা ইউনিয়নের পূর্ব কৈখালী গ্রামের কেসমতের মৎস্য ঘেরে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল পুলিশ নিহতের বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত সুমন হুসাইন সদর উপজেলার পূর্ব কৈখালী গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে। সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুশান্ত ঘোষ জানান, সুমনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ বলা যাবে।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে উপজেলার পাঙ্গাশী ইউনিয়নের কালিঞ্জা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইলিয়াস খান (২৬) কালিঞ্জা গ্রামের সাত্তার খানের ছেলে।

হবিগঞ্জের মাধবপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর বাড়ির পাশের জমির পানিতে আলী হোসেন (২২) নামের এক যুবকের মরদেহ পাওয়া গেছে। সোমবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হবিগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাধবপুর থানার ওসি মো. সোহেল রানা।

নিখোঁজের আড়াই দিনের মাথায় রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ থেকে ভাসমান অবস্থায় কাপ্তাই উপজেলার কাপ্তাই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী মো. মাসুদের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে নিজ বাসা থেকে রিপন ত্রিপুরা (২৪) নামের এক চা দোকান কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে মডেল থানা পুলিশ।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০২৬
৬ শ্রাবণ ১৪৩৩

যাত্রাবাড়ীতে তুচ্ছ ঘটনায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার সন্ধ্যায় রায়েরবাগ খানবাড়ি মোড়ের ঘটনায় নিহত রিফাত মৃধা (১৮) একটি কার্টন তৈরির কারখানায় কাজ করতেন।

নিহতের বাবা হাসেম মৃধা বলেন, সন্ধ্যায় বাসার সামনে রাস্তায় বসেছিল রিফাত। এ সময় প্রতিবেশী যুবক শাকিল তাকে উদ্দেশ করে বলে, 'এখানে বসে কী করছিস, গাঁজা খাবি নাকি?' এর জবাবে রিফাত বলে, 'আমি গাঁজা খাই না, গাঁজা খাস তোরা।' এর জেরে শাকিল প্রথমে তাকে গালিগালাজ ও মারধর করে। পরে বিষয়টি মীমাংসা করে দেওয়া হলেও কিছুক্ষণ পর আবার শাকিল রিফাতকে ধরে কিলঘুষি ও লাথি মারে। এতে রিফাত অচেতন হয়ে পড়ে। আহত রিফাতকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে রাত সোয়া ৯টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর অভিযুক্ত শাকিল ও তার পরিবারের সদস্যরা বাসায় তালা দিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। নিহত রিফাত মৃধা পটুয়াখালীর দশমিনার চানপুরা গ্রামের হাসেম মৃধার ছেলে। পরিবারের সঙ্গে তিনি যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগ খানবাড়ি মোড় এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এবি সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, আমরা ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। বিস্তারিত জেনে জানাতে পারব।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৮ জুলাই ২০২৬

হত্যা করে রিকশা ছিনতাই

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে জাহিদ বিশ্বাস (৪২) নামে ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জাহিদ গোয়ালন্দ পৌরসভার জামাল বিশ্বাসের ছেলে। গতকাল বিকালে উপজেলার উত্তর চর পাচুরিয়ার গ্রামের একটি রাস্তার পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, জাহিদ রাতে রিকশা চালাতেন। বৃহস্পতিবার রাতে রিকশা নিয়ে বের হলে তাকে হত্যা করে রিকশাটি নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। গোয়ালন্দ ঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, জাহিদ বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। –রাজবাড়ী প্রতিনিধি

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ১৭, ২০২৬

বাগেরহাটে স্বামী স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বাগেরহাট

বাগেরহাটের শরণখোলায় এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন জেলে কবির হোসেন ও তার স্ত্রী হালিমা বেগম। গতকাল বেলা ১১টার দিকে রাজৈর গ্রামের নিজ ঘর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পাশ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখানে লেখা ছিল, তাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তবে হালিমা বেগমের গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল।

শরণখোলা থানার ওসি রোকেয়া খানম জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে। এদিকে এ দম্পতির পাঁচ বছর ও দুই মাস বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে। শিশু দুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত স্থানীয়রা।

যুগান্তর
বুধবার ১৫ জুলাই ২০২৬

মুরাদনগরে পুকুর থেকে কৃষকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার

মুরাদনগর (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

মুরাদনগরে ওহেদ ভূঁইয়া (৬০) নামে এক কৃষককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করে। মঙ্গলবার ধামঘর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওহেদ ভূঁইয়া ওই গ্রামের দুধ মিয়া ভূঁইয়ার ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি ইরি স্কিম প্রকল্পের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। নিহতের স্বজনরা জানান, সোমবার রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে লক্ষ্মীপুর বাজারের উদ্দেশে বের হন ওহেদ ভূঁইয়া। এর পর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে লক্ষ্মীপুর পশ্চিমপাড়ার আবু সাঈদের পুকুরে তার লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। নিহতের স্ত্রী জানান, ইরি স্কিম নিয়ে তার সঙ্গে অনেকের বিরোধ ছিল। সেই বিরোধিতার জেরে তাকে হত্যা করা হতে পারে বলে দাবি করেন তিনি। পুলিশ বলছে, 'ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

যুগান্তর
বুধবার ১৫ জুলাই ২০২৬

সাঁথিয়ায় সাংবাদিক আব্দুদ দাইনের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

পাবনা প্রতিনিধি

সাঁথিয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও যুগান্তর প্রতিনিধি অধ্যক্ষ আব্দুদ দাইন সরকারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এনসিপির সাঁথিয়া উপজেলা আহ্বায়ক বকুল হোসেন ও তার ছোট ভাই মিজানুর রহমান ফুলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এ ঘটনা ঘটায়। দাইন সরকার জানান, মঙ্গলবার সাঁথিয়া প্রেস ক্লাবের নির্বাচন ছিল। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সকাল ১০টার দিকে তিনি ভোটদানের উদ্দেশে প্রেস ক্লাবের সামনে উপস্থিত হলে আগে থেকে ওতপেতে থাকা বকুল হোসেন ও তার ছোট ভাই মিজানুর রহমান ফুল এবং ঠান্টুর নেতৃত্বে ৮-১০ জন সন্ত্রাসী তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং লাঞ্ছিত করে। এ সময় হামলাকারীরা তাকে কিল, ঘুসি, লাথি মারে এবং তার গায়ের জামা-গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলে। খবর পেয়ে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। থানার ওসি আনিসু রহমান বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। তিনি আরও বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে একজন বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং শিক্ষকের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন পাবনা প্রেস ক্লাব নেতারা। বিবৃতিতে ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার ও সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১ জুলাই ২০২৬

বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল

খেলাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য, দুই যুবকের আত্মহত্যা

সাতক্ষীরায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই জেলায় স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে দুই যুবকের আত্মহত্যা ও সাতক্ষীরায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে এক আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে।

সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা জানান,

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখে বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে রায়হান (২৬) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার কেশারপাড় ইউনিয়নের কেশারপাড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রায়হান ঐ এলাকার আব্দুল বারিকের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রায়হান রাতে এলাকার সবার সঙ্গে ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন। খেলা শেষ করে বাড়িতে যাওয়ার পর কোনো একটি বিষয় নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি ও মনোমালিন্য হয়। একপর্যায়ে স্ত্রীর ওপর অভিমান করে তিনি নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। টের পেয়ে পরিবারের লোকজন পুলিশে খবর দিলে সেনবাগ থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

সেনবাগ থানার ওসি আব্দুর রহিম সরকার সোমবার দুপুরে বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে। পারিবারিক কলহের ঘটনা রয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখে গতকাল সোমবার ভোররাতে বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে আর্জেন্টিনার সমর্থক দুই সন্তানের জনকের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। তার নিজ ঘর থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সুমন হোসেন (৩২) উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। তার পাঁচ বছর ও দেড় বছর বয়সি দুই সন্তান রয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, তিনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক ছিলেন।

যুগান্তর
রোববার ১৯ জুলাই ২০২৬
৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

নীলফামারী হাইমচর কালীগঞ্জে কৃষকসহ তিন লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

নীলফামারী, চাঁদপুরের হাইমচর ও লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে কৃষকসহ তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **নীলফামারী** সদরের কচুকাটা ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া দোলারপাড় নামক স্থান থেকে কমল চন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে ওই এলাকার একটি আদা খেত থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত কমল চন্দ্র কচুকাটা বন্দরপাড়া গ্রামের বীরেণ চন্দ্র রায়ের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কবিরাজ। পারিবারিক সূত্র জানায়, কমল চন্দ্র শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। **চাঁদপুরের হাইমচরে** আলগী বাজারস্থ আলিফ গোল্ড মার্কেট থেকে বিজয় কুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিজয় কুমার ঘোষ চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি আলগী বাজারের আলিফ গোল্ড মার্কেটে অবস্থিত মাতৃ শিল্পালয় নামে স্বর্ণের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। জানা যায়, সকালে দোকানের ভেতরে বিজয় কুমার ঘোষের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে আশপাশের ব্যবসায়ীরা পুলিশকে খবর দেন। ওসি নাজমুল হাসান বলেন, মার্কেটে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো কার্যকর না থাকায় ঘটনার বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। **লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে** সতি নদী থেকে শিশু বর্মন নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি হররাম এলাকার তারক নাথ চন্দ্রের ছেলে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ধানের চারা রোপণের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন শিশু বর্মন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। শনিবার সকালে হররাম পূর্বপাড়া গ্রামের সতি নদীতে স্থানীয়রা তার লাশ দেখতে পান।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০২৬
৬ শ্রাবণ ১৪৩৩

সাতক্ষীরায় রাতে ফোনে ডেকে নিয়ে যুবককে হত্যা

সকালে মিলল লাশ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা সদরে মাইক্রোবাস চালক সুমনের (৩৫) লাশ একটি মৎস্য ঘের থেকে উদ্ধার হয়েছে। রাতে রহস্যজনক ফোনকল পেয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরেননি। পরদিন সকালে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন আলামতকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের দাবি, তাকে

সুমন

ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জানা যায়, নিহত সুমন সদর উপজেলার কৈখালী গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে। রোববার রাতে ফোনকল পেয়ে সুমন বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে সোমবার সকালে সদরের মাগুরা-কৈখালী বিল এলাকার কেসমত আলীর মৎস্য ঘেরে তার লাশ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে কেসমত আলী টঙঘরের বাতি বন্ধ করতে গিয়ে পানিতে লাশটি ভাসতে দেখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধারের সময় সেখান থেকে বিদ্যুতের কাটা তার, লোহা কাটার দুটি ব্লেড, একটি সিমবিহীন বাটন মোবাইল ফোন ও একটি সিগারেটের প্যাকেটসহ কয়েকটি আলামত জব্দ করে। ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১৬ জুলাই ২০২৬

সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলি

● খুলনা ব্যুরো

খুলনায় সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর জাতিসংঘ শিশুপার্কের পশ্চিম পাশে জলিলের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী এক পথচারী বলেন, প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জলিলের দোকানের পাশে চেয়ার নিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক কাজ শেষে আড্ডা দেন। আজও এখানে বসে ৬ জন সাংবাদিক গল্প করছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে আসা দুজন যুবক তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। একটি গুলি একটি চেয়ারের পায়ে বিদ্ধ হয়।

এসএ টিভির সাংবাদিক মতি জানান, রাতে আমরা কয়েকজন এখানে আড্ডা দিচ্ছিলাম। দুজন যুবক তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। একটি গুলি চেয়ারে লাগে। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।

খুলনা থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ফায়ারকৃত বুলেটের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। কোনো হতাহতের খবর আমার জানা নেই। কী কারণে এখানে গুলির ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
রোববার ১৯ জুলাই ২০২৬

কালীগঞ্জে সংবাদ সংগ্রহে বাধা

যুগান্তর প্রতিনিধিসহ দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে থানার সামনে শাহরিয়ার আলম সোহাগ ও মিশন আলী নামের দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৯টায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলে কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় ওই দুই সাংবাদিক কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। আহত সাংবাদিক সোহাগ দীপ্ত টিভির ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি ও যুগান্তরের কালীগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি এবং মিশন আলী নাগরিক টিভির ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি।

সাংবাদিক মিশন আলী বলেন, শহরের আড়পাড়া এলাকায় মাদক ব্যবসা কেন্দ্র করে মিলন হোসেন নামে এক যুবককে মারধর করে এলাকার কয়েক যুবক। এ ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় আড়পাড়া এলাকার মিঠু ও ইয়াসিন নামের দুই যুবককে থানায় তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। রাতে এলাকাবাসী থানায় আসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এ সময় ওসি জেল্লাল হোসেন কৃষক দলের বহিষ্কৃত নেতা জালাল উদ্দিন ও শাহীন লস্করকে ফোনে থানায় ডেকে আনেন। এ খবর পেয়ে রাত ৯টায় সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কালীগঞ্জ থানার সামনে যান সোহাগ। এ সময় যুবদল ও কৃষক দলের কয়েক নেতাকর্মী থানায় আসা মহিলাদের ওপর হামলা করে।

যুগান্তর প্রতিনিধিসহ দুই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হামলার ভিডিও ধারণ করতে গেলে উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জালাল উদ্দিন ভিডিও করতে নিষেধ করেন। একপর্যায়ে জালাল উদ্দিন বিএনপিদের কোনো ভিডিও করা যাবে না বলে সাংবাদিকদের হুমকি দেন। এরপর জালাল প্রথমে আমার ওপর হামলা করেন। এরপর ইসলামী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার স্টাফ কমলাপুর গ্রামের হাসান, নদীপাড়ার টিটো এবং ফারাসপুর গ্রামের রবিউল আমাকে মারধর করে।

সোহাগ আরও বলেন, ওসির মাদক নিয়ে বাণিজ্য ও আসামির মোবাইল গায়েব নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয়। এ ঘটনায় ওসি তার পেটোয়া বাহিনী দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এ বিষয়ে কৃষক দল নেতা জালাল উদ্দিনের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ওসি জেল্লাল হোসেন বলেন, আড়পাড়া গ্রাম থেকে মাদক মামলার আসামি আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এ খবর পেয়ে ওই গ্রামের নারী ও পুরুষরা থানা ঘেরাওয়ের চেষ্টা করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের ডেকে গ্রামের মানুষগুলোকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করি। এসময় কৃষক দলের জালালসহ কয়েকজন নারীদের গাড়িতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। ওই সময় সাংবাদিকরা ভিডিও করলে বিএনপি নেতারা তাতে বাধা দিলে ধাক্কাধাক্কি হয়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে আমি বিএনপি নেতাকর্মীদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেই। সাংবাদিকদের আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার বা কোনো সহকর্মীর বিরোধ নেই। সাংবাদিকরা একটি এজাহার দিয়েছেন।

দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, ঝিনাইদহ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আহমেদ নাসিম আনসারিসহ জেলার সিনিয়র নেতারা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২০ জুলাই ২০২৬

চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

দিনাজপুর ও কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

দিনাজপুরে যাত্রীবেশে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইকালে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নবিরুল ইসলাম নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর (কুর্শাখালী রেলগেটে) এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘোড়াঘাট এলাকা থেকে অটোরিকশা উদ্ধারসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

নিহত অটোরিকশাচালক নবিরুল ইসলাম (৪০) বিরামপুর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের শাহাব উদ্দিনের ছেলে। গ্রেপ্তার আকাশ আহম্মেদ (২২) জয়পুরহাটের মনোয়ারের ছেলে। তিনি ফুলবাড়ী পৌর এলাকার চকসাহাবাজপুরে তার সৎ বাবার সঙ্গে বসবাস করেন।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ১০টার দিকে শাহাবাজপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফুলবাড়ী পৌর শহরের ঢাকা মোড় (শাপলা চত্বর) থেকে নবিরুল ইসলামের অটোরিকশায় চড়েন তিনজন। পরে অটোরিকশাটি উত্তর লক্ষ্মীপুর (কুর্শাখালী রেলগেট) পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা চালক নবিরুলের কাছ থেকে অটোরিকশা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে তারা চালক নবিরুলকে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

ফুলবাড়ী থানার ওসি আবদুল লতিফ শাহ জানান, হত্যার ঘটনায় শনিবার রাতেই অটোরিকশাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে, কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা নিয়ে সংঘর্ষে এক বৃদ্ধ নিহত ও দুজন আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত ১টার দিকে ছাতিরচর বাজারে। নিহত কাছুম আলী (৬৫) ছাতিরচর পূর্বপাড়ার মনর উদ্দিনের ছেলে। আহতরা হলেন রমিজ মেম্বার ও হিরু মিয়া।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কিছু দিন ধরে ছাতিরচর দক্ষিণপাড়া গ্রামের জুম্মনের নেতৃত্বে নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা হচ্ছিল। কাছুমসহ কয়েকজন এতে বাধা দেন। এ নিয়ে শনিবার রাতে দুই পক্ষের হাতাহাতি ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। তখন প্রতিপক্ষের লোকজন কাছুমকে হত্যা করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২২ জুলাই ২০২৬

টঙ্গীতে ওড়না পেঁচিয়ে অটোরিকশাচালক স্বামীকে হত্যার অভিযোগ, নারী গ্রেফতার

■ টঙ্গী (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের টঙ্গীতে পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আবুল কালাম (২২) নামে এক অটোরিকশাচালককে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পিপাশা আক্তার (২১) নামের ঐ নারীকে গ্রেফতার করেছে টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশ। গত সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে টঙ্গী পশ্চিম থানার মাছিমপুর এলাকার কলাবাগান বস্তিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম জামালপুরের মেলান্দহ থানার টগারচর গ্রামের আফছার আলীর ছেলে। গ্রেফতার পিপাশা আক্তার একই এলাকার আব্দুল করিমের মেয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জীবিকার তাগিদে প্রায় এক মাস আগে পরিবার নিয়ে টঙ্গীতে আসেন আবুল কালাম। পরে টঙ্গী পশ্চিম থানার কলাবাগান বস্তিতে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন তিনি। সোমবার রাতে অটোরিকশা চালিয়ে বাসায় ফেরার পর পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পিপাশা তার গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেন বলে অভিযোগ করা হয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা পিপাশাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে এবং আবুল কালামের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি আরিফুর রহমান বলেন, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে ঐ নারীর সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে মামলা করেছেন। গ্রেফতার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।'

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩
Dhaka : Monday 20 July 2026

একই দিনে পৃথক স্থানে দুই আত্মহত্যা

প্রতিনিধি, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গত শনিবার রাতে পৃথক স্থানে দুটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর একটি উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কাইমপুর এলাকায় এবং অন্যটি ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের বিনাইরচর এলাকায় ঘটেছে। দুটি ঘটনাই পারিবারিক কলহের জেরে ঘটেছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টায় উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের বড় বিনাইরচর এলাকায় ভিকটিম দুই সন্তানের জননী আমেনা আক্তার মায়া এর লাশ নিজ ঘর থেকে উদ্ধার করেছে আড়াইহাজার থানা পুলিশ। তার স্বামীর নাম আসলাম হোসেন। তিনি পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে ভিকটিমের পরিবার লাশ ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আড়াইহাজার থানায় সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে আড়াইহাজার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে লাশ মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ ও বিস্তারিত তথ্য ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলে জানা যাবে বলে পুলিশ জানায়।

অন্যদিকে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কাইমপুর (জোয়ার হামছাদী) এলাকায় মালয়েশিয়া ফেরত যুবক মজিবুর রহমান কিটনাশক পানে আত্মহত্যা করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। তিনি ওই গ্রামের মৃত ইব্রাহিমের পুত্র এবং গত ৬ মাস আগে প্রবাস থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছেন বলে জানা গেছে। পারিবারিক কলহের জেরে তিনি গত ১৬ জুলাই কিটনাশক পান করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢামেক হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার মজিবুরের মৃত্যু হয়।

আড়াইহাজার থানার ওসি মো. সবজেল হোসেন জানান, নিহত মায়ার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মজিবুরের লাশের ময়না তদন্ত (এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে হচ্ছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২০ জুলাই ২০২৬,

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় রাজিব ইসলাম (২৫) নামে এক অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা করে তার অটোরিকশাটি দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। গত শনিবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার শম্ভুগঞ্জ-পরানগঞ্জ সড়কের ৬ নম্বর চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নের চর হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজিব ইসলাম নগরীর ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের চর ঈশ্বরদিয়া সাইতনকান্দা এলাকার এবাদুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন। তার আড়াই বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে কয়েকজন ব্যক্তি শম্ভুগঞ্জ থেকে জয়বাংলা বাজারে যাওয়ার কথা বলে রাজিব ইসলামের অটোরিকশা ভাড়া করেন। পথে চর হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়সংলগ্ন নির্জন এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাজিবকে আঘাত করে তার অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের পেছনে থাকা আরেকটি অটোরিকশার চালক ও যাত্রীরা ঘটনাটি টের পেয়ে চিৎকার করলে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। তবে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুর্বৃত্তরা সড়কের পাশের একটি ঝোপে রাজিবের মরদেহ ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

খবর পেয়ে সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান শাকিল এবং কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২০ জুলাই ২০২৬

চলন্ত বাসে নারী শ্রমিককে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ চালক গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় গভীর রাতে চলন্ত লোকাল বাসে এক নারী পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে বাসের চালক ও হেলপারের বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার জন্য চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হন ঐ নারী। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর বাসচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাসটি। তবে অভিযুক্ত হেলপার এখনো পলাতক।

গতকাল রবিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনোয়ার হোসেন। এর আগে একই দিন ভোরে সাভার মডেল থানার রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে চালক মো. আজিজুল শিকদার ওরফে রাজুকে (৩৭) গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার হওয়া আজিজুল শিকদার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার হরিণহাটি এলাকার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে সাভারের রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে ইতিহাস পরিবহনের বাস চালাতেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী (২৭) আশুলিয়ার ইপিজেড-১ এলাকার একটি পোশাক কারখানার জুনিয়র অপারেটর। গত ১২ জুলাই নিজ জেলা দিনাজপুর থেকে কর্মস্থলে ফেরার পথে রাতে চন্দ্রা চৌরাস্তায় নেমে আশুলিয়াগামী ইতিহাস পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন।

অভিযোগে বলা হয়, শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর অন্য সব যাত্রী নেমে গেলে চালক ও হেলপার আর কোনো যাত্রী বাসে ওঠার সুযোগ দেননি। এতে ঐ নারী বাস থামিয়ে নামিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও চালক বাস না থামিয়ে দ্রুতগতিতে চালাতে থাকেন।

পরে শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড ও ইপিজেড এলাকার মধ্যবর্তী নির্জন স্থানে বাসের হেলপার তাকে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় চালকও তাকে সহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। নিজেকে রক্ষার জন্য ঐ নারী চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়েন। এতে তার মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। পরে অন্য একটি বাসের সহায়তায় তিনি আশুলিয়ায় এসে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরদিন আশুলিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ জানায়, অভিযোগ পাওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চালককে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে ধর্ষণচেষ্টায় ব্যবহৃত ইতিহাস পরিবহনের বাস (ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৮৫০৮) জব্দ এবং ভুক্তভোগীর হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পলাতক হেলপারকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম আলো
সোমবার, ২০ জুলাই ২০২৬,

ঝিনাইদহ

হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি

ঝিনাইদহের পাগলাকানাই এলাকায় হোটেলশ্রমিক আফিয়া আক্তার ওরফে খুশি (২১) হত্যার দায় স্বীকার করেছেন কথিত প্রেমিক মো. সাঈদ মেহেদী (৩০)। শনিবার বিকেলে ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোকলেছুর রহমান ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করেন। এর আগে ১৭ জুলাই রাতে সাতক্ষীরার দেবহাটা থানার খলিশাখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাঈদ মেহেদী সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার ঢেপুখালী গ্রামের মো. মোসলেম হাজির ছেলে। তিনি পেশায় কখনো রিকশাচালক, কখনো ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন। নিহত আফিয়া আক্তার খুশি সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার আদালতপুর গ্রামের সহিদুল ইসলামের মেয়ে। তিনি ঝিনাইদহ শহরে এক হোটেলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গত ১৩ মে সকালে পাগলাকানাই এলাকার ভাড়া বাসা থেকে আফিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঝিনাইদহ*

যুগান্তর
সোমবার ২০ জুলাই ২০২৬
৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

পাওনা দেবে বলে ডেকে নেওয়া হয়

লোহাগড়ায় ১৮ হাজার টাকার জন্য খুন

লোহাগড়া (নড়াইল) প্রতিনিধি

লোহাগড়ায় পাওনা ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে আলিনুর ফকিরকে (২৯) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার রাত ১০টার দিকে ইতনার কুমারডাঙ্গার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলিনুর ফকির কুমারডাঙ্গার আব্দুল হাই ফকিরের ছেলে। তিনি একজন নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। জানা যায়, গত রমজান মাসে গ্রামের জাহাঙ্গীর শেখের ছেলে রাজিব শেখকে ১৮ হাজার টাকা ধার দেন আমিনুর। পাওনা টাকা মাস খানেকের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও রাজিব নানা তালবাহানায় সময়ক্ষেপণ করে। একপর্যায়ে রাজিব টাকা দেওয়ার কথা বলে শনিবার রাতে ডেকে নেয় আমিনুরকে। আমিনুর তার ভাই আলিনুরকে সঙ্গে নিয়ে রাজিবের কাছে পাওনা টাকা চাইলে উভয়ের কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় রাজিব ও তার সহযোগীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আলিনুর ও আমিনুরের ওপর হামলা চালিয়ে আলিনুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা এসে দুই ভাইকে উদ্ধার করে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক আলিনুরকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬
E-mail : sportsjugantor

ফতুল্লায় চোর অপবাদে অমানুষিক নির্যাতন রংমিস্ত্রির মৃত্যু

ভেঙে দেওয়া হয় হাতের কবজি, আঙুল

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চুরির অপবাদ দিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের ছয় দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম নয়ন হাওলাদার। সোমবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি মাহবুব আলম জানান, নুরুল ইসলাম তার বাড়িতে রংমিস্ত্রি নয়নকে দুদিন যাবৎ আটকে রেখে বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আমেনা আক্তার শিমু মামলা করেছেন। চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী শিমু জানান, 'আমরা স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল তাতখানা এলাকায় ভাড়া থাকি। স্বামী ফতুল্লার দক্ষিণ শিহাচর এলাকায় নুরুল ইসলামের বাড়িতে এক মাস যাবৎ বাড়িঘর রং করার কাজে ছিল। ১৪ জুলাই সকালে কাজে যান স্বামী। রাতে বাড়ির মালিক নুরুল ইসলাম আমাকে ফোন করে বলেন, তোমার স্বামী ঘর থেকে ৫০ হাজার টাকা চুরি করেছে। টাকা নিয়ে আসলে নয়নকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরদিন কানের স্বর্ণের দুল বন্ধক রেখে ৩০ হাজার টাকা দিলে বাড়ির মালিকের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা নয়নের বুকের ওপর বসে কাঠের টুকরো দিয়ে শরীরে আঘাত করে। বাড়ির অন্য সদস্য সিরাজুস সালেকিন বিদ্যুতের তার এনে নয়নের শরীরে শক দেয় এবং বাম হাতের কবজি-আঙুল মুচড়িয়ে ভেঙে দেয়। ১৬ জুলাই দুপুরে ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে ঘটনা জানাই। পরে পুলিশ নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। নয়নকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করি। অপবাদ দিয়ে যারা স্বামীকে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি চাই।'

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৬

চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই যাবজ্জীবন চারজনের

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরে চালককে হত্যা করে চার্জার ভ্যান ছিনতাইয়ের মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার অপর আসামি শওকত আলী মণ্ডলকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বিকালে জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালতের বিচারক দেলোয়ার হোসেন এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, বাগাতিপাড়া উপজেলার বেগুনিয়া গ্রামের শরিফুল ইসলাম, মাজেদুল মণ্ডল ও রানা এবং কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার লিটন ওরফে মিঠুন মণ্ডল। শওকত আলী মণ্ডল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাসিন্দা। আসামিদের মধ্যে রানা পলাতক। আদালত সূত্রে জানা যায়, রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বেড়েরবাড়ী গ্রামের জিয়া সরদারের ছেলে প্রান্ত চার্জার ভ্যান চালাতেন। ২০১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে তিন ব্যক্তি আড়ানী বাজার থেকে নাটোরের বাগাতিপাড়ায় যাওয়ার কথা বলে ভ্যানটি ভাড়া করে। ওই রাতে প্রান্ত আর বাড়ি ফেরেননি।

যুগান্তর
বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬

কেরানীগঞ্জে অপহৃত চালক উদ্ধার

মুক্তিপণ দাবি করায় গ্রেফতার ৪

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে অটোচালককে আটকে রেখে পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করায় চারজনকে গ্রেফতার করেছেন র‍্যাব-১০ এর সদস্যরা। এ সময় অপহৃত অটোচালক সুন্দর আলীকে উদ্ধার করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোনালী সেন মঙ্গলবার জানান, গত ১৯ জুলাই দ্বিতীয় বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়ার পথে কুদ্দুসসহ কয়েকজন সুন্দর আলীর তার গতিরোধ করে। পরে তাকে মারধর করে অন্য একটি অটোরিকশায় তুলে রামেরকান্দা বালুর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে আটকে রেখে পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। অপহরণকারীরা সুন্দর আলীকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পরিবারের সদস্যদের কাছে বারবার টাকা দাবি করে। পরে তাকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা এলাকার একটি বাসায় আটকে রাখা হয়।

এ ঘটনায় অভিযানে অপহরণকারী চক্রের চার সদস্য কুদ্দুস মিয়া, জুয়েল রানা ওরফে কুত্তা জুয়েল, রাকিব হাওলাদার ও অপু মীর ওরফে বায়জিদকে আটক করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ জুলাই ২০২৬

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাহত যুবকের ৯ দিন পর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হওয়ার ৯ দিন পর গত মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোকন (৪০) নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। রোকন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ভাবুন্দিয়া কালিকাবাড়ী গ্রামের আব্দুর রশীদের ছেলে।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১২ জুলাই রাতে অটোরিকশা চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিজ বাড়ির সামনে একই গ্রামের রাজীবের সঙ্গে রোকনের দেখা হয়। এসময় রোকন রাজীবের কাছে পাওনা টাকা চাওয়ায় দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে রাজীব রোকনের পেটে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়। কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ওসি আবুল কালাম ভূঁইয়া জানান, নিহতের বড় ভাই মোহাম্মদ সোহরাব থানায় একটি মামলা করেছেন। আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬
যুগান্তর

প্রাইভেটকার চালকের ঘুসিতে অটোচালক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে ইজিবাইকের ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে মারধরে রফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ১১টার দিকে চিটাগাং রোডের রায়হান সিএনজি পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকের স্বজনরা জানান, রফিক সিদ্ধিরগঞ্জের ওই সিএনজি পাম্পের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাইভেটকারের সঙ্গে তার অটোরিকশার সামান্য ধাক্কা লাগে। এর জের ধরে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে রফিককে কিল-ঘুসি মারেন প্রাইভেটকার চালক নাদিম। ঘুসিতে রফিকের নাক দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ খানপুর ৩শ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রফিকের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলায়। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জের সিআইখোলা এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। এদিকে প্রাইভেটকারের চালক নাদিমকে (৫০) আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৬

প্রাইভেট কারচালকের ঘুসিতে প্রাণ গেল অটোচালকের

সিদ্ধিরগঞ্জে প্রাইভেট কারচালকের ঘুসিতে রফিক হাওলাদার (৪৫) নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার রাত ১১টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে রফিকের স্ত্রী মামলা করেছেন। অভিযুক্ত নাদিমকে (৫০) গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। রফিক পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইউনুছ হাওলাদারের ছেলে। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জের সিআইখোলা এলাকায় অটোরিকশা চালাতেন। নাদিম সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী এলাকার বাসিন্দা। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি এমদাদুল হক জানান, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। স্বজনরা জানান, ঘটনার সময় রফিকের অটোরিকশায় একজন নারী যাত্রী ছিলেন। পথে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে অটোরিকশার সামান্য সংঘর্ষ হয়। এ নিয়ে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। একপর্যায়ে প্রাইভেট কারচালক রফিককে ঘুসি দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। তাঁকে ৩০০ শয্যার খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
-সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

যুগান্তর | শুক্রবার ২৪ জুলাই ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@

বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় পোশাককর্মীকে হত্যা

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

পরকীয়া প্রেম করায় তালাক দেয় দ্বিতীয় স্বামীকে। সেই প্রেমিকের সাথে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সিদ্ধিরগঞ্জে বসবাস করেও আসছিল। কিন্তু বাদ সাধে বিয়ে। পরকীয়া প্রেমিককে বিয়ের জন্য চাপ দিলে প্রেমিক গলাচেপে হত্যা করে প্রেমিকাকে। এ ঘটনার ১০ দিন পর নারায়ণগঞ্জ পিবিআই ঘটনার তদন্ত করে পরকীয়া প্রেমিককে গ্রেফতার করে। আদালতে সোপর্দ করলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দেয় পরকীয়া প্রেমিক। এর আগে তালাকপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্বামীকেও গ্রেফতার করে পিবিআই। বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জে পিবিআই কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পিবিআই নারায়ণগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মো. মোস্তফা কামাল রাশেদ। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, সিদ্ধিরগঞ্জের গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া আক্তার (২৩) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তারই পরকীয়া প্রেমিক আ. রাজ্জাক ওরফে আরিয়ানকে (২৫) ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন জিনজিরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর তার ভাই রিয়াজ মোল্লা (৪৪) বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া আক্তার প্রায় তিন বছর পরকীয়া প্রেম করার পর ইব্রাহীম নামক এক ব্যক্তির সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর আগে তার প্রথম স্বামী শহীদুল ইসলামকে তালাক দেয় সাদিয়া। শহীদুল ইসলামের ঘরে তার এক কন্যাসন্তান রয়েছে। বিয়ের পূর্বে ইব্রাহীম স্ত্রী-সন্তান নেই বললেও বিয়ের পরে সাদিয়া জানতে পারেন ইব্রাহীমের স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর ইব্রাহীম সাদিয়াকে ভরণপোষণ না দিয়ে তার প্রথম স্ত্রীর সাথে বেশি সময় কাটানোয় তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকত। এক পর্যায়ে সাদিয়া রাজ্জাক নামে আরেক সহকর্মীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। এরপর পরিণয়। এক পর্যায়ে সাদিয়া ও রাজ্জাক স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গত ১ জুলাই সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি বাতানপাড়া এলাকায় শাহজাহান মাস্টারের বাসায় ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস শুরু করে। গত ১২ জুলাই সাদিয়ার সাথে আব্দুর রাজ্জাকের পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। ১৩ জুলাই রাত অনুমান ১০টায় বাড়ির মালিক শাহজাহান মাস্টার ওরফে সোহেল সাদিয়ার বাসার মূল ফটক খোলা দেখে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে দরজার সামনে গিয়ে দেখে সাদিয়া ফ্লোরে পড়ে আছে। পরে তিনি আশপাশের বাসার

সিদ্ধিরগঞ্জে পরকীয়া প্রেমিকের স্বীকারোক্তি

ভাড়াটিয়া ও লোকদের নিয়ে দেখেন সাদিয়া মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তখন বাড়ির মালিক ৯৯৯ নাম্বারে ফোন দিলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ সাদিয়ার লাশ উদ্ধার করে। তাকে ১২ জুলাই বেলা পৌনে ১২টা থেকে ১৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১০টার মধ্যে হত্যা করা হয় বলে পুলিশের ধারণা। তদন্তে নেমে নারায়ণগঞ্জ পিবিআই ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানাধীন কোনাপাড়া এলাকা থেকে তালাকপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্বামী ইব্রাহীমকে গ্রেফতার করে রিমান্ড আনে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৫ জুলাই ২০২৬

নড়াইলে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আরো পাঁচ জেলায় ১ খুন ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন জেলায় পৃথক ঘটনায় ইউপি সদস্য, কৃষক, চা বিক্রেতাসহ পাঁচজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া এক কিশোরী গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ এবং ভৈরব নদ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় মো. মনি মিয়া শেখ (৪৫) নামের এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পানিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর নয়নী রাজবংশী (৫৪) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে লৌহজং নদীর মির্জাপুর পৌর এলাকার আন্ধরা গ্রামের কাদের মিয়ার বাড়ির পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া : দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের সীমান্তসংলগ্ন ধর্মদহ গ্রামের একটি মাঠে বাঁশের মাচা থেকে সামিরুল শাহ (৬০) নামের এক চা বিক্রেতার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে ব্যাংগাড়ি-ধর্মদহ সড়কের পাশের মাঠে থাকা বাঁশের মাচায় মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়।

চুয়াডাঙ্গা : আলমডাঙ্গায় নিখোঁজ হাসেম আলী (৫৫) নামের এক কৃষকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে উপজেলার ওসমানপুর বিশ্বাসপাড়ার কাটাখালী মাঠ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ফেনী : পরশুরামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ফ্ল্যাট থেকে ফারজানা আক্তার প্রিয়া (১৪) নামের এক কিশোরী গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ গেটসংলগ্ন 'কাদের টাওয়ার'-এর তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

যশোর : অভয়নগরে ভৈরব নদ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দেয়াপাড়া গ্রামের পূর্বাঞ্চল খেয়াঘাট এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নওয়াপাড়া নৌ পুলিশের ইনচার্জ এসআই রনজিৎ সেন বলেন, দীর্ঘদিন পানিতে থাকায় মরদেহের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৮ জুলাই ২০২৬

স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত, প্রতিবাদ করায় ছুরিকাঘাতে হত্যা

তিন জেলায় আরও তিন খুন

প্রতিদিন ডেস্ক

ফেনীতে স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহে এক বৃদ্ধ, নওগাঁয় গৃহবধূ ও বরিশালে বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

ফেনী : জেলার মহিপালে স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় নুর নবী হোসেন (৩০) নামে এক দিনমজুরকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আসামি শাহ পরান ওরফে ফয়সাল ওরফে সাদ্দাম হোসেনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ময়মনসিংহ : গফরগাঁওয়ে চুরির অভিযোগে আটক নাতিকে গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নবী হোসেন মৃধা (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে উপজেলার হাটপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নওগাঁ : ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে স্বামীর ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন মুনিরা খাতুন (২৬) নামে এক গৃহবধূ। এ ঘটনায় স্বামী ফরহাদ হোসেনকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বরিশাল : বাবুগঞ্জ উপজেলায় হাঁসে ধান খাওয়ায় নাতির লাথিতে বৃদ্ধা নানির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল পূর্ব ভুতেরদিয়া গ্রামে রূপচাঁদ মাঝির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়ারুন নেসা (৬০) একই গ্রামের রূপচাঁদ মাঝির স্ত্রী। অভিযুক্তের নাম মেহেদী হাসান।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬
৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

ছুরিকাঘাত করে অটো ছিনতাই

বিরামপুরে চালক হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবি

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

বিরামপুরের ইজিবাইক চালক নবিরুল ইসলামের (৩৫) ইজিবাইক ছিনতাই ও তাকে হত্যার প্রতিবাদে স্থানীয়রা বুধবার দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের দুর্গাপুর এলাকায় মানববন্ধন করেছেন। ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে এলাকাবাসী হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। মানববন্ধনের সময় মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে ওসি সাইফুল ইসলাম সরকার এই হত্যা মামলায় আইনগত সহায়তার আশ্বাস দিলে তারা কর্মসূচি সমাপ্ত করেন। জানা গেছে, বিরামপুরের দুর্গাপুর গ্রামের নবিরুল ইসলাম শনিবার বিকালে ইজিবাইক (অটোরিকশা) নিয়ে বের হন। সন্ধ্যায় যাত্রীবেশে কয়েক যুবক সেই অটোতে উঠে ফুলবাড়ি থানার সীমানায় গিয়ে নবিরুলকে ছুরিকাঘাত করে অটো নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই বিরামপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাই হওয়া ইজিবাইকসহ প্রধান আসামিকে আটক করে। পরদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহত নবিরুলের মৃত্যু হয়। ওসি সাইফুল ইসলাম সরকার বলেন, ঘটনাটি পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ি থানা এলাকায় ঘটলেও আমরা প্রধান আসামিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি। বিচার প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাসে মানববন্ধনকারীরা আশ্বস্ত হয়েছেন।

মহাসড়কের পাশেই মিলল চালকের লাশ

পরিবারের দাবি হত্যা

কিশোরগঞ্জ ব্যুরো

মানিক মিয়া

রাজশাহী যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হলেও পরদিন কিশোরগঞ্জ সদরের আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে মানিক মিয়া নামে এক পরিবহন চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার ভোর সাড়ে ৫টায় কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর উপজেলার বিন্নাটি ইউনিয়নের বিসিআইসি গোডাউনের সামনে থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত মানিক মিয়া ইটনা উপজেলার রায়টুটী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হেকিমের ছেলে। তিনি ঢাকায় এসএ পরিবহণের গাড়িচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মানিককে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলও উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের বড় ভাই এমদাদুল হক শাহিন বলেন, অফিসের কাজে মানিকের রাজশাহী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কীভাবে বা কেন তিনি কিশোরগঞ্জে গেলেন, তা পরিবারের কাছে রহস্যজনক। তাদের ধারণা, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে। কটিয়াদী হাইওয়ে পুলিশের ওসি এবিএম মেহেদী মাসুদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো একসময় গাড়ির ধাক্কায় মানিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘটনাটি তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৪ জুলাই ২০২৬
৯ শ্রাবণ ১৪৩৩

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হোটেলে নিয়ে খুন

গাজীপুরে স্বামীর স্বীকারোক্তি

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি আবাসিক হোটেলের একটি কক্ষ থেকে শান্তা বেগম (৩৩) নামে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। এর একদিনের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনায় জড়িত ঘাতক স্বামী সাইফুল ইসলামকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (পিবিআই) গাজীপুরের সদস্যরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে সাইফুল ইসলাম আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। তাতে সাইফুল স্ত্রীর পরকীয়ার কথা উল্লেখ করেন।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে ওই এলাকার 'ইভ্যালি' নামের একটি আবাসিক হোটেলের ৩০৭ নম্বর কক্ষ থেকে শান্তা বেগমের লাশ উদ্ধার করেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানা পুলিশ। নিহত শান্তা নাটোর সদরের চরলক্ষীকোল এলাকার শহীদুল ইসলামের মেয়ে। ঘটনার দিন অতীতের বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর পর্যায়ে শান্তার ব্যাগ থেকে ফল কাটার ছুরি দিয়ে তার গলায় আঘাত করেন।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে বাসন থানায় হত্যা মামলা করেছেন। পিবিআই জানায়, নিহত শান্তা বেগম গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর আহমেদনগর এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। ২১ জুলাই দুপুরে শান্তা বেগম ও তার তৃতীয় স্বামী পরিচয় দেওয়া মো. সাইফুল ইসলাম গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তার 'আনোয়ারা ম্যানশন' ইভ্যালি আবাসিক হোটেলের ৩০৭ নম্বর কক্ষ ভাড়া নেন। ওই রাতেই হোটেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে বাসন থানা পুলিশ ওই কক্ষ থেকে শান্তার গলা ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নসহ লাশ উদ্ধার করে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৪ জুলাই ২০২৬.

সহকর্মীদের ঝগড়া থামাতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে একটি নির্মাণাধীন ভবনে সহকর্মী দুই শ্রমিকের মারামারি থামাতে গিয়ে মো. সাকিব নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কামরাঙ্গীর এলাকার ১৮ নম্বর সড়কে মাহদীনগর রব টাওয়ারে এ ঘটনা ঘটে।

সাকিবের সহকর্মীরা বলেন, সাকিব পেশায় নির্মাণশ্রমিক। গতকাল সকালের দিকে নির্মাণাধীন ওই ভবনের তৃতীয় তলায় ইয়াসিন ও জাহাঙ্গীর নামে দুই শ্রমিক মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। তাদের মারামারি থামাতে গিয়ে সাকিব মারামারি না করে কাজ করার কথা বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মারামারি থামিয়ে তারা দুজন মিলে সাকিবকে মারধর করে। একপর্যায়ে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলে সাকিব গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, নিহত সাকিব নোয়াখালীর মাইজদী এলাকার ভাটিরটেকের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

এদিকে কামরাঙ্গীচর থানা-পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৫ জুলাই ২০২৬,

অটোরিকশাচালকের মাটিচাপা লাশ উদ্ধার

অপরাধ

গত মঙ্গলবার থেকে অলিউর নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বাড্ডায় নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর অলিউর রহমান ওরফে অলি (২৪) নামের এক অটোরিকশাচালকের মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

অলিউর পূর্ব বাড্ডার জোড়াখাম্বা এলাকায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার লতিফপুর গ্রামে। তিনি মৃত আসাদ মিয়ার ছেলে। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

অলিউরের খালাতো ভাই রুবেল মিয়া বলেন, গত মঙ্গলবার থেকে অলিউর নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরে তাঁর অটোরিকশাটি উদ্ধার হলেও তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার পূর্ব বাড্ডার বালুর মাঠ এলাকায় ময়লার স্তূপের পাশে অলিউরের ব্যবহৃত এক জোড়া স্যান্ডেল ও রক্তমাখা একটি পাঞ্জাবি পাওয়া যায়। পরে বিষয়টি বাড্ডা থানায় জানানো হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ উলারটেক এলাকার একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে পলিথিনে মোড়ানো ও মাটিচাপা দেওয়া অবস্থায় অলিউরের মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল শুক্রবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, অলিউরের মাথার পেছনে, বাঁ কানের নিচে এবং মাথার খুলিতে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া একটি ফুলহাতা শার্ট দিয়ে তাঁর মুখ শক্ত করে বাঁধা ছিল।

রুবেল মিয়ার ভাষ্য, অলিউরের এক বন্ধু জাহিদ কাপড়ের ব্যবসা করেন। কয়েক মাস আগে অলিউর তাঁর মা নাজমা বেগমের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা ধার নিয়ে জাহিদকে দিয়েছিলেন। পরে টাকা ফেরত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। পরিবারের ধারণা, সেই বিরোধের জেরেই অলিউরকে হত্যা করা হয়েছে।

এসআই মাহমুদুল হাসান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, টাকাপয়সা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে অলিউরকে হত্যা করে লাশ গুমের উদ্দেশ্যে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের কারণ, জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা তদন্ত করে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৬।

প্রেমিকের হাতেই খুন গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আলোচিত গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া আক্তার (২৩) হত্যা মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবি করেছে পিবিআই। এ ঘটনায় নিহতের প্রেমিক আব্দুর রাজ্জাক আরিয়ানকে (২৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ক্যাপ, নিহতের মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। গতকাল পিবিআই জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে ইন্সপেক্টর (প্রশাসন) মিন্টু কুমার এসব তথ্য জানান। পিবিআই জানায়, স্বামীকে ডিভোর্স দেওয়ার পর পরিচয় গোপন করে অবিবাহিত দাবি করে আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাদিয়ার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ১ জুলাই তারা বাতানপাড়ায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ভাড়া বাসায় ওঠেন। ১২ জুলাই রাতে খুন সাদিয়া।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০২৬,

সাংবাদিককে পিটিয়ে থানায় দিলেন ছাত্রদল আহ্বায়ক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সাংবাদিক লালন সরকারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাকে মারধর করে আহত অবস্থায় থানায় তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থা থেকে তাকে চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। গত শুক্রবারের ঘটনায় লালন সরকারকে পরদিন শনিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সুমন, তার বড় ভাই জাহেদুজ্জামান রাসেল, মুশফিকুর রহমান লিমনসহ প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে হামলার

সাংবাদিককে পিটিয়ে থানায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ করেছেন তিনি। এ ঘটনায় লালন সরকারের স্ত্রী শারমিন গত শনিবার রাতে দেবীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। লালন সরকার আজকের বসুন্ধরা নামক পত্রিকার হয়ে কাজ করতেন। এখন ফেসবুকে একটি পেজ চালান।

ভুক্তভোগী লালন সরকার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আসাদুজ্জামান সুমন মোবাইল ফোনে লালনকে দেখা করতে ডাকেন। পরে পায়রা চত্বরসংলগ্ন এনএন স্কুল মাঠের গোলপোস্টের পাশে কয়েকজনের সঙ্গে অবস্থানকালে সুমন, রাসেলসহ প্রায় ৫০ জন তাকে ঘিরে ফেলেন।

লালনের দাবি, হামলার সময় পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল ইসলাম লিটন, সাদেকুজ্জামান হীরা, দেবীগঞ্জ কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক খালিদ মাহমুদ সৈকত, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ ফয়সাল চৌধুরী শোভনসহ আরও কয়েকজনকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন।

জানা গেছে, সম্প্রতি 'জুলাই দেবীগঞ্জ' নামে একটি ফেসবুক আইডি থেকে ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান সুমনের দুই ভাই আপিল লিয়ন ও মুশফিকুর রহমান লিমনকে নিয়ে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। সেখানে এক ভাইকে 'Debiganj' নামের একটি ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন এবং অন্য ভাইকে ২০২২ সালে ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে দাবি করা হয়।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ওই ফেসবুক আইডিটি তিনি পরিচালনা করেন এমন অভিযোগ তুলে তার ওপর হামলা চালানো হয়। তবে লালনের দাবি, আইডিটি কে পরিচালনা করেন সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

লালন সরকারের অভিযোগ, হামলার সময় তাকে মাটিতে ফেলে এলোপাতাড়ি লাথি ও ঘুষি মারা হয়। একপর্যায়ে তিনি পানি চাইলে পানি দেখিয়েও পান করতে দেওয়া হয়নি। সুমন ও রাসেল তার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এতে তার গলা, দুই হাত, দুই উরু ও পিঠে গুরুতর আঘাত লাগে। ডান কান থেকে রক্ত বের হয় এবং জিহ্বা কেটে যায়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, হামলার সময় তার দুটি স্মার্টফোন, একটি ফিচার ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটরসাইকেলের স্মার্ট কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

লালনের দাবি, মারধরের একপর্যায়ে তাকে একটি ভ্যানে করে দেবীগঞ্জ থানায় নেওয়া হয়। পরে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা নেওয়ার জন্য মব তৈরি করে ওসির ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

লালনের স্ত্রী শারমিন বলেন, 'আমার স্বামীকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে তিনি মারা যেতে পারতেন। রাত আড়াইটা পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে নিতে পারিনি। পরে পুলিশের সহযোগিতায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর জানতে পারি, তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই তাকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। চাঁদাবাজির কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। আমি আমার স্বামীর ওপর হামলার বিচার চাই।'

অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সুমন বলেন, 'লালন সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চলেন। তিনি আমাদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে বিভিন্ন হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবি করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে থানায় দেয়। আমি সেখানে যাওয়ার পর কোনো মারধরের ঘটনা ঘটেনি।'

এ বিষয়ে জাহিন ট্রেডার্সের ম্যানেজার আবু হানিফ মোবাইলফোনে বলেন, বিষয়টি টাকাপয়সার বিরোধসংক্রান্ত। বিস্তারিত জানাবেন বলে তিনি পরে ফোন কেটে দেন।

দেবীগঞ্জ থানার ওসি মুসা মিয়া বলেন, 'লালনের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে মামলা হয়েছে।' তিনি মারধরের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, 'তার শরীরে এক জায়গায় সামান্য আঁচড়ের দাগ ছিল।'

প্রথম আলো
শনিবার, ২৫ জুলাই ২০২৬,

অটোরিকশাচালকের মাটিচাপা লাশ উদ্ধার

অপরাধ

গত মঙ্গলবার থেকে অলিউর নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বাড্ডায় নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর অলিউর রহমান ওরফে অলি (২৪) নামের এক অটোরিকশাচালকের মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

অলিউর পূর্ব বাড্ডার জোড়াখাম্বা এলাকায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার লতিফপুর গ্রামে। তিনি মৃত আসাদ মিয়ার ছেলে। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

অলিউরের খালাতো ভাই রুবেল মিয়া বলেন, গত মঙ্গলবার থেকে অলিউর নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরে তাঁর অটোরিকশাটি উদ্ধার হলেও তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার পূর্ব বাড্ডার বালুর মাঠ এলাকায় ময়লার স্তূপের পাশে অলিউরের ব্যবহৃত এক জোড়া স্যান্ডেল ও রক্তমাখা একটি পাঞ্জাবি পাওয়া যায়। পরে বিষয়টি বাড্ডা থানায় জানানো হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ উলারটেক এলাকার একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে পলিথিনে মোড়ানো ও মাটিচাপা দেওয়া অবস্থায় অলিউরের মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল শুক্রবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, অলিউরের মাথার পেছনে, বাঁ কানের নিচে এবং মাথার খুলিতে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া একটি ফুলহাতা শার্ট দিয়ে তাঁর মুখ শক্ত করে বাঁধা ছিল।

রুবেল মিয়ার ভাষ্য, অলিউরের এক বন্ধু জাহিদ কাপড়ের ব্যবসা করেন। কয়েক মাস আগে অলিউর তাঁর মা নাজমা বেগমের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা ধার নিয়ে জাহিদকে দিয়েছিলেন। পরে টাকা ফেরত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। পরিবারের ধারণা, সেই বিরোধের জেরেই অলিউরকে হত্যা করা হয়েছে।

এসআই মাহমুদুল হাসান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, টাকাপয়সা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে অলিউরকে হত্যা করে লাশ গুমের উদ্দেশ্যে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের কারণ, জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা তদন্ত করে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৬।

প্রেমিকের হাতেই খুন গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আলোচিত গার্মেন্টকর্মী সাদিয়া আক্তার (২৩) হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটনের দাবি করেছে পিবিআই। এ ঘটনায় নিহতের প্রেমিক আব্দুর রাজ্জাক আরিয়ানকে (২৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ক্যাপ, নিহতের মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। গতকাল পিবিআই জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে ইন্সপেক্টর (প্রশাসন) মিন্টু কুমার এসব তথ্য জানান। পিবিআই জানায়, স্বামীকে ডিভোর্স দেওয়ার পর পরিচয় গোপন করে অবিবাহিত দাবি করে আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাদিয়ার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ১ জুলাই তারা বাতানপাড়ায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ভাড়া বাসায় ওঠেন। ১২ জুলাই রাতে খুন সাদিয়া।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই ২০২৬,

সাংবাদিককে পিটিয়ে থানায় দিলেন ছাত্রদল আহ্বায়ক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সাংবাদিক লালন সরকারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাকে মারধর করে আহত অবস্থায় থানায় তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থা থেকে তাকে চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। গত শুক্রবারের ঘটনায় লালন সরকারকে পরদিন শনিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সুমন, তার বড় ভাই জাহেদুজ্জামান রাসেল, মুশফিকুর রহমান লিমনসহ প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে হামলার

সাংবাদিককে পিটিয়ে থানায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ করেছেন তিনি। এ ঘটনায় লালন সরকারের স্ত্রী শারমিন গত শনিবার রাতে দেবীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। লালন সরকার আজকের বসুন্ধরা নামক পত্রিকার হয়ে কাজ করতেন। এখন ফেসবুকে একটি পেজ চালান।

ভুক্তভোগী লালন সরকার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আসাদুজ্জামান সুমন মোবাইল ফোনে লালনকে দেখা করতে ডাকেন। পরে পায়রা চত্বরসংলগ্ন এনএন স্কুল মাঠের গোলপোস্টের পাশে কয়েকজনের সঙ্গে অবস্থানকালে সুমন, রাসেলসহ প্রায় ৫০ জন তাকে ঘিরে ফেলেন।

লালনের দাবি, হামলার সময় পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল ইসলাম লিটন, সাদেকুজ্জামান হীরা, দেবীগঞ্জ কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক খালিদ মাহমুদ সৈকত, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ ফয়সাল চৌধুরী শোভনসহ আরও কয়েকজনকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন।

জানা গেছে, সম্প্রতি 'জুলাই দেবীগঞ্জ' নামে একটি ফেসবুক আইডি থেকে ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান সুমনের দুই ভাই আপিপ লিয়ন ও মুশফিকুর রহমান লিমনকে নিয়ে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। সেখানে এক ভাইকে 'Debiganj' নামের একটি ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন এবং অন্য ভাইকে ২০২২ সালে ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে দাবি করা হয়।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ওই ফেসবুক আইডিটি তিনি পরিচালনা করেন এমন অভিযোগ তুলে তার ওপর হামলা চালানো হয়। তবে লালনের দাবি, আইডিটি কে পরিচালনা করেন সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

লালন সরকারের অভিযোগ, হামলার সময় তাকে মাটিতে ফেলে এলোপাতাড়ি লাথি ও ঘুষি মারা হয়। একপর্যায়ে তিনি পানি চাইলে পানি দেখিয়েও পান করতে দেওয়া হয়নি। সুমন ও রাসেল তার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এতে তার গলা, দুই হাত, দুই উরু ও পিঠে গুরুতর আঘাত লাগে। ডান কান থেকে রক্ত বের হয় এবং জিহ্বা কেটে যায়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, হামলার সময় তার দুটি স্মার্টফোন, একটি ফিচার ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটরসাইকেলের স্মার্ট কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

লালনের দাবি, মারধরের একপর্যায়ে তাকে একটি ভ্যানে করে দেবীগঞ্জ থানায় নেওয়া হয়। পরে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা নেওয়ার জন্য মব তৈরি করে ওসির ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

লালনের স্ত্রী শারমিন বলেন, 'আমার স্বামীকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে তিনি মারা যেতে পারতেন। রাত আড়াইটা পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে নিতে পারিনি। পরে পুলিশের সহযোগিতায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর জানতে পারি, তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই তাকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। চাঁদাবাজির কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। আমি আমার স্বামীর ওপর হামলার বিচার চাই।'

অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সুমন বলেন, 'লালন সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চলেন। তিনি আমাদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে বিভিন্ন হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবি করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে থানায় দেয়। আমি সেখানে যাওয়ার পর কোনো মারধরের ঘটনা ঘটেনি।'

এ বিষয়ে জাহিন ট্রেডার্সের ম্যানেজার আবু হানিফ মোবাইলফোনে বলেন, বিষয়টি টাকাপয়সার বিরোধসংক্রান্ত। বিস্তারিত জানাবেন বলে তিনি পরে ফোন কেটে দেন।

দেবীগঞ্জ থানার ওসি মুসা মিয়া বলেন, 'লালনের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে মামলা হয়েছে।' তিনি মারধরের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, 'তার শরীরে এক জায়গায় সামান্য আঁচড়ের দাগ ছিল।'

সমকাল

শনিবার । ২৫ জুলাই ২০২৬

শিক্ষকের বাসায় গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ, পাশে ছিল চিরকুট

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর পরশুরামে একটি বাসা থেকে ফারহানা আক্তার প্রিয়া (১৬) নামের এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলা গেটসংলগ্ন 'কাদের টাওয়ার'-এর একটি ফ্ল্যাট থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত প্রিয়া নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার সেবারহাট এলাকার সাইফুল ইসলামের মেয়ে। পারিবারিক সমস্যার কারণে গত তিন বছর ধরে তিনি পরশুরামের স্থানীয় এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহেদা আক্তার তিমুর বাসায় কাজ করছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান গৃহকর্ত্রী। অনেক ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচানো প্রিয়ার মরদেহ ঝুলতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সুরতহাল শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ধাতব 'লাভ' আকৃতির একটি বস্তু এবং ডায়েরির একটি পাতায় ইংরেজিতে 'K+P' লেখা একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে। তবে মৃত্যুর পেছনে চিরকুটটির কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গৃহকর্ত্রী জাহেদা আক্তার তিমু জানান, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি স্কুলে চলে যান। এ সময় প্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক কথা হয়েছিল। তাকে তিনি পরিবারের সদস্যের মতোই দেখতেন। কী কারণে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বুঝতে পারছেন না।

পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম জানান, এটি হত্যা না আত্মহত্যা–তা তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং সে অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শুক্রবার। ৩১ জুলাই ২০২৬

টয়লেটের ট্যাংকে পড়ে ছিল স্কুল শিক্ষিকার লাশ

৫ জেলায় ৪ খুন, ২ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ফরিদপুরে মাদকাসক্ত ছেলে কুপিয়ে হত্যা করেছে মাকে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জমির বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। পাবনায় টয়লেটের ট্যাংকে পাওয়া গেছে এক স্কুল শিক্ষিকার লাশ। ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক অটোরিকশাচালককে হত্যা করা হয়েছে। খুলনায় লেক থেকে এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ফরিদপুর : মা সামেলা আক্তারকে (৬০) নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আব্দুর রাহিম শেখ (৩৫) নামের এক মাদকাসক্ত যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল দুপুরে শহরের বায়তুল আমান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ছেলে পলাতক।

চট্টগ্রাম : সাতকানিয়ায় জায়গাজমির বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে উত্তর ছদাহা রবিঠানপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম মো. ইউনুছ (৫৫)। তিনি ওই এলাকার ফজল করিমের ছেলে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ঘটনার দিন সকালে জমির সীমানা পরিমাপের ফিতা বসানোকে কেন্দ্র করে ইউনুছ ও নুর আহমদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে নুর আহমদ তাঁকে মারধর করেন। পরে ইউনুছ বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বজনরা তাঁকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পাবনা : আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় টয়লেটের ট্যাংক থেকে এক স্কুল শিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে ১১টার দিকে বাড়ির পাশের ট্যাংক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত গীতা রানী (৪৫) একদন্ত বারইপাড়া গ্রামের নন্দ দাসের স্ত্রী। তিনি চাচকিয়া ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন।

খুলনা : নগরীর হরিণটানা থানার ময়ূর আবাসিক এলাকার লেক থেকে গতকাল সকালে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সোয়েব (১৪) সোনাডাঙ্গা বয়রা ক্রস রোডের বাসিন্দা হাসিব মিয়ার ছেলে ও মাদরাসার শিক্ষার্থী।

ঢাকা : কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন হযরতপুর ইউনিয়নের ভাটারাকান্দি এলাকায় দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাতে লিয়াকত আলী (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালককে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লিয়াকত ভাটারাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত মো. আলীর ছেলে। কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি রুহুল কুদ্দুস বলেন, 'ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে রাজধানীর বড় মগবাজারে গত মঙ্গলবার রাতে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. রাজু (৪৮) নামের এক সবজি বিক্রেতাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন বজলুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী সাথী আক্তার। হাতিরঝিল থানার এসআই মো. মোস্তাছির বিল্লাহ বলেন, এ ঘটনায় গত বুধবার রাতে থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

মঙ্গলবার ॥ ২৮ জুলাই ২০২৬

টাকা না দেওয়ায় বাবাকে হত্যা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মহিষ বিক্রির টাকা চাওয়া কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে ছেলের টর্চলাইটের আঘাতে বানেজ উদ্দিন (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চড়ুইকুড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বানেজ উদ্দিন ওই এলাকার চৌকিদার (গ্রামপুলিশ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজীব (২৮)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বানেজ উদ্দিন সম্প্রতি একটি মহিষ বিক্রি করেন। রবিবার রাতে বিক্রির সেই টাকা দাবি করেন ছেলে রাজীব। তবে বাবা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজীব তার হাতে থাকা ভারী একটি টর্চলাইট দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করেন। এতে বানেজ উদ্দিন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় বানেজ উদ্দিনকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মহিষকুণ্ডি এলাকায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনার বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান জানান, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো

সোমবার। ২৭ জুলাই ২০২৬

হাটহাজারীতে চাঁদা না দেওয়ায় শ্রমিকের ওপর হামলা

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ২০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনের সামনে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলার অভিযোগ করেছেন ভবন মালিক জসিম উদ্দীন। এ সময় ভবনের সামনে প্রথমে ফাঁকা গুলি ছোড়ারও অভিযোগ করেন তিনি।

রোববার সকালে উপজেলার চিকনদণ্ডী ইউনিয়নের বড়দীঘিরপাড়স্থ চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের পূর্ব পাশে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে মাসখানেক পূর্বে ওই ভবনের মালিক জসিম উদ্দীনের কাছে মোবাইল ফোনে কে বা কারা ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী জসিম উদ্দীন জানান, মাস দেড়েক আগে অপরিচিত নাম্বার থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে তার কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করলে তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় ঘটনার দিন রোববার সকালে সিএনজি টেম্পো গাড়িতে করে ৮-৯ জন মুখোশ পরা যুবক ভবনের সামনে এসেই দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরে এক শ্রমিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে

যুগান্তর

সোমবার ২৭ জুলাই ২০২৬
১২ শ্রাবণ ১৪৩৩

সিদ্ধিরগঞ্জে ঘরে পোশাককর্মীর লাশ স্বামী পলাতক

সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ (না.গঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ একটি ঘর থেকে তানিয়া আক্তার (২২) নামের এক গার্মেন্টকর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার দুপুরে নাসিক ৯নং ওয়ার্ডের জালকুড়ি পশ্চিমপাড়া মাদবরবাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত গৃহবধূ পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর শাহ আলমের মেয়ে। জানা গেছে, নিহত গৃহবধূ তার স্বামী সোহাগ ওরফে জুলহাসসহ জালকুড়ি পশ্চিমপাড়ায় বসবাস করতেন। মৃত্যুর আগের রাত পর্যন্ত প্রতিবেশীরা স্বামীকে নিজ বাসায় দেখতে পেলেও ভিকটিমের মৃত্যুর পর থেকে স্বামী পলাতক। ফলে মৃত্যুর ঘটনায় স্বামীকে সন্দেহ করা হচ্ছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ভিকটিমের স্বামীর কোনো সন্ধান মেলেনি। ঘটনার পর থেকে পলাতক থাকায় তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। ভিকটিমের প্রতিবেশীদের বরাতে ভিকটিম শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ জুলাই ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@g

মির্জাপুরে হত্যার পর নারী শ্রমিককে ধর্ষণ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক নারী নির্মাণ শ্রমিককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর খুনি ওই নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় মির্জাপুর থানা পুলিশ রবিউল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার তাকে টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সে। মির্জাপুর আমলী আদালতের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম সাগর তালুকদার তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন বলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, জানু নামের রাজমিস্ত্রির এক সর্দারের সঙ্গে ওই নারীর পরকীয়া চলছিল। একদিন ওই নারী ও জানুর শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টি রবিউল দেখে ফেলেন। রবিউল ও ওই নারী এক সঙ্গে ঢালাই কাজে হেলপার হিসাবে কাজ করতেন। এরমধ্যে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। রবিউল মাঝে মধ্যে ওই নারীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। বিষয়টি রবিউলের স্ত্রী ভালোভাবে না নিয়ে সন্দেহ করতে থাকেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা লেগেই থাকত। কুরবানির ঈদের আগের দিন রবিউলের স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যান। এরপর তিনি

মির্জাপুরে হত্যার পর নারী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আর স্বামীর বাড়িতে ফেরেননি। এই কারণে রবিউল ওই নারীর ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন। মঙ্গলবার রাতে রবিউল ওই নারীর বাড়িতে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাকে পুষ্টকামুরী দক্ষিণপাড়ায় একটি বাড়িতে নিয়ে শারীরিক সম্পর্কের চেষ্টা চালায়। এতে বাধা দিলে রবিউল ওই নারীর বুকের ওপর চড়ে বসে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর ধর্ষণ করে। এর কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া লৌহজং নদীর পাড়ে ঝোপের মধ্যে লাশ ফেলে দেয় বলে স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করে। মঙ্গলবার রাতে ও পরদিন বুধবার ওই নারী বাড়িতে না ফেরায় তার মেয়ে রবিউলকে আসামি করে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ রবিউলকে আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, ওই নারীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এমন সন্দেহে তার স্ত্রী চলে যায়। এই রাগে রবিউল কৌশলে ওই নারীকে ডেকে নিয়ে শারীরিক সম্পর্কের চেষ্টা চালায়। এতে বাধা দিলে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর ওই নারীকে লৌহজং নদীতে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই নারীর লাশ সুরতহাল শেষে পুলিশ উদ্ধার করে।

মির্জাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদ ফজল ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই ইসলাম জানান, রবিউল ওই নারীকে হত্যার পর ধর্ষণের কথা আমলী আদালতের বিচারক সাগর তালুকদারের কাছে ১৬৪ ধারায় স্বীকার করেছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬
১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

মাদক বিক্রিতে বাধা

কালীগঞ্জে মিস্ত্রিকে ছুরিকাঘাত

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালীগঞ্জে মাদক বিক্রি ও সেবনে বাধা দেওয়ার জেরে ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রি মোখলেছুর রহমানকে এলোপাতাড়ি মারধর ও ছুরিকাঘাতে করেছে। এ সময় স্বামীর চিৎকার শুনে স্ত্রী আরিফা বেগম স্বামীকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে গেলে তাকেও মারধর করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় বলেও অভিযোগ রয়েছে ওই মাদক ব্যবসায়ী জুনায়েদের বিরুদ্ধে। পরে স্থানীয় লোকজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আহত ইলেকট্রিক মিস্ত্রি গোলাবাড়ি এলাকার মৃত গিয়াস উদ্দিন সরকারের ছেলে।

ঘটনাটি ঘটেছে রোববার বিকালে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড গোলাবাড়ি এলাকার ও কালীগঞ্জ মসলিন কটন মিলের সাবেক সভাপতি মৃত মোসলেউদ্দিন সরকারের বাড়ি সংলগ্ন চালা জমিতে। অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ও ছিনতাইকারীরা হলো পৌর ৭নং ওয়ার্ড গোলাবাড়ি এলাকার জুনায়েদ, জোবায়ের, আমির হোসেন, শাহাদাত হোসেনও হৃদয়সহ তাদের সহযোগীরা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৭ জুলাই ২০২৬

নিউইয়র্কে গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ট্যাক্সি ড্রাইভার

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি

একটি গাড়ির সঙ্গে হালকা ধাক্কার ঘটনায় দুই পক্ষের ঝগড়া থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশি ট্যাক্সি ড্রাইভার রুহুল আমিন নাসির (৫৩)। স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর রাত ৪টা ৫ মিনিটে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে অ্যাবার্ন প্ল্যাস এবং ফোর্ট গ্রিনের সন্নিকটে নর্থ পোর্টল্যান্ড এভিনিউতে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নাসির তার ট্যাক্সি থেকে যাত্রী নামানোর সময় পেছন থেকে আরেকটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। এতে হালকা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় নাসির ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখছিলেন যে বেশি ক্ষতি হয়েছে কি না। এ দুর্ঘটনা নিয়ে ধাক্কা দেওয়া গাড়ির ড্রাইভার এবং নাসিরের নামিয়ে দেওয়া যাত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে নাসির উভয়পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এ সময় পাশের বাসা থেকে আসা এক ব্যক্তি ট্যাক্সির কাছে এসে কোনোকিছু বুঝে উঠার আগেই [illegible] নাসিরকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। সেই গুলি মুখের ডানপাশে বিদ্ধ হয়। পরে নাসিরকে 'নিউইয়র্ক-প্রেসবাইটেরিয়ান ব্রুকলিন মেথডিস্ট হাসপাতালে' ভর্তি করা হয় এবং দুই দফা তার অস্ত্রোপচার হয়েছে। 'প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি'র উপদেষ্টা শাহ আলম জানান, 'আমরা হাসপাতালে খোঁজখবর রাখছি। তবে ঘটনার ৩৮ ঘণ্টার মধ্যেও বন্দুকধারী দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার না হওয়ায় কমিউনিটিতে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বুধবার
১ জুলাই ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও সিসিটি ইজারার উদ্যোগ বাতিলের দাবিতে গতকাল কালো পতাকা মিছিল করে চট্টগ্রাম শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। ছবিটি আগ্রাবাদ মোড় থেকে তোলা —মোস্তাফিজুর রহমান

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার । ২ জুলাই ২০২৬

গাজীপুরে বিপাকে ছয় হাজার শ্রমিক

সাত কারখানা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের সাতটি তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গতকাল বুধবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে শ্রমিক ধর্মঘটের জের ধরে মহানগরের কোনাবাড়ীর জরুন এলাকার ইসলাম (ইউনিট-২) গার্মেন্টস, শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে কোনাবাড়ী বিসিক এলাকার কাদের কমপেক্স স্পিনিং এবং আর্থিক সংকট ও ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় সদর উপজেলার বাঘেরবাজার এলাকার লিথি গ্রুপের অ্যাপারেল-২১, ফমকম ফ্যাশন, ফমকম ডাইং, ফমকম প্রিন্টিং ও ফমকম নিটিং লিমিটেড বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ হওয়া ইসলাম গার্মেন্টসের মালিক ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন পাঁচ হাজার ৯০০ শ্রমিক।

ইসলাম গার্মেন্টস বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৮ জুন রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কারখানায় বেআইনি ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করে দেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেও মঙ্গলবার পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। বাধ্য হয়ে বুধবার থেকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসলাম গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-২) বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ জুন রুবিনা বেগম (৫০) নামের এক নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কারখানার মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কোনাবাড়ী ক্লিনিকে পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে কারখানার অন্য শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। শ্রমিকদের দাবি, কারখানা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে রুবিনার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় কয়েক দিন ধরে কারখানায় অসন্তোষ বিরাজ করছিল।

মৃত রুবিনা বেগম সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানার মেঘাই গ্রামের মৃত সুমার আলী সরকারের মেয়ে। ইসলাম গার্মেন্টসে সুয়িং অপারেটর রুবিনা জরুনে ভাড়া বাসায় থাকতেন। অন্যদিকে লিথি গ্রুপের কারখানাগুলো বন্ধে ৩০ জুনের নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গ্যাস সংযোগ বন্ধ; ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, অযৌক্তিক শ্রমিক আন্দোলন, বিক্রয়মূল্য কমে যাওয়া, ব্যাংকিং সহায়তা না পাওয়া ইত্যাদি কারণে বিশাল আর্থিক লোকসান এবং কারখানা পরিচালনায় আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ১ জুলাই (বুধবার) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাগুলো বন্ধ থাকবে।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা ২৪ জুন কারখানার সামনে মানববন্ধন করেন। পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও কর্তৃপক্ষ তা রক্ষা করেনি। শ্রমিকদের টাকা পরিশোধ ছাড়াই তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ১২ লঙ্ঘন করা হয়েছে। কারখানা বন্ধ হওয়ায় এক হাজার ৮০০ শ্রমিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন জানান, ১ জুলাই থেকে কাদের কমপেক্স স্পিনিংসহ সাতটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ।

সমকাল শনিবার । ৪ জুলাই ২০২৬

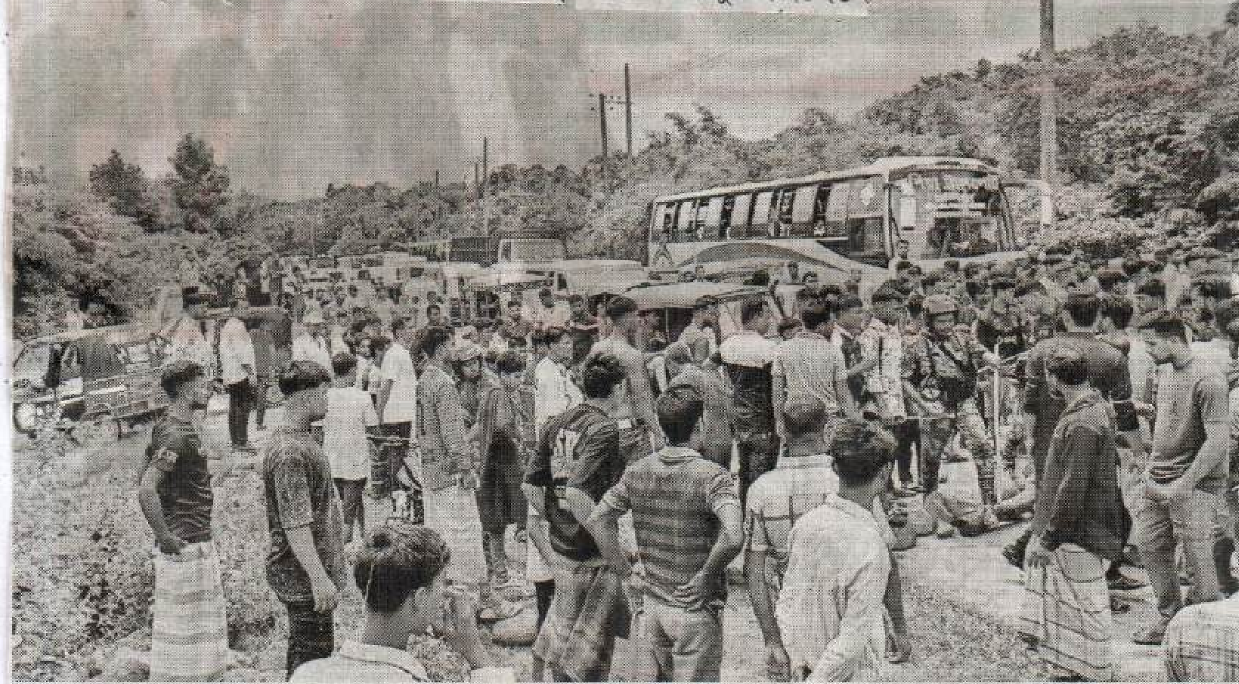

সিলেটের জৈন্তাপুরে পাথরবোঝাই চারটি ট্রাক জব্দ করে বিজিবি। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দুই ঘণ্টা শতাধিক যান আটকা পড়ে ● সমকাল

বিজিবির পাথরবোঝাই ট্রাক আটকে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

সিলেটে যাত্রীদের দুর্ভোগ

■ সিলেট ব্যুরো

সিলেটের জৈন্তাপুরে বিজিবি চারটি পাথরবোঝাই ট্রাক জব্দ করার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকরা। এ সময় শ্রীপুর এলাকায় মহাসড়কের উভয় পাশে প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যটকবাহী গাড়িসহ শতাধিক যান আটকা থাকায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিক নেতারা।

শ্রীপুরের খরমপুর এলাকায় শুক্রবার ভোরে ৪টি পাথরবোঝাই ট্রাক জব্দ করে বিজিবি টহল দল। পাথরগুলো অবৈধভাবে উত্তোলন করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ট্রাকগুলো জব্দ করা হয়। কিন্তু ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার সময় গুচ্ছগ্রাম এলাকায় উত্তেজিত শ্রমিকরা পথ আটকে জোরপূর্বক তিনটি ট্রাকের পাথর অপসারণ করে সড়ক ও সড়কের পাশে ফেলে রাখে। অপর ট্রাক পাথর ফেলে যাওয়ার সময় গুচ্ছগ্রাম সড়কের মুখে পৌঁছলে বিজিবি সেটি আবার আটক করে। পরে সহকারী কমিশনার (এসিল্যান্ড) পলি রানী দেব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আটক ট্রাক চালককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে ট্রাক আটকের জেরে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, বিজিবি সদস্যরা বৈধ পাথর আটক করে ও শ্রমিকদের মারধর এবং ফাঁকা গুলি ছুড়েছে। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে জৈন্তাপুর ইউএনও ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে।

৪৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ নাজমুল হক জানান, উত্তেজিত শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং বিজিবি সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্কতা হিসেবে এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সরকারি কাজে বাধা দিয়েছেন শ্রমিকরা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের ওপর অবৈধভাবে পাথর পাচার চক্রের সদস্যরা শাবলসহ পাথর উত্তোলনে ব্যবহারের জিনিস দিয়ে বিজিবির ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে।

ইউএনও সুনন্দা রায় বলেন, সরকারি কাজে নাগরিকদের সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রত্যাশিত। পাশাপাশি জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয় এমন কর্মসূচি থেকেও সবাইকে বিরত থাকতে হবে।

যুগান্তর
সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬
২৯ আষাঢ় ১৪৩৩

যানবাহনে চাঁদাবাজি ও শ্রমিক নির্যাতন বন্ধের দাবি

নীলফামারীতে মানববন্ধন

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি

নীলফামারীতে পরিবহণে চাঁদাবাজি, উপ-কমিটি গঠন এবং শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জেলা বাস-ট্রাক-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা পরিবহণ শ্রমিক, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা ওই মানববন্ধনে অংশ নেন। এতে বক্তারা বলেন, নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস ও কোচ পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের নামে জেলার ৪ উপজেলা বাস কাউন্টার, স্ট্যান্ড ও সড়কে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলায় উপ-কমিটি গঠন করে পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসবের প্রতিবাদ করলে শ্রমিকদের মারধর, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং কর্মস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি করেন তারা। সংগঠনের শ্রমিক নেতারা বলেন, বিষয়টি নিয়ে এর আগেও এ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগগুলোর তদন্ত, অবৈধ চাঁদাবাজি বন্ধ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নিলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারি করেন।

সমকাল সোমবার । ৬ জুলাই ২০২৬

বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে পাঁচটি কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল রোববার রাজধানীতে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন গাজীপুরের লিথি গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা

সমকাল

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • July 6, 2026

Lithe Group workers stage demo over outstanding wages

The company shuts down five factories without settling workers' dues: Agitators allege

FE REPORT

More than 500 workers of Lithe Group staged a demonstration in front of Sromo Bhaban under the Department of Labour's (DoL) in Dhaka on Sunday, demanding immediate payment of their outstanding wages and statutory benefits following the closure of the group's five garment factories.

The protesters alleged that the company had shut down its factories in phases without clearing workers' dues, leaving thousands of employees in financial uncertainty.

The demonstration took place days after the Lethee Group announced the indefinite closure of its five manufacturing units -- Apparel-21 Ltd, Fonkom Fashion Ltd, Fonkom Dyeing Ltd, Fonkom Printing Ltd and Fonkom Knitting Ltd.

In a notice, the company cited prolonged gas supply disruptions, a sharp decline in export orders, repeated labour unrest, falling sales, lack of bank financing and mounting financial losses as reasons behind the closures, which took effect on July 3 last.

The company said former skilled employees would be given priority if production resumes in the future and that workers' dues would be settled in accordance with decisions reached through discussions with the authorities.

However, agitating workers claimed that the factories had been closed one after another without payment of their outstanding wages and legal entitlements.

Nasir Uddin, a stackerman at Apparel-21 Ltd, who has worked there for four years, said staff members are owed three months' salaries, while workers have not received wages for the last two months.

Tofazzal Hossain, a store employee at Fonkom Dyeing with five years of service, said workers have been left with no source of income following the closures.

Didarul Islam, a packing worker at Fonkom Printing, said after Eid holidays workers were informed about the factory closure, as the factory had no work orders and workers would be called back only if sufficient export orders were secured.

Mohammad Sharif Mia, vice-president of the Bangladesh Garment Sromik Jote, alleged that the group's managing director had gradually shut down all production units without settling workers' dues.

"The workers are demanding all their due benefits under Section 26 of the Bangladesh Labour Act. But the owners are offering only five to 10 days' service benefits, which the workers have rejected," he said.

Mr Sharif also alleged that the management had asked the Industrial Police to deal with the situation without holding discussions with the workers, prompting them to gather at Sromo Bhaban to seek the intervention of the labour authorities.

He said the workers would continue their sit-in in front of Sromo Bhaban until their outstanding wages and all legal benefits are paid.

A visit by this correspondent to Sromo Bhaban on Sunday afternoon found no senior Department of Labour officials available to speak with the protesting workers.

However, the Lithe Group Managing Director F.M. Kabir Mohiuddin could not be contacted despite making repeated attempts.

newsmanjasi@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD

WEDNESDAY 08.07.2026

Garment workers besiege BGMEA office over unpaid wages

PROTEST - DHAKA

TBS REPORT

Around 300 garment workers yesterday took up positions outside the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) office in Uttara, demanding payment of their outstanding wages after the owner of their factory allegedly disappeared following its closure.

According to workers and senior BGMEA officials, the factory employed around 2,000 workers. It was shut down in mid-June under Section 13(1) of the Labour Act, a provision that allows an employer to close a factory in the event of an illegal strike. However, workers said no strike had taken place at the factory.

Since then, workers have held several meetings with officials from the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), under the labour ministry, demanding either the reopening of the factory or payment of their legal dues if it is to remain closed.

A meeting was held at DIFE on 21 June, but neither the owner nor any representative of the company attended. Factory worker Anwar Hossain told TBS, "The factory has remained closed since 13 June. Before Eid, 168 workers were laid off. Now the owner has neither reopened the factory nor paid the workers their dues." Even in the evening, workers remained outside the BGMEA building in wet clothes, continuing their protest to demand payment of their outstanding dues.

According to information on the BGMEA website, the factory's managing director is Hasina Mannan. Repeated attempts to contact her using the listed phone number were unsuccessful.

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৫ আষাঢ় ১৪

Dhaka : Thursday 9 July 2026

দুমকিতে ডাকঘর কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট

প্রতিনিধি, দুমকি (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর দুমকিতে বাংলাদেশ ডাকঘর কর্মচারী ইউনিয়ন, ডাকঘর কর্মচারী সমিতি ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সম্মিলিত ভাবে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে দুই দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালন করছে।

গতকাল (৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১ আন্দোলন কারী কর্মচারীরা উপজেলার প্রধান ডাকঘরের সামনে তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে

এক মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, আঙ্গারিয়া ডাকঘরের ইলিয়াছ হোসেন, জলিশা ডাকঘরের আরিফা সুলতানা, চরবয়ড়া ডাক ঘরের ফারজানা আক্তার, পাঙ্গাশিয়া ডাকঘরের জাফর হোসেন, চড়বয়ড়া ডাকঘরের নুরুল ইসলাম, শ্রীরামপুর ডাকঘরের রফিকুল ইসলাম টিটু, জলিশা ডাকঘরের আরিফা সুলতানা প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চাকুরী জাতীয়করণ ও তিনগুন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালন করছি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে এখন আমরাই বৈষম্যের শিকার হচ্ছি।

দেশের ১৬ হাজার কর্মকর্তা, কর্মচারী বিভাগীয় ভাবে যে কাজ করেন আমরা ২৩ হাজার ২১ জন কর্মচারীও অবিভাগীয় ভাবে একই কাজ করি। অথচ তাদের বেতন ৩০-৪০হাজার টাকা। সেখানে আমরা সম্মানি বাবদ পাচ্ছি মাত্র ৪হাজার৪শত ৬০টাকা। এত কম টাকা দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়ে ও সংসারের ভরন পোষন খুব কষ্টকর। বক্তাগন বিভাগীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ জাতীয় করনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার

২০ আষাঢ় ১৪৩৩, ৪ জুলাই ২০২৬

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড অবরোধ করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ফতুল্লায় গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মারধরের প্রতিবাদে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত লিংক রোডের রিয়া গোপ জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে বর্জ্য সংগ্রহের ভ্যান গাড়ি দিয়ে সড়কটি অবরোধ করা হয়। অবরোধের ফলে ঐ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

এদিকে লিংক রোড অবরোধের কারণে ঐ সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ঐ সড়কের যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অনেকেই জরুরি কাজের জন্য গাড়ি থেকে নেমে ৩-৪ কিলোমিটার সড়ক পায়ে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সড়ক অবরোধকারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অভিযোগ, ফতুল্লা ইউনিয়ন ও নাসিকের প্রায় ৬০০ ভ্যান গাড়ি ঐ এলাকার আবাসিক গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহ করে লামাপাড়া এলাকায় মার্কাজ রোডের একটি বেসরকারি স্থানে ডাম্পিং করেন। ঐসব গাড়ি মেরামতের প্রয়োজন হলে তারা রিয়া গোপ স্টেডিয়ামের সামনের সড়কের পাশে রেখে মেরামত করেন। গত বুধবার বিকালে কয়েকটি গাড়ি মেরামতের সময় লামাপাড়া এলাকার আতাবুরের ছেলে হিমেল সড়কের পাশ থেকে গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলে। এ নিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে হিমেলের কথা কাটাকাটি থেকে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। ঐ সময় হিমেল ও তার সহযোগীরা কয়েক জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে মারধর করেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও পালটা প্রতিরোধ করে তাদের মারধর করেন।

এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে উভয় পক্ষ আপোষ মীমাংসায় বসেন। সেই আপোষ মীমাংসার বৈঠকে হিমেল তার দলবল নিয়ে পুনরায় ১০-১২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে মারধর করেন। তখন শালিসকারীরা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আইনের সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে চলে যান। এরপর শুক্রবার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা একত্রিত হয়ে লিংক রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

ইত্তেফাক

২১ জুলাই ২০২৬

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে শ্রমিকদের কর্মবিরতি ঘোষণা

■ লালপুর (নাটোর) সংবাদদাতা

মৌসুমি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং মজুরি কমিশন ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য সরকারের ঘোষিত ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধার দাবিতে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)। সোমবার সকালে মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে গেট মিটিং থেকে তিন দিনের এই কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণা অনুযায়ী, ২১ জুলাই বিক্ষোভ ও ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি, ২২ জুলাই ৪ ঘণ্টা এবং ২৩ জুলাই পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে।

সিবিএ সভাপতি মমিনুল ইসলাম মানিকের সভাপতিত্বে সভায় সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ অন্য নেতারা বক্তব্য দেন। দাবিতে মিলের সকল বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারীরা একাত্মতা প্রকাশ করেন।

যুগান্তর
সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬
২৯ আষাঢ় ১৪৩৩

আশুলিয়ায় সুদ কারবারির কাণ্ড

গার্মেন্টকর্মীকে তুলে নিয়ে মারধর মুক্তিপণ দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

আশুলিয়ায় সুদের টাকার জন্য বাসা থেকে তুলে নিয়ে এক গার্মেন্টকর্মীকে এলোপাতাড়ি মারধরসহ ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার নরসিংহপুর অন্ধকলোনীর বর্ষণ রেস্টুরেন্টের পেছনে পরিত্যক্ত জায়গায় নিয়ে তাকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় সেখান থেকে পালিয়ে আশুলিয়া থানায় অভিযোগ দেন ওই গার্মেন্টকর্মী। ভুক্তভোগীর খাইরুলের বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলার কাচিয়াকান্দা গ্রামে। তিনি আশুলিয়ার নরসিংহপুর অন্ধকলোনী এলাকায় ভাড়া থেকে কারখানায় কাজ করেন। গার্মেন্টকর্মী খাইরুল জানান, যুবলীগ নেতা গৌরাঙ্গ বাবুর জামাই লিটন দাস দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মুদির দোকানের আড়ালে সুদের ব্যবসা করে আসছে। আমি তার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেই। ওই টাকার ১৫ হাজারসহ ২৫ হাজার টাকা লাভ দেই। মূল টাকার ৫ হাজার টাকা পাওনা ছিল। ওই টাকা বেতন পেলে দেবো বলে তাকে জানাই। এতে সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। পরে সে এবং তার ছেলে বর্ষণসহ ৪ থেকে ৫ জন মিলে আমাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে হাত বেঁধে মারধর করে। এ সময় ২ লাখ টাকা মুক্তিপণও দাবি করে। একপর্যায়ে বাঁধন খুলে দৌড়ে মনিরের দোকানের সামনে আসি। সেখানেও তারা এসে আমাকে মারধর করে। পরে আমার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত লিটন গণমাধ্যমকর্মীদের ক্যামেরা দেখে তড়িঘড়ি করে দোকান বন্ধ করে ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়ে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 12.07.2026

Labour unrest prompts indefinite closure of Gazipur factory

RMG - GAZIPUR

TBS REPORT

Operations to resume once a conducive working environment is restored

The authorities of Karooni Fashions Limited have announced the indefinite closure of the garment factory's unit in Gazipur's Kaliakair following days of labour unrest and work stoppages by employees.

The closure took effect yesterday under Section 13(1) of the Bangladesh Labour Act, 2006, according to a notice signed by Ashik Ferdous Sajjad, general manager of the factory's Human Resources and Compliance Department.

The notice alleged that workers stopped work on the afternoon of 8 July without prior notice and, despite repeated requests from the management, didn't resume work. Describing the situation as an "illegal strike," the authorities decided to shut the factory indefinitely.

The factory said operations will resume once a conducive working environment is restored, with the reopening date to be announced through a separate notice. The closure, however, does not apply to the company's knitting section or its other factories under the same ownership.

Copies of the notice have been sent to the relevant government agencies and the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

According to the Industrial Police, around 8,000 workers are employed at the factory.

Workers alleged that the factory had been paying wages in instalments for the past several months instead of paying them in full, leaving them struggling to meet essential expenses such as house rent and daily necessities. They said they suspended production to press home their demands.

Kaliakair Police Station Officer-in-Charge Shahidul Islam said labour unrest had been continuing at the factory for the past few days. He said police have remained on alert and are monitoring the situation to maintain law and order following the closure.

মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০২৬ | দৈনিক ইত্তেফাক

ছাগলনাইয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

■ ছাগলনাইয়া (ফেনী) সংবাদদাতা

ছাগলনাইয়ায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মোহনা টেলিভিশনের সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন সজীবের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে পৌর শহরের জিরো পয়েন্টে ছাগলনাইয়া-প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাগলনাইয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদদাতা মো. শেখ কামাল।

দৈনিক ডিজিটাল সময়ের সহযোগী সম্পাদক এ বি এম নিজাম উদ্দিন ও দৈনিক ফেনীর ছাগলনাইয়া প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ছাগলনাইয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কবির আহমেদ সিদ্দিকী, মো. মোস্তফা, আবুল হাসান ও কামরুল হাসান লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির লিটন, আবদুল আউয়াল চৌধুরী, সাবেক সহসভাপতি মো. মাসুম বিল্লাহ ভূঁইয়া, শাহ আলম, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী নুরুল আলম নিলু, শাহ জিয়াউল হক রুবেল, কার্যকরী সদস্য—মিলন খোন্দকার, সেপাল নাথ, পিনু শিকদার, এম দেলোয়ার হোসেন, কফিল উদ্দিন, জিয়াউল হক বাপ্পি, জয়নাল আবেদীন, শাখাওয়াত পাটোয়ারী, সলিম উল্লাহ ভূঁইয়া প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এই হামলা শুধু সজীবের ওপর হামলা নয়, এটি সাংবাদিক সমাজের ওপর আঘাত। বক্তারা এ ঘটনায় ইতিমধ্যে ইমাম হোসেন ও ইউনুস নামে দুই জন আসামিকে গ্রেফতার করায় পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে হামলার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত আসামি ও হামলার নেপথ্যের নির্দেশদাতাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৯ জুলাই ২০২৬,

বুড়িগঙ্গার সিমসন ঘাট চালুর দাবিতে মাঝিদের মানববন্ধন

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর ঐতিহ্যবাহী সিমসন ঘাট পুনরায় চালুর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন নৌকা মাঝিরা। গতকাল সকালে নদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ রেখে কেরানীগঞ্জের গুদারাঘাট এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় নৌকা মাঝিরা দ্রুত সিমসন ঘাট পুনরায় চালুর পাশাপাশি সদরঘাট টার্মিনালের ৪ ও ৫ নম্বর পন্টুন অপসারণের দাবি জানান। তাদের অভিযোগ, সিমসন ঘাট বন্ধ হওয়ায় যাত্রী পারাপার কমে গেছে। এতে তাদের আয় কমার পাশাপাশি কেরানীগঞ্জের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরাও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আন্দোলনরত মাঝিরা জানান, প্রায় ২০০ বছরের পুরনো সিমসন ঘাট বুড়িগঙ্গা নদীতে খেয়া পারাপারের অন্যতম ঘাট। কিন্তু ঘাটটি বন্ধের ফলে তাদের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ বিষয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা ঘাট মাঝি শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন কিসলু অভিযোগ করে বলেন, গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তৎকালীন নৌপরিবহনমন্ত্রী এবং বিআইডব্লিউটিএর কয়েকজন কর্মকর্তা সদরঘাটের লঞ্চ মালিকদের সঙ্গে অনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে একতরফাভাবে সিমসন ঘাট বন্ধ করে দেন। এতে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবির অবস্থা নেমে আসে এবং নদীতে মাঝিদের নৌ পারাপারে যাত্রীও কমে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৩ জুলাই ২০২৬

বকেয়া বেতন ও পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন, ভাতা ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে সাভারের আশুলিয়ায় মানববন্ধন করেছেন শ্রমিক ও বাংলাদেশ শ্রমিক সংহতি ফেডারেশনের নেতারা। গতকাল সকালে আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ী এলাকায় ন্যাচারাল ডেনিমস লিমিটেড কারখানার সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে কয়েকটি সেকশনের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ছাঁটাই করেছে, যা শ্রম আইন পরিপন্থি। এছাড়া ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, সার্ভিস বেনিফিটসহ অন্যান্য পাওনাদি এখনো পরিশোধ করা হয়নি।

মানববন্ধনে শ্রমিক নেতা রফিকুল ইসলাম সুজন জানান, বিষয়টি নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে দুই দফা বৈঠকের আবেদন করা হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়নি। দ্রুত শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আরো কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ
বুধবার ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩
: Wednesday 15 July 2026

সৈয়দপুরে চাঁদাবাজি ও শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানবন্ধন

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

নীলফামারী জেলা বাস, মিনিবাস ও কোচ পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নামে জেলার বিভিন্ন রুটে অবৈধ চাঁদাবাজি ও শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে সৈয়দপুরে মানবন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার দুপুরে সৈয়দপুর বাস টার্মিনালে দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

নীলফামারী জেলা বাস-ট্রাক-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজি নং-২২০) ব্যানারে অনুষ্ঠিত ঘন্টাব্যাপী কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুই শতাধিক পরিবহন শ্রমিক অংশ নেন। এ সময় মহাসড়কের দুইপাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পরে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে দাড়ালে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে নীলফামারী জেলা বাস-ট্রাক-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নীলফামারী জেলা বাস-ট্রাক-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, নীলফামারী জেলা বাস-ট্রাক-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি দেলোওয়ার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল গণি ইসরাইল প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, ৫ আগস্টের পট পরিবর্তের পর নীলফামারী জেলার অশ্রমিকদের নিয়ে নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস ও কোচ পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি নং-৩৪৪৬)-এর নামে একটি ভূইফোড় সংগঠন গঠন করা হয়েছে। সংগঠনটি বিভিন্ন বাস কাউন্টার, স্ট্যান্ড ও সড়কে অবৈধ চাঁদা আদায় করছে। পাশাপাশি অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন উপজেলায় উপ-কমিটি গঠন করে পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করলে শ্রমিকদের মারধর, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং কর্মস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে।

সমাবেশে বক্তরা শ্রমিক সংগঠনের নামে অবৈধ বন্ধে ব্যবস্থা না নেয়া হলে নীলফামারী জেলায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করাসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

DHAKA SATURDAY JULY 25, 2026
SRABAN 10, 1433 BS
The Daily Star

Raise the daily wage to Tk 500

Demand tea workers during hour-long work stoppage

OUR CORRESPONDENT,
Moulvibazar

Workers at Kaliti Tea Garden in Kulaura upazila of Moulvibazar observed work stoppage for an hour and held a protest rally and procession yesterday morning to press home their demands.

The demonstration, organised by the Tea Workers Trade Union Centre, began at 9:00am, followed by a procession that marched along the main roads inside the tea garden.

Speakers demanded raising workers' daily wage to Tk 500, cancellation of the recently gazetted 5 percent wage increase, land ownership rights for tea workers, and elections to the Tea Workers' Union (CBA).

They said the latest wage increase to Tk 187 was inadequate to meet basic needs, adding that raising the wage by only Tk 8 is "inhuman" and "a mockery" of tea workers.

Demanding land ownership rights for tea workers, they argued that although workers have been living in the region for nearly 200 years, many remain landless and continue to be deprived of basic civic rights and services.

Anima Olmik, acting president of the Kaliti Tea Garden Panchayat Committee, presided over the rally. Krishnadas Olmik, the committee's general secretary, moderated it.

সময়ের আলো
শনিবার। ২৫ জুলাই ২০২৬

চা শ্রমিকদের কর্মবিরতি
দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি দাবি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় এক ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন চা শ্রমিকরা। একই সঙ্গে ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির গেজেট বাতিল করে দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, ভূমির মালিকানা নিশ্চিত এবং চা শ্রমিক ইউনিয়নের (সিবিএ) নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছেন তারা। শুক্রবার সকাল ৯টায় কুলাউড়ার কালিটি চা বাগানে চা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মবিরতি শেষে বাগান এলাকায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কালিটি চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনিমা অলমিক। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণদাস অলমিকের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন চা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক এস এম শুভ, শ্রমিক নেতা দয়াল অলমিক, বিশ্বজিত দাস, কার্তিক নাইডু ও সীতারাম অলমিকসহ অনেকে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত তাদের সঙ্গে এক ধরনের তামাশা। প্রতি বছর মাত্র ৮ টাকা করে মজুরি বাড়িয়ে চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমানে দৈনিক ১৮৭ টাকা মজুরিতে একজন শ্রমিকের জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য চা শ্রমিকদের সম্মানজনক ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা আরও বলেন, এ ভূখণ্ডে চা শ্রমিকদের বসবাসের প্রায় ২০০ বছর হতে চললেও এখনও তারা ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত। ভূমির মালিকানা না থাকায় চা শ্রমিকরা নাগরিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকেও পিছিয়ে রয়েছেন। তাই চা শ্রমিকদের বসতভিটার ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। চা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক এস এম শুভ বলেন, চা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও চা জনগোষ্ঠীর মানুষ এখনও মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশের সবচেয়ে অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে কম মজুরিতে শ্রম দিচ্ছেন। দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরির দাবিসহ ১০ দফা দাবি আদায়ে চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমেই নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হবে। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে চা শ্রমিকরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি কালিটি চা বাগানের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ জুলাই ২০২৬
১০ শ্রাবণ ১৪৩৩

আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের পাওনা দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

আশুলিয়ায় বন্ধ ঘোষিত ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীরা পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী সব আইনগত পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। শুক্রবার সকালে আশুলিয়ার শিমুলতলি এলাকায় কারখানার সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি জামগড়া এলাকায় গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কারখানা বন্ধ ঘোষণার পরও পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, চাকরি থেকে অব্যাহতির ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য আইনগত পাওনা এখনো পরিশোধ করা হয়নি। তারা দ্রুত সব পাওনা পরিশোধের দাবি জানান। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। সবুজ বাংলা গার্মেন্টি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ইসমাইল হোসেন ঠান্ডু মানববন্ধনে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

কর্মসূচিতে বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি তুহিন চৌধুরী, শ্রমিক নেতা মিজানুর রহমান, কবির হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, শুক্রবার মালিক পক্ষের কারখানায় আসার কথা ছিল কিন্তু তারা না আসায় শ্রমিকরা মানববন্ধনে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্য সব বকেয়া পরিশোধের দাবি জানান।

NEWAGE WEDNESDAY, JULY 22, 2026,

Thakurgaon Sugar Mill workers for seasonal worker regularisation

Our Correspondent ·
Thakurgaon

WORKERS and employees of the Thakurgaon Sugar Mill on Tuesday staged a protest procession and work stoppage, demanding implementation of a three-point charter of demands, including the regularisation of seasonal workers.

The protesters warned of tougher agitation, including a full-day work stoppage, if their demands were not met immediately. The programme was organised by the Thakurgaon Sugar Mill Workers' Union as part of a nationwide programme announced by the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation Workers and Employees Federation.

The workers held a meeting on the mill premises from morning until noon before bringing out a protest procession that marched through different roads inside the mill area and ended in front of the managing director's office.

Addressing the rally, worker leaders said that no effective steps had been taken to regularise eligible seasonal workers, provide workers with a 15 per cent special allowance, or introduce a new wage structure in line with the latest national pay scale.

They demanded the restoration of the provision allowing eligible seasonal workers to be absorbed into permanent positions through internal recruitment, saying such a measure was essential for improving productivity and developing a skilled workforce.

They also demanded a 15 per cent special allowance for workers, similar to that provided to government employees, along with the implementation of a revised wage structure.

They warned that if their demands were not fulfilled, they would observe a four-hour work stoppage on July 22 and a full-day work stoppage on July 23, alongside launching tougher protest programmes.

Among those present were Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation Workers and Employees Federation president and Thakurgaon Sugar Mill Workers' Union president Abdul Quddus, union general secretary Abdullah Al Mahmud Khan Ratan, assistant general secretary Ruhul Amin and vice-president Lutful Kabir Manik.

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১৬ জুলাই ২০২৬।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বুধবার ৪৩২ জন শ্রমিকের টার্মিনেশনকৃত ও রিজাইন বেনিফিট না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং শ্রম ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ফেডারেশন ● সময়ের আলো

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১০ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৫ জুলাই ২০২৬

বন্ধ কারখানার বকেয়া পাওনার দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ ঘোষিত ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেডের শ্রমিক ও কর্মচারীরা আগের চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া বেতন, চাকরি থেকে অব্যাহতির ক্ষতিপূরণসহ সব আইনগত পাওনা দ্রুত পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। শুক্রবার দুপুরে আশুলিয়ার শিমুলতলা এলাকায় অবস্থিত কারখানাটির সামনে থেকে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জামগড়া এলাকায় গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়। এ সময় শতাধিক শ্রমিক ও কর্মচারী ব্যানার, ফেস্টুন এবং বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করলেও আগের সমঝোতা অনুযায়ী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, চাকরি থেকে অব্যাহতির ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য আইনগত পাওনা এখনো পরিশোধ করেনি। ফলে অনেক শ্রমিক ও তাদের পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন এবং চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। এ বিষয়ে ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

হরিজন জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও স্থায়ী আবাসন নিশ্চিত, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগে ৮০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ এবং দীর্ঘদিন কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করাসহ সাত দফা দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ —ইত্তেফাক

NEW AGE
SUNDAY, JULY 26, 2026, SHRABAN 11, 1433 BS

Tea workers block highway demanding Tk 500 daily wage

United News of Bangladesh · Sylhet

TEA garden workers in Sylhet blocked Sylhet-Tamabil Highway and staged demonstrations on Saturday morning, demanding a daily minimum wage of Tk 500.

The demonstration, organised by the Tea Workers' Trade Union Centre, a large protest rally took place at the Khadim Tea Garden around 9:30am. During the programme, workers observed a two-hour work stoppage and staged a blockade on the highway.

They also demand for the cancellation of the controversial 5 per cent pay-hike gazette, land ownership rights and elections for the Tea Workers' Union.

Expressing deep resentment, participants have noted that the current wage structure is extremely inhumane given the surging prices of essential commodities. They described the annual wage increase of just Tk 8 as a farce and mockery against the tea workers.

They have stated that it is impossible for a family to survive on the current daily wage of just Tk 187, making a dignified and fair wage a core demand for tea labourers across the country.

Addressing land rights, leaders have highlighted that despite living in the region for nearly 200 years, tea workers remain landless. The absence of land ownership deprives them of basic civil amenities and constitutional rights, making guaranteed land ownership an urgent necessity.

SM Shuvo, chief coordinator of the organisation, urged workers across all gardens to unite in the struggle for a Tk 500 daily wage.

Earlier in the morning, a large protest procession began from the Loha Pool area of Khadim Tea Garden, marching through various roads within the estate before occupying the Sylhet-Tamabil Highway.

Chaired by Tea Workers Trade Union Centre President Sabuj Tanti and moderated by Coordinator Manisha Wahid, the rally was addressed by Chief Coordinator SM Shuvo, Advisor Syed Farhad Hossain, Office Secretary Dipto Nayek, and Burjan Tea Factory worker leader Sushanta Chasha, among others.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৬ জুলাই ২০২৬

নারায়ণগঞ্জ : ১১ দফা দাবিতে শহরে খানপুর চিটাগাং রোড-চাষাঢ়া সড়কে আনোয়ারা গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করে —তাপস সাহা

নারায়ণগঞ্জে সাত ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

অর্জিত ছুটির টাকা ও বোনাসসহ ১১ দফা দাবি

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিতে সাত ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। অবরোধের কারণে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া থেকে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল পর্যন্ত যাতায়াতের সড়কটিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় নগরের হাজীগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত আনোয়ারা গ্রুপের আনোয়ারা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা শ্রম আইন অনুযায়ী অর্জিত ছুটির টাকা ও বোনাসের দাবিসহ ১১ দফা দাবিতে সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। বিকাল ৪টায় অবরোধ তুলে নিলে ঐ সড়কে পুনরায় যানবাহন চলাচল শুরু হয়। অবরোধের কারণে বিকল্প সড়কে যানবাহন চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ।

বিক্ষোভরত শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানার মালিক তাদের অর্জিত ছুটির টাকা ও বোনাস দিলেও তা শ্রম আইন অনুযায়ী হয় না। এমনকি একই কারখানার গাজীপুর শাখার শ্রমিকরা বেশি টাকা পেলেও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা পাচ্ছেন তুলনামূলক কম। এ নিয়ে একাধিকবার কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানালেও তারা এসব দাবি বাস্তবায়ন করেননি।

কারখানাটির শ্রমিক আল আমিন বলেন, আমাদের অর্জিত বাৎসরিক ছুটির টাকা অনেক কম দেওয়া হয়। গাজীপুরে ৭ হাজার ৪০০ টাকা দেওয়া হলেও আমাদের দিচ্ছে ৩ হাজার ৫০০ টাকা করে। এমনকি ঈদের বোনাস বেতনের সমান হওয়ার কথা থাকলেও সেটাও কম দিচ্ছে। আমরা এর আগেও বিক্ষোভ করেছিলাম, কিন্তু কেউ তাতে পাত্তা দেয়নি। এই কারণে আমরা সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, কারখানাটির শ্রমিকদের অবরোধের কারণে চাষাঢ়া থেকে কিল্লারপুর পর্যন্ত অন্তত দুই কিলোমিটার সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয়। ফলে এ সড়কে নিয়মিত চলাচল করা যানবাহনগুলোকে নগর খানপুর ও বিবি মরিয়ম স্কুলের পাশের সড়ক দিয়ে বিকল্প পথে যাতায়াত করতে দেখা যায়। বিকাল ৪টায় শিল্প পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। পরে এ সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে গত বৃহস্পতিবারও একই দাবিতে কর্মবিরতি দিয়ে কারখানাটির সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। ঐ সময় কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। ঐদিন বিক্ষোভের সময় এক ব্যক্তি শ্রমিকদের সামনে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে ভয় দেখান বলেও একাধিক শ্রমিক অভিযোগ করেন।

এদিকে, শনিবার শ্রমিকরা জেলা প্রশাসন ও বিকেএমইএর কাছে ১১ দফা দাবি পেশ করেন। এর মধ্যে আনোয়ারা গ্রুপের অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের মতো সমান অর্জিত বাৎসরিক ছুটির টাকা পরিশোধ, মূল বেতনের সমান ঈদ বোনাস এবং দীর্ঘ চাকরিজীবন শেষ করা শ্রমিকদের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ অন্যতম দাবি।

কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বে দেওয়া ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বলেন, জেলা প্রশাসন, শিল্প পুলিশ, জেলা পুলিশ ও বিকেএমএইএর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কারখানার শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শ্রমিকরা তাদের ১১ দফা দাবি পেশ করেছেন। তবে, দাবির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।

এ কারখানার শ্রমিকরা আজ রবিবার একই দাবিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান ইকবাল। তবে, এ বিষয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে কারখানার গেটে গেলে সাংবাদিকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তা কর্মীর কাছ থেকে কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) রবিউল ইসলামের মুঠোফোনের নম্বর সংগ্রহ করে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। ফলে শ্রমিকদের অভিযোগের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি সাজেদুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের কয়েকটি দাবি মালিকপক্ষ মেনে নিয়েছে। বাকি দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। তবে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করায় আমরা বিকল্প সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রেখেছি। বিকাল ৪টায় শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৭ জুলাই ২০২৬

দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের মানববন্ধন

■ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মাস্টাররোল ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতি বন্ধ, আউটসোর্সিং স্থগিত এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে বাংলাদেশ দৈনিক মজুরি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে জেলা কালেক্টরেট চত্বরে এই কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার। বক্তারা দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মচারীদের বয়স শিথিল করে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬
১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

মৌলভীবাজারে গণবিক্ষোভ

মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন দাবি চা শ্রমিকদের

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

৫শ' টাকা মজুরি, ভূমির অধিকার ও শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন দাবিতে মৌলভীবাজারে গণবিক্ষোভ করেছেন চা শ্রমিকরা। সোমবার সকালে মৌলভীবাজারের রাজনগর চা বাগানে এ বিক্ষোভ করা হয়। শ্রমিকরা বলেন, ১৮৭ টাকা মজুরিতে চা শ্রমিকরা কাজ করছেন। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে এই পারিশ্রমিকে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন সংকটের সমাধান দাবি জানান তারা। নানা অজুহাতে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে বিলম্ব করা হচ্ছে দাবি করে তারা বলেন, শ্রমিকদের অধিকার ও বিরোধ মীমাংসায় চা শ্রমিক ইউনিয়ন ভূমিকা রাখে। নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকায় নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছে চা বাগানগুলো। গণবিক্ষোভের পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজি পাশি, বাংলাদেশ চা শ্রমিক নারী ফোরামের আহ্বায়ক গীতা রানী কানু, বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি মন্টু নুনিয়া, চা শ্রমিক বাসন্তী রবিদাস ও দুলন অলমিকসহ প্রমুখ।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gmail.c

অবৈধ ছাঁটাই ও বকেয়া পাওনার দাবিতে আশুলিয়ায় বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন, সাভার

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় অবৈধভাবে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই এবং বকেয়া বেতন-ভাতা ও সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে আশুলিয়ার টঙ্গাবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ শ্রমিক সংহতি ফেডারেশনের সহযোগিতায় 'অবৈধভাবে ছাঁটাইকৃত শ্রমিক ও কর্মচারী' ব্যানারে ন্যাচারাল ডেনিম লিমিটেড ও ন্যাচারাল ওয়াশিং প্লান্ট লিমিটেড কারখানার সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কারখানার বিভিন্ন সেকশনের শ্রমিক ও কর্মচারীদের শ্রম আইন উপেক্ষা করে অবৈধভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। ছাঁটাইয়ের পরও তাদের বেতন-ভাতা, সার্ভিস বেনিফিটসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। বিষয়টি সমাধানের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে দুই দফা বৈঠকের আবেদন করা হলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সেখানে উপস্থিত হয়নি। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন—বাংলাদেশ শ্রমিক সংহতি ফেডারেশনের নেতা ইয়াসিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন।

NEW AGE SUNDAY, JULY 12, 2026,

Labour rules must conform to amended act: stakeholders

Staff Correspondent

LABOUR rights experts on Saturday called for comprehensive amendments to the Bangladesh Labour Rules, 2015 to ensure consistency between rules and the recently amended labour act, saying that subordinate legislation must not curtail rights guaranteed by the parent law.

The call came at a stakeholders' meeting titled 'Review of the Bangladesh Labour Rules, 2015' organised by the Solidarity Center in the capital.

Presenting the keynote paper, Solidarity Center country programme director AKM Nasim said that the government had already formed a tripartite committee to revise the labour rules following the latest amendments to the labour act.

'The rules are subordinate legislation and must remain fully consistent with the act. They cannot override, limit, or reduce rights granted by the act and should facilitate, rather than restrict, its effective implementation,' he said.

The keynote, covering 18 thematic areas, identified provisions requiring amendment, including the classification of temporary workers, retrenchment notice pay, workers' access to employment records, disciplinary inquiry procedures, and the supply of cooled drinking water during summer.

It also recommended framing detailed rules to implement new rights introduced through the 2026 amendment, including workers' right to refuse unsafe work, protection from workplace discrimination, violence and harassment, and extending labour rights to domestic and digital platform workers.

The paper further proposed strengthening safeguards for trade union registration and elections, preventing unfair labour practices, ensuring equal pay for equal work, improving the Alternative Dispute Resolution Authority and correcting inconsistencies in section 188(5) relating to labour court appeals.

It also proposed Bangladesh's first draft rule on heat injury and illness prevention, recommending mandatory heat monitoring, rest breaks, access to drinking water, acclimatisation measures, and emergency response procedures for workers exposed to extreme heat.

Labour Reform Commission chair Syed Sultan Uddin Ahmmed said that labour rules should remain consistent with international labour standards.

'Workers' fundamental rights and healthy industrial relations should be kept at the centre of the entire process,' he said.

Among others, International Labour Organization country director Max Tuñón and labour leaders Anower Hossain, Salauddin Shapon, Taslima Akter, Nazma Akter, Banul Akhter, and Ruhul Amin spoke in the meeting.

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • July 3, 2026

Govt resets target for child labour elimination to 2030

MONIRA MUNNI

Bangladesh has drafted a new five-year National Plan of Action (NPA) resetting the target for eliminating all forms of child labour to 2030, with a special focus on eradicating the worst forms from hazardous occupations and the informal sector, sources said.

The government had previously set targets of eliminating the worst forms of child labour by 2021 and all forms by 2025. Both deadlines were missed for reasons, most notably the Covid-19 pandemic, they said.

People involved in drafting the plan said the new NPA would be finalised by the middle of this month. It sets out five strategic objectives, including a monitoring and evaluation framework, which was absent from the previous action plan.

The revised NPA and its updated timeframe are also considered important for achieving the global target of eliminating child labour by 2030 and for helping Bangladesh retain eligibility for zero-tariff export access to the European Union market, particularly after its graduation from the least developed country (LDC) category, they added.

When contacted, Labour Ministry Additional Secretary Abdur Rahim Khan said a validation meeting was held in the capital on Wednesday and that the NPA would be finalised by July 15 after incorporating observations made during the meeting.

He said the new NPA places greater emphasis on implementation strategies and coordination among all relevant stakeholders. Its five strategic objectives are prevention, protection, prosecution, partnership, and monitoring and evaluation.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) National Child Labour Survey 2022, published in 2024, around 1.78 million children are engaged in child labour across the country, of whom 1.07 million are involved in hazardous work.

The government has already declared 43 sectors hazardous for children, up from 38 in 2022, while calls are growing from various quarters to include domestic work on the list, officials said.

Draft five-year action plan prioritises hazardous and informal-sector child labour

It has also declared eight industries -- export-oriented garments, leather goods, tanneries, ceramics, glass, silk, shrimp processing and shipbreaking -- free from child labour, they added.

The highest prevalence of both child labour (1,776,097 children) and hazardous child labour (1,068,212 children) is among those aged between 14 and 17 years, according to the draft NPA.

The industrial sector accounts for the largest share of both child labour and hazardous child labour, at 66.6 per cent and 54.7 per cent respectively, followed by the service sector (44.4 per cent and 29.9 per cent) and agriculture (38.8 per cent and 3.3 per cent).

"This calls for greater attention to addressing child labour in the industrial sector, including large informal workplaces, followed by the service and agricultural sectors," the draft says.

BBS data also show that child labour is more prevalent in rural areas, at 44 per cent, compared with 4.6 per cent in urban areas.

However, hazardous child labour is more concentrated in urban areas, accounting for 24 per cent, compared with 2.7 per cent in rural areas.

The draft therefore says greater attention is needed in rural areas to address child labour overall, while efforts to eliminate hazardous child labour should primarily focus on urban areas.

"The NPA 2026-2030 identifies hazardous child labour and child labour in the informal sector as its priority," the draft says, noting that child labour in Bangladesh is a multidimensional problem rooted in poverty, inadequate educatio systems, social norms, weak governance and environmental vulnerability.

Speaking to the Financial Express, Bangladesh Labour Foundation Executive Director AKM Ashr Uddin called for aligning compulsory education with the minimum employment age of 14 by extending free and compulsory education throu Class VIII to accelerate child labour eradication efforts.

ILO Bangladesh Country Director Max Tunon sai "In line with ILO Convention 138, keeping childr in school remains one of the most effective ways to prevent child labour."

Emphasising the need for stronger links betwee child labourprogrammes and social protection fc vulnerable families, he said social safety nets th support parents while ensuring children remain i school could help break the cycle of intergenerational poverty.

The draft NPA also recommends a comprehensiv approach encompassing poverty alleviation, improved access to quality education, stronger law enforcement, greater public awareness and enhanced protection for disaster-affected and marginalised communities.

Without addressing these interconnected factors child labour will continue to undermine the right and future of children in Bangladesh, it warns.

Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) Executive Director Syed Sultan Uddin Ahmed saic the new NPA is particularly important as the International Labour Organization (ILO) has set 2030 as the target year for eliminating all forms of child labour.

He said the initiative must be led by the government rather than the international community or civil society organisations, while stressing that private-sector industries employing large workforces should be fully involved in implementing the plan.

Munni_fe@yahoo.coi

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২ জুলাই ২০২৬

সেপটিক ট্যাংক যেন মারণফাঁদ

মাসুদ রায়হান পলাশ ▷

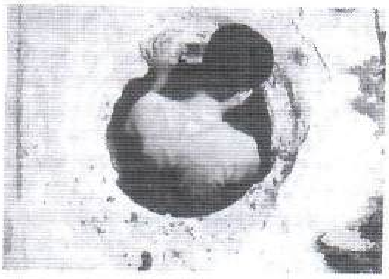

- সচেতনতার অভাবে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে
- গতকালই আশুলিয়ায় জীবন হারিয়েছেন একজন
- ২০২৫ সালে ১২০টি সেপটিক ট্যাংক দুর্ঘটনা

সেপটিক ট্যাংক যেন মৃত্যুর ফাঁদ। দেশে শ্রমবিষয়ক থিংকট্যাংকগুলোর হিসাব অনুসারে প্রতিবছর গড়ে কমপক্ষে ১৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে সেপটিক ট্যাংকে। এর বাইরেও শিশুসহ আরো অনেকের অসহায় মৃত্যু ঘটছে। চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত সেপটিক ট্যাংক ও পরিত্যক্ত কুয়ায় নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২২ জনের। ফায়ার সার্ভিসের হিসাবে ২০২৫ সালে সেপটিক ট্যাংকে ১২০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিকারমূলক কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেপটিক ট্যাংকে মৃত্যুর ঘটনা ক্রমেই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। গতকাল বুধবারই আশুলিয়ায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে আলম ইসলাম (২৭) নামের এক রাজমিস্ত্রির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সকাল ১১টার দিকে আশুলিয়ার ছয়তলা রূপায়ণ হাউজিং এলাকার তৌহিদ উদ্দীনের নির্মীয়মাণ ভবনের সেপটিক ট্যাংকে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলম ইসলাম পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার কুমারপাড়া এলাকার আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

দেশে প্রতিবছর সেপটিক ট্যাংক দুর্ঘটনায় কতজনের মৃত্যু হচ্ছে সেই পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নেই। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের দুর্ঘটনায় শুধু শ্রমিকদের মৃত্যুর হিসাব রাখে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য মতে, ২০২২ সালে সারা দেশে সেপটিক ট্যাংকে ১৫ জন শ্রমিক মারা যান। তাঁদের মধ্যে ১১ জন নির্মীয়মাণ ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করছিলেন। ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলায় এসব দুর্ঘটনা প্রতি মাসেই ঘটছে। ২০২৩ সালে ১২ জন, ২০২৪ সালে ১৩ জন এবং ২০২৫ সালে আটজন শ্রমিক এই মৃত্যুফাঁদে জীবন হারান। আর চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত মারা গেছেন আটজন শ্রমিক। সেফটি অ্যান্ড রাইট সোসাইটির (এসআরএস) তথ্য, ২০১৫ সালে ১৬, ২০১৬ সালে ১২, ২০১৭ সালে ১৯, ২০১৮ সালে ২১, ২০১৯ সালে ২২, ২০২০ সালে ১০, ২০২১ সালে ২৭, ২০২২ সালে ১৪, ২০২৩ সালে ১৭, ২০২৪ সালে ৯, ২০২৫ সালে আট এবং ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ১০ জন শ্রমিক সেপটিক ট্যাংকে মারা গেছেন। তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ঘেঁটে জানা যায়, এই সংখ্যা আরো বেশি। চলতি বছরের জুন মাসেই সেপটিক ট্যাংক ও পরিত্যক্ত কুয়ার বিষাক্ত গ্যাস কেড়ে নিয়েছে অন্তত ২২ জনের প্রাণ।

গত ২৬ জুন চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী থানার ধনিয়ালাপাড়া এবং রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নে সেপটিক ট্যাংকের দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়। গত ২০ জুন টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার অরণখোলা ইউনিয়নের গড় এলাকার টেলকির জলই গ্রামে একটি পরিত্যক্ত কূপে পড়া ছাগল উদ্ধার করতে গিয়ে বাবা-ছেলেসহ চারজনের মৃত্যু হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সেপটিক ট্যাংক বা অন্য কোনো বদ্ধ গর্তের ঝুঁকি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের ধারণা নেই। অসচেতনতার কারণেই এসব দুর্ঘটনা ঘটছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সচেতনতা বাড়ানো গেলে এ ধরনের মৃত্যু প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব।

লেখক, গবেষক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ গওহার নঈম ওয়ারা কালের কণ্ঠকে বলেন, সেপটিক ট্যাংকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মূলত স্থানীয় সরকারের। কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তাঁর মতে, দু-একটি ক্ষেত্রে শাস্তির দৃষ্টান্ত তৈরি হলে তদারকি বাড়বে। এভাবে বছরের পর বছর চলতে পারে না। সরাসরি সেপটিক ট্যাংকে নেমে পরিষ্কার করার পদ্ধতি অনেক দেশেই বেআইনি। নিরাপদ সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষ কর্মী দিয়ে এ কাজ পরিচালনা করা উচিত।

বাংলাদেশ রসায়ন সমিতিও ২০৩০ সালের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ম্যানুয়ালি সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে।

সেফটি অ্যান্ড রাইট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা বলেন, 'নিরাপদ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণেই এসব দুর্ঘটনা ঘটছে। শ্রমিক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোকে নিরাপদ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বদ্ধ ট্যাংকে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ট্যাংক পরিষ্কারের আগে গ্যাস বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্মাণের সময় একটি নয়, দুটি মুখ রাখতে হবে, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাজের সময় অবশ্যই নিরাপদ পদ্ধতি জানা একজন তত্ত্বাবধায়ককে রাখতে হবে।'

বিশেষজ্ঞরা জানান, সেপটিক ট্যাংক ভবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও নির্মাণ ও নিরাপত্তায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দীর্ঘদিন বদ্ধ থাকা গর্তে অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ে এবং অক্সিজেন কমে যায়। এমন পরিবেশে সেখানে প্রবেশ করলে দুর্ঘটনা ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। সেপটিক ট্যাংকের কাজ হলো পয়োনিষ্কাশনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ। এতে কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদা করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়। পরে তরল বর্জ্য মূল পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় চলে যায় এবং কঠিন বর্জ্য নিচে জমে থাকে। তবে অনেক এলাকায় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও দালানগুলোর সঙ্গে সংযোগ নেই। ফলে সব ধরনের বর্জ্য ট্যাংকেই জমা হয়। একসময় ট্যাংক ভরে গেলে তা পরিষ্কার করতে অদক্ষ ও স্বল্প মজুরির শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তাঁরাই বেশি দুর্ঘটনার শিকার হন।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন শ্রমিক ট্যাংকে নেমে আর সাড়া দেন না। তখন তাঁকে উদ্ধারে নেমে একে একে আরো অনেকে একই পরিণতির শিকার হন।

শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রথমবার সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। আবার দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত ট্যাংকেও বিষাক্ত গ্যাস জমে এমন দুর্ঘটনা ঘটছে।

বিলস ও এসআরএস জানায়, তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর বিশ্লেষণ করে শুধু কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করে। তাই গত ২০ জুন টাঙ্গাইলের মধুপুরে পরিত্যক্ত কুয়ায় নেমে বাবা-ছেলেসহ চারজনের মৃত্যুর ঘটনা তাদের হিসাবে নেই। কারণ সেখানে কোনো শ্রমিক মারা যাননি।

বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সবাইকে সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে আইনও প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। একজন নিচে নেমে সাড়া না দিলে অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে নামা উচিত নয়। বরং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিতে হবে। ভারতে এভাবে মানুষ নামিয়ে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার নিষিদ্ধ। বাংলাদেশেও নিরাপদ পদ্ধতি নিশ্চিত না করলে এ মৃত্যু বন্ধ হবে না।'

গত ২০ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে আলী মিয়ার নির্মীয়মাণ ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দুপুরের দিকে প্রথমে হৃদয় মিয়া নামের একজন শ্রমিক সেপটিক ট্যাংকে নামেন। হৃদয়ের কোনো সাড়া না পাওয়ায় তাঁকে উদ্ধারে একে একে ইমান হোসেন ও মেহেদী হাসান ট্যাংকে নামেন; কিন্তু তিনজনের কোনো সাড়া না থাকায় কিছুক্ষণ পর পাশের বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে থাকা আরমান মিয়াকে ডেকে আনেন আলী মিয়া। ট্যাংকে নামা চারজনই আর ওপরে উঠতে পারেননি। পরে ফায়ার সার্ভিস ভবনের দেয়াল ভেঙে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে। এভাবেই সেপটিক ট্যাংকে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে।

নিহত আরমানের চাচা আব্বাস আলী কালের কণ্ঠের কাছে দাবি করেন, 'কোনো প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান ছাড়া ১০ ফুট গভীর ওই সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ঘটনায় কোনো মামলা করা হয়নি। গ্রামবাসী সালিশে বসে এর সমাধান করে ফেলেছে।'

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০২৫ সালে সেপটিক ট্যাংকে ১২০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবছরই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। সেপটিক ট্যাংকে গ্যাস জমে। সেখানে গ্যাস থাকলে দু-এক মিনিটের মধ্যে মানুষ মারা যেতে পারে। তাই সচেতনতার বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, বাড়ির মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই সতর্ক হতে হবে। ট্যাংকে নামানোর আগে হারিকেন বা কুপি জ্বালিয়ে দড়িতে বেঁধে নিচে নামালে তা দ্রুত নিভে গেলে অক্সিজেনের ঘাটতি বোঝা যায়। ফায়ার সার্ভিস ২০২৫ সালে এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক প্রচার চালিয়েছিল।

গত ১৭ মে রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, সেপটিক ট্যাংক ছাড়া ঢাকায় নতুন ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না। পুরনো ভবনে ছয় মাসের মধ্যে সেপটিক ট্যাংক স্থাপনের সময় দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি সতর্কতার কথাও বলেছেন। সেগুলোর কয়েকটি হলো গর্তে প্রবেশের সময় অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ; মাস্ক না থাকলে পাতাসহ গাছের ডাল দড়িতে বেঁধে কয়েকবার ওঠানামা করালে কিছু বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যায় এবং কিছু অক্সিজেন প্রবেশ করে।